

কথাসরিৎসাগর

সোমদেব ভট্ট

অনুবাদ : হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

কথাসরিৎসাগর (১ম খণ্ড)
কথাসরিৎসাগর (২য় খণ্ড)

সোমদেব ভট্ট রচিত

কথাসরিৎসাগর

তৃতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ ঃ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার

অনুবাদক ঃ শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫এ ভবানী দত্ত লেন ঃ কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৭৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৯৭৮

মূল্য ঃ চোদ্দ টাকা

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩-এর পক্ষে
শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং মলয় ঘোষ ও সুভাষ দত্ত কর্তৃক
এম. আর. প্রিন্টার্স, ২-বি গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ আমার সুখ-দুঃখে
অংশগ্রহণকারিণী সহধর্মিনী
শ্রীমতী শোভনা বিশ্বাসকে

মুখবন্ধ

আনন্দ লাভের উপায় হিসাবে মানুষের জীবনে ছড়া, গান প্রভৃতির ন্যায় উপকথা ও কাহিনীর একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন যুগে রাজাদের মনোরঞ্জনকারী সভাসদ থাকিত। তাহারা রসিকতা ও গল্পাদির দ্বারা প্রভুর আনন্দ বিধান করিত। সে কালের তীর্থযাত্রীরা পথশ্রম ও কঠোর জীবনযাত্রার ক্লেশ ভুলিবার জন্য গল্পকথক সঙ্গে লইয়া দূরদেশে যাইত।

ভারতীয় সাহিত্যে গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ কথার' স্থান অতি উচ্চে। কথিত আছে, শতলক্ষ শ্লোকের এই বিশাল গ্রন্থ পৈশাচী প্রাকৃতে লিখিত হইয়াছিল। কিংবদন্তী অনুসারে, গুণাঢ্য মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনীপতি মদনের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন, অথবা গোদাবরী তীরস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে জন্মলাভ করিয়া সেখানকার নরপতি শাতবাহনের শ্রদ্ধার্জন করেন। এই দুইটি প্রাচীন জনশ্রুতির মধ্যে দ্বিতীয়টি সত্য হইতে পারে। কারণ উজ্জয়িনীর রাজা মদনের অস্তিত্ব কেবল অজ্ঞাত নহে, সন্দেহজনক। পক্ষান্তরে, প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলাস্থিত পৈঠান) নগরে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিমুক শাতবাহন নামক নরপতির রাজত্বের প্রমাণ আছে। তিনি দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র জাতির শাতবাহন বংশের প্রথম সম্রাট। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে 'গাথা-সপ্তশতী' রচয়িতা শাতবাহনকে প্রাকৃত ভাষায় হাল (হালবাহন) বলা হইত। শাতবাহন রাজগণের রৌপ্যমুদ্রায় দ্রাবিড় ভাষাশ্রিত একপ্রকার প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায়। আবার শাতবাহন বংশীয় এবং তাঁহাদের পরবর্তী দক্ষিণাপথের রাজগণের রচনাগুলিতে প্রাকৃত ভাষায় 'সাগর' স্থলে 'সবার', 'মেঘ' স্থলে 'মেখ', 'সর্বজ্ঞ' স্থলে 'সবঞ' (অর্থাৎ 'সব্বঞ্ঞ') প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ।

গুণাঢ্য রচিত শতলক্ষ শ্লোকের মধ্যে মাত্র লক্ষ শ্লোক সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বাকী ছয় লক্ষ শ্লোক নাকি গ্রন্থকারের হস্তেই বিনষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় ঐ এক লক্ষ শ্লোক সম্বলিত 'বৃহৎ কথা' গ্রন্থখানিও মধ্যযুগের প্রথমার্ধেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের সারাংশ বলিয়া বর্ণিত পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কতিপয় পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশ্মীরীয় পণ্ডিত সোমদেব ভট্টের ২২/২৩ হাজার

শ্লোকে রচিত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং হৃদয়গ্রাহী। ইহা ১০৬৩ হইতে ১০৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে অর্থাৎ ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কাশ্মীররাজ অনন্তের মহিষী এবং কলশের মাতা সূর্যবতীর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ের পূর্বেই গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা'র পরবর্তী কালের কোন কোন রচনার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বইখানি অনেকাংশে ঢালিয়া সাজা হয়। বিষমশীল বা বিক্রমাদিত্য রাজার কাহিনীগুলি এইরূপ পরবর্তী প্রক্ষেপের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৩৭৬—৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ) কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে পরবর্তী কয়েক শত বৎসরে রাজা বিক্রমাদিত্যের কিংবদন্তী গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, পৃথিবীর কথাসাহিত্যের ইতিহাসে 'কথাসরিৎসাগরে'র সহিত কেবলমাত্র আরবী ভাষায় রচিত 'অলফ্ লায়লা ওয়া লায়লা' (অর্থাৎ 'একাধিক সহস্ররজনী') নামক গ্রন্থেরই তুলনা হইতে পারে। অবশ্য আরবী গ্রন্থের অনেক কাহিনী ভারতীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার নামটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। আবার ষোড়শ শতাব্দীর রচনাও ইহার সঙ্গে গ্রথিত হইয়াছে। তবে কতিপয় উপাদেয় অনুবাদের মাধ্যমে গ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে য়ুরোপীয় সাহিত্যে অপরিসীম প্রভাব বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে 'কথাসরিৎসাগর' কয়েকবার য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইলেও সেই অনুবাদ সাধারণ পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই।

সোমদেব ভট্টের 'কথাসরিৎসাগর' আঠারটি লম্বক বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক লম্বকে এক বা একাধিক তরঙ্গ বা অধ্যায় আছে। আঠারটি লম্বকে তরঙ্গের সংখ্যা ১২৪টি। উহাতে কাহিনীর সংখ্যা অগণিত। গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলা হইয়াছে—'One of the greatest collections of tales the world has ever seen.'—ইহা খাঁটি সত্য। কাহিনীগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। তাই বইখানি প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থকর্তা সোমদেব এবং তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—'We must tell him as the father of fiction and his work as one of the master pieces of the world.' এই উক্তিতে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন দোষ দেখা যায়। গ্রন্থখানি যে

গ্রন্থকারের অসামান্য সাফল্য ও গৌরবের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সোমদেব 'father of fiction' ছিলেন না। তিনি কোন মৌলিকতার দাবি করেন নাই এবং নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎ কথা'র সারাংশ লইয়া তাঁহার সংগ্রহ গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছিল। অবশ্য সোমদেব 'father of fiction' ছিলেন না, এই কথায় তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থের মর্যাদা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। কারণ মূল 'বৃহৎ কথা' এখন বিলুপ্ত। তাই 'কথাসরিৎসাগর' অদ্বিতীয় গ্রন্থ। কেবল ভারতীয় সাহিত্যের নহে, উহা বিশ্বসাহিত্যেরও গৌরবের বস্তু।

আমাদের দেশে C. H. Tawney-কৃত 'কথাসরিৎসাগর'-এর ইংরাজী অনুবাদ কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির 'Bibliotheca Indica' গ্রন্থমালার দুই খন্ডে (১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে এই অনুবাদেরই একটি উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ N. M. Penser কর্তৃক দশ খণ্ডে (১৯২৩-২৮ খ্রীষ্টাব্দে) লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। Tawney সাহেবের অনুবাদ জার্মান পন্ডিত H. Brockhans মহাশয়ের সম্পাদিত 'কথাসরিৎসাগর' (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের ভিত্তিতেই কলিকাতার পন্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থের শ্লোকবন্ধ কাহিনীগুলি সংস্কৃত গদ্যে লিপিবদ্ধ করেন। পরে নির্ণয়সাগর মুদ্রণালয় হইতে পন্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পান্ডুরঙ্গ পরবের সম্পাদনায় মূল 'কথাসরিৎসাগর' প্রকাশিত হয় (বোম্বাই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে)। এই ভারতীয় সংস্করণটি পরেও কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে।

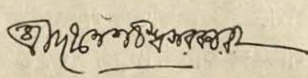
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে কলিকাতার বসুমতী সাহিত্য মন্দির কথাসরিৎসাগরের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। ইহার পূর্বে উমেশচন্দ্র গুপ্ত পুস্তকখানির প্রথমার্ধের এক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১২৮৬ সাল)। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অনুবাদ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন গ্রন্থখানি ক্রয় করি, তখন কোন খণ্ডেই মুদ্রণের সন দেখি নাই। উহার প্রথম খন্ডটি ছিল দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৯, মূল্য ১.৫০) অনুবাদক স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯২, মূল্য ১.০০) অনুবাদক মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ। বুঝা যায় উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্মৃতিতীর্থ অনুবাদকের

স্থান পাইয়াছিলেন। 'কথাসরিৎসাগর'-এর কয়েকটি কাহিনী বাঙলা ভাষায় লিখিত কতিপয় কিশোর পাঠ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছিল।

সম্প্রতি প্রবীণ লেখক শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস সোমদেব ভট্টের এই পরম উপাদেয় গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙলা ভাষাভাষী দেশে 'কথাসরিৎসাগরে'র জনপ্রিয়তা বর্ধিত হইবে সন্দেহ নাই। বিশ্বাস মহাশয়ের অনুবাদের প্রথম (১৯৭৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১) ও দ্বিতীয় (১৯৭৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৬) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। ঐ দুই খণ্ডে আদি হইতে সপ্তম লম্বক পর্যন্ত ৪৩টি তরঙ্গের কাহিনীগুলি স্থান পাইয়াছে। বর্তমান তৃতীয় খণ্ডের পর আরও দুইটি খণ্ডে এই বিশাল অনুবাদগ্রন্থ সমাপ্ত হইবে।

যে কথা বলিয়া সোমদেব তাঁহার রচিত গুণাঢ্যকৃত গ্রন্থের সারসংগ্রহ শেষ করিয়াছিলেন, বিশ্বাসমহাশয়ের অনুবাদ সম্পর্কে আমরা উহারই পুনরাবৃত্তি করিব—'হৃদয়ানন্দায় ভবতুসতম্'—অর্থাৎ ইহা সুধী পাঠকের হৃদয়ে আনন্দ বিধান করুক।

২০. ৬. ১৯৭৬



ভূমিকা

আমার পুস্তকের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জয়ন্ত সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। পুস্তকের নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী সুপর্ণার অবদান অবিস্মরণীয়। বিদেশস্থ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান দেবশ্রী এ বিষয়ে আমার পথপ্রদর্শক এবং তাহার নিকট চিরঋণী হইয়া রহিলাম।

ভারত গভর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার যে মূল্যবান মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন তাঁহার প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার মত বিদগ্ধ ব্যক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লিখিত হইয়াছে। এখন কেবল মুদ্রণ সাপেক্ষ। পূর্বের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩য় খণ্ডের নিমিত্ত যে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ আনুকূল্য ব্যাপারে বলিয়াছেন যে, "The matter is dropped for the present." আরোগ্য লাভ করিলে নবীন ভাইসচ্যান্সেলার ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আশা করি অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও জনপ্রিয় হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

৬১/১৭, মুর এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০৪০
দোল পূর্ণিমা, ১৩৮৩ সন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

শক্তিযশো লম্বক

অষ্টম লম্বক

সূর্যপ্রভ

মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধারস-নিষিক্ত কাহিনী, তদ্রূপ হিমালয় দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই কাহিনী পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

আন্দোলিত কর্ণবাত্যায় যে গজানন সূর্যাস্তের পূর্বেই গগনকে সিন্দূর রক্তরাগে রঞ্জিত করেন, তাঁহার জয় হউক।

এই প্রকারে নরবাহনদত্ত ভার্যাগণকে লাভ করিয়া কৌশাম্বী নগরীতে পিতৃগৃহে সুখে বাস করিতেছিল। একদা সে যখন পিতার সভাকক্ষে উপস্থিত ছিল তখন একজন দিব্যপুরুষকে আকাশ হইতে তথায় অবতরণ করিতে দেখিতে পাইল। সে এবং তাহার পিতা উহাকে অভ্যর্থনা করিলে সেই পুরুষ তৎসম্মুখে প্রণত হইল এবং নরবাহনদত্ত তাহাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কে এবং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?" তখন সে প্রত্যুত্তর করিল, "হিমবৎ পর্বতে বজ্রকূট নামক সার্থকনামা এক নগরী আছে, কারণ তাহা সম্পূর্ণ হীরকে নির্মিত। দেহ হীরকময় হওয়ায় বজ্রপ্রভনামে আমি বিদ্যাধরাধিপ তথায় বাস করিতাম। আমার তপশ্চর্যায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে আদেশ করিয়াছেন, 'যদি তুমি যথাসময়ে মৎসৃষ্ট রাজচক্রবর্তীর বাধ্য থাক তবে আমার অনুগ্রহে তুমি শত্রুদিগের অপরাজেয় হইবে।' তন্নিমিত্ত আমি আমার রাজাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ অবিলম্বে হেথায় আগমন করিয়াছি। বিদ্যাবলে আমি জ্ঞাত আছি যে শশিশেখর মহাদেবের ইচ্ছানুসারে কামাংশে সম্ভূত বৎসরাজসুত নরবাহনদত্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উভয় প্রদেশের রাজচক্রবর্তী হইবেন। যদিও শিবের কৃপায় সূর্যপ্রভ নামক নরপতি কল্পকাল আমাদের অধীশ্বর আছেন, তথায় তিনি মাত্র দক্ষিণার্ধের ভূপতি; উত্তরার্ধের নৃপতি হইতেছেন শ্রুতসেন। কিন্তু অতি পুণ্যবান আপনি খেচরদিগের একমাত্র রাজচক্রবর্তী হইবেন এবং আপনার রাজত্ব কল্পান্ত স্থায়ী হইবে।"

তখন বৎসরাজের সমক্ষে নরবাহনদত্তকে এই কথা বলিলে নরবাহনদত্ত কুতূহলবশতঃ বিদ্যাধরকে পুনরায় বলিল, "সূর্যপ্রভ মনুষ্য হইয়াও পুরাকালে কিপ্রকারে বিদ্যাধরাধিপ হইয়াছিল আমাদিগের নিকট তাহা ব্যক্ত করুন।" তখন রাজ্ঞী এবং মন্ত্রীবর্গের উপস্থিতিতে বজ্রপ্রভ সেই কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল :—(১-১৬)

সূর্যপ্রভের বৃত্তান্ত ঃ কিপ্রকারে সে বিদ্যাধরদিগের অধীশ্বর হইয়াছিল ।

পুরাকালে মদ্রদেশে শাকল নামে এক নগরী ছিল। অংগারপ্রভের পুত্র চন্দ্রপ্রভ তথাকার নৃপতি ছিল। তাহার নামেই বিদিত হওয়া যাইত যে সে স্বীয় স্বভাবে অখিল বিশ্ব পুলকিত করিত কিন্তু জ্বলনপ্রভের ন্যায় শত্রুদিগকে সন্তাপিত করিত। কীর্তিমতী নাম্নী পত্নীর গর্ভে তাহার ভবিষ্যৎ কীর্তিসূচক শুভলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার জন্মসময়ে নৃপতি চন্দ্রপ্রভের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিয়া আকাশ হইতে সুস্পষ্ট দৈববাণী হইল, "সূর্যপ্রভ নামক যে নরপতি এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিলেন মহাদেব তাঁহাকে বিদ্যাধররাজদিগের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্তীরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।' কুমার সূর্যপ্রভ ত্রিপুরারির (শিবের) কৃপাধন্য পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান হওয়ায় বাল্য বয়সেই গুরুর নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা ও কলা আয়ত্ত করিল। ষোড়শবর্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্বগুণে প্রজাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিলে ভূপতি চন্দ্রপ্রভ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভাস, প্রভাস, সিদ্ধার্থ, প্রহস্ত এবং তাহার অসংখ্য অন্যান্য মন্ত্রিপুত্রদিগকে সখারূপে তাহাকে প্রদান করিল। যখন সে উহাদিগের সাহচর্যে রাজ্যভার বহন করিতেছিল, তখন ময় নামক মহাসুর নৃপতি চন্দ্রপ্রভের সভাকক্ষে উপস্থিত হইয়া এবং তৎকর্তৃক সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া সূর্যপ্রভের সমক্ষে নৃপতিকে বলিল, "দেব, আপনার পুত্র সূর্যপ্রভকে মহাদেব বিদ্যাধরদিগের ভাবী নরপতিরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। তদুপযুক্ত মায়াবিদ্যায় উহাকে শিক্ষিত করুন না কেন? সেইজন্যই দেব শম্ভু আমাকে হেথায় প্রেরণ করিয়াছেন। বিদ্যাধরদিগের উপর কর্তৃত্ব লাভার্থ ঐ বিদ্যাসমূহের প্রয়োগে শিক্ষাপ্রদান করিবার নিমিত্ত উহাকে আমার সহিত গমন করিতে আদেশ করুন। এই বিষয়ে ইন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত খেচরদিগের প্রভু শ্রুতশর্মা উহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। কিন্তু এই কুমার আমাদের সহায়তায় মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিখিল বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবে।" (১৭-৩২) ময় এইরূপ বলিলে নৃপতি চন্দ্রপ্রভ বলিল, "আমাদের কি সৌভাগ্য! এই পুণ্যবানকে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাউন।" তখন নৃপতির অনুমত্যানুসারে সপার্ষদ সূর্যপ্রভকে সংগে লইয়া নৃপতির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক ময় সত্বর পাতালে গমন করিল। তখন তপশ্চর্যা মাধ্যমে কুমারকে শিক্ষাপ্রদান করিলে তদ্দ্বারা কুমার ও তাহার মন্ত্রিবর্গ

সত্বর সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইল। তথায় মায়াবিমান আহরণ করিবার বিদ্যা শিক্ষা দিলে কুমার ভূতাসন নামক বিমান সংগ্রহ করিল। তখন ময় সূর্যপ্রভ ও তাহার মন্ত্রীদিগকে ঐখানে স্থাপিত করিয়া মায়াবিদ্যারাজি শিক্ষান্তে পাতাল হইতে পুনরায় স্বনগরীতে আনয়ন করিল। পিতা-মাতার সম্মুখে সূর্যপ্রভকে লইয়া গিয়া তাহাকে বলিল, "আমি এখন প্রস্থান করিব। মায়াবিদ্যাসম্ভূত সিদ্ধি সম্ভোগ করিয়া আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত এইস্থানে অবস্থান কর।" পুত্রের মায়াবিদ্যা শিক্ষায় প্রীত হইয়া নৃপতি চন্দ্রপ্রভ অসুর ময়ের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলে সে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর সূর্যপ্রভ প্রীতিলাভার্থ মন্ত্রীদিগের সহিত মায়াবিদ্যাবলে ঐ বিমানে আরোহণপূর্বক অনবরত যত্রতত্র বহুদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যখনই কোন রাজকুমারী তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিত তখনই সে প্রেমে আকুল হইয়া তাহাকে পতিত্বে বরণ করিত। প্রথমা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী তাম্রলিপ্তিরাজ বীরভটের কুমারী কন্যা মদনসেনা। দ্বিতীয়া, সিদ্ধগণ কর্তৃক নীত এবং পরিত্যক্ত পশ্চিমদেশের রাজাধিরাজ সুভটের কন্যা চন্দ্রিকাবতী। তৃতীয়া, কাঞ্চীনগরীর অধিপতি কুম্ভীরের প্রখ্যাতা রূপশালিনী কন্যা বরুণসেনা। চতুর্থী ছিল লাবাণকরাজ পৌরবের চারুলোচনা কন্যা সুলোচনা। পঞ্চমী, চীনদেশের নরপতি সুরোহের হরিৎ হেমাংগী কন্যা বিদ্যুম্মালা। ষষ্ঠী ছিল শ্রীকণ্ঠরাজ কান্তিসেনের অপ্সরাবিনিন্দিতকান্তি দুহিতা কান্তিমতী এবং সপ্তমা ছিল কৌশাম্বীরাজ জন্মেজয়ের মঞ্জুভাষিণী কন্যা পরপুষ্ঠা। (৩৩-৪৮) অচিরাৎ হৃতা কন্যারা কোথায় আছে কন্যার বান্ধবেরা তাহা জ্ঞাত থাকিলেও রাজকুমারের অলৌকিক বিদ্যার প্রভাবে তাহারা বেতসলতার ন্যায় নম্র হইয়া থাকিত। তাহার পত্নীগণও ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল এবং সূর্যপ্রভ মায়াবিদ্যা বলে তাহাদের সকলের সহিত একই সময়ে যুগপৎ বিহার করিত। সংগীত, পান, গোষ্ঠীআলাপ এবং অন্যান্য আমোদে কালযাপন করতঃ প্রহস্ত প্রমুখ মন্ত্রিবর্গ এবং ভার্যাদিগের সহিত সে পরমানন্দে ব্যোমমার্গে বিচরণ করিত। চিত্রাংকন বিদ্যায় দিব্যশক্তির অধিকারী হওয়ায় সে বিদ্যাধর রমণীদিগের আলেখ্য অংকন করিয়া নানাপ্রকার বক্রোক্তি দ্বারা প্রিয়াদিগকে কুপিতা করিত এবং তাহাদের ভ্রূভংগারুণ নয়নসংযুক্ত রক্তাভ আনন এবং তাহাদের কম্পিতাধরের স্খলিতাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিত। প্রিয়তমাদিগের সহিত ব্যোমপথে তাম্রলিপ্ত গমনপূর্বক উদ্যানে মদনসেনার

সহিত বিহার করিয়া পত্নীদিগকে তথায় রাখিয়া কেবলমাত্র প্রহস্তের ভূতাসন বিমান যোগে সে বজ্রসার নগরীতে গমন করিল। তথায় নৃপতি রম্ভের সমক্ষে তাহার কামাগ্নিজর্জরিতা অনুরক্তা কন্যা তারাবলীকে হরণ করিয়া তাম্রলিপ্তিতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বিলাসিনী নাম্নী অন্য একজন কুমারী রাজকন্যাকে হরণ করিল। বিলাসিনীর উদ্ধত ভ্রাতা সহস্রায়ুধ কুপিত হইলে সে তাহাকে তাহার অলৌকিক বিদ্যাবলে স্তব্ধীভূত করিল এবং পরিজনবর্গসহ আগত সহস্রায়ুধের মাতুলকেও স্তম্ভিত করিয়া কান্তা হরণ করিবে বলিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিল। যদিও সে ক্রুদ্ধ হইয়াছিল তথাপি ভার্যার আত্মীয় বিধায় তাহাদের উভয়কে হত্যা না করিয়া তাহাদের দর্প ভঙ্গ করিয়া উপহাস ভরে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিল। অতঃপর পিতা কর্তৃক আহূত হইয়া সূর্যপ্রভ নবপত্নী পরিবৃত হইয়া স্ব বিমানযোগে স্বীয় নগরী শাকলে প্রত্যাবর্তন করিল (৪৯-৬১)।

অতঃপর নৃপতি বীরভট তাম্রলিপ্তি হইতে সূর্যপ্রভের পিতা ভূপতি চন্দ্রপ্রভের নিকট নিম্নোক্ত বার্তাসহ দূত প্রেরণ করিল, "আপনার পুত্র আমার দুই কন্যাকে হরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী হওয়াতে সে তাহাদের উপযুক্ত বর। কিন্তু যদি আপনারা আমাদের প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন তবে হেথায় আগমন করুন। আমরা অতিথি সৎকার করিয়া যথাবিধি উহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি।" চন্দ্রপ্রভ দূতকে পুরস্কৃত করিয়া পরদিবস সেইস্থানে যাত্রা করিতে সংকল্প করিল। বীরভটের কথা বিশ্বাসযোগ্য কি না ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সে ভূতাসনে প্রহস্তকে দূতস্বরূপ বীরভটের নিকট প্রেরণ করিলে প্রহস্ত সত্বর তথায় গমন করিয়া নৃপতি বীরভটের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাহার কার্যের কথা বলিলে তৎকর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইল। তাহার প্রভুরা পরদিবস প্রাতে আগমন করিবেন, এই কথা বলিলে বীরভট বিস্ময় প্রকাশ করিল। তন্মুহূর্তেই সে ব্যোমপথে চন্দ্রপ্রভের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল যে বীরভট নৃপতিকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ভূপতি প্রীত হইয়া তাহার পুত্রের মন্ত্রীকে সম্মানিত করিল। অতঃপর রাজ্ঞী কীর্তিমতীসহ চন্দ্রপ্রভ এবং বিলাসিনী ও মদনসেনের সহিত ভূতাসন বিমানযোগে গমন করিল। দিবসের এক প্রহর গত না হইতেই যখন আকাশপথে তাহারা তাম্রলিপ্তি যাইতেছিল তখন পৌরজনেরা সবিস্ময়ে উৎক্ষিপ্ত নয়নে তাহাদিগকে দর্শন করিতেছিল (৬২-৭২)। নৃপতি বীরভট তাহাদের সাক্ষাৎ মানসে আগত হইলে

তাহারা আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক পার্শ্বে পার্শ্বে নগরীতে প্রবেশ করিল। নগরীর সুরম্য পথসমূহ পদে পদে চন্দনবারি দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছিল এবং পুরস্ত্রীগণের কটাক্ষে মনে হইল যেন উহাদের উপর নীলপদ্ম বিকীর্ণ করা হইয়াছে। বীরভট তাহার জামাতা ও সম্বন্ধীদিগকে সম্মানিত করিয়া যথাবিধি দুহিতাদিগের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদিত করিল। নৃপতি বীরভট কন্যাদিগের বিবাহবেদীতে সহস্রভার বিশুদ্ধ কাঞ্চন, রত্নাভরণ-ভারসহ শত উষ্ট্র, সপ্ত সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী এবং রূপাভরণ-ভূষিতা এক সহস্র বারাঙ্গনা প্রদান করিয়াছিল। উপরন্তু জামাতা সূর্যপ্রভ ও তাহার পিতামাতাকে বিষয়-সম্পত্তি এবং বহু মূল্য রত্নাদি প্রদান করিয়াছিল। সূর্যপ্রভের প্রহস্ত প্রমুখ মন্ত্রীদিগকেও যথারীতি সম্মানিত করিয়াছিল এবং ভোজের ব্যবস্থা করিয়া নগরবাসীদিগের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল। উত্তম খাদ্য, পানীয় এবং সংগীত দ্বারা পরিবেশিত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীগণের ও পিতামাতার সহিত সে তথায় আনন্দে বিহার করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে বজ্ররাত্রের রম্ভের নিকট হইতে প্রভুর এই বার্তাসহ এক দূত রাজসভায় উপস্থিত হইল, "স্বীয় বিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়া যুবরাজ সূর্যপ্রভ কন্যাহরণ করিয়া আমাদিগকে অপদস্থ করিয়াছে। অদ্য জ্ঞাত হওয়া গেল যে আমাদেরই ন্যায় দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বীরভটের সহিত সে সন্ধি স্থাপন করিয়াছে। তদনুরূপ আমাদের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ হেথায় আগমন করা হউক নতুবা আমরা মৃত্যু দ্বারা সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" (৭৩-৮৫) এই কথা শ্রবণান্তর দূতকে সম্মানিত করিয়া নৃপতি চন্দ্রপ্রভ প্রহস্তকে বলিল, আমার নিকট হইতে এই বার্তা লইয়া রম্ভের নিকট গমন কর, "বিনা কারণে আপনি বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন কেন? সূর্যপ্রভ শিব কর্তৃক বিদ্যাধরদিগের ভাবী নরপতিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সিদ্ধ পুরুষগণ বলিয়াছেন যে আপনার কন্যা এবং অন্যান্যেরা উহার পত্নী হইবে। আপনার দুহিতা যথাযোগ্য স্থানই প্রাপ্ত হইয়াছে; আপনি কর্কশ প্রকৃতি বলিয়া আপনার নিকট হইতে উহাকে প্রার্থনা করা হয় নাই। আপনি আমাদের মিত্র, আপনি শান্ত হউন, আমরা আপনার আলয়ে আগমন করিব।" প্রহস্ত চন্দ্রপ্রভের নিকট হইতে এই সন্দেশ গ্রহণপূর্বক প্রহর কালের মধ্যেই বজ্ররাত্রে আগমন করিয়া রম্ভকে উহা প্রদান করিলে সে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং প্রহস্তও অচিরাৎ চন্দ্রপ্রভের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট এই বার্তা নিবেদন করিল। অতঃপর

চন্দ্রপ্রভ তাহার মন্ত্রী প্রভাসকে প্রেরণ করিয়া রম্ভ দুহিতা তারাবলীকে শাকল হইতে আনয়ন করিল। তদনন্তর নৃপতি বীরভট ইত্যাদির নিকট সসম্মানে বিদায় গ্রহণপূর্বক চন্দ্রপ্রভ সূর্যপ্রভের সহিত বিমানে যাত্রা করিয়া বজ্ররাত্রে উপস্থিত হইল। তথায় বহু ব্যক্তি তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং রম্ভের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল। তথায় রম্ভ মহোৎসবে উদ্বাহ কার্য সম্পাদন করিয়া দুহিতাকে প্রভূত স্বর্ণ, হস্তী, রত্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিল। (৮৬-৯৫) জামাতা সূর্যপ্রভকে এতাবৎ পরিমাণ উপচার প্রদান করা হইয়াছিল যে সে তাহার স্বকীয় ভোগদ্রব্যাদির কথা বিস্মৃত হইয়াছিল! তথায় তাহারা উৎসবে মত্ত থাকাকালে কাঞ্চী নগরী হইতে রম্ভের নিকট দূত আগমন করিল। সেই দূতের বার্তা শ্রবণ করিয়া রম্ভ নৃপতি চন্দ্রপ্রভকে বলিল, "রাজন্, কাঞ্চীশ্বর কুম্ভীর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে অদ্য আমার নিকট জনৈক বিশ্বস্ত দূতের সহিত এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছে, 'সূর্যপ্রভ প্রথমে আমার কন্যাকে হরণ করিয়া পরে তোমার কন্যাকে হরণ করিয়াছিল। শুনিতে পাইলাম তাহার পিতা ও তাহার সহিত তোমাদের মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদিগের সহিত আমাকেও সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দাও। তাহারা আমার নিকট আগমন করিলে আমি স্বহস্তে আমার কন্যা বরুণসেনাকে সূর্যপ্রভের হস্তে প্রদান করিব।' আমার ভ্রাতার এই অনুরোধ রক্ষা করুন।" চন্দ্রপ্রভ রম্ভের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়া প্রহস্তকে শাকলে প্রেরণপূর্বক বরুণসেনাকে শাকল হইতে আনয়ন করিয়া তাহার পিতা কুম্ভীরের নিকট প্রেরণ করিল। পরদিবস সে, সূর্যপ্রভ, রম্ভ, বীরভট এবং অন্যান্য সকলে সপারিষদ কাঞ্চী নগরীতে গমন করিল। তথায় কুম্ভীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পৃথিবীর মেখলার (কাঞ্চীর) ন্যায় নানা রত্নাদি এবং অন্যান্য উত্তম দ্রব্যাদি ভূষিতা কাঞ্চী নগরীতে প্রবেশ করিল। তথায় কুম্ভীর কন্যাকে সূর্যপ্রভের হস্তে যথাবিধি সম্প্রদান করিয়া দম্পতীকে প্রচুর বিত্ত প্রদান করিল। (৯৬-১০৬)

উদ্বাহান্তে ভোজন সমাপন করিয়া প্রহস্ত হৃষ্ট চন্দ্রপ্রভকে সর্বসমক্ষে বলিল, "দেব, শ্রীকণ্ঠ রাজ্যে তথাকার নৃপতি কান্তিসেনের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার যে কন্যাকে হরণ করিয়াছে তাহাকে লইয়া সূর্যপ্রভ এখানে আগমন করিলে আমি তাহার সহিত আমার কন্যার বিধিমত বিবাহ প্রদান করিতাম। যদি সে সম্মত না হয় তবে আমি কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ দেহ ত্যাগ করিব।' তিনি আমাকে

ইহাই বলিয়াছিলেন এবং আমি উপযুক্ত সময়ে তাহা প্রকাশ করিলাম।” প্রহস্ত এই কথা বলিলে নৃপতি চন্দ্রপ্রভ উত্তর করিল, “তুমি কান্তিমতী সহ তথায় গমন কর, আমরাও তথায় গমন করিব।” নৃপতি এই কথা বলিলে, প্রহস্ত ব্যোমপথে তৎক্ষণাৎ গমনপূর্বক তাহার আদিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিল। পরদিবস প্রাতে চন্দ্রপ্রভ এবং অন্যান্য সকলে কুম্ভীরসহ আকাশগামী বিমানে শ্রীকণ্ঠ রাজ্যে গমন করিলে কান্তিসেন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদে আনয়নপূর্বক দুহিতার শুভ বিবাহ কার্য সম্পাদন করিল এবং কান্তিমতী ও সূর্যপ্রভকে নৃপতিদিগের বিস্ময় উৎপাদনকারী অমিত ধনসম্পদ প্রদান করিল। (১০৭-১১৫)

তাহারা যখন তথায় সুখে অবস্থান করিতেছিল তখন কৌশাম্বী হইতে এক দূত আগমন করিয়া বলিল, “নৃপতি জন্মেজয় আপনাদের নিকট এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন,—সম্প্রতি আমার পরপুষ্টা নামক দুহিতাকে কেহ হরণ করিয়াছে। অদ্য আমি জ্ঞাত হইলাম যে সে সূর্যপ্রভের আশ্রয়ে আছে। সে নিঃশংকচিত্তে আমার গৃহে আগমন করিলে আমি যথাবিধি উহাদের পরিণীত করিব। নতুবা আপনারা আমার শত্রু হইবেন এবং আমিও আপনাদের শত্রু হইব।” প্রভুর বার্তা প্রদান করিয়া দূত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে নৃপতি চন্দ্রপ্রভ তাহাদিগকে একান্তে বলিল, “যে ভূপাল এই প্রকার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করে তাহার আলয়ে আমরা কিপ্রকারে গমন করিব?” নৃপতির সিদ্ধার্থ নামক মন্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, “দেব, আপনার কিছু মনে করা উচিত নহে, কারণ তাঁহার এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সেই ভূপতি মহাদাতা, বিদ্বান এবং সৎকুলোদ্ভব বীর। তিনি অপরাজেয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। যথাযথ বাক্য বলাতে তাঁহার কি অন্যায় হইয়াছে? তিনি যে শত্রুতার ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা ইন্দ্রের প্ররোচনাতেই করিয়াছেন। সেই সত্যসন্ধ নৃপতির গৃহে গমন করা আমাদের কর্তব্য। তথাপি “তাহার মনোগত অভিপ্রায় জ্ঞাতার্থে কাহাকেও তথায় প্রেরণ করা হউক।” সিদ্ধার্থের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে তাহা অনুমোদন করিলে ভূপাল চন্দ্রপ্রভ দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক প্রহস্তকে জন্মেজয়ের নিকট প্রেরণ করিল। প্রহস্ত কৌশাম্বীশের নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত আলোচনা করতঃ তাহার নিকট হইতে একটি পত্র আনয়নপূর্বক চন্দ্রপ্রভের তুষ্টি বিধান করিল। (১১৬-১২৭) নৃপতি প্রহস্তকে দূত প্রেরণপূর্বক শাকল হইতে পরপুষ্টাকে জন্মেজয়ের নিকট

প্রেরণ করিয়া নৃপতি চন্দ্রপ্রভ অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত সূর্যপ্রভ এবং কান্তিসেনকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া বিমানযোগে কৌশাম্বীতে গমন করিল। তথায় জন্মেজয় তাহার জামাতা, সম্বন্ধী এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের নানা উপচারে সৎকার করিল। উদ্বাহ ক্রিয়া সমাপনান্তে সে পঞ্চ সহস্র হস্তী, লক্ষ সংখ্যক উত্তম অশ্ব, রত্ন, সুবর্ণ, বহুমূল্য বস্ত্র, কর্পূর এবং অগুরুভার সমন্বিত পঞ্চ সহস্র উষ্ট্র প্রদান করিল। বাদ্যে এবং নৃত্যে পৃথিবী প্লাবনকারী যে মহোৎসব সম্পাদিত হইল তাহাতে সদ্‌ব্রাহ্মণকুল এবং নৃপতিদিগের তুষ্টি বিধান করা হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে দৈবাৎ গগন রক্তবর্ণ ধারণ করিলে মনে হইল যেন শীঘ্রই উহা রক্তে রঞ্জিত হইবে। আকাশে হঠাৎ তুমুল কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। মনে হইল যেন একদল শত্রুসৈন্য গগনপথে আগমন করিতেছে। ভূচরদিগকে খেচরদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করিবার নিমিত্ত যেন প্রবলবেগে বায়ু বহিতে লাগিল। দীপ্ত দ্যুতিতে দিক্‌চক্রবাল আলোকিত করিয়া তৎক্ষণাৎ উচ্চনাদ করিতে করিতে আগত মহাবলশালী বিদ্যাধর চমূ আকাশে দৃষ্ট হইল। (১২৮-১৩৭) ইহার অভ্যন্তরে সূর্যপ্রভ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিস্ময়াম্বিত হইয়া একটি দিব্য বিদ্যাধর যুবককে দেখিতে পাইল। সেই যুবক দামোদরের সম্মুখে অবস্থান করতঃ বিদ্যাধর বন্দী উচ্চরবে ঘোষণা করিতে লাগিল, "নৃপতি আষাঢ়ের যুবরাজপুত্র দামোদরের জয় হউক। রে মর্তবাসী নর সূর্যপ্রভ, উহার চরণতলে পতিত হ। রে জন্মেজয়, তুইও উহার চরণে নত হ। অস্থানে কেন স্বীয় কন্যাকে প্রদান করিয়াছিস্‌ ? এই দেবতাকে তোরা উভয়ে পূজা কর, নতুবা সে ক্ষমা করিবে না।' ইহা শ্রবণ করিয়া এবং ঐ সৈন্যবাহিনী অবলোকন করিয়া সূর্যপ্রভ ঢাল ও তলোয়ার হস্তে স্বীয় বিদ্যাবলে নভোদেশে উড্ডীন হইলে প্রহস্ত, প্রভাস, ভাস, সিদ্ধার্থ, প্রজ্ঞাঢ্য, সর্বদমন, বীতভীতি এবং শুভঙ্কর, প্রমুখ তাহার মন্ত্রিবর্গও অস্ত্রহস্তে তাহার অনুগমন করিল এবং বিদ্যাধরেরা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ করিল। একদিকে সূর্যপ্রভ এবং অন্যদিকে দামোদর খড়্গ দ্বারা শত্রু হত্যা করিয়া এবং ঢাল দ্বারা তাহাদের শস্ত্র প্রতিহত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। নরেরা অল্প কয়েকজন ছিল এবং নভশ্চারীরা সংখ্যায় লক্ষাধিক ছিল, কিন্তু পরস্পরের সহিত যুদ্ধে তাহারা সমপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। রুধিরারুণ খড়্গফলাসমূহ বীরদিগের দেহে পতিত হইবার সময় কৃতান্তের কটাক্ষের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। (১৩৮-১৪৭) বিদ্যাধরদিগের দেহ এবং শিরঃ সমূহ ভয়ে শরণার্থী হইয়া যেন চন্দ্রপ্রভের সম্মুখে

পতিত হইতেছিল। সূর্যপ্রভকে পৃথিবীতে বিদ্যাধরপ্রভ মনে হইতে লাগিল। গগন রক্তরাগে সিন্দূর বর্ণ ধারণ করিল এবং অবশেষে সূর্যপ্রভ ঢাল ও তলোয়ার হস্তে যুধ্যমান দামোদরের সম্মুখীন হইয়া শত্রুব্যূহ সুকৌশলে ভেদ করিয়া খড়্গ দ্বারা দামোদরের ঢাল দ্বিধা বিভক্ত করতঃ তাহাকে ভূপাতিত করিল। তাহার যুদ্ধরত শত্রুর শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে বিষ্ণু আকাশে আগমন করিয়া হুংকার ধ্বনি করিলেন। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং হরিকে অবলোকন করিয়া তাহার পদে প্রণত হইয়া দেবতার সম্মানার্থে সূর্যপ্রভ দামোদর-বধ হইতে বিরত হইল। তখন বিষ্ণু তাহার ভক্তকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করতঃ কোথাও অপসৃত করিলেন। ইহলোকে এবং পরলোকে দেবতা তাহার ভক্তদিগকে রক্ষা করেন। দামোদরের সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিল এবং সূর্যপ্রভ আকাশ হইতে অবতরণ পূর্বক পিতৃপার্শ্বে উপস্থিত হইল। অক্ষত অবস্থায় সমন্ত্রী প্রত্যাবর্তন করাতে পিতা চন্দ্রপ্রভ তাহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিল এবং অন্যান্য নৃপতিরা তাহার শৌর্যদৃষ্টে তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

যখন তাহারা প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধের আলোচনা করিতেছিল তখন সুভটের নিকট হইতে এক দূত তথায় উপস্থিত হইল। (১৪৮-১৫৭) সে চন্দ্রপ্রভের সমক্ষে একটি পত্র প্রদান করিলে সিদ্ধার্থ তাহা উন্মোচন করিয়া তত্রস্থ সকলের সম্মুখে তাহা পাঠ করিল, "মহাবংশের মুক্তামণি মহান্ নৃপতি চন্দ্রপ্রভের নিকট কোঙ্কণ হইতে ভূপতি সুভট নিবেদন করিতেছেন, আমরা জ্ঞাত হইলাম যে রজনীযোগে আমাদের কন্যা অপহৃতা হইয়া সম্প্রতি আপনার পুত্রের হস্তে আসিয়াছে। ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাহাতে যেন পরলোক হইতে আগতা কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই তন্নিমিত্ত কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া আপনি এবং আপনার পুত্র সূর্যপ্রভ তাহার সহিত মমালয়ে আগমন করিতে চেষ্টিত হউন।" সিদ্ধার্থ এই পত্রপাঠ করিলে চন্দ্রপ্রভ প্রহৃষ্ট হইয়া সম্মত হইল এবং দূতকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। প্রহস্তকে পশ্চিমদেশে প্রেরণপূর্বক সুভট-দুহিতা চন্দ্রাবতীকে আনয়ন করতঃ তাহার পিতৃসমীপে প্রেরণ করিল এবং প্রাতঃকালে জন্মেজয়-সহ সূর্যপ্রভ পুনরতঃ-বিমানযোগে পশ্চিমপ্রান্তে গমন করিল। তথায় নৃপতি সুভট দুহিতাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বহুপ্রকারে সম্মানিত করিয়া কন্যার বিবাহোৎসব সম্পাদিত করিল। সে চন্দ্রিকাবতীকে এত ধনরত্নাদি উপহার দিল যে

বীরভটেরা যাহা প্রদান করিয়াছিল তন্নিমিত্ত তাহারা লজ্জিত হইল। তথায় সূর্যপ্রভ শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে লাবাণকের নৃপতি পৌরবের নিকট হইতে জনৈক দূত আগমন করতঃ চন্দ্রপ্রভকে তাহার প্রভুর এই বার্তা প্রদান করিল, "আমার দুহিতা সুলোচনা সুভগকুমার সূর্যপ্রভ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নই। তবে যাহাতে আমরা বিবাহ কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই তন্নিমিত্ত আমার কন্যা সহ তাহাকে মমালয়ে প্রেরণ করা হউক না কেন?" (১৫৮-১৬৮) এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতি চন্দ্রপ্রভ সানন্দে দূতকে বহুপ্রকারে সম্মানিত করিয়া প্রহস্ত সহ সুলোচনাকে তাহার পিতৃসমীপে প্রেরণ করিল। অতঃপর তাহারা চিন্তামাত্র আগত বিমানে সুভট এবং সূর্যপ্রভ ইত্যাদি সহ আরোহণ করিয়া লাবাণকে আগমন করিলে পৌরব আনন্দপূর্ণ বিবাহোৎসব সম্পাদন করিয়া সূর্যপ্রভ ও সুলোচনাকে প্রভূত রত্ন প্রদান করিল এবং নৃপতিদিগকেও সম্মানিত করিল। যখন তাহারা নৃপতি কর্তৃক সৎকৃত হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছিল তখন চীনেশ্বর সুরোহের নিকট হইতে একজন দূত আগমন করিল। চীনাধিপতি অন্যান্য নৃপতিগণের ন্যায় দূতমুখে হৃতা কন্যাসহ তাহাদিগকে তাহার প্রাসাদে আগমন করিবার নিমিত্ত বার্তা প্রেরণ করিয়াছিল।

হৃষ্টচিত্তে ভূপতি চন্দ্রপ্রভ চীনেশ্বর-দুহিতা বিদ্যুন্মালাকে প্রহস্তের সহিত তাহার পিতৃগৃহে প্রেরণ করিল এবং পরদিবস চন্দ্রপ্রভ, পৌরব, সূর্যপ্রভ এবং স্বীয় অনুচরাদিসহ চীনদেশে গমন করিলে চীনাধিপ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় ধনকোষাগারে নয়নপূর্বক তথায় নিজকন্যার বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া বিদ্যুন্মালা এবং সূর্যপ্রভকে প্রচুর কাঞ্চন, হস্তী, অশ্ব, রত্ন এবং বস্ত্রাদি প্রদান করিল। সুরোহ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া চন্দ্রপ্রভ এবং অন্যান্যেরা তথায় কিয়দ্দিবস সুখসম্ভোগে বাস করিয়াছিল। প্রাবৃট সমাগমে মেঘসমূহ যেরূপ বিদ্যুৎমালা দ্বারা শোভিত হয়, নব যৌবন সমাগমে সূর্যপ্রভও তদ্বৎ বিদ্যুৎমালা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছিল।

কান্তা ও অন্যান্য কুটুম্বদিগের সহিত এই প্রকারে শ্বশুরদিগের গৃহে পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া সিদ্ধার্থ এবং অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শান্তে বীরভট এবং অপরাপর নৃপতিদিগকে বহু ঘোটকসহ তাহাদিগের স্বরাজ্যে বিদায় প্রদান করতঃ সূর্যপ্রভ ভূপতি সুরোহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল এবং সুরোহের কন্যা, স্বীয় পিতামাতা, অনুচরবর্গের সহিত ভূতাসন

বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বনগরী শাকলে বিজয়ীর ন্যায় প্রত্যাবর্তন করিল (১৬৯-১৮৩)। তাহার আগমনে সেই নগরীতে মহোৎসব আরম্ভ হইল। কোথাও নৃত্য, কোথাও সঙ্গীতরস, কোথাও পানোৎসব, কোথাও সুন্দরীদিগের প্রসাধন এবং কোথাও বৈতালিকগণ উচ্চরবে তাহার অভীষ্ট লাভের স্তুতিবাদ করিতেছিল। অতঃপর সে ভার্যাদিগকে তাহাদের পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন এবং তৎসহ তাহাদের পিতৃপ্রদত্ত গজাশ্বাদি এবং ভুবনবিজয় দ্বারা প্রাপ্ত নানাবিধ রত্নভারে বিনত অসংখ্য উষ্ট্রসমূহ প্রদর্শন করাইয়া প্রজাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

তৎকালে সেই সুভগ কর্তৃক অধ্যুষিত শাকল নগরী প্রধান প্রধান দেবতা, কুবের ও সর্পের অনুচরদিগের দ্বারা আনীত প্রভূত বিত্তরাজিতে শোভা পাইতে লাগিল। তখন ইষ্টসুখ লাভ করিয়া পূর্ণরূপে সকল সম্পদ প্রাপ্তে সুখী হইয়া পিতামাতা, মন্ত্রিবর্গ এবং ভার্যাদিগের সাহচর্যে মদনসেনার সহিত সূর্যপ্রভ ময়দানবের প্রতিশ্রুতি মত তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল (১৮৪-১৮৭)।

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট-বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৮৭।
ক্রমিক সংখ্যা—৭৫৫০।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

অতঃপর এক দিবস নৃপতি চন্দ্রপ্রভ যখন রাজসভায় ছিল এবং সূর্যপ্রভও স্বীয় মন্ত্রীদিগের সহিত তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন সিদ্ধার্থের সহিত কথাপ্রসঙ্গে ময় দানবকে স্মরণ করা হইলে অকস্মাৎ সভার মধ্যস্থলে ভূমি বিদীর্ণ হইল এবং প্রথমে ঐ বিবর হইতে সশব্দে সুরভি বায়ু উত্থিত হইল এবং পরে তথা হইতে ময়াসুরের আবির্ভাব হইল। তাহার কৃষ্ণবর্ণ উন্নত শিরে পর্বত শৃঙ্গস্থ মহৌষধির ন্যায় কেশদাম জ্বল্ জ্বল্ করাতে তাহাকে রজনীর পর্বতের ন্যায় দেখাইতেছিল এবং তাহার উজ্জ্বল রক্তাম্বর মনঃশীলা প্রবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। দানবরাজ ভূপতি চন্দ্রপ্রভ কর্তৃক পূজিত হইয়া রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া বলিতে লাগিল, "এপর্যন্ত তোমরা পার্থিব সুখ ভোগ করিয়াছ, এখন তোমাদের অন্যপ্রকার সুখ ভোগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এখন হইতেই প্রস্তুত হও। দূতদিগকে প্রেরণপূর্বক তোমার অধীনস্থ নৃপতিবর্গ মিত্র এবং কুটুম্বদিগকে একত্রিত কর। আমরা বিদ্যাধরাধিপ সুমেরুর সহিত মিলিত হইয়া শ্রুতশর্মাকে জয় করতঃ খেচরদিগের উপর প্রভুত্ব লাভ করিব। সুমেরু আমাদিগের মিত্র, কারণ দেব পিনাকী পূর্বেই সূর্যপ্রভকে সাহায্য করিবার এবং তাহাকে তাহার স্বীয় কন্যাপ্রদান করিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন।" ময়াসুর এই কথা বলিলে চন্দ্রপ্রভ প্রহস্ত এবং অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে সমস্ত মহীপাল-দিগের নিকট আকাশপথে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিল এবং ময়ের আদেশে সূর্যপ্রভ তাহার ভার্যাবর্গ ও মন্ত্রিবর্গকে, পূর্বে যাহাদিগকে শিক্ষিত না করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে মায়াবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিল (১-১১)।

যখন তাহারা এইরূপ করিতেছিল তখন দিঙ্মুখ আলোকিত করিয়া আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক অর্ঘ্য গ্রহণান্তে উপবিষ্ট হইয়া নারদ চন্দ্রপ্রভকে বলিলেন,—ইন্দ্র তোমার নিকট এই বার্তা দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, "আমি জ্ঞাত হইলাম যে মহেশ্বরের নির্দেশে ময়াসুরের সহায়তায় তোমরা সকলে অজ্ঞতাবশতঃ নরদেহধারী সূর্যপ্রভের নিমিত্ত বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীত্বের মহান সম্মানিত পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। ইহা অন্যায়, কারণ আমি শ্রুতশর্মাকে এই পদে নিযুক্ত করিয়াছি, উপরন্তু উত্তরাধি-কারসূত্রে বিদ্যাধরকুলের অম্বুধিচন্দ্রের পদ তাহার প্রাপ্য। আমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণবশতঃ যে অন্যায় কার্য করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহাতে তোমাদের

মংগল হইবে না।" নারদ এই প্রকারে ইন্দ্রের বার্তা প্রদান করিলে ময় সহাস্যে তাঁহাকে বলিল, "মহামুনে, দেবরাজ ইন্দ্র যথাযথ উক্তি করেন নাই। তিনি যে বলিয়াছেন সূর্যপ্রভ নরদেহধারী, তাহা অবান্তর। যখন সে দামোদরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, তখন একথা কে না জানিত? সাহসী নর সমস্ত ক্ষমতাই অর্জন করিতে সমর্থ। পুরাকালে নহুষাদি কি ইন্দ্রত্ব লাভ করেন নাই? তিনি যে বলিয়াছেন যে শ্রুতশর্মাকে ঐ রাজত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে উহা তাহার প্রাপ্য, ইহাও অমূলক, কারণ শিব যেখানে দাতা সেখানে অন্যের কি অধিকার থাকিতে পারে? উপরন্তু, জ্যেষ্ঠত্ব সূত্রে হিরণ্যাক্ষের উপর যে দেবরাজের পদ বর্তাইয়াছিল তাহা কি তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই? তিনি আমাদের যে অন্যায় কার্য এবং বিরুদ্ধতাচরণের কথা বলিয়াছেন তাহা অসত্য। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তিনি দারুণ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। প্রতিপক্ষকে জয় করিবার নিমিত্ত আমাদের প্রয়াসে কি অধর্ম হইতে পারে? আমরা কোন ঋষি পত্নীকেও হরণ করি নাই কিংবা কোন ব্রহ্মহত্যাও করি নাই (১২-২৬)। অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদন সম্বন্ধে এবং দেবতাদিগের প্রতি অসৌজন্য প্রদর্শন সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য নহে, কারণ রুদ্রযজ্ঞ সম্পাদন করিলে আর কোনও যজ্ঞের প্রয়োজন আছে কি? দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করা হইলে কোন্ দেবতার পূজা করা হইল না? তিনি যে বলিয়াছেন, 'রুদ্রের প্রতি অবিভক্ত মনোযোগ প্রদান করা উচিত নহে,' তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য, যেখানে হর স্বয়ং অস্ত্রধারী তথায় অন্য দেবতাদিগের কি প্রয়োজন? সূর্য উদিত হইলে অন্যান্য জ্যোতিষ্কেরা কি আলোক প্রদান করে? হে মুনে, আপনি দেবরাজকে এই সমস্ত কথা বলিবেন। আমরা যে কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা করিবই করিব। তিনি যাহা করিতে পারেন করিবেন।" ময়াসুর এই কথা বলিলে ঋষি নারদ, 'আমি ঐরূপ করিব' এই কথা বলিয়া দেবরাজের বার্তার প্রত্যুত্তর গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। ঋষি প্রস্থান করিলে ইন্দ্রের বার্তাভয়ে ভীত নৃপতি চন্দ্রপ্রভকে মায়াসুর বলিল, "ইন্দ্রের নিমিত্ত ভীত হইও না। আমাদের প্রতি শত্রুতাবশে যদি সে সমস্ত দেবগণকেও সংগে করিয়া শ্রুতশর্মার পক্ষে যুদ্ধ করে তথাপি আমরা অসংখ্য দৈত্যদানবেরা প্রহ্লাদ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া তোমার পক্ষ গ্রহণ করিব। যদি ত্রিপুরারি কৃপা করিয়া আমাদের পক্ষে থাকেন তবে ত্রিভুবনে কোন্ হীনাত্মার কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? বীরগণ, চল, আমরা আমাদের কর্মসাধনে অগ্রসর হই।" ময়ের এই বাক্য সকলেরই মনঃপূত হইল এবং তাহারা হৃষ্ট হইল (২৭-৩৬)।

দূতগণ কর্তৃক প্রেরিত বার্তা প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে বীরভট প্রমুখ নৃপতিবর্গ এবং চন্দ্রপ্রভের বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনেরা তথায় একত্রিত হইল। সসৈন্য নৃপতিদিগের প্রতি যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক ময়াসুর পুনরায় চন্দ্রপ্রভকে বলিল, "আমার প্রদর্শিত উপায়ে অদ্য রজনীতে রুদ্রের মহাপূজা অনুষ্ঠান কর।" ময়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা চন্দ্রপ্রভ তৎক্ষণাৎ রুদ্র-পূজার উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া রাত্রিতে অরণ্যে গমন করতঃ ময়াসুরের উপদেশ মত স্বয়ং ভক্তিভরে রুদ্রপূজার অনুষ্ঠান করিবার সময় অগ্নি আহুতি প্রদান করিলে ভূতগণাধিপ নন্দী আবির্ভূত হইলেন। প্রহৃষ্ট নরপতি তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিলে তিনি বলিলেন, "স্বয়ং দেব শম্ভু আমার সহিত এই আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন ঃ আমার প্রসাদে শত ইন্দ্রকেও ভয় করিবে না, সূর্যপ্রভ খেচরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবেই।" এই বার্তা প্রদান করিয়া যজ্ঞের এক অংশ গ্রহণপূর্বক নন্দী ভূতগণের সহিত অন্তর্ধান করিলে চন্দ্রপ্রভ পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয়ে আশ্বস্ত হইয়া অগ্নিতে আহুতিঅন্তে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ময়ের সহিত স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে ভূপতি চন্দ্রপ্রভ যখন রাজ্ঞী, পুত্র, অন্যান্য নৃপতিবর্গ এবং মন্ত্রীদিগের সহিত একান্তে পরামর্শরত ছিল, ময়াসুর বলিল, "রাজন্, শ্রবণ কর, অদ্য তোমার নিকট দীর্ঘকাল সুরক্ষিত একটি রহস্য নিবেদন করিব। তুমি আমার মহাবল পুত্র সুনীথ এবং সূর্যপ্রভ সুমুণ্ডীক নামক তোমার অনুজ। দেবাসুরের যুদ্ধে হত হইয়া তোমরা পিতা ও পুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দিব্যৌষধি ও ঘৃত সংযোগে তোমার দানবদেহ সুকৌশলে রক্ষিত হইয়াছে; এখন তুমি বিবরের ভিতর দিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়া মৎ-শিক্ষিত মন্ত্রবলে সেই দেহে প্রবেশ করিলে তোমার তেজ এবং বীর্যবল এতদূর বর্ধিত হইবে যে তুমি খেচরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু সুমুণ্ডকের অবতার সূর্যপ্রভ এই কান্তিময় দেহেই অচিরে খেচরদিগের অধিপতি হইবে।" ময়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রপ্রভ আনন্দাপ্লুত হইয়া তাহা করিতে স্বীকৃত হইলে সিদ্ধার্থ বলিল, "হে দানবশ্রেষ্ঠ! যদি আমাদের এইরূপ সন্দেহ হয় 'নৃপতি অন্য দেহে প্রবেশ করিয়াছেন কেন, তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে?' তবে আমরা কি করিব? উপরন্তু, অন্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া 'উনি কে এবং আমরা কে?' পরলোকে গত ব্যক্তির মত তাহা বিস্মৃত হইবেন না ত?" সিদ্ধার্থের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ময়াসুর প্রত্যুত্তর করিল, "মন্ত্রবলে স্বেচ্ছায় সে অন্য দেহে

প্রবেশ করিবে। তোমরা নিজেরা আগমনকরতঃ সেই দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন কর। সে তোমাদের কেন বিস্মৃত হইবে না তাহার কারণ বলিতেছি। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৃত না হইয়া গর্ভান্তরে জন্মগ্রহণ করে সে কিছুই স্মরণ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ জরা এবং অন্যান্য ব্যাধিতে তাহার স্মৃতি-শক্তি বিলুপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মনঃ এবং বুদ্ধি নষ্ট না করিয়া অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়াদিতে যোগবলে প্রবেশ করে সে যেন গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন করে এবং সেই যোগীশ্বর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হওয়াতে সমস্তই তাহার স্মরণে থাকে। সুতরাং সন্দেহ করিও না। পক্ষান্তরে এই নৃপতি জরারোগ-বিবর্জিত দিব্য শরীর লাভ করিবে। উপরন্তু, তোমরা দানব হওয়ায় রসাতলে প্রবেশকরতঃ সুধাপান করিয়া নীরোগ দিব্যদেহ লাভ করিবে।" (৩৭-৬৩)
ময়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপনকরতঃ শঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাহারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার উপদেশানুসারে পরদিবস চন্দ্রপ্রভ অখিল নৃপতিবর্গের সহিত চন্দ্রভাগা এবং ঐরাবতী নদীর সংগমস্থলে উপস্থিত হইল। তথায় সূর্যপ্রভের পত্নীদিগের রক্ষার ভার নৃপতিবৃন্দের উপর অর্পণ করিয়া তাহা-দিগকে বাহিরে রাখিয়া সূর্যপ্রভ, রাজ্ঞী এবং সিদ্ধার্থ প্রমুখ অন্যান্য মন্ত্রিবর্গসহ ময়-প্রদর্শিত জলমধ্যস্থ একটি গুহায় প্রবেশ করিল। ইতোমধ্যে বিদ্যাধরগণ সসৈন্যে বহির্দেশস্থ নৃপতিদিগের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে নিষ্ক্রিয় করিয়া সূর্যপ্রভের পত্নীদিগকে হরণ করিলে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল "রে পাপী শ্রুত শর্মণ, যদি রাজচক্রবর্তীর ভার্যাদিগকে স্পর্শ করিস্ তবে তৎক্ষণাৎ সসৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইবি। সুতরাং ইহাদিগকে সসম্মানে মাতৃবৎ জ্ঞানে রক্ষা করিবি। এই মুহূর্তেই যে তোকে হত্যা করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করা হইল না তাহার কোন কারণ আছে। তাহারা এখন যেরূপ আছে তদ্রূপই অবস্থান করুক।" যখন বীরভট ও অন্যান্য নৃপতিরা তাহাদিগকে অপহৃত হইতে দেখিল তখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে আকাশ হইতে দৈববাণী উহাদিগকে ঐ কার্য হইতে বিরত হইতে আদেশ করিয়া বলিল, "তোমাদের কন্যাদের কোনও বিপদ হইবে না, উহাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবে, দুঃসাহসের কার্য করিও না, তোমাদের কল্যাণ হউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতিরা তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। (৬৪-৭৬)
ইতোমধ্যে চন্দ্রপ্রভ সঙ্গি-পরিবেষ্টিত হইয়া পাতালের সেই মন্দিরে অবস্থান

করিতে থাকিলে ময় তাহাকে বলিল, "দেব, মনোযোগপূর্বক এই আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন কর, কি প্রকারে অন্যদেহে প্রবেশ করিতে হয় আমি সেই অলৌকিক প্রক্রিয়া তোমাকে দেখাইব।" এই কথা বলিয়া সে সাংখ্য এবং যোগের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অন্যদেহে প্রবেশ করিবার মায়াবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া সেই যোগীন্দ্র বলিল, "ইহাই সেই বিখ্যাত শক্তি যাহার প্রভাবে গুণ লাভ করিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা যায়। সুরেশ্বরেরা এই ঐশ্বর্য লাভ করিয়া মোক্ষের বাসনা করে না। অন্যেরা এই ঐশ্বর্য প্রাপ্তির নিমিত্ত জপতপাদি অভ্যাস করেন। মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ ইহা প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ-ভোগও ইচ্ছা করেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী বলিব, শ্রবণ কর--

কালব্রাহ্মণের কাহিনী

পূর্বকল্পে কাল নামক এক বিপ্র ছিল। সে পুষ্কর তীর্থে গমন-পূর্বক দিবারাত্র জপতপ করিত। এইরূপ জপ করিতে করিতে দেবতাদিগের দুই শত বৎসর অতীত হইল। তাহার মস্তক হইতে অবিচ্ছিন্ন অযুত সূর্যের প্রভাবিশিষ্ট আলোক উদ্গত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিলে তথায় অবস্থিত সিদ্ধার্থের চলাচল ব্যাহত হইল এবং ত্রিজগতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে বিপ্র, তোমার আলোকপ্রভায় অখিল জগতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। তোমার ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর।" সে প্রত্যুত্তর করিল, "জপ ব্যতীত আমার অন্য কোনও সুখের প্রয়োজন নাই। আমার অন্য কোনও বর গ্রহণীয় নহে।" দেবতারা তাহাকে বহুবার অনুরোধ করিলে সে দূরে গমনপূর্বক হিমালয়ের উত্তর দেশে জপ করিতে অবস্থান করিয়া জপ করিতে লাগিল। (৭৭-৮৮) তথায়ও তাহার অদ্ভুত প্রভা অসহ্যভাবে বিচ্ছুরিত হইতে থাকিলে ইন্দ্র তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত অপ্সরা প্রেরণ করিল। তাহারা তাহাকে প্রলোভিত করিতে প্রয়াস পাইলে সেই সংযমী বীরপুরুষ উহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করিল। তখন তাহারা যমকে তাহার নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলে যম তাহার নিকট আগত হইয়া বলিলেন, "মর্ত্তবাসিগণ এত দীর্ঘকাল জীবন-ধারণ করে না। তুমি প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া জীবন বিসর্জন

কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল, "আমার আয়ুষ্কাল যদি পূর্ণই হইয়া থাকে তবে তুমি আমাকে গ্রহণ করিতেছ না কেন? তুমি কেন অপেক্ষা করিতেছ? হে পাশহস্ত দেবতা, আমি কিছুতেই স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করিব না, কারণ ঐরূপ করিলে আমাকে আত্মঘাতী হইতে হইবে।" সে এই কথা বলিলে যম যখন দেখিল যে উহার শক্তিকে পরাভব করিয়া উহাকে লওয়া যাইবে না, তখন সে যেরূপ আগমন করিয়াছিল সেইরূপ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন অনুতপ্ত ইন্দ্র সেই কালজয়ীকে বলপূর্বক বাহুদ্বারা ধৃত করিয়া স্বর্গে লইয়া গেল। তথায় ইন্দ্রিয় ভোগসুখে বিরত থাকিয়া সে ক্রমাগত জপ করিতে থাকিলে দেবতারা তাহাকে পুনরায় মর্তে প্রেরণ করিল। এবং সে হিমালয়ে পুনরায় গমন করিল। যখন সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া তাহাকে বর গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছিল তখন নৃপতি ইক্ষ্বাকু তথায় আগমন করিল। নৃপতি সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া সেই জাপককে বলিল, "তুমি যদি দেবতাদিগের নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার নিকট হইতে একটি বর গ্রহণ কর।" জাপক এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে ভূপতিকে বলিল, "যখন আমি দেবতাদিগের নিকট হইতেও বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক নই, তখন তুমি কি আমাকে বর দিতে সমর্থ হইবে?" সে এই কথা বলিলে ইক্ষ্বাকু দ্বিজকে প্রত্যুত্তর করিল, "আমি তোমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ না হইলে তুমি ত আমাকে বর প্রদান করিতে পার। সুতরাং আমাকে একটি বর প্রদান কর।" (৮৯-১০০) তখন জাপক বলিল, "যে বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর আমি তোমকে তাহা প্রদান করিব।" তখন রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, নিয়ম হইতেছে যে আমি দাতা হইব এবং ঐ ব্যক্তি গ্রহীতা হইবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা বিপরীত হইতে চলিয়াছে, ঐ ব্যক্তি দাতা এবং আমাকে গ্রহীতা হইতে হইবে। যখন নৃপতি এই দুষ্কর ব্যাপারের চিন্তা করিয়া বিলম্ব করিতেছিল তখন দুইজন বিবাদমান ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইল। নৃপতির সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহারা তাহার নিকট ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিল। প্রথম ব্যক্তি বলিল, "এই ব্রাহ্মণ আমাকে দক্ষিণাসহ একটি গো প্রদান করিয়াছিল, এখন আমি উহাকে উহা প্রত্যার্পণ করিতে চাহিলে সে কেন আমার হস্ত হইতে উহা গ্রহণ করিবে না?" অন্য বিপ্র বলিল, "আমি উহা প্রথমে প্রাপ্ত হই নাই এবং উহা যাঞ্চাও করি নাই, তবে কেন আমার উপর জোর করিতেছে?" ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বলিল, "এই বাদীর অভিযোগ ন্যায়ানুগ নহে।

গ্রহণ করিয়া কেন দাতাকে প্রতিগ্রহণ করিতে জোর করিতেছ ?" সে এই কথা বলিলে ইন্দ্র সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নৃপতিকে বলিল, "ন্যায় সম্বন্ধে তোমার যদি এই প্রকার অভিমতই হইয়া থাকে তখন, হে রাজন্, জাপক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিলে সে যখন উহা প্রত্যর্পণ করিতে চায় তখন তুমি কেন উহা প্রতিগ্রহণ করিবে না ?" তখন নৃপতি কোনপ্রকার সদুত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া জাপক ব্রাহ্মণকে বলিল, "মহাত্মন্, আপনার জপজনিত পুণ্যফলের অর্ধাংশ আমাকে প্রদান কর।" তখন জাপক ব্রাহ্মণ বলিল, "বেশ, তাহাই হউক। আমার জপের অর্ধ পুণ্যফল তোমার হউক।" এই কথা বলিয়া সে রাজাকে বর প্রদান করিলে রাজা সর্বলোকে বিচরণ করিবার শক্তি লাভ করিল এবং জাপক দ্বিজ ও দেবতাদিগের শিবলোক প্রাপ্ত হইল। বহুকাল তথায় বাস করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক যোগবলে স্বাতন্ত্য লাভ করিয়া সে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। (১০১-১১২)

"স্বর্গাদি বিমুখ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। দেব, আপনি তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছেন, সুতরাং নিজের দেহে প্রবেশ করুন।" যোগবলে সিদ্ধিলাভের ক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিয়া ময় চন্দ্রপ্রভকে এই কথা বলিলে পত্নী, পুত্র এবং মন্ত্রীদিগের সহিত রাজা অতিশয় প্রহৃষ্ট হইল।

অতঃপর নৃপতি সপুত্র এবং সানুচর ময় কর্তৃক অন্য এক পাতালে নীত হইয়া একটি সুরম্য নগরীতে প্রবেশকরতঃ সুদৃশ্য পালঙ্কোপরি শয়ান মহৌষধি ও ঘৃতলিপ্ত বিকৃতাকৃতি ভীষণ এক বিরাট পুরুষের দর্শন লাভ করিল। তাহাকে সুপ্ত বলিয়া বোধ হইল এবং দৈত্যরাজদিগের কমলাননা বিষাদগ্রস্তা দুহিতারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ময় তখন চন্দ্রপ্রভকে বলিল, "তোমার পূর্বকালীন ভার্যাদিগের দ্বারা পরিবৃত এই তোমার দেহ। ইহাতে প্রবেশ কর।" তখন নৃপতি ময় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগবল দ্বারা স্বদেহ পরিত্যাগপূর্বক চন্দ্রপ্রভ ঐ বীরের দেহে প্রবেশ করিল। তখন ঐ পুরুষ ধীরে ধীরে হাই তুলিয়া চক্ষুরুন্মীলন-পূর্বক যেন নিদ্রাভঙ্গান্তে শয্যোপরি উত্থিত হইলে অসুরপত্নীরা আহ্লাদে উচ্চরব করিয়া উঠিল, "আমাদের পতিদেব সুনীথ অদ্য পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন।" কিন্তু চন্দ্রপ্রভের নিষ্প্রাণ দেহ দৃষ্টে সূর্যপ্রভ এবং অন্যান্য সকলে বিষাদগ্রস্ত হইল। চন্দ্রপ্রভ-সুনীথ সুখনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ময়কে দর্শন করিয়া পিতৃচরণে পতিত হইলে ময়ও তাহাকে সস্নেহে

আলিংগন করিয়া সর্বসমক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "পুত্র, তুমি তোমার দুই-জন্মের কথা স্মরণ করিতে পার কি?" 'আমার স্মরণে আছে' এই কথা বলিয়া সে তাহার চন্দ্রপ্রভ-জীবনের ও সুনীথ-জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই বিবৃত করিল এবং একে একে সূর্যপ্রভ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্ঞীদিগকে প্রত্যেকের নাম করিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিল এবং পূর্বজন্মের স্বীয় দানব-পত্নীদিগকেও ঐ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিল। মহৌষধি এবং ঘৃতলিপ্ত করিয়া তাহার চন্দ্রপ্রভ-দেহ, 'হয়ত ইহার প্রয়োজন হইতে পারে,' এই কথা বলিয়া রক্ষা করিল। সূর্যপ্রভ ইত্যাদি আত্মবিশ্বাস পুনর্প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অভিনন্দিত করিল।

অতঃপর হর্ষান্বিত ময় তাহাদিগকে সেই নগরী হইতে অন্য এক হেমরত্ন-শোভিত নগরীতে লইয়া গেল। সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহারা একটি বৈদূর্যমণিখচিত সুধারসপূর্ণ বাপী দর্শন করিয়া তাহার তীরদেশে উপবেশন করিল। সুনীথ পত্নীগণ কর্তৃক আনীত বিচিত্র মণিময় পানপাত্রে অমৃত হইতেও উত্তম সেই সুধাবারি পানকরতঃ তাহারা সকলে যেন মত্ত নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া মহাবল পরাক্রমশালী দিব্যদেহ ধারণ করিল। (১১৩-১৩২)

অতঃপর ময়াসুর চন্দ্রপ্রভ-সুনীথকে বলিল "বৎস, চল, বহুকাল পরে তোমার মাতৃদেবীর দর্শন লাভ কর।" সুনীথ 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সূর্যপ্রভ ও অন্যান্যদের সহিত ময় কর্তৃক চালিত হইয়া চতুর্থ পাতালে প্রবেশ করিল। তথায় তাহারা ধাতুময় বহু নগরী অতিক্রম করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ হেমময় এক নগরীতে আগমন করিল। তথায় তাহারা সর্বসম্পদ-সমন্বিত রত্নময় স্তম্ভোপরি, লীলাবতী নাম্নী ময়পত্নী সর্বাভরণভূষিতা দিব্যাংগনাগণ হইতেও অধিকতর রূপবতী, অসুরকন্যা পরিবেষ্টিতা সুনীথ মাতার দর্শন লাভ করিল। সুনীথকে দেখিবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলে সুনীথ তাহার পদযুগলে পতিত হইল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রকে বাহুমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া পতি ময় তাহাকে আনয়ন করাতে সে ময়ের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন ময় তাহাকে বলিল "দেবি, এই যে তোমার অন্য পুত্র সুমুণ্ডীক, তোমার পুত্রের পুত্র হইয়া সূর্যপ্রভ নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহাদেব উহাকে এই দেহে বিদ্যাধরদিগের ভাবী রাজচক্রবর্তী রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাহাকে স্নেহপূর্ণ আননে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে দেখিয়া সূর্যপ্রভ সচিববর্গসহ তাহার পদযুগলে পতিত হইলে লীলাবতী তাহাকে

আশীর্বাদ করিয়া বলিল, "বৎস, সুমুণ্ডীক দেহ দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন ? এই দেহতেই তোমার যথেষ্ট শোভা হইয়াছে।" এইরূপে দুই পুত্রের অভ্যুদয়ান্তে ময়কন্যা মন্দোদরী এবং বিভীষণকে স্মরণ করা মাত্রই তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে ময় কর্তৃক বিভীষণ সাদরে সম্বর্ধিত হইল এবং বিভীষণ ময়কে বলিল, "হে দানবেন্দ্র, যদি আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর তবে বলিতেছি। তুমি দানবদিগের মধ্যে অতিমাত্রায় ধার্মিক এবং সমৃদ্ধিশালী। দেবগণের সহিত অকারণে বৈরিতা করিও না, কারণ তাহাতে মৃত্যু ব্যতীত তোমার অন্য কিছুই লাভ হইবে না। যুদ্ধে সুরগণ কর্তৃক অসুরেরাই পরাজিত হইয়াছে, অসুরগণ কর্তৃক সুরগণ পরাজিত হন নাই।" (১৩৩-১৪৭) এই কথা শ্রবণ করিয়া ময় বলিল, "আমরা ত জোর করিয়া যুদ্ধ করিতেছি না। কিন্তু ইন্দ্র যদি আমাদিগকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেন তবে আমরা কি প্রকারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি ? দেবতারা যে অসুরদিগকে হত্যা করিয়াছে তাহারা হঠকারী ছিল, কিন্তু বলি প্রভৃতি অসুরেরাও কি অপ্রমত্ত ছিল ?" পত্নী মন্দোদরীসহ রাক্ষসরাজকে ময় এই কথা বলিলে সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন ময় সুনীথসহ সূর্যপ্রভ ইত্যাদিকে বলিরাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তৃতীয় পাতালে লইয়া গেল। স্বর্গ হইতেও সুন্দর সেই পুরীতে তাহারা মুক্তাহার ও মুকুট পরিশোভিত দৈত্যদানব পরিবৃত বলিরাজার দর্শন লাভ করিল। সুনীথ ও তাহার সঙ্গীরা পর্যায়ক্রমে তাহার পদযুগলে পতিত হইলে বলিরাজ তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্বক যথাবিধি সৎকার করিল। ময়ের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য দানববর্গকে আহ্বান করিলে সুনীথ প্রভৃতি তাহাদের চরণ বন্দনা করিল। এবং তাহারা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে অভিনন্দিত করিল। তখন বলি কহিল, "সুনীথ পৃথিবীতে চন্দ্রপ্রভ হইয়া পুনরায় স্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সুমুণ্ডীকের অবতার সূর্যপ্রভকেও আমরা লাভ করিয়াছি। শিব উহাকে বিদ্যাধরদিগের ভাবী অধীশ্বর রূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। চন্দ্রপ্রভের তপোবলে আমারও বন্ধন শিথিল হইয়াছে। ইহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাদের সম্পদ লাভ হইয়াছে।" বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের গুরু শুক্র বলিলেন, "ধর্মপথে থাকিয়া কর্ম করিলে সম্পদ লাভ হইবেই হইবে। সুতরাং সতত ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে।" তথায় সমাগত দানব ও সপ্ত পাতালের অধিপতিরা শুক্রের

প্রস্তাবে সম্মত হইলে সুনীথ-প্রাপ্তির আনন্দে বলি মহোৎসাহে মহোৎসবের আয়োজন করিল। (১৪৮-১৬১)

ইতোমধ্যে নারদমুনি তথায় পুনরাগমনকরতঃ অর্ঘ্য গ্রহণান্তে আসন গ্রহণ করিয়া দানবদিগকে বলিলেন, "ইন্দ্র কর্তৃক আমি তোমাদিগের নিকট এই কথা বলিতে প্রেরিত হইয়াছি, তিনি তোমাদিগকে বলিতেছেন, 'সুনীথ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় আমি সাতিশয় হৃষ্ট হইয়াছি। তোমরা আর অকারণে আমার সহিত শত্রুতা করিও না এবং আমার মিত্র শ্রুতশর্মার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিও না।' " নারদমুনি ইন্দ্রের এই বার্তা প্রদান করিলে, প্রহ্লাদ তাহাকে বলিল, "সুনীথ পুনরুজ্জীবিত হওয়াতে ইন্দ্র যে সুখী হইয়াছেন তাহার অন্যথা নাই। আমরাও অকারণে বৈরিতা করিতে ইচ্ছুক নহি। অদ্যই আমাদের গুরুর সকাশে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু ইন্দ্র যদি শ্রুতশর্মার পক্ষাবলম্বনপূর্বক আমাদের সমূহ বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে আমরা দোষী হইব কেন? সূর্যপ্রভ কর্তৃক অর্চিত হইয়া দেবাদিদেব শিব পূর্বেই সূর্যপ্রভকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। মহাদেব যাহা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের আর কি করণীয় থাকিতে পারে? ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইন্দ্র যাহা বলিতেছেন তাহার কোনও কারণ নাই এবং তাহা অযৌক্তিক।" দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ নারদকে এই কথা বলিলে তিনি ইন্দ্রকে নিন্দা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং শুক্র দানবরাজকে বলিলেন, "ইন্দ্র এই বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু শিব আমাদিগকে এই বিষয়ে কৃপা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুতরাং ইন্দ্রের স্বীয় পরাক্রমে অথবা বিষ্ণুর প্রতি আস্থা স্থাপন করিলেও কি আর হইতে পারে?" দানবেরা শুক্রের এইবাক্য অনুমোদন করিয়া বলি এবং প্রহ্লাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্বক নিজ নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রহ্লাদ চতুর্থ পাতালে স্বীয় আবাসস্থলে প্রস্থান করিলেন এবং নৃপতি বলিও সভাকক্ষ পরিত্যাগপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। ময়, সুনীথ এবং সূর্যপ্রভ প্রভৃতি বলিকে প্রণিপাত করিয়া নিজেদের আবাসে প্রস্থান করিল। তথায় প্রচুর পান ভোজনান্তে সুনীথ-মাতা লীলাবতী সুনীথের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, "বৎস, তুমি জ্ঞাত আছ যে তোমার এই ভার্যাগণ প্রবল পরাক্রান্ত দানবগণের দুহিতা। তেজস্বতী কুবের-কন্যা, মঙ্গলাবতী তুম্বুরু-দুহিতা, এবং কীর্তিমতী যাহাকে তুমি এই জন্মে চন্দ্রপ্রভ রূপে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছ, সে বসুপ্রভাবের কন্যা। সুতরাং এই তিনজনকেই

তুমি সমদৃষ্টিতে দেখিবে।" এইরূপে সে তিনজনকেই প্রধানা মহিষী রূপে গণনা করিতে বলিলে সেই রাত্রে সুনীথ জ্যেষ্ঠা তেজস্বতীর সহিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নব নব সুখ সম্ভোগে মত্ত হইল। (১৬২-১৮১)

কিন্তু অন্য কক্ষে সূর্যপ্রভ সপার্ষদ অপত্নীক অবস্থায় সেই রজনী যাপন করিলে নিদ্রাদেবী তাহার নিকট আগমন না করিয়া একাকিনী ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "যে প্রেমহীন পত্নীদিগকে বহির্দেশে রাখে তাহার দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে?" নিদ্রাদেবী ঈর্ষাবশতঃ রাজকার্যাসক্ত প্রহস্তের নিকটও গমন করিলেন না। কিন্তু সূর্যপ্রভের অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। ইতোমধ্যে সূর্যপ্রভ এবং প্রহস্ত সখীসহ এক অপরূপা সুন্দরীকে প্রবেশ করিতে দেখিল। সেই রমণী এতই কান্তিমতী ছিল যে বিধাতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া পাতালে রাখিয়াছিলেন, যাহাতে স্বর্গের সুরাঙ্গনাগণ তাহার ছায়ায় আবৃত না হইয়া পড়ে। যখন সূর্যপ্রভ, 'এই রমণী কে হইতে পারে?' এই কথা চিন্তা করিতেছিল তখন সে সখীর সহিত একে একে সুপ্ত প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া কাহারও দেহে রাজচক্রবর্তী-চিহ্ন নাই দেখিয়া তাহাদিগকে বর্জনকরতঃ তাহাদিগের মধ্যে নিদ্রিত মাত্র সূর্যপ্রভের দেহে রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন অবলোকন করিয়া সখীকে বলিল, "সখি, এই যে তিনি, তোমার বারিশীতল করদ্বয় দ্বারা পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া উঁহাকে জাগরিত কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী তদ্রূপ করিলে সূর্যপ্রভ কপট নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চক্ষুরুন্মীলনপূর্বক রমণীদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া শুধাইল, "তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী বলিল, "দেব, শ্রবণ করুন, ইনি দ্বিতীয় পাতালের হিরণ্যাক্ষপুত্র প্রবল প্রতাপশালী দৈত্যাধিপতি অমীলের প্রাণাধিকা প্রিয়া কন্যা কলাবতী। ইঁহার পিতা অদ্য বলি রাজার সভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলিয়াছিলেন, অদ্য সৌভাগ্যবশতঃ পুনর্জীবনপ্রাপ্ত সুনীথের দর্শন লাভ করিয়াছি এবং শিব কর্তৃক মর্তে আনীত বিদ্যাধরদিগের ভাবী রাজচক্রবর্তী রূপে নির্দিষ্ট সুমুণ্ডীকের অবতার যুবক সূর্যপ্রভেরও সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। সুতরাং সুনীথকে আমি সম্মান প্রদর্শন করিব। আমি সূর্যপ্রভের হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব। সমগোত্র হওয়ায় সুনীথের হস্তে উহাকে প্রদান করা যায় না। কিন্তু সূর্যপ্রভকে নৃপতি অবস্থায়, সুনীথ-পুত্র অসুরজন্মের নহে। উহার পুত্রকে সম্মান না করিলে উহাকেই সম্মান

না করা হইবে। (১৮২-১৯৭) পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার গুণে হৃদয় আকৃষ্ট হওয়ায় আমার সখী কুতূহলবশতঃ আপনার দর্শন লাভ করিতে সমাগত হইয়াছে।" সখী যখন এই কথা বলিতেছিল তখন সূর্যপ্রভ নিদ্রার ভাণ করিয়া কলাবতীর মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সে ধীরে ধীরে জাগ্রত প্রহস্তের নিকট আগমনকরতঃ সখী প্রমুখাৎ তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বহির্দেশে প্রস্থান করিল, তখন প্রহস্ত সূর্যপ্রভের নিকট আগমন করিয়া শুধাইল, "দেব, আপনি নিদ্রিত না জাগ্রত?" চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সূর্যপ্রভ তাহাকে বলিল, "সখে, আমি জাগ্রতই আছি, একাকী অবস্থায় কিপ্রকারে নিদ্রালাভ করিতে সমর্থ হইব? তোমাকে একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার নিকট হইতে গোপন করিবার আমার কি কিছুই থাকিতে পারে? ক্ষণকাল পূর্বে এক রমণী সখীসহ হেথায় প্রবেশ করিয়াছিল। ত্রিভুবনে তাহার ন্যায় রূপবতী আর কেহ নাই। ক্ষণমাত্র হেথায় অবস্থান করিয়া আমার হৃদয়সহ সে প্রস্থান করিয়াছে। অবিলম্বে তাহাকে অন্বেষণ কর, সে নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও আছে।" সূর্যপ্রভ তাহাকে এই কথা বলিলে প্রহস্ত বহির্দেশে গমনপূর্বক সখীসহ সেই রমণীর দর্শনলাভ করিয়া তাহাকে বলিল, "আপনার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত আমি আমার প্রভুকে হেথায় জাগরিত করিয়াছি, আপনিও আমার তুষ্টির নিমিত্ত পুনরায় তাঁহাকে দর্শন প্রদানকরতঃ তাঁহার রূপদ্বারা নয়নের আনন্দবিধান করুন এবং আপনার দর্শনমাত্রেই যিনি মোহিত হইয়াছিলেন তিনি পুনরায় আপনার দর্শনলাভ করুন। তিনি জাগ্রত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্বর তাহাকে কোনও স্থান হইতে আনয়নপূর্বক আমাকে দর্শন করাও, অন্যথা তোমার জীবন সংশয় হইবে।' তন্নিমিত্তই আমি হেথায় আগমন করিয়াছি, আপনি স্বয়ং তাঁহার দর্শনলাভ করুন।" প্রহস্ত তাহাকে এই কথা বলিলে সে রমণীসুলভ লজ্জাবশতঃ সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে দ্বিধাবোধ করিয়া চিন্তান্বিত হইলে প্রহস্ত তাহার হস্তধারণপূর্বক সূর্যপ্রভ-সমীপে আনয়ন করিল। সূর্যপ্রভ কলাবতীকে তাহার নিকট দর্শন করিয়া বলিল, "অদ্য আমি যখন নিদ্রিত ছিলাম তখন আমার হৃদয় হরণ করিয়া কি উচিত কার্য করিয়াছ? সুতরাং তস্কর, তোমাকে শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাড়িব না।" (১৯৮-২১২) এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার বিদগ্ধা সখী তাহাকে বলিল, "উহার পিতা পূর্ব হইতেই ইহা জ্ঞাত হইয়া শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত উহাকে আপনার

হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, সুতরাং ইহাকে চৌর্যাপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করুন না কেন?" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে লজ্জাশীলা কলাবতী বলিল, "আর্যপুত্র, ঐরূপ করিবেন না, আমি কুমারী।" তখন প্রহস্ত বলিল, "দেবি, দ্বিধা করিবেন না, পৃথিবীর মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহই সর্বোত্তম।" এই কথা বলিয়া প্রহস্ত সকলকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিলে সূর্যপ্রভ সেই মুহূর্তেই পাতালকন্যা কলাবতীকে পত্নীত্বে বরণ করিল। সেই যামিনী সুখে যাপন করিয়া নিশান্তে কলাবতী স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করিল এবং সূর্যপ্রভ সুনীথ ও ময়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া রাজসভায় আসীন প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলে সে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া ময়কে বলিল, "অদ্য সুনীথের তৃপ্ত্যর্থে উৎসব করা যাউক, আসুন সকলে একত্র ভোজন করি।" ময় বলিল, "তাহাই করা যাউক, উহাতে কি দোষ আছে?" তখন প্রহ্লাদ দূত প্রেরণপূর্বক পাতালস্থ অসুরাধিপতিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা সকলে ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিল। প্রথমেই নৃপতি বলি অসংখ্য মহা-অসুর পরিবৃত হইয়া আগমন করিল। তাহার পশ্চাতে অসীম, বীর্যবান দুরারোহ, সুমায়, তন্তুকন্ধ, বিকটাক্ষ, প্রকম্পন, ধূমকেতু, মহাময় এবং অন্যান্য অসুর রাজেরা প্রত্যেকেই সহস্র সহস্র সামন্তরাজ পরিবৃত হইয়া আগমন করিল। রাজসভায় বীরগণ পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া যথাক্রমে আসন গ্রহণ করিলে প্রহ্লাদ তাহাদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। ভোজনকাল উপস্থিত হইলে তাহারা ময় প্রভৃতির সহিত গঙ্গা স্নানান্তে আহারার্থ বিশাল ভোজন গৃহে প্রবেশ করিল। সেই স্বর্ণরত্নময় ভোজনগৃহ শত যোজন বিস্তৃত ছিল এবং রত্নখচিত স্তম্ভ ও আশ্চর্য শিল্পকুশলের নিদর্শন স্বরূপ মণিময় পাত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। (২১৩-২২৮) তথায় প্রহ্লাদ, সুনীথ, ময় এবং সপার্ষদ সূর্যপ্রভের সহিত তাহারা ষড়্‌রস-সমন্বিত কঠিন, তরল ও লেহ্য ভক্ষ্য দিব্য বস্তু মিষ্টান্ন প্রভৃতি এবং উত্তম পানীয় গ্রহণ করিয়া মণিময় অপর একটি গৃহে প্রবেশকরতঃ তথায় দৈত্য এবং দানব-কন্যাদিগের অপূর্ব কুশল নৃত্য দর্শন করিল। সেই সময় সূর্যপ্রভ পিত্রাদেশে নৃত্য করিতে সমাগতা প্রহ্লাদ-দুহিতা মহল্লিকার দর্শন লাভ করিল। স্বীয় কান্তি দ্বারা জগৎ দ্যুতিময় করিয়া নয়নে অমৃত বর্ষণ-করতঃ মনে হইল ইন্দু যেন কুতূহলবশতঃ পাতালে আগমন করিয়াছে। তাহার ললাট তিলকশোভিত ছিল, পদদ্বয় চারু নূপুরে অলংকৃত ছিল

এবং আননে হাস্য শোভা পাইতেছিল, মনে হইল বিধাতা যেন তাহাকে নৃত্যময়ীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কুঞ্চিত কেশদামসজ্জিতা শিখরদশনী বক্ষাবৃতকারী বিশালস্তনী তাহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন নূতন নৃত্য-কলার সৃষ্টি হইয়াছে। দৃষ্টিমাত্রেই সেই সুন্দরী বহুরমণী-আকাঙ্ক্ষিত সূর্যপ্রভের হৃদয় বলপূর্বক হরণ করিয়াছিল। হর কর্তৃক প্রথম কন্দর্পদেব ভস্মীভূত হইলে বিধাতা কর্তৃক যেন দ্বিতীয় কামদেবরূপে সৃষ্ট অসুর-রাজগণের মধ্যে উপবিষ্ট সূর্যপ্রভও মহল্লিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে মহল্লিকা এতই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে ক্রোধবশতঃ অভিনয়ের অঙ্গ-সঞ্চালন মুদ্রাদি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। দর্শকেরা উভয়ের অভিভূত অবস্থা দর্শনকরিয়া 'রাজকুমারী ক্লান্তা হইয়াছেন' এই কথা বলিয়া অভিনয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করিল, তখন মহল্লিকা সূর্যপ্রভের প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং পিতা বিদায় প্রদান করিলে দৈত্যরাজদিগকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। দৈত্যাধিপেরাও স্বালয়ে প্রস্থান করিলে সূর্যপ্রভও দিবসাবসানে স্বগৃহে গমন করিল। (২২৯-২৪১)

রজনী আগত হইলে কলাবতী তাহার দর্শন মানসে পুনরায় আগমন করিলে সূর্যপ্রভ তাহার সহিত অন্তঃপুরে গোপনে নিদ্রিত হইল এবং তাহার অনুচরেরা বহির্দেশে অবস্থান করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে মহল্লিকাও তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সখীদ্বয় সহ তথায় আগমন করিল। তখন সদ্য জাগ্রত সূর্যপ্রভের প্রজ্ঞাঢ্য নামক সচিব তাহাকে প্রবেশোদ্যত দর্শন করিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক বলিল, "রাজকুমারি, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত আপনি এইস্থানে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।" সে ভীত হইয়া বলিল, "আপনি আমাদের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়াছেন কেন? এবং আপনিই বা কেন বহির্দেশে অবস্থান করিতেছেন?" প্রজ্ঞাঢ্য পুনরায় তাহাকে বলিল, "একজন ব্যক্তি যখন আরামে নিদ্রা যাইতেছেন তখন আপনারা এইপ্রকারে কেন সহসা প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? অধিকন্তু কোনও ব্রতোপলক্ষে আমার প্রভু অদ্য একাকী শয়ন করিয়াছেন।" তখন প্রহ্লাদ-দুহিতা তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া বলিল, "তাহাই হইবে, আপনি তবে প্রবেশ করুন।" তখন প্রজ্ঞাঢ্য গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কলাবতীকে নিদ্রিতা দেখিয়া সে স্বয়ং সূর্যপ্রভকে বলিল যে, মহল্লিকা আগমন করিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ ধীরে বহির্দেশে আগমন-করতঃ মহল্লিকা এবং তাহার দুই সখীর দর্শন লাভ করিয়া বলিল, "আপনার

আগমনে এই সভাজন অতিশয় কৃতার্থ হইয়াছে, আপনিও আসন গ্রহণ করিয়া এই স্থান পূত করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মহল্লিকা সখীদ্বয় সহ তথায় উপবেশন করিলে সূর্যপ্রভ ও প্রজ্ঞাঢ্যের সহিত তথায় উপবিষ্ট হইয়া বলিল, "তন্বি, যদিও আপনি সভাস্থ অন্য সকলের প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টিপাতকরতঃ আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন তথাপি আপনার সৌন্দর্যানুগ নৃত্য দর্শনে, হে লোলাক্ষি! আমার নয়ন তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।" (২৪২-২৫৪) সূর্যপ্রভ এই কথা বলিলে প্রহ্লাদ-সুতা প্রত্যুত্তর করিল, "আর্যপুত্র, আমার কোন দোষ নাই। যিনি সভাকক্ষে আমাকে অভিভূতকরতঃ আমার অভিনয় ভঙ্গ করিয়া আমাকে লজ্জিত করিয়াছিলেন তিনিই দোষী।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ সহাস্যে বলিল, "আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম।" তখন কুমার সজোরে স্বীয় হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত ধারণ করিলে ভীতিবশতঃ উহা স্বেদাক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল এবং সে বলিল, "আমি পিত্রাধীনা কুমারী কন্যা, আমাকে ছাড়িয়া দিন।" তখন প্রজ্ঞাঢ্য সেই অসুররাজ-তনয়াকে বলিল, "কুমারীদিগের নিমিত্ত গান্ধর্ব বিবাহ নামক কোন বস্তু নাই কি? আপনার পিতা, যিনি আপনার হৃদয়ের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তিনি আপনাকে অন্য কাহাকেও সম্প্রদান করিবেন না। উপরন্তু, তিনি অত্রস্থ কুমারের সম্মাননা করিবেনই। সুতরাং আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ করুন। এই গোপন সাক্ষাতের অবমাননা করিবেন না।" প্রজ্ঞাঢ্য যখন এই কথা বলিতেছিল তখন গৃহাভ্যন্তরে কলাবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পর্যঙ্কোপরি সূর্যপ্রভের অদর্শনে বহুক্ষণ অপেক্ষান্তে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বহির্গত হইল এবং স্বীয় প্রেমিককে মহল্লিকার সহিত দর্শন করিয়া কুপিত, লজ্জিত এবং ভীত হইল। মহল্লিকাও তাহাকে দর্শন করিয়া ভীত, কুপিত এবং লজ্জিত হইল। সূর্যপ্রভও পটে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় স্থানু হইয়া রহিল। তখন কলাবতী তাহার পার্শ্বে আগমনকরতঃ চিন্তা করিতে লাগিল, 'এখন যখন ইহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছি তখন আমার আর অন্য কোনও গন্তব্যস্থান নাই। আমি লজ্জিত হইব না, ঈর্ষা প্রকাশ করিব?' অসূয়া-পরবশ সুরে সে মহল্লিকাকে বলিল, "সখি, তোমার কুশল ত? নিশাযোগে হেথায় আগমনের কি হেতু?" তখন মহল্লিকা বলিল, "ইহা আমার আবাসস্থল। অন্য পাতাল হইতে তুমি এই স্থানে আগমন করিয়াছ, সুতরাং অদ্য তুমি আমার অতিথি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কলাবলী সহাস্যে বলিল, "স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে এখানে অতিথি আসামাত্রই

তাহাকে যথাবিধি সৎকার করা হয়।" (২৫৫-২৭২) কলাবতী এই কথা বলিলে মহল্লিকা প্রত্যুত্তর করিল, "রে নির্লজ্জ, যখন আমি তোমার সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিতেছি তখন তুমি কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুর ও বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতেছ? আমি কি তোমার মত? পিতামাতা সম্প্রদান না করা সত্ত্বেও আমি কি দূর দেশ হইতে আগত হইয়া অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অপরিচিত স্থানে একাকিনী একই শয্যায় রাত্রি যাপন করিয়াছি? অতিথি সৎকারের বিধি অনুসারে স্ব স্থানে প্রস্থানোদ্যত আমার পিতার অতিথিকে সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছি। আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া এই মন্ত্রী যখন অভ্যন্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। এখন তুমি স্বয়ং সমস্ত প্রকাশ করিয়াছ।" মহল্লিকা এই কথা বলিলে কলাবতী ক্রোধারক্ত নয়নে প্রিয়তম পানে তির্যকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন মহল্লিকাও সকোপে সূর্যপ্রভকে বলিল, "বহুবল্লভ, আমিও এখন প্রস্থান করিব।" এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিল। প্রিয়তমারা হৃদয়হরণ করিয়া প্রস্থান করাতে সূর্যপ্রভ সংগত কারণেই বিমনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অতঃপর সে মন্ত্রী প্রভাসকে জাগরিত করিয়া কলহান্তরিতা কলাবতী কি করিতেছে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল এবং তদ্বৎ প্রহস্তকে মহল্লিকার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং প্রজ্ঞাঢ্যের সহিত তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাস কলাবতী-বিষয় অনুসন্ধান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে সূর্যপ্রভ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিল, "বিদ্যাবলে নিজেকে অদৃশ্য করিয়া আমি দ্বিতীয় পাতালে কলাবতীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বহির্দেশে দুই পরিচারিকার কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলাম। একজন বলিল, 'সখি! কলাবতীকে অদ্য বিষাদগ্রস্ত দেখাইতেছে কেন?' (২৭৩-২৮১) দ্বিতীয় জন বলিল, 'আমি ইহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অধুনা চতুর্থ পাতালপুরীতে সুমুন্ডীকের অবতার, মন্মথ হইতেও সুপুরুষ সূর্যপ্রভ বাস করিতেছেন। কলাবতী গোপনে তথায় গমন করিয়া স্বীয় হৃদয় তাহাকে অর্পণ করিয়াছে। অদ্য রজনীতে যখন স্বেচ্ছায় তথায় গমন করিয়াছিল তখন প্রহ্লাদ-দুহিতা মহল্লিকাও তথায় উপনীত হইয়াছিল। তখন আমাদের কর্ত্রী তাহার সহিত ঈর্ষা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মঘাতী হইবার প্রয়াস করিলে ভগিনী সুখাবতী তাহা দর্শন করিয়া উহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অতঃপর কলাবতী শয়ন কক্ষে প্রবেশ-

করতঃ ভগিনীর সহিত পর্যঙ্কে শায়িত হইলে সুখাবতী তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।' পরিচারিকা-দ্বয়ের এই আলাপ শ্রবণ করিয়া আমি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া কলাবতী এবং সুখাবতীকে দর্শন করিলাম। তাহারা উভয়ে তুল্যাকৃতি।"

প্রভাস যখন সূর্যপ্রভকে গোপনে এই কথা বলিতেছিল তখন প্রহস্ত তথায় আগমন করিল এবং পৃষ্ট হইয়া বলিল, "আমি এই স্থান হইতে গমন করিয়া মহল্লিকার কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহাকে বিষণ্ণ অবস্থায় সখীদ্বয় সহ তথায় প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আমি মন্ত্রবলে অদৃশ্য অবস্থায় তথায় প্রবেশ করিয়া তথায় তাহার সমতুল দ্বাদশ সখীর দর্শন লাভ করিলাম। মহল্লিকা একটি রত্নখচিত পর্যঙ্কে আসীন হইলে তাহারা তাহাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি অদ্য সহসা তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? যখন শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে তখন তোমার এই হতাশার কারণ কি?' (২৮২-২৯২) প্রহ্লাদ-তনয়া এই কথা শ্রবণ করিয়া সবিষাদে উত্তর করিল, 'আমার বিবাহের কথা কি বলিতেছ? আমাকে কাহার হস্তে সম্প্রদান করা হইবে? কে তোমাকে এই কথা বলিয়াছে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা যুগপৎ বলিয়া উঠিল, 'নিশ্চয়ই আগামী কল্য তোমার বিবাহ হইতেছে। সখি, সূর্যপ্রভের হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করা হইবে। তোমার অবর্তমানে তোমার মাতা রাজ্ঞী আমাদিগকে বলিয়াছেন এবং তোমাকে উদ্বাহক্রিয়ার নিমিত্ত সুসজ্জিত করিতে আমাদিগকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহার সৌন্দর্যে প্রলুব্ধা হইয়া পুরস্ত্রীগণ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সূর্যপ্রভকে তুমি পতিরূপে লাভ করিবে। তুমি ভাগ্যবতী কিন্তু ইহা আমাদের শোকের কারণ হইয়াছে। তোমার ও আমাদিগের ভিতর কি দুস্তর ব্যবধানই না হইবে। তাহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তুমি আমাদিগকে বিস্মৃত হইবে।' তাহাদের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'তোমরা কি তাহার দর্শন লাভ করিয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছ?' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে বলিল, 'আমরা হর্মচূড়া হইতে তাহাকে দর্শন করিয়াছি। এমন কোন রমণী আছে তাহাকে দেখিয়া যে মুগ্ধ না হইবে?' তখন সে বলিল, 'তবে আমি পিতাকে অনুরোধ করিব তোমাদের সকলের সহিত তাহাকে বিবাহ দিতে। সুতরাং আমরা সকলে একত্রে থাকিব, কাহারও সহিত কাহারও বিচ্ছেদ হইবে না।' সে এই কথা বলিলে সখীরা মর্মাহত হইয়া বলিল, 'সখি,

এরূপ করিও না, ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক, আমরা লজ্জাহত হইব।' তাহারা এই কথা বলিলে নরেন্দ্র-তনয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহা যুক্তিহীন হইবে কেন? আমি তাহার একমাত্র পত্নী হইব না। সমস্ত দৈত্য দানবেরা তাহাকে তাহাদিগের কন্যা প্রদান করিবে। পৃথিবীতে অনেক রাজকুমারীকে সে বিবাহ করিয়াছে। এবং সে বিদ্যাধর-রমণীদিগকেও বিবাহ করিবে। ইহাদের সহিত তোমরা থাকিলে আমার কি ক্ষতি হইতে পারে? বরং আমরা পরস্পরে বন্ধুভাবে একত্র বাস করিব। যাহারা আমার শত্রু হইবে তাহাদের সহিত কি সম্বন্ধ রাখিব? এ বিষয়ে তোমাদেরই বা কেন লজ্জা হইবে? আমি সব ব্যবস্থা করিব।' (২৯৩-৩০৬) যখন আপনার প্রতি আসক্ত হইয়া রমণীগণ এই প্রকার বাক্যালাপ করিতেছিল তখন আমি বহির্গত হইয়া আপনার সকাশে আগমন করিয়াছি।" প্রহস্তের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ সুখে কিন্তু অনিদ্রায় সেই নিশি যাপন করিল।

প্রাতঃকালে সুনীথ, ময় এবং তাহার মন্ত্রীদিগের সহিত দানবরাজ প্রহ্লাদের সন্দর্শনার্থ তাহার রাজসভায় গমন করিলে প্রহ্লাদ সুনীথকে সসম্মানে বলিল, "আমি আমার কন্যা মহল্লিকাকে সূর্যপ্রভের হস্তে সম্প্রদান-করতঃ আতিথ্যের নিদর্শন স্বরূপ আপনার প্রিয়কার্য সম্পাদন করিব।" সুনীথ প্রহ্লাদের এই বাক্য সানন্দে অনুমোদন করিলে প্রহ্লাদ সূর্যপ্রভকে একটি বেদীতে আরোহণ করাইল। তাহার মধ্যস্থলে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল এবং তাহার ছটায় সুউচ্চ রত্নখচিত স্তম্ভসমূহ আলোকে উদ্ভাসিত হইতেছিল। তথায় অসুর সম্রাটের উপযোগী বিভবসহ প্রহ্লাদ স্বীয় কন্যাকে সূর্যপ্রভের হস্তে সমর্পণ করিল। দেবতাবিজয়লব্ধ মেরুশিখর-প্রমাণ বহুমূল্য রাশি রাশি ধনরত্ন সে বর ও কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিল। তখন সাহসভরে মহল্লিকা প্রহ্লাদকে বলিল, "তাত! আমার দ্বাদশ প্রিয়সখীকেও আমায় সমর্পণ করুন।" কিন্তু সে তাহাকে বলিল, "উহারা আমার ভ্রাতার সম্পত্তি, কারণ সে উহাদিগকে বন্দী করিয়াছিল। উহাদিগকে প্রদান করার আমার কোনও সামর্থ্য নাই।" দিবসে বিবাহোৎসবান্তে সূর্যপ্রভ রজনীতে মহল্লিকার সহিত বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইচ্ছা পূরণপূর্বক প্রীতি ও সুখ অনুভব করিল। (৩০৭-৩১৮)

পরদিন প্রাতঃকালে সানুচর প্রহ্লাদ রাজসভায় অধিষ্ঠান করিলে দানবরাজ অমীল প্রহ্লাদ এবং অন্যান্য সকলের নিকট নিবেদন করিল, "অদ্য' তোমরা সকলে মদ্গৃহে আগমন করিবে এবং তোমরা অনুমোদন করিলে আমি

আমার কন্যা কলাবতীকে সূর্যপ্রভের হস্তে প্রদান করিব।" তাহার এই প্রস্তাব সকলে 'তাহাই হইবে' এই বাক্যে অনুমোদন করিলে সেই মুহূর্তেই সকলে দ্বিতীয় পাতালপুরীতে গমন করিল। তথায় সে সূর্যপ্রভ, ময় এবং অন্যান্য দানবদিগের সহিত বাস করিত। সেখানে অমীল তাহার কন্যা, যে পূর্বেই সূর্যপ্রভের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে স্বয়ং যথাবিধি সূর্যপ্রভের সহিত পরিণীতা করিল। প্রহ্লাদের গৃহে এই বিবাহ সংঘটিত হইলে সূর্যপ্রভ অসুর-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই দিবস ভোগোপচারে তথায় উদ্যাপিত করিল।

দ্বিতীয় দিবসে অসুররাজ দুরারোহ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চম পাতালে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক আতিথ্যের নিদর্শন স্বরূপ অন্যান্যদিগের ন্যায় স্বীয় কন্যা কুমুদ্বতীকে যথাবিধি সূর্যপ্রভের হস্তে প্রদান করিল। তথায় সকলের সহিত মিলিত হইয়া ভোগোৎসবে দিবস যাপন-করতঃ নিশাকালে ত্রিলোকসুন্দরী কুমুদ্বতীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার স্নিগ্ধ মধুর সাহচর্যে রাত্রি যাপন করিল। (৩১৯-৩২৮)

পরদিবস প্রাতঃকালে তন্তুকচ্ছ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সে অনুচরবৃন্দ সহ প্রহ্লাদ ইত্যাদির সহিত সপ্তম পাতালে তন্তুকচ্ছের গৃহে আগমন করিলে সেই অসুররাজ তপ্তকাঞ্চনপ্রভ উত্তম রত্নে অলংকৃত স্বীয় কন্যা মনোবতীকে সূর্যপ্রভের হস্তে সম্প্রদান করিলে সূর্যপ্রভ সানন্দে দিবস অতিবাহিত করিয়া মনোবতীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া সুখে রজনী যাপন করিল।

পরদিবস অসুরাধিপ সুমায় সানুচর সূর্যপ্রভকে নিমন্ত্রণ করিয়া ষষ্ঠ পাতালপুরীতে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক মূর্তিমান পঞ্চশরের ন্যায় দুর্বলিতা শ্যামলাঙ্গী স্বীয় কন্যা সুভদ্রাকে তাহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলে সূর্যপ্রভ সেই দিবস পূর্ণচন্দ্রাননা শ্যামা সুভদ্রার সহিত যাপন করিল। অনন্তর পরদিবস বলিরাজ অনুচর-পরিবৃত সূর্যপ্রভকে তৃতীয় পাতালে স্বগৃহে আনয়নকরতঃ বালপ্রবালসন্নিভ মাধবীমঞ্জরীর ন্যায় স্বীয় দুহিতা সুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিল এবং সেই স্ত্রীরত্নের সহিত সূর্যপ্রভ স্বর্গসুখে সেই দিবস অতিবাহিত করিল। (৩২০-৩৩৭)

পরদিবস ময় তদ্বৎ তাহাকে চতুর্থ পাতাল হইতে স্বীয় প্রাসাদে পুনরায় আনয়ন করিল। স্বীয় মায়াপ্রভাবে নির্মিত সেই বিচিত্র রত্নপ্রাসাদ ক্ষণে ক্ষণে নবমূর্তি ধারণ করিতেছিল। তথায় সে স্বীয় মূর্তিমতী শক্তির ন্যায় জগতে আশ্চর্যরূপা নিজকন্যা সুমায়াকে সূর্যপ্রভ মানব হওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল। তথায় কৃতী

সূর্যপ্রভ তাহার সহিত সানন্দে বাস করিতে লাগিল। স্বীয় যাদুবিদ্যাবলে নিজ দেহকে বিভক্ত করিয়া সে যুগপৎ ঐ অসুর-দেহে রমণীদিগের সহিত বিহার করিতে থাকিলেও তাহার প্রকৃত দেহে সে তাহার প্রিয়তমা অসুররাজ প্রহ্লাদের কন্যা মহল্লিকার সহিত বাস করিত।

একদা রজনীতে যখন সে মহল্লিকার সহিত সুখে অবস্থান করিতেছিল তখন কথাপ্রসঙ্গে মহল্লিকাকে শুধাইল, "যে সখীদ্বয় রাত্রিকালে তোমার সহিত আগমন করিয়াছিল তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে ত আর দেখিতে পাই না? তাহাদের পরিচয় কি এবং তাহারা কোথায় গমন করিয়াছে?" তখন মহল্লিকা বলিল, "আমাকে এই প্রশ্ন করিয়া উত্তম কার্যই করিয়াছ। আমার সখী দুইজন নহে, দ্বাদশজন। আমার পিতৃব্য উহাদিগকে ইন্দ্রের স্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়াছিলেন। প্রথমজন অমৃতপ্রভা, এবং দ্বিতীয়জন কেশিনী। শুভলক্ষণযুক্তা এই দুইজন পর্বতঋষির কন্যা। তৃতীয় জন কালিন্দী এবং চতুর্থ ভদ্রকা। চারুলোচনা পঞ্চমীর নাম দর্পকমালা। এই তিনজন মহামুনি দেবল-কন্যা। ষষ্ঠী সৌদামিনী এবং সপ্তমী উজ্জ্বলা। ইহারা উভয়ে গন্ধর্ব হাহার কন্যা। অষ্টমী গন্ধর্ব হুহুর কন্যা পীবরা। নবমী প্রতাপশালী কালের দুহিতা অঞ্জনিকা। দশমী গণ পিঙ্গল-দুহিতা কেশরাবলী। একাদশী কম্বল-নন্দিনী মালিনী। দ্বাদশী এক-বসুর কন্যা মন্দারমালা। ইহারা সকলেই অপ্সরা-জাতা দিব্যাঙ্গনা। (৩৩৮-৩৫৩) আমার যখন বিবাহ হইল তখন উহারা প্রথম পাতালে নীত হইয়াছিল। সর্বদা যাহাতে উহাদের সহিত কালাতিপাত করিতে পারি তন্নিমিত্ত আমি উহাদিগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব। তাহারা আমার অতিশয় প্রিয়, আমি উহাদের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। পিতার নিকটও আমি এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু পিতৃব্যের কথা চিন্তা করিয়া পিতা সম্মত হন নাই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ নতনয়নে বলিল, "প্রিয়ে, তুমি সাতিশয় উদারচেতা। কিন্তু আমি এই প্রস্তাবে কি প্রকারে সম্মতি প্রদান করিব?" সূর্যপ্রভ এই কথা বলিলে সে সক্রোধে বলিল, "আমার সম্মুখে তুমি অন্য রমণীদিগকে বিবাহ করিতে সমর্থ। কিন্তু যাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে এক মুহূর্তও সুখী হইতে পারিব না আমার সেই সখীদিগকে প্রাপ্ত হইতে তুমি ইচ্ছুক নও।" মহল্লিকা এই কথা বলিলে সূর্যপ্রভ সানন্দে সম্মত হইল এবং প্রহ্লাদ-দুহিতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রথম পাতালে আনয়নপূর্বক ঐ দ্বাদশ রমণীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। তখন সূর্যপ্রভ অমৃতপ্রভা

হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ঐ দিব্যাংগনাদিগকে রাত্রে বিবাহ করিল এবং মহল্লিকার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালে উহাদিগকে, প্রভাস কর্তৃক চতুর্থ পাতালে নীত হইলে, তথায় লুক্কায়িত রাখিল। সূর্যপ্রভ গোপনে মহল্লিকার সহিত তথায় যাতায়াত করিলেও পূর্বের ন্যায় ভোজনকালে প্রহ্লাদের কক্ষেই গমন করিত।

তথায় অসুররাজ সুনীথ এবং ময়কে বলিল, "তোমরা দিতি এবং দনু এই দুই দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন কর।" উহারা 'তাহাই করিব' বলিয়া পাতাল পরিত্যাগ করিয়া স্মরণ মাত্রেই আগত ভূতাসন রথে আরোহণপূর্বক ময়, সুনীথ এবং সূর্যপ্রভ পর্যায়ক্রমে সুমেরু গিরির সানুদেশে কশ্যপমুনির আশ্রমে উপনীত হইল। তথায় মুনিগণ কর্তৃক সসম্মানে অভিনন্দিত ও ঘোষিত হইয়া তাহারা নত মস্তকে দিতি এবং এবং দনুর চরণ বন্দনা করিল। দৈত্যাদিগের ঐ দুই জননী সানুচর উহাদিগকে সাদরে অবলোকন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে উহাদিগের মস্তক চুম্বনকরতঃ আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া ময়কে বলিলেন, "সুনীথকে পুনরুজ্জীবিত দর্শনে আমাদের নয়ন সার্থক হইয়াছে এবং তোমার সুকৃতি বলেই উহার এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। (৩৫৪-৩৬৭) দিব্য সৌন্দর্য এবং গুণে ভূষিত ভাবী মহত্ত্বের লক্ষণে চিহ্নিত কৃতী এবং কীর্তিমান সূর্যপ্রভরূপে জাত সুমুণ্ডীককে দর্শন করিয়া আমরা আন্তরিক প্রীতি লাভ করিয়াছি এবং সর্বাংগ দ্বারা উহাকে আশীর্বাদ করিতেছি। বৎসগণ, গাত্রোত্থানপূর্বক আমাদের পতি প্রজাপতির সহিত সাক্ষাৎ কর। তোমরা সফলকাম হইবে এবং তাঁহার উপদেশ তোমাদের কার্যে সাহায্য করিবে।" দেবীদ্বয়ের নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ময় এবং অন্যান্য দানবেরা তাহাদের আদেশমত দিব্য আশ্রমে কশ্যপমুনির দর্শন লাভ করিল। শুদ্ধ স্বর্ণপ্রভ অনিলসম উজ্জ্বল কপিল জটাধারী দেবতাদিগের আশ্রয়স্থল কশ্যপমুনির সমীপে আগত হইয়া তাহারা সানুচর পর্যায়ক্রমে উঁহার পদবন্দনা করিলে কশ্যপমুনি উহাদিগকে যথাবিধি আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন এবং উহাদের আগমনে প্রীত হইয়া বলিলেন, "পুত্রগণ, তোমাদের সন্দর্শনে আমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। ময়, তুমি প্রশংসার্হ। ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত না হইয়া তুমি নিখিল শাস্ত্রপারংগম হইয়াছ। সুনীথ, তুমিও ভাগ্যবান, পুনরায় জীবিত হইয়াছ। খেচরদিগের ভাবী নৃপতি সূর্যপ্রভ, তুমিও ভাগ্যবান। তোমরা সকলে ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া আমার

কথানুসারে চলিলে শত্রু কর্তৃক অবিজিত থাকিবে। এই অসুরগণ ন্যায়-পথচ্যুত হওয়াতে জয়ী মুরারির চক্রের শিকার হইয়াছিল। সুনীথ, দেবতা কর্তৃক হত অসুরেরা পুনরায় মানব-বীর রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমুণ্ডীক অধুনা সূর্যপ্রভ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। (৩৬৮-৩৭৫) অন্যান্য অসুরেরা যাহারা তোমার অনুচর ছিল, সূর্যপ্রভের মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, মহাসুর শম্বর এখন উহার মন্ত্রী প্রহস্ত। ত্রিশিরা উহার অমাত্য সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দানব বাতাপি এখন উহার মন্ত্রী প্রজ্ঞাঢ্য, দানব উলূক এখন উহার বয়স্য শুভংকর এবং উহার সম্প্রতিকালের মিত্র বীতভীতি পূর্বজন্মে দেবতাদিগের শত্রু কাল ছিল এবং এই যে উহার মন্ত্রী ভাস, বৃষ পর্ব দৈত্যের অবতার, উহার মন্ত্রী প্রভাস দৈত্য প্রবলের অবতার। এই মহানুভব দৈত্যের দেহ মণিময় ছিল এবং দেবতারা তাহার শত্রু হওয়া সত্বেও তাহাদের অনুরোধে স্বীয় দেহ খণ্ড করিয়া মৃত হইলে উহার দেহ হইতে পৃথিবীর সমস্ত মণিরত্নাদির উৎপত্তি হইয়াছিল। দেবী দুর্গা উহার কার্যে এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে অন্য একটি দেহ আনয়নপূর্বক উহাকে বর প্রদান করিলে উহার প্রভাবে রিপুদিগের দুর্ধর্ষ মহাবীর প্রভাস রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং পূর্বজন্মের সুন্দ ও উপসুন্দ দানবদ্বয় সম্প্রতি সর্বদমন এবং ভয়ংকর নামে উহার মন্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিকটাক্ষ ও হয়গ্রীব নামক দৈত্যদ্বয় অধুনা স্থিরবুদ্ধি ও মহাবুদ্ধি নাম ধারণপূর্বক উহার মন্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর, মন্ত্রী, মিত্র প্রভৃতিও ইন্দ্রাদিকে যে অসুরেরা বহুবার পরাজিত করিয়াছিল, তাহাদেরই অবতার। তোমাদের দল পুনরায় ক্রমে ক্রমে শক্তিমান হইয়াছে। সাহস অবলম্বন কর। ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত না হইলে তোমাদের পরম সমৃদ্ধি লাভ হইবে।" (৩৭৬-৩৮৫) ঋষি কশ্যপ যখন এই কথা বলিতেছিলেন তখন মধ্যদিনের যজ্ঞের সময় আগত হওয়ায় অদিতি প্রমুখ তাহার ভার্যাবর্গ দক্ষ-দুহিতাগণ তথায় আগমন করিয়া ময় এবং তাহার অনুচরদিগকে আশীর্বাদ করিলে তাহারা উহাদের চরণ বন্দনা করিল এবং উঁহারা স্বামীর আহ্নিক কার্য সম্পাদন করিলেন। ইন্দ্র ও লোকপালদিগের সহিত মুনিকে সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়া কশ্যপ ও তাঁহার পত্নীদিগের চরণ বন্দনা করিল। ময়াদি কর্তৃক সংবর্ধিত হইলে ইন্দ্র সরোষে সূর্যপ্রভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ময়কে বলিল, "এই বালকই বোধ হয় বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইতে ইচ্ছুক। এত অল্পে কেন

সন্তুষ্ট হইতে চায় ? ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে বাঞ্ছা করে না কেন ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া ময় তাহাকে বলিল, "শিব তোমাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং উহাকে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সক্রোধে উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "শুভ-লক্ষণযুক্ত বালকের পক্ষে উহা অনেক অল্পই হইবে।" তখন ময় তাহাকে বলিল, "শ্রুতশর্মা যদি বিদ্যাধরাধিপ হইবার উপযুক্ত হইতে পারে তবে এতাদৃশ আকৃতিযুক্ত জনও নিঃসংশয়ে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবার যোগ্য পাত্র।" ময়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র সরোষে বজ্র উদ্যত করিলে কশ্যপমুনি ক্রোধান্বিত হইয়া হুংকার করিলেন। দিতি এবং অন্যান্য পত্নীদিগের আনন ক্রোধে তাম্রবর্ণ ধারণ করিল এবং তাহারা উচ্চরবে ধিক্কার প্রদান করিলে ইন্দ্র শাপভয়ে অস্ত্র সংবরণপূর্বক নত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। পত্নীগণ-পরিবেষ্টিত সুরাসুর-পিতা ঋষি কশ্যপের চরণে পতিত হইয়া তাঁহার ক্রোধ অপনয়ন করিতে প্রয়াস পাইয়া ইন্দ্র করজোড়ে নিবেদন করিল, "মহাত্মন্, এই সূর্যপ্রভ শ্রুতশর্মার নিকট হইতে মৎপ্রদত্ত বিদ্যাধরাধিপত্য হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ময়ও সর্বপ্রকারে সূর্যপ্রভকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেছে।" দিতি ও দনু সহ উপবিষ্ট প্রজাপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, (৩৮৬-৩৯৭) "ইন্দ্র তুমি শ্রুতশর্মাকে ভালবাস এবং শিব সূর্যপ্রভকে ভালবাসেন। তাঁহার ভালবাসা নিষ্ফল হইতে পারে না এবং বহু পূর্বেই তিনি ময় এখন যাহা করিয়াছে তাহা করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং ময়ের বিরুদ্ধে তুমি বিষোদ্গার করিতেছ কেন ? ময় কি দোষ করিয়াছে ? ময় সর্বদা ধর্মপথানুগ, জ্ঞানী বিচারবুদ্ধিযুক্ত এবং গুরুর আজ্ঞাধীন। উহার বিরুদ্ধে তোমার কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। তুমি কি উহার পরাক্রমের কথা বিদিত নও ? যদি তুমি এই পাপ করিতে, আমার কোপানল তোমাকে ভস্মীভূত করিত।" সভার্যা মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র লজ্জিত এবং ভীত হইলে অদিতি বলিল, "শ্রুতশর্মার আকৃতি কিরূপ ? উহাকে আনয়ন করিয়া আমাদিগকে দর্শন করাও।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র মাতলিকে প্রেরণপূর্বক খেচরাধীপ শ্রুতশর্মাকে তথায় আনয়ন করিল। শ্রুতশর্মা প্রণত হইলে কশ্যপের পত্নীগণ সূর্যপ্রভের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কশ্যপ মুনিকে শুধাইলেন, "এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী সুন্দর ও শুভলক্ষণযুক্ত ?" তখন মুনিপুংগব উত্তর করিলেন, "শ্রুতশর্মা উহার মন্ত্রী প্রভাসেরও সমকক্ষ নহে। সূর্যপ্রভের সহিত

তুলনা করিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না। সূর্যপ্রভের যে দিব্য লক্ষণাদি আছে তাহাতে চেষ্টা করিলে তাহার পক্ষে ইন্দ্রপদও সহজলভ্য হইবে।" (৩৯৮-৪০৫) কশ্যপের এই বাক্য সকলের অনুমোদন লাভ করিল এবং তাহারা বলিল, "তাহাই হউক।" তখন মহেন্দ্রের সম্মুখেই মুনি ময়কে বর প্রদান করিলেন, "যেহেতু ইন্দ্র আঘাতার্থ বজ্র উদ্যত করিলেও তুমি অবিচলিত ছিলে সেই হেতু তুমি বজ্রোপম জরা এবং ব্যাধি হইতে মুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু, তব সদৃশ তোমার এই সুনীথ এবং সূর্যপ্রভ নামক দুই মহান্ পুত্র শত্রুদিগের নিকট সতত অপরাজেয় থাকিবে। আমার এই শরচ্চন্দ্রোপম কান্তিমান পুত্র, সুবাসকুমার, বিপদ রজনীতে স্মরণমাত্রেই তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাকে সাহায্য করিবে।" মুনি এইপ্রকার বলিলে তাঁহার পত্নীগণ, ঋষিগণ এবং লোকপালেরা ময় এবং তথায় সমাগত সকলকে তদ্বৎ বর প্রদান করিলে অদিতি ইন্দ্রকে বলিলেন, "তোমার অন্যায় আচরণ হইতে বিরত হও। ময়ের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হও। বিনয়জনিত আচরণের ফলস্বরূপ ময় আমার নিকট হইতে অদ্য যে বর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা তুমি অবলোকন করিয়াছ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ময়ের হস্তদ্বয় ধারণপূর্বক তাহার সন্তুষ্টি বিধান করিল এবং শ্রুতশর্মা দিবাভাগে চন্দ্রের ন্যায় সূর্যপ্রভ দ্বারা আবৃত হইল। অতঃপর সুরেন্দ্র গুরু কশ্যপকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া লোকপালদিগের সহিত যথা হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রস্থান করিল এবং সেই মহামুনি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ময় প্রভৃতি সংকল্পিত কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রম পরিত্যাগ করিল। (৪০৬-৪১৩)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের
দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৪১৩
ক্রমিক সংখ্যা—৭,৯৬৩

সূর্যপ্রভ লম্বক
তৃতীয় তরঙ্গ

তখন ময়, সুনীথ এবং সূর্যপ্রভ তাহারা সকলে কশ্যপের আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক চন্দ্রভাগ এবং ঐরাবতীর সংগমস্থলে উপনীত হইল। তথায় নৃপতিবর্গ এবং সূর্যপ্রভের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিল। তত্রস্থ ভূপতিবর্গ সূর্যপ্রভের দর্শনে হতাশায় মরণোন্মুখ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভের অদর্শনে তাহারা বিষাদগ্রস্ত হইয়াছে মনে করিয়া সূর্যপ্রভ তাহাদের নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। তথাপি তাহাদিগকে হতাশ দৃষ্টে প্রশ্ন করিলে তাহারা শ্রুতশর্মা কি প্রকারে তাহার পত্নীদিগকে হরণ করিয়াছে সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তাহারা ইহাও বলিল যে এই ঘটনায় সবিষাদে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দৈববাণী তাহাদিগকে ঐ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়াছে। তখন সূর্যপ্রভ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা শ্রুতশর্মাকে রক্ষা করিলেও আমি সেই পরদারাপহারী প্রগল্ভ শঠকে উন্মূলন করিব।" এইরূপ সংকল্প করিয়া সে গণকদিগের দ্বারা তৎকাল হইতে সপ্তমদিবসে বিদায়-যাত্রার লগ্ন ধার্য করিল। শত্রু জয় করিতে সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, পুনর্বার বাক্যদ্বারা এই কথা ঘোষণা করিলে ময় তাহাকে বলিল, "তুমি যদি এই প্রকার সংকল্প করিয়া থাক তবে আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি যে তুমি যাহাতে অবিলম্বে দ্রুত বিজয়োদ্যোগ কর তন্নিমিত্ত আমিই তোমার পত্নীদিগকে মায়াবলে পাতালে অপসারিত করিয়াছি, কারণ বাতাহত হইলেই অগ্নির তেজ বর্ধিত হয়। (১-১২) অতএব, আমার সহিত পাতালে আগমন কর আমি তথায় তোমার ভার্যাগণকে দেখাইব। ময়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ সকলে আনন্দিত হইল এবং ময় কর্তৃক চালিত হইয়া যে বিবরদ্বার দিয়া তাহারা বহির্গত হইয়াছিল সেই বিবরদ্বার দিয়াই পুনরায় চতুর্থ পাতলে প্রবেশ করিল। তথায় একটি বাসগৃহ হইতে ময় মদনসেনাদি এবং অসুরদিগের অন্যান্য কন্যা সূর্যপ্রভের পত্নীদিগকে তাহার হস্তে সমর্পন করিলে ময় কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সূর্যপ্রভ প্রহ্লাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। প্রহ্লাদ পূর্বেই ময়ের নিকট হইতে সূর্যপ্রভের বরপ্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়াছিল এবং সূর্যপ্রভকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, সে তাহার নিকট প্রণত হইলে, সে কপট ক্রোধে অস্ত্র গ্রহণ-

পূর্বক বলিল, "রে দুরাচার, আমি শ্রবণ করিয়াছি যে মদ্ ভ্রাতা কর্তৃক বন্দিনীকৃত দ্বাদশ রমণীকে তুই হরণ করিয়াছিস্। এখনই আমি তোকে হত্যা করিব, আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর্।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ নির্বিকার চিত্তে বলিল, "আমার দেহ আপনার অধীন। অন্যায় কার্যের নিমিত্ত আমাকে শাস্তি প্রদান করুন।" সে এই কথা বলিলে প্রহ্লাদ সহাস্যে তাহাকে বলিল, "তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে তোমার ভিতর এক বিন্দুও দর্প নাই। তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি বর প্রার্থনা কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ সম্মত হইল এবং গুরুজন ও শম্ভুর প্রতি ভক্তি যেন অচলা থাকে এই বর প্রার্থনা করিল। সকলে প্রীতি লাভ করিলে প্রহ্লাদ তাহার দ্বিতীয়া কন্যা যামিনীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল এবং অসুররাজ সাহায্যার্থে তাহাকে তাহার দুই পুত্রকেও মিত্ররূপে প্রদান করিল। তখন সূর্যপ্রভ সকলের সহিত অমীলের নিকট গমন করিলে অমীলও তাহার বরপ্রাপ্তির সংবাদে প্রীত হইয়া তাহার দ্বিতীয়া কন্যা সুখাবতীকে সূর্যপ্রভকে সম্প্রদান করিল এবং তাহার দুই পুত্রকেও সহায়কারী রূপে তাহাকে প্রদান করিল। (১৩-২৪) সূর্যপ্রভ পত্নীদিগের সহিত তৎকালে তথায় অবস্থান করিয়া অন্যান্য অসুররাজদিগকে তাহার সাহায্যকারীরূপে প্রাপ্ত হইল! সে ময়াদির নিকট হইতে জানিতে পারিল যে সুনীথের তিন পত্নী এবং তাহার ভার্যাগণ গর্ভবতী হইয়াছে এবং তাহারা দোহদস্বরূপ মহাযুদ্ধ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পুরাকালে যে অসুরেরা হত হইয়াছিল তাহারাই পুনরায় উহাদের গর্ভে আগমন করিয়াছে মনে করিয়া ময় সাহ্লাদে বলিল, "এই নিমিত্তই উহাদের মনে এতাদৃশ বাসনার উদয় হইয়াছে।"

ষড়্দিবস এই প্রকারে অতিবাহিত হইলে সপ্তম দিবসে সূর্যপ্রভাদি পত্নীদিগের সহিত পাতালপুরী হইতে যাত্রা করিল! মায়াবলে যেসব বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল সুবাসকুমারকে স্মরণমাত্রই সে আগমনকরতঃ তৎসমূহ নিবারিত করিল। অতঃপর তাহারা চন্দ্রপ্রভের পুত্র রত্নপ্রভকে পৃথিবীর রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভূতাসন বিমানে আরোহণকরতঃ ময় কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সকলে গঙ্গার পূর্বতীরস্থ বিদ্যাধরাধিপ সুমেরুর আবাসস্থলে এক তপোবনে আগমন করিল। তাহারা মিত্ররূপে আগমন করায় এবং ময়ের নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিবের পূর্বাদেশ স্মরণকরতঃ সুমেরু তাহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। চন্দ্রপ্রভ এবং অন্যান্যেরা যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন তাহারা নিজ নিজ

সৈন্য, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে আহবান করিল। সর্বপ্রথম ময় কর্তৃক মায়াবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থে সূর্যপ্রভের শ্বশুর-পুত্রগণ আগমন করিল। হরিভট প্রমুখ তাহারা সংখ্যায় ষোড়শ জন ছিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত অযুত রথ এবং দুই অযুত পদাতিক আগমন করিল। তাহাদের পশ্চাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সূর্যপ্রভের শ্যালকবর্গ, শ্বশুরগণ, আত্মীয়স্বজন এবং মিত্রগণ দৈত্য দানবদিগের সহিত আগমন করিল। (২৫-৩৭)

সপ্তম পাতালপুরী হইতে হৃষ্টরোমা, মহামায়, সিংহদংষ্ট্র, প্রকম্পন, তন্তুকচ্ছ, দুরারোহ, সুমায়, বজ্রপঞ্জর, ধূম্রকেতু, প্রমথন, দানব বিকটাক্ষাদি আগমন করিল। একজন সঙ্গে আনয়ন করিল সপ্ত অযুত সংখ্যক রথ, অন্যজন অষ্ট অযুত, আর একজন ষষ্ঠ অযুত, অন্য একজন তিন অযুত এবং সর্বাপেক্ষা কম ক্ষমতাশালী যে সেও এক অযুত সংখ্যক রথ আনয়ন করিয়াছিল। একজন তিন লক্ষ পদাতিক, একজন দুইলক্ষ, একজন এক লক্ষ এবং সর্বাধম অধীশ্বরও অর্ধ লক্ষ পদাতিক সহ আগমন করিয়াছিল। প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গজ ও অশ্ব সহ আগমন করিয়াছিল। ময় এবং সুনীথের সহিত অসংখ্য সৈন্য ছিল। স্বয়ং সূর্যপ্রভেরও অগণিত সৈন্য আগমন করিয়াছিল। বসুদত্ত, সুমেরু এবং অন্যান্য নৃপতিদিগের সহিতও বিস্তর সৈন্য ছিল।

অতঃপর স্মরণমাত্রে আগত মুনি সুবাসকুমারকে সূর্যপ্রভাদির সমক্ষে ময় শুধাইল, "মহাত্মন্, নানাদিকে প্রক্ষিপ্ত থাকায় সৈন্যযূথকে পর্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। সুতরাং বলুন কোথায় একত্রিত হইলে যুগপৎ সকল সৈন্যদিগকে দেখা যাইবে।" মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "এই স্থান হইতে যোজন মাত্র দূরে কলাপ গ্রাম অবস্থিত। তথায় বিস্তীর্ণ স্থানে সৈন্যদিগকে একত্রিত করিয়া অবলোকন কর।" (৩৮-৪৬) মুনি এই কথা বলিলে নৃপতিগণ তাহার ও সুমেরুর সহিত কলাপ গ্রামে আগমন করিয়া অসুর সৈন্য এবং নৃপতিদিগকে সন্নিবেশকরতঃ উচ্চ স্থান হইতে তাহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করিল। তখন সুমেরু বলিল, "শ্রুতশর্মার সৈন্যবল বৃহত্তর। তাহার অধীনে একশত একজন বিদ্যাধরপতি আছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দ্বাত্রিংশৎ সামন্তরাজ আছে। যাক্, তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি উহাদিগের মধ্য হইতে কতিপয়কে তোমার দলে আনয়ন করিব। আগামীকল্য প্রাতঃকালে আমরা বল্মীক নামক স্থানে গমন করিব। কারণ আগামীকল্য ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, অতিশয় শুভদিন। সেদিন

তথায় ভাবী রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দৃষ্ট হইবে বলিয়া বিদ্যাধরেরা তথায় দ্রুত গমন করিতেছে।"

সুমেরু সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করিলে সেই দিবস যথাবিধি যাপন করিয়া পরদিবস রথারোহণে সৈন্য সহ তাহারা বল্মীকে গমন করিল। তথায় তাহারা কোলাহলমুখরিত সৈন্য সহ হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে মালভূমিতে অবস্থান করিয়া সমাগত বহু বিদ্যাধরাধিপের দর্শন লাভ করিল। তথায় বিদ্যাধরগণ অগ্নিকুণ্ড নির্মাণকরতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কেহ কেহ হোম করিতেছিল, সূর্যপ্রভ যেথায় বহ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিল তথায় তাহার যাদুমায়াবলে অগ্নি স্বয়ং প্রজ্বলিত হইলে তদ্দৃষ্টে সুমেরু হৃষ্ট হইল, কিন্তু বিদ্যাধরদিগের হৃদয়ে ঈর্ষার উদ্রেক হইল। তখন তাহাদিগের মধ্য হইতে একজন বলিল, "ধিক্ সুমেরু, তুমি স্বীয় বিদ্যাধরত্ব পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্যবাসী সূর্যপ্রভকে অনুসরণ করিতেছ কেন?" এই কথা শ্রবণ করিয়া সুমেরু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিল। সূর্যপ্রভ তাহার নাম জানিতে চাহিলে সে বলিল, "ভীম নামক এক বিদ্যাধর আছে, ব্রহ্মা তাহার পত্নীর সহিত ইচ্ছামত বিহার করার ফলে ইহার জন্ম হইয়াছে। গোপনে ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ইহার নাম ব্রহ্মগুপ্ত হইয়াছে এবং সে তাহার জন্ম-নামানুরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে।

এই কথা বলিয়া সুমেরুও একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিলে সূর্যপ্রভও তাহার সহিত তথায় অগ্নিদেবের উপাসনা করিল এবং তন্মুহূর্তে সেই কুণ্ড হইতে [৬৩ নং শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ এই স্থানে লুপ্ত] একটি বিরাট ভয়ংকর অজগর সর্প আবির্ভূত হইল। (৪৭-৬৩) তখন বিদ্যাধরাধিপ ব্রহ্মগুপ্ত, যে সুমেরুকে ভৎসনা করিয়াছিল, মদভরে উহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। সর্পের মুখনিঃসৃত ফুৎকার বায়ুতে ব্রহ্মগুপ্ত শত হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া জীর্ণপত্রবৎ পতিত হইল। তখন তেজঃপ্রভ নামক বিদ্যাধরেশ্বর উহাকে ধরিতে গেলে সেও ঐ প্রকারে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন দুষ্টদমন নামক বিদ্যাধরপতিও উহাদিগের ন্যায় সর্পের মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর বিরূপশক্তি নামক খেচরপতিও সেই নিঃশ্বাস দ্বারা তৃণের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল। তখন অংগারক এবং বিজৃম্ভক নামক নরপতি উভয়ে একত্রে উহার দিকে ধাবিত হইলে তাহারাও সর্প কর্তৃক নিঃশ্বাস দ্বারা বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে বিদ্যাধরদিগের সমস্ত নৃপতি পর পর দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহারা শিলাহত হইয়া অতিকষ্টে উত্থিত হইল। তখন শ্রুতশর্মা গর্বভরে অজগরটিকে ধরিতে গেলে

তাহার নিঃশ্বাসে অন্যান্যদিগের ন্যায় কিয়দ্দূরে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ভূমিতে আরও দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন শ্রুতশর্মা লজ্জিত হইয়া আহত দেহে উত্থিত হইলে সর্পটিকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুমেরু সূর্যপ্রভকে প্রেরণ করিল। তখন বিদ্যাধরেরা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ, দেখ, সে অজগরটিকে ধরিতে ইচ্ছা করিতেছে। এই মনুষ্যেরা মর্কটের ন্যায় চিন্তাহীন হইয়া অন্যে যাহা করে তাহা দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে প্রয়াস পায়।" তাহারা যখন উপহাস করিতেছিল তখন সূর্যপ্রভ সেই স্তিমিত অজগরটিকে তাহার বিবর হইতে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনয়ন করিল। (৬৪-৭৬) সেই মুহূর্তে সর্পটি একটি অমূল্য তূণে পরিবর্তিত হইল এবং আকাশ হইতে সূর্যপ্রভের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। আকাশ হইতে উচ্চ দৈববাণী শ্রুত হইল, "সূর্যপ্রভ, মায়াবলসম এই অক্ষয় তূণ তোমার, উহাকে গ্রহণ কর।" তখন বিদ্যাধরদিগের মুখ ম্লান হইল এবং সূর্যপ্রভ তূণ গ্রহণ করিলে ময়, সুনীথ এবং সুমেরু অতিশয় হৃষ্ট হইল।

বিদ্যাধরবর্গের সহিত শ্রুতশর্মা চলিয়া গেলে তাহার দূত সূর্যপ্রভের নিকট আগমন করিয়া বলিল, "প্রভো, শ্রুতশর্মা আদেশ করিতেছেন, যদি জীবনের মায়া কর তবে ঐ তূণ আমাকে প্রদান কর।" প্রত্যুত্তরে সূর্যপ্রভ বলিল, "দূত তুমি গমন করিয়া তাহাকে বল, আমার নিক্ষিপ্ত শরে আবৃত হইয়া তাহার দেহই তূণে পরিণত হইবে।" দূত এই কথা শ্রবণ করিয়া গমনোদ্যত হইয়া প্রস্থান করিলে শ্রুতশর্মার দম্ভোক্তিকে সকলে উপহাস করিল এবং সুমেরু সানন্দে সূর্যপ্রভকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "শিবের বাক্য অবিসংবাদিত ভাবে সফল হইয়াছে দেখিয়া আমার আনন্দ হইতেছে, কারণ এই উত্তম তূণ প্রাপ্ত হইয়া তুমি বস্তুতঃ রাজচক্রবর্তিত্বই প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন সাহসপূর্বক একটি ধনুরত্ন সংগ্রহ কর।" (৭৭-৮৫)

সুমেরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তৎকর্তৃক চালিত হইয়া সূর্য-প্রভাদি হেমকূট পর্বতে গমন করিয়া উহার উত্তর দিকে স্থিত মানস নামক রমণীয় সরোবরে উপস্থিত হইল। মনে হইল সমুদ্র নির্মাণে উহাই যেন বিধাতার প্রথম প্রয়াস ছিল। ঐ সরোবরের বারিতে ক্রীড়ারত দিব্যাঙ্গনাগণ পূর্ণ প্রস্ফুটিত বায়ুতাড়িত স্বর্ণ কমল দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহা উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। যখন তাহারা মুগ্ধ হইয়া ঐ সরোবরের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল তখন শ্রুতশর্মা তাহার অনুচরদিগের সহিত তথায় আগমন করিল। সূর্যপ্রভ ঘৃত এবং কমল দ্বারা হোম সমাপন করিলে ঐ

সরোবর হইতে এক খণ্ড ঘোরাকৃতি মেঘ উত্থিত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্তপূর্বক প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিলে মেঘ হইতে সমুদ্ভূত বারিবৃন্দ হইতে একটি কালনাগ পতিত হইল। সুমেরুর আদেশে সূর্যপ্রভ গাত্রোত্থানপূর্বক দৃঢ় মুষ্টিতে, প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, ঐ সর্পকে ধৃত করিলে উহা ধনুকে পরিণত হইল। ইহা ধনুকে পরিণত হইলে মেঘ হইতে একটি দ্বিতীয় সর্প পতিত হইল যাহার বিষাগ্নির ভয়ে খেচরেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। প্রথম সর্পটির ন্যায় এই সর্পটিও সূর্যপ্রভ কর্তৃক ধৃত হইয়া ধনুগুণের আকার ধারণ করিলে মেঘ শীঘ্রই অপসৃত হইল। তখন পুষ্পবৃষ্টির পর আকাশবাণী শ্রুত হইল, "সূর্যপ্রভ, তুমি এই অমিতবল ধনু এবং অচ্ছেদ্য গুণ লাভ করিয়াছ। এই অমূল্য রত্নদিগকে গ্রহণ কর।" সূর্যপ্রভ ঐ উত্তম ধনুক এবং গুণ গ্রহণ করিলে শ্রুতশর্মা হতাশ চিত্তে তপোবনে গমন করিল এবং সূর্যপ্রভ ও ময়াদি উৎফুল্ল হইল। (৮৬-৯৭)

তাহারা ধনুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সুমেরু বলিল, "এইস্থানে একটি বিরাট কীচক বন আছে, তথা হইতে বেণু কর্তিত হইয়া এই সরোবরে নিক্ষিপ্ত হইলে উহারা মহান শক্তিশালী ধনুকে পরিণত হয়। তোমার পূর্বে অনেক দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং উত্তম বিদ্যাধরেরা উহা সংগ্রহ করিয়াছে। উহাদের নানাপ্রকার নাম আছে, কিন্তু রাজচক্রবর্তীদিগের ধনুকদিগকে অমিতবল বলা হয়। পুরাকালে এই সরোবরে উহারা দেবগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাজচক্রবর্তী হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট ধর্মশীল জনগণ শিবের প্রসাদে ঐ ধনুক প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্তই সূর্যপ্রভ অদ্য এই মহৎ ধনু প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার অনুচরেরাও যথোপযুক্ত ধনুক প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত বীর হওয়ায় উহাদের ধনুক প্রাপ্তির অধিকার জন্মিয়াছে, কারণ অদ্যাপি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ ধনুক প্রাপ্ত হয় এবং ইহা অত্যন্ত সমীচীন।

সূর্যপ্রভের প্রভাসাদি বয়স্যগণ সুমেরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্ষক নৃপতি চণ্ডদণ্ডকে পরাভূতকরতঃ ঐ কীচক বন হইতে কীচক আনয়নপূর্বক ঐ সরোবরে নিক্ষেপ করিল। এই বীরবৃন্দ সরোবর-তীরে অনাহারে জপ ও হোম সম্পাদন করিয়া সপ্তদিবসেই ধনুক প্রাপ্ত হইল। (৯৮-১০৭) তাহারা প্রত্যাগত হইয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সূর্যপ্রভ উহাদের এবং ময়াদি সহ সুমেরু-অধ্যুষিত তপোবনে আগমন করিল। সুমেরু তখন সূর্যপ্রভকে বলিল, "তোমার বয়স্যেরা অজেয় বেণুবনেশ্বর চণ্ডদণ্ডকে পরাজিত করিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। মোহিনীবিদ্যায় পারগ

হওয়াতে চণ্ডদণ্ডকে জয় করা কষ্টসাধ্য। নিশ্চয়ই সে ঐ বিদ্যা অন্য কোন প্রধান রিপুর বিরুদ্ধে প্রয়োগার্থে রক্ষা করিয়াছে। এই কারণেই সে তোমার বয়স্যাদিগের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উহা ব্যবহার করে নাই। এ বিদ্যা একবার মাত্র সফলতার সহিত প্রয়োগ করা যায়, বারংবার নহে। একবার স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে ঐ বিদ্যাফল দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ করিলে তিনি উক্ত প্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। মন্ত্রের বল লঙ্ঘন করা দুরূহ, এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে এবং পূজনীয় ময়ের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবে। তাহার বর্তমানে আমি কি বলিতে পারি? রবির সম্মুখে কি প্রদীপের শক্তি থাকিতে পারে?" সুমেরু সূর্য-প্রভকে এই কথা বলিলে ময় উত্তর করিল, "সুমেরু অল্প কথায় তোমাকে সত্যই বলিয়াছে। এখন আমার বাক্য মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। অব্যক্ত হইতে এই জগতে নানা প্রকার শক্তি এবং অণুশক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে নিঃশ্বাসের শক্তি হইতে অনুস্বার উৎপন্ন হইয়া পরতত্ত্ব কলান্বিত মন্ত্রশক্তি উদ্ভূত হয়। ঐ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অলৌকিক জ্ঞান, তপশ্চর্যা অথবা সিদ্ধ পুরুষদিগের আদেশ-জাত যাদুবিদ্যা দুরতিক্রম্য। বৎস, মোহিনী এবং পরিবর্তিনী এই দুইটি বিদ্যা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিদ্যাই তুমি আয়ত্ত করিয়াছ। যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই বিদ্যায় পারঙ্গম, সুতরাং তুমি তাঁহার নিকট হইতে ঐ বিদ্যাদ্বয় লাভ করিয়া আইস।" ময় কর্তৃক এই প্রকার উপদিষ্ট হইয়া সূর্যপ্রভ সেই ঋষির সমীপে গমন করিল। (১০৮-১১৯)

সেই ঋষি তাহাকে সপ্তাহকাল নাগসর্প হ্রদে রাখিয়া দিবসত্রয় বহ্নি মধ্যে তপশ্চর্যা করাইয়া সপ্তদিবস সর্পাঘাত সহ্য করাইবার পর মোহিনী বিদ্যা এবং দিবসত্রয় বহ্নিতেজ সহ্য করাইবার পর বিপরিবর্তিনী বিদ্যা তাহাকে প্রদান করিল। অতঃপর পুনরায় তাহাকে বহ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে বলিলে সে সম্মত হইয়া তাহা সম্পাদন করিলে সূর্যপ্রভ বথেচ্ছ গগনবিহারী একটি শ্বেত-পদ্মাকৃতি বিমান প্রাপ্ত হইল। উহার একশত অষ্টটি পক্ষ এবং সমসংখ্যক কক্ষ ছিল এবং উহা বহুবিধ অমূল্য রত্ন দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। তখন অন্ত-রীক্ষ হইতে সেই বীরের নিকট দৈববাণী হইল, "তুমি রাজচক্রবর্তীর উপযুক্ত এই বিমান লাভ করিয়াছ। শত্রুদিগের নিকট হইতে নিরাপদে রহিবার নিমিত্ত তুমি তোমার পত্নীদিগকে ইহার কক্ষে রাখিবে।" তখন সে নত মস্তকে গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট নিবেদন করিল, "বলুন, আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিব।" মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "রাজচক্রবর্তীরূপে অভিষিক্ত হইবার সময় আমাকে স্মরণ করিবে। ইহাই আমার উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা হইবে। সম্প্রতি

তোমার সৈন্যদিগের নিকট গমন কর।" অতঃপর মুনিকে প্রণামান্তে সে বিমানে আরোহণপূর্বক সুমেরুর আবাসস্থলে যেথায় সৈন্যরা অবস্থান করিতেছিল তথায় গমন করিলে ময়াদি, সুনীথ এবং সুমেরু সিদ্ধবিদ্যাবিমান লাভ করায় তাহাকে অভিনন্দিত করিল। (১২০-১৩০)

তখন সুনীথ সুবাসকুমারকে স্মরণ করিলে সে আগত হইয়া ময়াদি এবং অন্যান্য নৃপতিদিগকে বলিল, "সূর্যপ্রভ নিখিল যাদুবিদ্যা সহ সিদ্ধ বিমান লাভ করিয়াছে, এখনও কেন তোমরা শত্রুজয় করিতে উদাসীন রহিয়াছ ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া ময় বলিল, "মহাত্মন্, তুমি ন্যায্য কথাই বলিয়াছ। প্রথমে দূত প্রেরণপূর্বক নীতি স্থির করা হউক।" ময় এই কথা বলিলে মুনিপুত্র বলিল "তাহাই হউক। উহাতে কি অনিষ্ট হইতে পারে? প্রহস্তকে প্রেরণ করা হউক। সে সপ্রতিভ বাগ্মী, কখন কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে অভিজ্ঞ, দৃঢ়চেতা এবং সহিষ্ণু দূতের সমস্ত গুণই তাহার আছে।" সকলে শ্রদ্ধা সহ এই কথা অনুমোদন করিলে প্রহস্তকে যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রুতশর্মার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করা হইল।

সে প্রস্থান করিলে সূর্যপ্রভ তাহার অনুচরদিগকে বলিল, "গত রজনী শেষে আমি যে অদ্ভুত কৌতুকপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর। তীব্র জলস্রোতে নীত হইয়া আমরা মজ্জিত না হইয়া নৃত্য করিতেছিলাম। তখন সেই জলস্রোত প্রতিকূল বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া বিপরীত দিকে বহিতে লাগিলে অগ্নিতেজোপম এক ব্যক্তি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে আমরা ভস্মীভূত হইলাম না। (১৩১-১৪০) তখন মেঘ হইতে রক্তবৃষ্টি পতিত হইয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং রজনীও শেষ হইল।" সে এই কথা বলিলে সুবাসকুমার তাহাকে কহিল, "এই স্বপ্ন আয়াসের পর সাফল্য সূচিত করিতেছে, সাহস থাকায় তুমি নিমজ্জিত না হইয়া নৃত্য করিতেছিলে এবং যে বায়ু ঐ স্রোতকে বিপরীত মুখে ধাবিত করিয়াছিল উহা কোনও রক্ষাকর্তা হইবেন এবং যে অগ্নিসম উজ্জ্বল পুরুষ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তিনি মূর্তিমান শিব। তিনি যে তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহার অর্থ হইতেছে যে তোমাকে মহাসমরের সম্মুখীন হইতে হইবে। মেঘোদয় ভীতির পুনরাগমন সূচিত করে এবং রক্তবৃষ্টি উহার নিরাকরণের প্রতীক। দিঙ্মণ্ডল যে রক্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, উহার অর্থ হইতেছে যে তুমি বিরাট সাফল্য লাভ করিবে। স্বপ্ন নানা প্রকারের হইতে পারে, সত্য, অন্যার্থক এবং মিথ্যা। যে স্বপ্নের অর্থ স্বতঃই প্রতীয়মান হয় উহা সত্যার্থক, যে স্বপ্নে কোনও

প্রসন্ন দেবতা আদেশ করেন তাহা অন্যার্থক এবং প্রগাঢ় চিন্তা ও উদ্বেগজনিত স্বপ্ন নিরর্থক। নিদ্রাবেশে বাহ্যবস্তু হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভ্রান্ত মানব নানা কারণে স্বপ্ন দর্শন করে। স্বপ্ন শীঘ্র অথবা বিলম্বে ফলপ্রসূ হইবে কি না উহা কোন সময়ে স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে, কিন্তু রজনীশেষে দৃষ্ট স্বপ্ন শীঘ্রই সফল হয়।" (১৪১-১৫০) মুনিপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ এবং তাহার সহচরাদি হর্ষান্বিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্বক দিবসের কর্ম সমাপন করিল।

ইতোমধ্যে প্রহস্ত শ্রুতশর্মার সভা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ময়াদি দ্বারা পৃষ্ট হইয়া তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল, "আমি এই স্থান হইতে ত্রিকূট পর্বতে স্থিত হেমময় ত্রিকূট পতাকা নাম্নী নগরীতে গমনপূর্বক দ্বাররক্ষক কর্তৃক নীত হইয়া বহু বিদ্যাধরাধীশ, পিতা ত্রিকূটসেন, বিক্রমশক্তি, ধুরন্ধর দামোদর ইত্যাদি বিদ্যাধর বীরগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রুতশর্মার নিকট গমন করিলাম। তথায় উপবিষ্ট হইয়া আমি শ্রুতশর্মাকে বলিলাম, 'শ্রীমান সূর্যপ্রভ আপনার নিকট এই আদেশ সহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন: শিবের প্রসাদে আমি অমূল্য বিদ্যারাজি, ভার্যাবর্গ এবং মিত্রাবলি প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার খেচর ভূপতিদিগের সহ আগমনকরতঃ আমার সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হও। আমি আমার বিরুদ্ধাচারীদিগকে নিহত করি কিন্তু যাহারা আমার নিকট নত হয়, তাহাদের রক্ষা করি, সুনীথ-কন্যা কুমারী কামচূড়ামণি, যাহার সমীপে গমন করাও উচিত নহে, তাহাকে তাহার আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট হইতে হরণ করিয়া অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক কার্য করিয়াছ। তাহাকে মুক্ত কর।' আমি এই কথা বলিলে তাহারা সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'কে আমাদিগকে এই দম্ভপূর্ণ আদেশ প্রেরণ করিয়াছে? সে মর্ত্যবাসীদিগকে আদেশ করুক। বিদ্যাধরদিগের সহিত সে কি তুলনীয়? এই হীন গর্বিত মনুষ্য নিহত হইবারই যোগ্য।' (১৫১-১৬১)

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম, 'কি? সে কে জানিতে চাও? তবে অবধান কর। সে তোমাদের ভাবী রাজচক্রবর্তী, শিব তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সে যদি মরজীব হইয়াই থাকে তবে বলিতে হয় যে মর্ত্যবাসিগণ দেবত্বলাভ করিয়াছে। সেই মর্ত্যবাসীর পরাক্রমের কথা বিদ্যাধরেরা বিদিত আছে। অধিকন্তু সে যদি এইস্থানে আগমন করে তবে আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব কে নিহত হয়।' ক্রুদ্ধ হইয়া আমি এই কথা বলিলে সভাস্থ সকলে বিক্ষুব্ধ হইল এবং শ্রুতশর্ম্মা ও ধুরন্ধর আমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে আমি তাহাদিগকে বলিলাম, 'আইস, দেখি

তোমাদের কত সাহস।' তখন দামোদর উত্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিয়া বলিল, 'শান্ত হও, দূত এবং ব্রাহ্মণ অবধ্য।' তখন বিক্রমশক্তি আমাকে বলিল, 'দূত, তুমি প্রস্থান কর। তোমার প্রভুর ন্যায় আমরা সকলে হর কর্তৃক সৃষ্ট। সে এইস্থানে আগমন করুক, দেখা যাউক আমরা তাহার উপযুক্ত সম্বর্ধনা করিতে পারি কি না।' তাহার এই দম্ভোক্তি শ্রবণ করিয়া আমি সহাস্যে বলিলাম, 'দিঙ্ মণ্ডল অন্ধকার করিয়া যে পর্যন্ত মেঘের উদয় না দৃষ্ট হয়, সে পর্যন্ত পদ্মবনে হংসেরা সহর্ষে কেলি করে।' এই কথা বলিয়া আমি অবজ্ঞাভরে গাত্রোত্থানপূর্বক হেথায় আগমন করিয়াছি।'' ময়াদি প্রহস্তের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইল এবং সূর্যপ্রভাদি সকলে রণদুর্মদ প্রভাসকে সেনাপতিপদে বৃত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। সুবাসকুমারের আদেশে তাহারা ঐ দিবস যুদ্ধার্থে আত্মনিয়োগ করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইল। (১৬২-১৭২)

রজনীতে যখন ব্রতধারী সূর্যপ্রভ একাকী পর্যঙ্কে বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিতেছিল, তখন একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা তাহার নিকট সাহসভরে আগমন করিল। নিদ্রিত মন্ত্রীরা সূর্যপ্রভের চতুষ্পার্শ্বে নিদ্রিত ছিল এবং সে নিদ্রার ভাণ করিয়া শায়িত রহিল। তখন সহাগতা সখীকে সেই রমণী বলিল, "নিদ্রিত অবস্থাতে যখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিথর তখনই যাহার এত রূপ, সখি জাগ্রত অবস্থায় যেন সে কি রূপ হইবে? যাক্ উহার নিদ্রাভঙ্গ করিব না। আমার নয়নের ঔৎসুক্য নিবারিত হইয়াছে। আমার হৃদয় উহার প্রতি এত আসক্ত হইতেছে কেন? শ্রুতশর্মার সহিত উহার সংগ্রাম হইবে। কে জানে কোন্ দলের কি দশা হইবে? বীরদিগের প্রাণনাশের নিমিত্তই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উহার মঙ্গল হউক। আইস, এখন আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই। ব্যোমমার্গে বিচরণশীলা কামচূড়ামণিকে যে দর্শন করিয়াছে তাহার হৃদয় আমি কি প্রকারে হরণ করিতে সমর্থ হইব?" তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী প্রত্যুত্তর করিল, "চণ্ডি, তুমি এই কথা বলিতেছ কেন? তোমার হৃদয় উহার প্রতি আসক্ত না হওয়াই কি তোমার কর্তব্য? যাহার দর্শনে কামচূড়ামণির হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনি কেন মূর্তিমতী অরুন্ধতী হইলেও অন্য রমণীর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না? তুমি কি জ্ঞাত নও যে বিদ্যাবলে উনি যুদ্ধে জয়ী হইবেন? যখন তিনি রাজচক্রবর্তী হইবেন তখন তুমি, কামচূড়ামণি এবং সমগোত্রীয় সুপ্রভা উঁহার পত্নী হইবে, মুনিবাত এই কথাই বলেন এবং সম্প্রতি উনি সুপ্রভাকে বিবাহ করিয়াছেন। যুদ্ধে উনি কি প্রকারে বিজিত হইবেন? মুনিঋষিদিগের বাক্য কখনও

মিথ্যা হয় না। যাঁহার হৃদয় সুপ্রভা হরণ করিয়াছে তুমি কি তাঁহার হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইবে না? হে দোষহীনে! রূপে তুমি সুপ্রভা হইতেও শ্রেষ্ঠা। যদি আত্মীয়স্বজনদিগের নিমিত্ত তুমি দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাক তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত হইবে না, কারণ সতী রমণীর পতি ব্যতীত অন্য কোনও আত্মীয় থাকিতে পারে না।" সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সুকন্যা বলিল, (১৭৩-১৮৬) "সখি! তুমি সত্যই বলিয়াছ আমার অন্য কোনও স্বজনের প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিদ্যাবলে আমার আর্যপুত্র যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন, আমি ইহা জ্ঞাত আছি। তিনি বিদ্যা এবং রত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এতাবৎ সিদ্ধ ঔষধাদি প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া আমার মনে আশঙ্কা হইতেছে। চন্দ্রপাদ পর্বতের গুহাভ্যন্তরে ঐ ঔষধসমূহ আছে! ধার্মিক রাজচক্রবর্তীই ঐ ওষধিরাজি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। যদি তিনি তথায় গমন করিয়া ঐ বলশালী ওষধি সংগ্রহ করিতে পারেন তবে উত্তম হইবে, কারণ আগামী কল্যই মহাসমর আরম্ভ হইবে। সূর্যপ্রভ এই কথা শ্রবণ করিয়া কপট নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক সবিনয়ে ঐ কুমারীকে বলিল, "হে চারুনয়নি, তুমি আমার প্রতি অনেক প্রসাদ বর্ষণ করিয়াছ, আমি তথায় গমন করিব। এখন বল তুমি কে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সমস্ত কথা সূর্যপ্রভের কর্ণগোচর হইয়াছে মনে করিয়া সে অতিশয় লজ্জিত হইল, কিন্তু তাহার সখী বলিল, "ইনি হইতেছেন বিদ্যাধররাজ সুমেরুর কন্যা বিলাসিনী, আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী।" সখী এই কথা বলিলে বিলাসিনী 'চল, আমরা এখন প্রস্থান করি,' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অতঃপর সূর্যপ্রভ প্রভাসাদি মন্ত্রীদিগকে জাগরিত করিয়া সেই রমণী-কথিত ওষধি আনিবার উপায় তাহাদিগকে বলিল। সুনীথ, সুমেরু এবং ময়কে বলিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র প্রভাসকে প্রেরণ করিল। তাহারা আগমনকরতঃ ঐ উপায় অনুমোদন করিলে সূর্যপ্রভ মন্ত্রীদিগের সহিত রজনীতে চন্দ্রপাদ পর্বতে গমন করিল। (১৮৭-১৯৮) তাহারা অগ্রসর হইতে থাকিলে যক্ষ, গুহ্যক এবং কুষ্মাণ্ডেরা ভীত হইয়া বহু অস্ত্রসহ তাহাদের গতিরোধ করিলে সূর্যপ্রভ ও তাহার মিত্রবর্গ কাহাকেও অস্ত্র দ্বারা কাহাকেও বা মন্ত্র দ্বারা সম্মোহিত করিয়া চন্দ্রপাদ গিরিতে উপনীত হইল। তাহারা ঐ পর্বতের গুহামুখে উপস্থিত হইলে শিবের গণেরা নানাপ্রকার বিকৃত আকৃতি ধারণপূর্বক তাহাদের প্রবেশদ্বার

রুদ্ধ করিল। তখন সুবাসকুমার সূর্যপ্রভকে বলিল, "আমরা ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব না, কারণ ভগবান শিব ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। সেই বরদাতাকে তাহার অষ্ট সহস্র নামে স্তুতি করিলে গণেরা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারে। তাহারা সকলে সম্মত হইয়া হরের স্তব করিলে প্রভুর প্রশংসায় তুষ্ট হইয়া গণেরা তাহাদিগকে বলিল, "আমরা তোমাদিগের নিমিত্ত এই গুহাদ্বার মুক্ত করিলাম। তোমরা মহৌষধি গ্রহণ কর। কিন্তু সূর্যপ্রভ যেন স্বয়ং এই গুহায় প্রবেশ না করে। প্রভাসের পক্ষে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হইবে।" তাহারা সকলে গণদিগের বাক্য অনুমোদন করিয়া বলিল, "তাহাই করা হইবে।" সেই গুহা পূর্বে অন্ধকারময় থাকিলেও প্রভাস প্রবেশ করামাত্র উহা দীপ্তিমান হইল এবং তত্রস্থ রক্ষক চারিটি ঘোরাকৃতি রাক্ষস উত্থিত হইয়া প্রণতিপূর্বক বলিল, "ভিতরে প্রবেশ করুন।" তখন প্রভাস তথায় প্রবেশকরতঃ সপ্ত দিব্য মহৌষধি গ্রহণপূর্বক নিষ্ক্রান্ত হইয়া তৎসমুদয় সূর্যপ্রভকে অর্পণ করিল। সেই মুহূর্তে আকাশবাণী শ্রুত হইল, "তুমি অদ্য যে মহৌষধি প্রাপ্ত হইলে, উহারা মহাতেজশালী।" সূর্যপ্রভাদি এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া সত্বর সুমেরুর আবাসস্থলে সৈন্যদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। সুনীথ তখন সুবাসকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল, "মুনে, গণেরা প্রভাসকে গুহায় প্রবেশ করিতে দিল কিন্তু সূর্যপ্রভকে কেন দিল না, আর প্রভাসকেই বা কিংকরেরা কি নিমিত্ত অভ্যর্থনা করিল?" মুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলের সমক্ষে বলিলেন, "আমি প্রভাসের কথা বলিতেছি, সকলে শ্রবণ কর। প্রভাস সূর্যপ্রভের পরম হিতকারী, তাহারা উভয়ে অভিন্নাত্মা বলিলেই হয়। সাহসে এবং শৌর্যে প্রভাসের সমকক্ষ কেহ নাই। পূর্ব জন্মে সে কি প্রকার ছিল, বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর।

মহানুভব দানব নমুচির কাহিনী

পুরাকালে মহাবীর্যশালী দানবীর, দানব নমুচি বর্তমান ছিল। যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিত সে তাহাকে তাহাই দান করিত। এমন কি শত্রুরাও তাহার দান হইতে বঞ্চিত হইত না। (১৯৯-২১৭) দশ সহস্র বৎসর ধূমপায়ী হইয়া তপস্যা করিতে থাকায় সে ব্রহ্মার নিকট হইতে লৌহ, প্রস্তর এবং কাষ্ঠ হইতে অবধ্য হইবার বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে প্রায়ই ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিত এবং অতঃপর কশ্যপমুনির অনুরোধে সে

দেবতাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই প্রকারে দেবতা এবং অসুরদিগের মধ্যে বৈরিতা দূর হইলে উহারা পরস্পরে মন্ত্রণা করিয়া দুগ্ধ সমুদ্র সমীপে আগত হইয়া মন্দার পর্বতের সাহায্যে ঐ সমুদ্র মন্থন করা হইলে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা তাহাদের ভাগ্যে লক্ষ্মী এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইলে নমুচি তাহার অংশে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত দ্রব্যাদি দেবতা এবং অসুরদিগের মধ্যে ব্রহ্মা বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। মন্থন শেষে অমৃতের উৎপত্তি হইলে দেবগণ উহা হরণ করিয়াছিল এবং দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে পুনরায় কলহ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে দেবতারা যে অসুরকে হত করিত উচ্চৈঃশ্রবার আহ্বানে তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইত। ইহার ফলে দেবতারা দৈত্য এবং দানবদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইল। তখন হতাশ ইন্দ্রকে বৃহস্পতি গোপনে বলিলেন, "একটিমাত্র উপায় আছে, অনতিবিলম্বে তাহা অবলম্বন কর। তুমি স্বয়ং নমুচির নিকট গমন করিয়া সেই উত্তম অশ্বটিকে প্রার্থনা কর। শত্রু হইলেও সে নিশ্চয়ই তোমাকে উহা প্রদান করিবে, কারণ সে তাহার আজন্মলব্ধ দানের যশঃ ম্লান হইতে দিবে না।" (২১৮-২২৭) দেবগুরু এই কথা বলিলে ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত নমুচির নিকট গমন করিয়া উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটকটিকে চাহিলে মহানুভব নমুচি চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কদাপি প্রার্থীকে ফিরাইয়া দেই নাই, সুতরাং ইন্দ্রকেও ফিরাইয়া দিব না। যতকাল পর্যন্ত আমার নমুচি নাম থাকিবে আমি কি প্রকারে অশ্বটিকে দান করিতে অস্বীকৃত হইব? যদি আমার ত্রিভুবনে অর্জিত দান-যশঃ ম্লান হয় তবে আমার সম্পদ অথবা জীবন কি প্রয়োজনে আসিবে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া শুক্রের নিষেধ সত্ত্বেও সে ইন্দ্রকে অশ্বটি প্রদান করিল। অশ্ব প্রদান-কার্য সমাপ্ত হইলে অন্য কোন অস্ত্র দ্বারা নমুচিকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া গঙ্গার ফেনপুঞ্জে বজ্র লুক্কায়িত রাখিয়া ইন্দ্র তাহাকে হত্যা করিল। হায়! জগতে ভোগতৃষ্ণা অতিশয় প্রবল। দেবতারাও উহা দ্বারা বিচলিত হইয়া অপযশ লাভ করিতে বিরত হইল না। নমুচি-মাতা দনু এই বার্তা শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্ত চিত্তে তপোবল-প্রভাবে শোকাপনোদনার্থ এই সংকল্প করিল, 'এই মহাবীর নমুচি যেন পুনর্বার আমার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধে দেবতাদিগের নিকট অপরাজেয় থাকে।' সে পুনরায় দনুর গর্ভে রত্নময় দেহ গ্রহণ করিয়া প্রবল নামক অমিত বলশালী অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তপশ্চর্যার প্রভাবে প্রার্থীদিগকে স্বীয় জীবন পর্যন্ত দান করিয়া সে দানবেন্দ্র হইয়া শতবার ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল। তখন

দেবতারা মন্ত্রণা করিয়া তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বলিল, "পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আপনার দেহ আমাদিগকে দান করুন।" (২২৮-২৩৮) এই কথা শ্রবণ করিয়া উহারা শত্রু হওয়া সত্ত্বেও সে স্বীয় দেহ উহাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। মহৎ ব্যক্তিরা প্রার্থীকে নিরাশ করেন না, এমন কি তাহাকে স্বীয় জীবনও প্রদান করেন। অতঃপর দেবতারা প্রবলের দেহ শতখন্ড করিয়া কর্তন করিলে সে মরজগতে পুনরায় প্রভাসের দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

অতএব প্রভাস প্রথমে নমুচি ছিল এবং পরে প্রবল হইয়া অবশেষে প্রভাস হইয়াছে। সুকৃতির ফলে তাহাকে জয় করা শত্রুদিগের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ওষধি-গুহা প্রবলের সম্পত্তি ছিল বলিয়া অধুনা প্রভাসের সম্পত্তি হইয়াছে এবং কিংকরেরাও উহার আদেশ পালন করিবে। ইহার নিম্নে পাতালে প্রবলের সালংকৃতা দ্বাদশ মুখ্য মহিষী, সহস্র ধনরত্ন, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র, চিন্তামণি এবং এক লক্ষ যোদ্ধা ও ঘোটক অবস্থান করিতেছে। এই সমস্তই প্রভাসের পূর্বজন্মার্জিত সম্পদ। প্রভাস এইরূপ বীরপুরুষ ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। মুনিপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সানুচর সূর্যপ্রভ, ময় এবং প্রভাস তৎক্ষণাৎ রত্নাদি আনয়ন করিবার নিমিত্ত পাতালে প্রভাসের গুহায় প্রবেশ করিল। সেই প্রবেশপথে মাত্র প্রভাস একাকী গমন করিয়া তাহার পূর্বজন্মের ভার্যাবর্গ, চিন্তামণি, ঘোটকসমূহ, অসুর যোদ্ধৃবর্গ এবং তাহার সমস্ত ধনরত্নাদি বহির্দেশে আনয়ন করিয়া সূর্যপ্রভকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিল। অতঃপর সূর্যপ্রভ অচিরাৎ সফল মনোরথ হইয়া ময়, সুনীথ, প্রভাস, সুমেরু, অন্যান্য নৃপতি এবং মন্ত্রীদিগের সহিত স্বীয় সেনাসন্নিবেশে প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর অসুরগণ এবং নৃপবর্গ স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিলে সূর্যপ্রভ আত্মদমনপূর্বক রণ-প্রতীক্ষায় অবশিষ্ট রজনী কুশশয্যায় যাপন করিল। (২৩৯-২৪৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৪৯।
ক্রমিক সংখ্যা—৮২১২।

চতুর্থ তরঙ্গ

পরদিন প্রাতঃকালে সূর্যপ্রভ শ্রুতশর্মাকে জয় করিবার নিমিত্ত সুমেরুর তপোবন হইতে নির্গত হইয়া শ্রুতশর্মার আবাসস্থল ত্রিকূট পর্বত হইতে স্বসৈন্যদ্বারা তত্রস্থ শত্রুসৈনা বিতাড়িত করিল। সুমেরু এবং ময়াদিসহ সে যখন রাজসভায় অধিষ্ঠান করিতেছিল তখন ত্রিকূটেশ্বরের নিকট হইতে তথায় একজন দূত আগত হইয়া বিদ্যাধরাধিপ সুমেরুকে বলিল, "দেব, শ্রুতশর্মার পিতা আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন, 'তোমরা এতদিন দূরে ছিলে বলিয়া তোমাদের সম্বর্ধনা করিতে পারি নাই, এখন অতিথিসহ আমাদিগের রাজ্যে আগমন করিয়াছ বলিয়া আমরা তোমাদিগকে যথোচিত সৎকার করিব।'' শত্রুর এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সুমেরু প্রত্যুত্তর করিল, "আপ্যায়নার্থে আমাদের তুল্য অতিথিসৎকারযোগ্য পাত্র আর প্রাপ্ত হইবে না। অতিথিসৎকারের ফল পরজন্মে নয়, এই জন্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ত আমরা আগমন করিয়াছি, আমাদের প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন কর।''

সুমেরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত যেরূপ আগমন করিয়াছিল তদ্রূপ স্বীয় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

তখন সূর্যপ্রভাদি উচ্চস্থান হইতে তাহাদের সৈন্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে পিতা অসুর ময়কে সুনীথ বলিল, "আমাদিগের সৈন্য কি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে আমাকে বলা হউক।'' তখন সর্বজ্ঞ দানবাধিপ বলিল, "আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর" এবং অংগুলি দ্বারা নির্দেশকরতঃ বলিতে লাগিল, (১-১১) "সুবাহু, নির্ঘাত, মুষ্টিক, গোহর, প্রলম্ব, প্রমাথ, কঙ্কচ, পিংগল এবং বসুদত্তাদি অর্ধবল-যোদ্ধা, প্রকম্পন, দর্পিত, কুম্ভীর, মাতৃপালিত, মহাভট, অগ্রভট, বীরস্বামী, সুরাধর, ভণ্ডীর, সিংহদত্ত, গুণবর্মা, কিটক, ভীম এবং ভয়ংকর, ইহারা দ্বিগুণরথী। বিরোচন, বীরসেন, যজ্ঞসেন, খড়্জর, ইন্দ্রবর্মা, শবরক, ক্রূরকর্মা, নিরাসক—এই রাজপুত্রেরা, বৎস, ত্রিগুণরথী। সুশর্মা, বহুশালী, বিশাখ, ক্রোধন এবং প্রচণ্ড—এই রাজকুমারেরা চতুর্গুণরথী। গুঞ্জরী, বীরশর্মা, প্রবীরবর, সুপ্রতিজ্ঞ, মরাবাম, চণ্ডদন্ত, জালিক এবং সিংহভট, ব্যাঘ্রভট, শত্রুভট এই রাজকুমারেরা এবং ত্রয়ী নৃপতি পঞ্চগুণ-রথী। এই রাজকুমার উগ্রবর্মা কিন্তু ষড়্গুণরথী। বিশাখ, সুতপ্ত, সুগম, নরেন্দ্রশর্মাকে সপ্তগুণরথী বলিয়া গণ্য করা হয়। আর এই

নৃপতি সহস্রবায়ু একজন মহাযোদ্ধা। এই শতানীক বহু যোদ্ধাদিগের প্রভু। সূর্যপ্রভের বয়স্য সুভাস, হর্ষ ও বিমল এবং মহাবুদ্ধি, অচলবুদ্ধি, প্রিয়ংকর শুভংকর, যজ্ঞরুচি ও ধর্মরুচি—ইহারা মহাযোদ্ধা। বিশ্বরুচি, ভাস এবং সিদ্ধার্থ—সূর্যপ্রভের সচিবত্রয়, মহারথীদিগের পরিচালক। তাহার মন্ত্রী প্রহস্ত এবং মহার্থ বিরাট যোদ্ধাদিগের দলপতি। প্রজ্ঞাঢ্য, স্থিরবুদ্ধি, দানব সর্বদমন, প্রমথন, ধর্মকেতু, প্রবহন, বজ্রপঞ্জর, কালচক্র এবং মরুদ্বেগ মহারথীদের যূথপতি। মহামায়, কাম্বলিক, কালকম্পন এবং প্রহৃষ্টরোমা এই চারিজন অসুরাধিপতি বহু বলশালী যোদ্ধাদিগের পরিচালক। সূর্যপ্রভের সমতুল এই চারি সেনাপতি, প্রভাস এবং সুমেরুপুত্র কুঞ্জরকুমার এই দুইজন বহু যূথপতিদিগের প্রভু। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে সানুচর এইপ্রকার যোদ্ধৃবর্গ আছে। কিন্তু বিপক্ষের অধিকতর সৈন্য থাকাসত্ত্বেও শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকায় তাহারা আমাদের সৈন্যদিগকে রোধ করিতে সমর্থ হইবে না।"

ময়াসুর যখন সুনীথকে এই কথা বলিতেছিল শ্রুতশর্মার পিতার নিকট হইতে অন্য একটি দূত আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, "ত্রিকূটেশ্বর আপনার নিকট এই বার্তা প্রেরণ করিতেছেন, 'সংগ্রাম নামক যোদ্ধাদিগের মহোৎসব সমাগত। এই স্থান সংকীর্ণ। চলুন, আমরা কলপগ্রথ নামক স্থানে গমন করি, তথায় বিস্তৃততর ভূমি আছে।"

তখন সমরোন্মুখ সুনীথাদি নৃপতিগণ সম্মত হইয়া সসৈন্যে তথায় গমন করিল। সমরোন্মুখ শ্রুতশর্মাদিও বিদ্যাধরগণ-পরিবৃত হইয়া তথায় গমন করিল। তখন সূর্যপ্রভ ও তাহার সামন্তবৃন্দ শ্রুতশর্মার সৈন্যদলে হস্তী দর্শন করিয়া ব্যোমপথে বিমানযোগে তাহাদের হস্তিবাহিনীও আনয়ন করিল। তখন সেই উত্তম যোদ্ধা বিদ্যাধর দামোদর মহাসূচীব্যূহ নির্মাণ করিয়া তাহার সেনাবাহিনী স্থাপিত করিল। সমন্ত্রী শ্রুতশর্মা পার্শ্বদেশে অবস্থান করিল, দামোদর সম্মুখে এবং অন্যান্য মহাযোদ্ধৃবর্গ ইতস্ততঃ নানাস্থানে রহিল। সূর্যপ্রভের সেনানায়ক প্রভাস অর্ধচন্দ্রব্যূহ নির্মাণ করিয়া স্বয়ং উহার মধ্যস্থলে অবস্থান করিল। কুঞ্জরকুমার ও প্রহস্ত দুই শৃঙ্গকোণে এবং সূর্যপ্রভ, সুনীথ ও অন্যান্য সামন্তেরা পৃষ্ঠদেশে স্থান গ্রহণ করিল। সুমেরু এবং সুবাসকুমার তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলে দুই পক্ষের রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। (১২-৪৪)

ইতোমধ্যে সংগ্রামদর্শনে সমাগত ইন্দ্র, লোকপাল, অপ্সরা এবং অন্যান্য দেবতা দ্বারা গগন পরিব্যাপ্ত হইল। সর্বেশ্বর শিব পার্বতীসহ, দেবগণ,

ভূত ও মাতৃগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন। ভগবান ব্রহ্মা সাবিত্রী ইত্যাদিসহ মূর্তিমান বেদ, শাস্ত্র ও মহর্ষিদিগের সমভিব্যাহারে আগত হইলেন। বিষ্ণু চক্রহস্তে পক্ষিরাজে আরোহণপূর্বক লক্ষ্মী, কীর্তি এবং জয় প্রমুখ দেবীদিগের সহিত আগমন করিলেন। ভার্যাগণসহ কাশ্যপ মুনি, আদিত্য, বসু, যক্ষ, রক্ষ, নাগাধিপগণ এবং প্রহ্লাদ প্রমুখ অসুরেরাও তথায় আগমন করিলে আকাশ উহাদিগের দ্বারা আবৃত হইল। তখন মহানাদে অস্ত্রঝঞ্ঝনা সহ দুই সৈন্যদলের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল। শরজালে সমস্ত গগন অন্ধকার হইয়া গেল। পরস্পরের শরাঘাতে সমুৎপন্ন অনল বিদ্যুৎলতার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। শস্ত্রাহত হস্তী এবং অশ্বাদির রক্তনদীর মধ্যে যোদ্ধাদিগের দেহ কুম্ভীরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামে হৃষ্ট হইয়া শূরগণ, ফেরুপাল এবং ভূতগণ রক্তনদীতে মহারবে নৃত্য করিতে লাগিল। (৪৫-৫৩)

বহু সৈন্য নিপাতান্তে সেই আহব ক্ষান্ত হইলে সূর্যপ্রভ এবং অন্যান্য সামন্তেরা স্বকীয় সৈন্যবাহিনী এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর ভিতর প্রভেদ জ্ঞাত হইলে সুমেরু কর্তৃক শত্রুসৈন্য সম্মুখে সমররত নৃপদিগের নাম এবং বংশাবলী ঘোষিত হইতেছে শ্রবণ করিতে সমর্থ হইল। প্রথমে নৃপতি সুবাহু এবং বিদ্যাধরাধীশ অষ্টহাসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। সুবাহু বহুক্ষণ যুদ্ধ করিলে অষ্টহাস তাহাকে শর জর্জরিত করিয়া অর্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা তাহার শিরচ্ছেদন করিয়াছিল। সুবাহুকে হত হইতে দেখিয়া মুষ্টিক সকোপে অগ্রসর হইলে অষ্টহাস তাহাকে হৃদয়ে তীরবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। মুষ্টিককে হত দৃষ্টে নরপতি প্রলম্ব সক্রোধে অগ্রসর হইয়া অষ্টহাসকে আক্রমণ করিলে, অষ্টহাস তাহার অনুচর সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া মর্মস্থলে শর বিদ্ধকরতঃ সেই বীর প্রলম্বকে রথোপরি নিপাতিত করিল। প্রলম্বকে নিহত দেখিয়া মোহন নামক নৃপতি অষ্টহাসকে শরাঘাতে জর্জরিত করিলে অষ্টহাস তাহার ধনুকচ্ছেদন-করতঃ তাহার সারথিকে হত্যা করিল এবং দারুণ প্রহারে মোহনকে বধ করিল। চতুর অষ্টহাস এই প্রকারে চারিজন যোদ্ধাকে হত করিয়াছে দেখিয়া শ্রুতশর্মার সেনাগণ জয়োল্লাসে উচ্চধ্বনি করিল। সূর্যপ্রভের বয়স্য হর্ষ ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে অষ্টহাস ও তাহার অনুচরদিগকে আক্রমণ করিল। স্বীয় শরদ্বারা অষ্টহাসের শায়ক প্রতিহত করিয়া তাহার সৈন্য ও সারথিকে নিহতকরতঃ দুই তিনবার তাহার ধনুক ও ধ্বজা ছিন্ন করিয়া অবশেষে শরাঘাতে অষ্টহাসের শির দ্বিধা বিভক্ত করিল ও

সে রক্ত বমন করিতে করিতে নিহত হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। অট্টহাস নিহত হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে এত ক্ষোভের উদয় হইল যে, মুহূর্তমধ্যে দুই সৈন্যদলের মাত্র অর্ধাংশ রণক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকিল। অশ্ব, গজ, পদাতিকগণ নিহত হইলে রণক্ষেত্রে কেবলমাত্র কবন্ধেরা রহিয়া গেল। (৫৪-৬৮)

তখন অট্টহাসকে নিহত দেখিয়া বিকৃতদংষ্ট্র নামক বিদ্যাধরাধিপ ক্রুদ্ধ হইয়া হর্ষের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু হর্ষ স্বীয় শায়ক দ্বারা ইহা প্রতিরোধ করিয়া শরাঘাতে তাহার রথের অশ্ব,ধ্বজা এবং সারথি পাতিত করিয়া ললিত কুণ্ডল সহ তাহার মস্তক ছেদন করিল। বিকৃতদংষ্ট্র নিহত হইলে চক্রবাল নামক বিদ্যাধরাধীশ হর্ষকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিহত করিল। তাহার কার্মুক এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি বারংবার ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রণক্লান্ত হর্ষ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। নৃপতি প্রমাথ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রবালকে আক্রমণ করিলে চক্রবাল যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিল। চক্রবালকে আক্রমণ করিলে সংকট, বিশাল, প্রচণ্ড এবং অস্কুরী নামক চারিজন খ্যাতিমান নৃপতি পরপর চক্রবাল কর্তৃক তদ্রূপ নিহত হইয়াছিল। নৃপতি নির্ঘাত ইহা দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া চক্রবালকে আক্রমণ করিল। এই দুইজন বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরস্পরের রথ খণ্ডবিখণ্ডকরতঃ পদাতিক সৈন্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং অসি ও চক্রহস্তে পরস্পরের দিকে সকোপে ধাবিত হইয়া খড়্গাঘাতে পরস্পরের মস্তক ছিন্ন করিয়া মৃতাবস্থায় ভূপতিত হইল। এই যোদ্ধৃদ্বয়কে মৃত দেখিয়া উভয়পক্ষের সৈন্য হতোদ্যম হইয়া পড়িলে কালকম্পন নামক বিদ্যাধরাধিপতি রণভূমির অগ্রদেশে উপস্থিত হইল। প্রকম্পন নামক রাজপুত্র তাহাকে আক্রমণ করিলে কালকম্পন তাহাকে বধ করিল। তখন জালিক, চণ্ডদত্ত, গোপক, সমিল এবং পিতৃশর্মা নামক পঞ্চ বীর কালকম্পনকে আক্রমণ করিয়া যুগপৎ তাহার উপর শরনিক্ষেপ করিলে কালকম্পন ঐ পঞ্চবীরকে রথচ্যুত করিয়া তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ পঞ্চ শর বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলে বিদ্যাধরেরা হর্ষধ্বনি করিল এবং মনুষ্য ও অসুরেরা হতাশ হইয়া পড়িল (৬৯-৮২)। তখন উন্মত্তক, প্রশস্ত, বিলম্বক এবং ধুরন্ধর নামক যোদ্ধৃচতুষ্টয় কালকম্পনকে একসংগে আক্রমণ করিলে সে অনায়াসে তাহাদিগকে নিহত করিল এবং অতঃপর তেজিক, গেয়িক, বেগিল, শাখিল, ভদ্রংকর এবং দন্তী নামক ছয়জন মহাযোদ্ধা বহু সৈন্যসহ আক্রমণ করিলে কালকম্পন তাহাদিগকে সেইপ্রকারে বিনাশ করিল। তদনন্তর ভীম, ভীষণ, কুম্ভীর, বিকট এবং বিলোচন এই পঞ্চ মহারথী তাহাকে আক্রমণ

করিলে সে তাহাদিগকেও নিহত করিল। যুদ্ধকালে কম্পনের এইপ্রকার কীর্তি দর্শন করিয়া সুগণ নামক নৃপতি তাহার দিকে ধাবিত হইলে কাল-কম্পন উভয়ের অশ্ব এবং সারথি হত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করিল এবং অতঃপর পদাতিকের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া খড়্গাঘাতে পদাতিকরূপে যুদ্ধে রত সুগণকে ভূপাতিত করিল।

বিদ্যাধর ও মনুষ্যদিগের এই অচিন্তনীয় যুদ্ধ দর্শন করিয়া খিন্ন রবি অস্তমিত হইলেন। শুধুমাত্র রণক্ষেত্রই যে রক্তাপ্লুত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল তাহা নহে, সন্ধ্যা পদসঞ্চার করিলে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তখন কবন্ধ ও ভূতগণ সান্ধ্যনৃত্য আরম্ভ করিলে উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। শ্রুত-শর্মার সৈন্যবাহিনীতে সেই দিবস তিনটি বীর নিহত হইয়াছিল। কিন্তু সূর্যপ্রভের বাহিনীতে ত্রয়স্ত্রিংশ প্রখ্যাত বীর নিহত হইয়াছিল। (৮৩-৯৩)

আত্মীয় ও বন্ধুদিগের মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া সূর্যপ্রভ সেই রজনী ভার্যাগণ-বিযুক্ত হইয়া যাপন করিল। যুদ্ধাগ্রহে বিনিদ্র অবস্থায় মন্ত্রী-দিগের সহিত যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়সকল আলোচনা করিতে করিতে সেই রজনী অতিবাহিত হইল। আত্মীয়নিধনজনিত শোকে আকুল হইয়া তাহার পত্নীগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরকে প্রবোধ দিতে লাগিল। সেই বিষাদকালেও তাহারা নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কোন অবস্থাতেই বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে না। কথাপ্রসঙ্গে একজন রাজকুমারী বলিল, "কি আশ্চর্য, অদ্য রজনীতে কোন পত্নীকেই গ্রহণ না করিয়া আমাদের পতি একাকী নিদ্রিত হইয়াছেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া অন্য একজন বলিল, "সংগ্রামে অনুচরগণ নিহত হওয়ায় তিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন। কি প্রকারে পত্নীসহ আনন্দ সম্ভোগ করিবেন ?" অপর একজন বলিল, "নূতন কোন সুন্দরীর সন্ধান পাইলে তিনি সেই মুহূর্তেই শোক-তাপ বিস্মৃত হইবেন।' অপর একজন বলিল, "এরূপ কথা বলিও না। যদিও তিনি রমণীদিগের প্রতি আসক্ত তথাপি এই দুঃখের সময় তিনি তদনুরূপ আচরণ করিবেন না।" যখন তাহারা এইরূপ আলোচনা করিতে-ছিল তখন তাহাদের মধ্যে একজন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, "আর্যপুত্র রমণীদিগের প্রতি এতাদৃশ আসক্ত কেন ? অনেক পত্নী সংগ্রহ করাসত্ত্বেও তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নহেন। অনবরত নব নব রাজকুমারীদিগকে বিবাহ করিতেছেন।" (৯৪-১০৩) এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে মনোবতী নাম্নী এক বিদগ্ধা পত্নী বলিল, "নৃপতিদিগের অনেক প্রিয়া থাকে

কেন শ্রবণ কর। সুন্দরীদিগের বিবিধ গুণাবলী তাহাদের স্বদেশের উপর নির্ভর করে। সৌন্দর্য্য, বয়স, হাবভাব এবং অন্যান্য গুণাবলী, একজন রমণী এই সমস্ত গুণনিচয়ের একক অধিকারিণী হইতে পারে না। কর্ণাট, লাট, সৌরাষ্ট্র এবং মধ্যদেশের রমণীগণ তাহাদের দেশজ গুণ দ্বারা মনোহরণ করে। কোন কোন রমণী শরচ্চন্দ্রসন্নিভ আনন দ্বারা আকর্ষণ করে, কেহ বা কনককুম্ভের ন্যায় সুউচ্চ দৃঢ় স্তন দ্বারা, কেহ বা রম্য অংগপ্রত্যংগাদি দ্বারা, কেহ কাঞ্চন গৌরাংগী কেহ বা প্রিয়ংগু শ্যামলা, কেহ বা রক্ত শ্বেত বর্ণদ্বারা নয়নের আনন্দ সঞ্চার করে। কেহ উদ্ভিন্নযৌবনা, কেহ বা পূর্ণযৌবনা। কেহ বা প্রৌঢ়ত্ব রস দ্বারা আকর্ষণ করে, কেহ বা সুরসিকা। হাস্য করিলে কাহাকেও সুন্দর দেখায় আবার ক্রোধান্বিত অবস্থাতেও কাহাকে বা সুন্দর দেখায়। কেহ গজগামিনী, কেহ বা হংসপদী। কেহ গদ্গদ বাক্যে কর্ণে সুধা সিঞ্চন করে, কেহ বা ভ্রূবিলাসভংগী দ্বারা স্বীয় সৌন্দর্য ব্যক্ত করে। নৃত্য দ্বারা কেহ মনোরঞ্জন করে, অপর কেহ সংগীত দ্বারা এবং আবার কেহ বীণাদি বাদন দ্বারা কান্তকে প্রীত করে। কেহ কলাভিজ্ঞা, কেহ বা পতির চিত্ত অনুধাবন করিয়া সৌভাগ্যবতী হয়। এক কথায় বলিতে গেলে প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক গুণ আছে। কিন্তু ত্রিভুবনে কোন একজন রমণী সমস্ত গুণের আধার হইতে পারে না। সুতরাং নৃপতিরা সর্বপ্রকার রস আস্বাদনের নিমিত্ত বহু ভার্যা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সতত নব নব পত্নীলাভে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিকই মহৎ তাঁহারা কদাচ পরদার আকাংক্ষা করেন না। সুতরাং আর্যপুত্রের কোন দোষ নাই, তাঁহাকে ঈর্ষা করা আমাদের উচিত নয়।" মদনসেনা প্রমুখ মুখ্য মহিষীগণ মনোবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলেই তাহা অনুমোদন করিল। অতঃপর আনন্দে অসংযত হইয়া তাহারা পরস্পর অনর্গল নিজেদের গোপন কথা একে অন্যকে বলিতে লাগিল। আলাপ-প্রলাপে হৃদয় আকৃষ্ট হইলে রমণীগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছুই নাই যাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে। অতঃপর তাহাদের দীর্ঘ আলোচনার সমাপ্তিসহ রজনীরও অবসান হইল। শত্রুজয়েচ্ছু সূর্যপ্রভ কখন তিমির অবসান হইবে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। (১০৪-১২১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১২১।
ক্রমিক সংখ্যা—৮৩৩৩।

পরদিবস প্রাতঃকালে সদলবলে সূর্যপ্রভ এবং সানুচর শ্রুতশর্মা সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। পুনরায় দেবাসুরেরা ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্বাদি সহ সংগ্রাম পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। দামোদর শ্রুতশর্মার বাহিনীর নিমিত্ত চক্রব্যূহ নির্মাণ করিল এবং প্রভাস সূর্যপ্রভের সৈন্যদিগকে বজ্রব্যূহে সজ্জিত করিল। তখন তূর্যনাদে এবং বীরদিগের হুংকারে গগন বধির করিয়া দুই সৈন্যদলের ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অস্ত্রাহত যোদ্ধারা তাহার মণ্ডল বিদীর্ণ করিবে আশংকা করিয়া ভানুদেব শরজালে লুক্কায়িত হইলেন। তখন সূর্যপ্রভের আদেশে প্রভাস অন্যকর্তৃক দুর্ভেদ্য শত্রুর চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া একাকী তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দামোদর স্বয়ং উহার প্রবেশদ্বার রক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রভাস তাহার বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিল। তখন সূর্যপ্রভ, প্রকম্পন, ধূম্রকেতু, কালকম্পন, মহামায়, মরুদ্বেগ, প্রহস্ত, বজ্রপঞ্জর, কালচক্র, প্রমথন, সিংহনাদ, কম্বল, বিকটাক্ষ, প্রবহন, কুঞ্জর কুমারক, এবং প্রবলপ্রতাপান্বিত অসুরাধিপ প্রহৃষ্টরোমা, এই পঞ্চদশ বীরপুঙ্গবকে সে একাকী প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ করিল। উহারা প্রবেশদ্বারে ধাবিত হইলে দামোদর সেই পঞ্চদশ জনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিয়া তাহার অপূর্ব পৌরুষের উদাহরণ প্রদর্শন করাইল। (১-১২)

ইন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থ নারদকে বলিল, "সূর্যপ্রভাদি অসুরের অবতার। কিন্তু শ্রুতশর্মা আমার অংশজ এবং এই বিদ্যাধরগণও দেবতাদিগের অংশজ। সুতরাং মুনে, দেখুন ইহা দেবাসুরদিগেরই ছদ্মযুদ্ধ। আরও দেখুন বিষ্ণুর অংশজ দামোদর হেথায় রণে লিপ্ত থাকিলেও বিষ্ণু স্বয়ং সতত দেবতাদিগের সহায়।"

ইন্দ্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন তখন চতুর্দশ জন মহারথী সেনাপতি দামোদরের সাহায্যার্থ আগমন করিল—ব্রহ্মগুপ্ত, বায়ুবল, যমদংষ্ট্র, কুরোষণ, রোষাবরোহ, অতিবল, তেজঃপ্রভ, ধুরন্ধর, কুবেরদত্ত, বরুণশর্মা, কম্বলিক, বীর দুষ্টদমন, দোহন এবং আরোহণ। দামোদর সহ এই পঞ্চদশ বীর ব্যূহাগ্রে সূর্যপ্রভের অনুগামীদিগের পথরুদ্ধ করিল। তখন তাহাদিগের ভিতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রকম্পন দামোদরের সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে লাগিল, ধূমকেতু ব্রহ্মগুপ্তের সহিত, মহামায় অতিবলের সহিত,

দানব কালকম্পন তেজঃপ্রভের সহিত, মহাবীরাসুর মরুদ্বেগ বায়ুবলের সহিত, বজ্রপঞ্জর যমদংষ্ট্রের সহিত, শৌর্যশালী অসুর কালচক্র সুরোষণের সহিত, প্রমথন কুবেরদত্তের সহিত, দৈত্যরাজ সিংহনাদ বরুণশর্মার সহিত, প্রবহন দুষ্টদমনের সহিত, দানব প্রহৃষ্টরোমা রোষাবরোহের সহিত, বিকটাক্ষ ধুরন্ধরের সহিত, কম্বলিক কম্বলিকের সহিত, কুঞ্জর কুমারক আরোহণের সহিত এবং প্রহস্ত মহোৎপাত নামক দোহনের সহিত, যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই মহারথীরা যখন ব্যূহমুখে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত ছিল তখন সুনীথ ময়কে বলিল "হায়, হায়! দেখুন, আমাদের বীরযোদ্ধারা বহুশস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ হইলেও এই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের দ্বারা ব্যূহমুখে প্রবেশ করিতে ব্যাহত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই হঠকারিতাবশতঃ প্রভাস একাকী প্রবেশ করিয়াছে, জানি না উহার ঐস্থানে কি ঘটিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সুবাসকুমার বলিল "ত্রিভুবনের দেবাসুর, মনুষ্য কেহই এই একাকী প্রভাসের সমকক্ষ নহে, বিদ্যাধরদিগের কথা আর কি বলিব। স্বয়ং একথা জানাসত্ত্বেও কেন অকারণে শঙ্কিত হইতেছেন?" (১৩-৩২)

মুনিকুমার যখন এই কথা বলিতেছিল তখন কালকম্পন বিদ্যাধর প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলে প্রভাস তাহাকে বলিল "রে দুরাত্মন্, তুই আমার অনেক অপকার করিয়াছিস্। অধুনা হেথায় তোর পৌরুষ দেখিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া প্রভাস পর পর বাণ নিক্ষেপ করিলে কালকম্পন প্রত্যুত্তরে তাহার উপর তীক্ষ্ণশর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন ভুবন বিস্মিত করিয়া সেই বিদ্যাধর এবং নর পরস্পরের প্রতি শরের প্রত্যুত্তরে শর নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন প্রভাস একটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া কালকম্পনের ধ্বজ পাতিত করিল এবং দ্বিতীয় শরে তাহার সারথিকে বধ করিল। পর পর চারটি বাণদ্বারা তাহার অশ্বচতুষ্টয় নিহত করিয়া একটি শরদ্বারা তাহার ধনুক অর্ধাংশে বিভক্ত করিল। দুইটি শরদ্বারা তাহার হস্তদ্বয়, দুইটি শরদ্বারা তাহার বাহুযুগল, দুইটি শরদ্বারা তাহার কর্ণদ্বয় এবং একটি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করাইল। তাহার স্বীয় সৈন্যবাহিনীর বহু যোদ্ধাকে কালকম্পন হত করিয়াছিল বলিয়া প্রভাস ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাস্তি প্রদান করিল। নর এবং অসুরেরা বিদ্যাধরাধিপকে হত দেখিয়া জয়ধ্বনি করিলে বিদ্যাধরেরা তন্মুহূর্তে বিষাদগ্রস্ত হইল।

তখন কালঞ্জর পর্বতের অধীশ্বর বিদ্যুৎপ্রভ নামক জনৈক বিদ্যাধরেশ্বর

ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভাসকে আক্রমণ করিল। যখন সে প্রভাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল তখন প্রভাস প্রথমে তাহার মহাধ্বজা ছিন্ন করিয়া গ্রহণমাত্রই তাহার কোদণ্ড দুইভাগে কর্তিত করিল। তখন সেই বিদ্যাধর লজ্জিত হইয়া মায়াবলে গগনে উড্ডীন হইয়া তথায় অদৃশ্য অবস্থায় প্রভাসের উপর অসি, গদা এবং অন্যান্য অস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন প্রভাস অন্য অস্ত্রদ্বারা তাহার অস্ত্র বর্ষণ নিরস্তকরতঃ দীপ্তিমান অস্ত্রদ্বারা সেই নভশ্চরকে প্রকাশ করিয়া অগ্নি অস্ত্রে তাহাকে নিহত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। (৩৩-৪৬)

এতদ্দৃষ্টে শ্রুতশর্মা তাহার যোদ্ধাদিগকে বলিল, "দেখ, এই ব্যক্তি মহারথীদিগের প্রধানদ্বয়কে হত্যা করিয়াছে। তোমরা কেন ইহা সহ্য করিতেছ? মিলিত হইয়া উহাকে হত্যা কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অষ্ট-মহারথী প্রভাসকে বেষ্টন করিল। একজন ছিল কম্বটক মহাশৈল নিবাসী মহাযোদ্ধাদিগের প্রধান ঊর্ধ্বরোমা নামক বিদ্যাধরেশ্বর। দ্বিতীয়জন ছিল ধরণীধর গিরিরাজ বিক্রোশন নামক বিদ্যাধরাধিপতি। তৃতীয়জন লীলা পর্বত নিবাসী বহুখ্যাতিমান যোদ্ধাদিগের পরিচালক বিদ্যাধররাজ ইন্দ্রমাথী। চতুর্থজন অলয়পর্ব্বত নিবাসী মহারথীদিগের যূথপতি বিদ্যাধরাধিপ কাকাণ্ডক। পঞ্চমজন ছিল নিকেতগিরি-অধিপতি দর্পবাহ। ষষ্ঠজনের নাম ছিল ধূর্তবহন, অঞ্জনগিরীশ্বর, এই উভয় বিদ্যাধরই উত্তমরথীদিগের যূথপতি ছিল, সপ্তম কুমুদ পর্বতাধীশ্বর মহারথীদিগের প্রধান বরাহস্বামীর রথ গর্দভচালিত ছিল। অষ্টমজন ছিল তৎসম মেধাবর—দুন্দুভির অধি-পতি। এই অষ্টজন অগ্রসর হইয়া বহু শর নিক্ষেপ করিলে প্রভাস যুগপৎ শায়কদ্বারা ঐ শরদিগকে বিদ্ধ করিয়া একজনের অশ্ব, একজনের সারথি বধ করিয়া, একজনের কেতন দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অন্য একজনের ধনুক ভঙ্গ করিল। কিন্তু মেধাবরকে সে যুগপৎ চতুর্বাণে হৃদয় বিদ্ধ করিয়া মৃতাবস্থায় ভূতলে পাতিত করিল। অপঃপর অন্যান্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অঞ্জলিকা শরদ্বারা ঊর্ধ্বরোমার কুঞ্চিত কেশদামবিন্যস্ত মস্তক ছেদন করিল। অন্য ছয়জনের অশ্ব এবং সারথি হত্যা করিয়া অর্ধচন্দ্রবাণে তাহাদের শিরচ্ছেদন করিল। তখন অসুররাজদিগকে উত্তেজিত করিয়া এবং বিদ্যাধরদিগকে নিস্তেজ করিয়া তাহার মস্তকে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। তখন শ্রুতশর্মা কর্তৃক প্রেরিত চারজন মহারথী ধনুর্ধর প্রভাসকে বেষ্টন করিল। (৪৭-৬২) একজনের নাম ছিল কাবরক, সে কুরণ্ডগিরির অধিপতি ছিল। দ্বিতীয় ছিল পঞ্চক পর্বতবাসী দিণ্ডিমালী, তৃতীয়জন জয়পুর পর্বতের

অধিপতি বিভাবসু এবং চতুর্থ ছিল ভূমিতুণ্ডিক-শাসক ধবল। এই মহারথিগণের যূথাধিপতি উত্তম বিদ্যাধরগণ যুগপৎ পঞ্চশত শর প্রভাসের উপর নিক্ষেপ করিলে প্রভাস অষ্টশর দ্বারা উহাদিগকে একে একে নিবারিত করিয়া একটি শায়ক দ্বারা ধ্বজা ছেদন করিল, একটি দ্বারা কোদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিল, একটি দ্বারা চতুর্ঘোটকসহ সারথিকে বধ করিল, এবং আর একটি শরদ্বারা যোদ্ধার মস্তক ছেদন করিয়া জয়ধ্বনি করিল।

তখন শ্রুতশর্মার আদেশে আরও চারিজন বিদ্যাধর প্রভাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আগত হইল। প্রথমজন ছিল নীলোৎপলভে বিশ্বাবসুর গৃহে বুধদ্বারা জাত ভদ্রঙ্কর। দ্বিতীয়জন জম্বকগৃহেমঙ্গল কর্তৃক জাত অগ্নিসদৃশ দীপ্যমান নিয়ন্ত্রক। তৃতীয় ছিল অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ কপিল-কেশা দামোদরগৃহে শনি কর্তৃক জাত কালকোপ। চতুর্থ স্বর্ণাভ বিক্রমশক্তি বৃহস্পতি কর্তৃক চন্দ্রগৃহে জন্মিয়াছিল। প্রথম তিনজন ছিল মহারথ যূধাপতি, কিন্তু চতুর্থজন উহাদের অপেক্ষাও বিক্রমশালী মহাবীর ছিল। ঐ উদ্ধত মহারথিগণ দিব্যাস্ত্রদ্বারা প্রভাসকে আক্রমণ করিলে প্রভাস নারায়ণাস্ত্রে উহাদের প্রত্যেকের কোদণ্ড অষ্টবার ছেদন করিয়া উহাদের নিক্ষিপ্ত গদা এবং শরসমূহ নিবারিতকরতঃ সারথি এবং অশ্বসমূহ বধ করিয়া উহাদিগকে রথচ্যুত করিল। এতদ্দৃষ্টে শ্রুতশর্মা আরও দশজন যূথাধিপতি বিদ্যাধরেশ্বরদিগকে প্রেরণ করিল। উহাদের দুইজন ছিল কেতুমালা রাজগৃহে অশ্বিনীজাত পুত্রদ্বয় দম এবং নিয়ম এবং উহারা উভয়ে তুল্যাকৃতি ছিল। অন্য তুল্যাকৃতি অষ্টজন মকরন্দগৃহে বসুদিগ কর্তৃক জাত বিক্রম, সংক্রম, পরাক্রম, আক্রম, সম্পর্দন, মর্দন, প্রমর্দন এবং বিমর্দন। তাহারা আগমন করিলে পূর্ববর্তী যোদ্ধৃগণ অন্য রথে আরোহণ করিল। আশ্চর্যের বিষয় যদিও উহারা চতুর্দশজন মিলিত হইয়া প্রভাসের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল, তথাপি প্রভাস একাকী নির্ভয়ে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। (৬৩-৮০) তখন সূর্যপ্রভের আদেশে কুঞ্জরকুমার এবং প্রহস্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্বক ব্যূহপথের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইল। উহাদের হস্তে শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্র ছিল এবং উহারা রাম ও কৃষ্ণের ন্যায় প্রভাসকে সাহায্য করিতে আগমন করিল। তখন ঐ পদাতিকদ্বয় দম এবং নিয়মের কোদণ্ড ছিন্ন করিয়া এবং তাহাদিগের সারথিদিগকে হত্যা করিয়া উহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। ভীত হইয়া উহারা ব্যোমপথে উড্ডীন হইলে কুঞ্জরকুমার এবং প্রহস্ত ও আয়ুধ হস্তে আকাশে উত্থিত হইল। ইহা দর্শন করিয়া সূর্যপ্রভ তাহার দুই মন্ত্রী মহাবুদ্ধি

অচলবুদ্ধিকে উহাদের সারথি রূপে প্রেরণ করিল। তখন প্রহস্ত এবং কুঞ্জরকুমার মায়াকজ্জল প্রয়োগ করিয়া যাদুবলে অদৃশ্য বিদ্যাধর কুমারদ্বয় দম এবং নিয়মকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে শরাঘাতে জর্জরিত করিলে তাহারা পলায়ন করিল। অন্য দ্বাদশজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রভাস বারংবার নূতন কোদণ্ড গ্রহণ করা সত্বেও তাহাদের কোদণ্ডসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। তখন প্রহস্ত সেই সময়েই আগমন করিয়া উহাদের সারথিদিগকে বধ করিল এবং কুঞ্জরকুমার উহাদের অশ্বদিগকে হত্যা করিল। তখন ঐ দ্বাদশজন রথ বিযুক্ত হইয়া এবং বীরত্রয় কর্তৃক আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। (৮১-৯০)

তখন শ্রুতশর্মা দুঃখে ভয়ে এবং লজ্জায় অভিভূত হইয়া মহারথীদিগের যূথাধিপতি আরও দুইজনকে প্রেরণ করিল। দ্বিতীয় চন্দ্রসম মনোহর চন্দ্রকুল মহাগিরির অধীশ্বর গৃহে-জাত চন্দ্রগুপ্ত ছিল একজন, এবং দ্বিতীয়জন ছিল ধুরন্ধর গিরিরাজ-বংশেজাত স্বীয় মন্ত্রী মহাদ্যুতিময় নগরঙ্গম। তাহারাও বাণমালা বর্ষণান্তে প্রভাস এবং তাহার অনুচরগণ কর্তৃক বিরথ হইয়া প্রস্থান করিল।

তখন নরাসুরেরা হর্ষধ্বনি করিলে শ্রুতশর্মা স্বয়ং চারজন মহারথীসহ আগমন করিল। তাহারা হইল মলয় পর্বতরাজ চিত্রপদাদি বিদ্যাধর রাজবংশীয় ত্বষ্টা, ভর্গ আরোহণ অর্যমা এবং পূষণের পুত্র মহৌঘ, আরোহণ, উৎপাত এবং বেত্রবৎ। পঞ্চমজন ছিল ক্রোধান্ধ শ্রুতশর্মা স্বয়ং এবং ইহারা সকলে প্রভাস ও তার সঙ্গীদ্বয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত শরজাল রণলক্ষ্মী কর্তৃক গগনে বিস্তৃত পূর্ণ সূর্যের চন্দ্রাতপ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন যে বিদ্যাধরগণ বিরথ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল তাহারা পুনরায় তথায় আগমন করিল।

তখন শ্রুতশর্মার নেতৃত্বে তাহাদের বহু জনকে সমরার্থ আগত দেখিয়া সূর্যপ্রভ প্রজ্ঞাঢ্য প্রমুখ তাহার সখাদিগকে এবং শতানীক ও বীরসেনাদি বিদ্যাধররাজাদিগকে প্রভাস ও তাহার সহচরদিগের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিল। তাহারা ব্যোমপথে গমন করিলে সূর্যপ্রভ আকাশমার্গে ভূতাসন বিমানযোগে অন্যান্য বহু যোদ্ধাদিগকে প্রেরণ করিল। রথারোহণে ঐ ধনুর্ধরগণ প্রস্থান করিলে শ্রুতশর্মার দলস্থ অন্যান্য বিদ্যাধর নৃপতিগণও আগমন করিল। তখন বিদ্যাধররাজগণ ও সানুচর প্রভাসের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ হইল তাহাতে অনেক সৈন্য হত হইল এবং দুই পক্ষস্থ সৈন্যদিগের

দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুই পক্ষেরই বহু নর, অসুর এবং বিদ্যাধর যোদ্ধা হত হইল। বীরসেন, ধূম্রলোচন ও তাহার অনুচরদিগকে হত্যা করিল স্বয়ং রথচ্যুত হইয়া হরিশর্মা কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। বিদ্যাধর বীর হিরণ্যাক্ষ অভিমন্যু কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, এবং অভিমন্যু ও হরিভট, সুনেত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। (৯১-১০৫) প্রভাস মস্তক ছেদন করিয়া সুনেত্রকে বধ করিয়াছিল। জ্বালামালী এবং মহায়ু পরস্পরকে হত্যা করিয়াছিল, বাহু ছিন্নাবস্থায় কুম্ভীরক এবং নীরসক দন্তদ্বারা পরস্পরে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং খর্ব ও বীর সুশর্মাও তদ্রূপ করিয়াছিল। বিদ্যাধরাধীশ প্রবহণ শত্রুভট, ব্যাঘ্রভট এবং সিংহভট এই তিনজনকে বধ করিয়াছিল। সুরোহ এবং বিরোহ যোদ্ধাদ্বয় কতৃক প্রবহণ নিহত হইলে শ্মশানবাসী সিংহবল কর্তৃক উহারা উভয়ে হত হইয়াছিল। প্রেত-চালিত রথস্থিত ঐ সিংহবল, কাপিলক, বিদ্যাধররাজ চিত্রাপীড়, জপজ্বর, বীর কান্তাপতি, পরাক্রমশালী সুবর্ণ, কামঘন এবং ক্রোধপতি নামক বিদ্যাধরাদিপদ্বয়, নৃপতি বলদেব এবং বিচিত্রপীড়, এই দশজনকে রাজপুত্র শতনীক বধ করিয়াছিল। এই বীরবরেরা হত হইলে, বিদ্যাধরগণকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং সক্রোধে শতানীককে আক্রমণ করিল। এই দুইজনের মধ্যে দিবসান্ত পর্যন্ত যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা দর্শন করিয়া দেবতারাও স্তম্ভিত হইলেন এবং বহু সৈন্যক্ষয় হইল। শতশত কবন্ধ চতুর্দিক হইতে উত্থিত হইয়া ভূতগণের সহিত সান্ধ্য-নৃত্যোৎসব আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এই রণ চলিয়াছিল। দিবসান্তে বিদ্যাধরগণ মিত্র এবং সৈন্য ক্ষয়ে বিষাদগ্রস্ত হইল এবং নর ও অসুরগণ পরাক্রমদ্বারা জয়লাভ করিয়া রণে ক্ষান্ত হইয়া স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিল।

তখন যূথপতি দুই বিদ্যাধর শ্রুতশর্মার পক্ষ ত্যাগ করিয়া সুমেরু কর্তৃক সূর্যপ্রভের নিকট আনীত হইয়া সূর্যপ্রভকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাদের নাম মহাযান এবং সুমায়, আমাদের তৃতীয়জন ছিল সিংহবল। একটি মহাশ্মশানের অধিপতি হইয়া আমরা বাহুবলে বিদ্যাধররাজাদিগের অনাক্রমণীয় ছিলাম, যখন একদিন আমরা শ্মশানপ্রান্তে সুখাসীন ছিলাম তখন শরভাননা নাম্নী একজন দিব্য মহাপ্রভা, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না উত্তম যোগিনী আগমন করিলে তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেবি, আপনি কোথায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় অপূর্ব কি দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন?" তখন তিনি এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন—(১০৬-১২৩)

যোগিনী শরভাননার দুঃসাহসিক কার্য

ডাকিনীদিগের সহিত আমার প্রভু দেব মহাকালের সন্দর্শনার্থ গমন করিলে আমি যখন তথায় অবস্থান করিতেছিলাম তখন জনৈক বেতালাধিপতি আগমন করিয়া বলিল, 'প্রভো, বিদ্যাধরাধিপতিগণ আমাদের সেনাপতি অগ্নিককে হত্যা করিয়া তেজঃপ্রভ নামক তাহাদের মধ্যে একজন তাহার সুন্দরী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু সিদ্ধ তপস্বিগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে সে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীর ভার্যা হইবে। সুতরাং বলপূর্বক দূরে নীত হইবার পূর্বেই যেন সে মুক্ত হয়, আমাদিগের প্রতি এই কৃপা প্রদর্শন করুন।' দেব আর্ত বেতালদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে বলিলেন, 'যাও, তাহাকে মুক্ত কর,' আমি মায়ামন্ত্র বলে তেজঃপ্রভকে স্তম্ভিত করিয়া সেই কন্যাকে আনয়নপূর্বক প্রভুর হস্তে প্রদান করিলে তিনি তাহাকে তাহার স্বজনের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন। এই অপূর্ব কার্য সমাধানপূর্বক আমি তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক হেথায় আগমন করিয়াছি। (১২৪-১২৯)

যোগিনী শরভাননা আমাদিগকে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে বলিলাম, "ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী কে হইবে আমাদিগকে বলুন। আপনি ত সমস্তই জ্ঞাত আছেন।" তিনি বলিলেন "সূর্যপ্রভ যে হইবে তাহা সুনিশ্চিত।" ইহা শ্রবণ করিয়া সিংহবল আমাদিগকে বলিল, "ইহা অসত্য। ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা কি শ্রুতশর্মার সাহায্যার্থে বদ্ধপরিকর হয়েন নাই?" যোগিনী এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিল "যদি তোমরা বিশ্বাস না কর তবে শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি শীঘ্রই সূর্যপ্রভ এবং শ্রুতশর্মার ভিতর যুদ্ধ হইবে এবং তখন তোমাদের সমক্ষে জনৈক নর কর্তৃক সিংহবল নিহত হইলে সেই অভিজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিবে যে আমার কথা সত্য।" যোগিনী এই কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে কিয়দ্দিবসান্তে আমরা আমাদের চক্ষুর সমক্ষে সিংহবলকে নরকর্তৃক অদ্য নিহত হইতে দেখিলাম। ইহা দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে আপনি বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা আপনার শাসনাধীন হইবার নিমিত্ত আপনার শ্রীচরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। বিদ্যাধর মহাযান এবং সুমায়ক এই কথা বলিলে ময়াদিসহ সূর্যপ্রভ শ্রদ্ধাপূর্বক তাহাদিগকে সম্মানিত করিলে

তাহারা হর্ষান্বিত হইল। এই বার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রুতশর্মা ক্রোধান্বিত হইলে ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস প্রদানার্থ বিশ্বাবসুকে তাহার নিকট তৎপ্রীত স্নেহবশতঃ এই কথা বলিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, "ধৈর্য ধারণ কর। আগামীকল্য সমস্ত দেবতাদিগের সহিত রণমুখে তোমার সাহায্যার্থ গমন করিব।" শত্রুর সৈন্যব্যূহ ভেদ করায় এবং যুদ্ধে বিপক্ষের বহু সৈন্যহত দেখিয়া পুনরায় স্বীয় প্রিয়তমাদিগের সংগ পরিত্যাগপূর্বক মন্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া রজনীযোগে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিল। (১৩০-১৩৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথা সরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের পঞ্চম তরংগ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৩৯
ক্রমিক সংখ্যা—৮৫১১

পত্নীদিগের সাহচর্য হইতে দূরে থাকিয়া রণোন্মুখ সূর্যপ্রভ তাহার মন্ত্রী বীতভীতিকে বলিল, "আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। সখে, তুমি রজনীতে আমার চিত্তবিনোদনার্থ সাহস এবং ধৈর্যের উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহিনী বর্ণনা কর।" বীতভীতি সূর্যপ্রভ কর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া 'আপনার আদেশ পালন করিতেছি' এই কথা বলিয়া নিম্ন বর্ণিত কাহিনী বলিতে লাগিল—

নৃপতি মহাসেন এবং তাহার গুণবাণ মন্ত্রী গুণশর্মার কাহিনী

পৃথিবীর অলংকারস্বরূপ অসংখ্য নির্মল বারিরত্নপূর্ণ উজ্জয়িনী নামক নগরী আছে। তথায় গুণিপ্রিয়, সর্বকলাভিজ্ঞ চন্দ্র এবং সূর্য উভয়ের ন্যায় রূপবান মহাসেন নামক নরপতি বাস করিত। তাহার অশোকবতী নাম্নী প্রাণপ্রিয়া সৌন্দর্যে ত্রিভুবনে অতুলনীয়া ভার্যা ছিল। মহিষীর সহিত রাজা রাজ্য শাসন করিত এবং তাহার গুণশর্মা নামক একটি দ্বিজমিত্র ছিল যাহাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত এবং যে তাহার অতিশয় প্রিয় ছিল। সেই ব্রাহ্মণ সাহসী এবং অত্যন্ত সুপুরুষ ছিল এবং অল্পবয়স্ক যুবক হওয়া সত্বেও বেদবিৎ, শাস্ত্রবিৎ, কলাবিৎ ও সর্ব অস্ত্রবিৎ ছিল এবং সর্বদা নৃপতির সেবা করিত।

একদিন যখন সে প্রাসাদে উপস্থিত ছিল তখন কথাপ্রসঙ্গে নৃত্য সম্বন্ধে আলোচনা হইতে থাকিলে, নৃপতি এবং রাজ্ঞী গুণশর্মাকে বলিল, "তুমি যে সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তোমার নৃত্য দেখিতে আমাদের কুতূহল হইতেছে তোমার জানা থাকিলে তাহাতে তোমার পারদর্শিতা দেখিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মা স্মিতবদনে বলিল, "আমি নৃত্যকলা জ্ঞাত আছি, কিন্তু রাজসভায় নৃত্য করা উচিত নহে। মূঢ়ের ন্যায় নৃত্য করা উপহাসস্কর এবং শাস্ত্রবিগর্হিত।" গুণশর্মা এই কথা বলিলে কৌতূহলাবিষ্টা রাজ্ঞী কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিল, "ইহা ত রঙ্গশালাদিতে নৃত্যের ন্যায় নহে যাহাতে পুরুষের লজ্জা

হইতে পারে, ইহা মিত্রগোষ্ঠীর সম্মুখে একান্তে বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের ব্যাপার। সম্প্রতি আমি তোমার নৃপতি নহি, তোমার সুহৃদ মাত্র। তোমার নৃত্য-কৌতুক না দেখিয়া অদ্য ভোজন করিব না।" (১-১৫) রাজা বারংবার তাহাকে এই প্রকারে অনুরোধ করিলে বিপ্র সম্মত হইল। প্রভুর অনুরোধ ত আর উপেক্ষা করা যায় না। তখন অংগভংগীসহ গুণশর্মা এত সুন্দর নৃত্য করিল যে নৃপতি ও রাজ্ঞীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিল। নৃত্যান্তে বাদন করিবার নিমিত্ত নৃপতি তাহাকে একটি বীণা প্রদান করিলে সে তম্মুহূর্তে উহার স্বর পরীক্ষা করিয়া রাজাকে বলিল, "দেব, ইহার স্বর যথাযথ নহে আমাকে অন্য একটি বীণা প্রদান করুন। ইহার অভ্যন্তরে একটি কুক্কুরশাবক আছে। বীণার ঝংকার হইতেই আমি ইহা জ্ঞাত হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া গুণশর্মা তাহার হস্ত হইতে উহা মোচন করিলে নৃপতি উহার তন্ত্রী উন্মুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল এবং উহার অভ্যন্তর হইতে একটি কুক্কুরশাবক বহির্গত হইল। নৃপতি মহাসেন গুণশর্মার সর্বজ্ঞতা দর্শনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া অন্য একটি বীণা আনয়ন করিলে গুণশর্মা বাদন করিতে থাকিলে ত্রিভুবনবাহিনী গংগার স্রোতের ন্যায় সঙ্গীতস্রোত প্রবাহিত হইয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিল। নৃপতি ও রাজ্ঞী বিস্ময়াবিষ্ট হইলে সে তাহাদের সম্মুখে শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যায় তাহার পারদর্শিতা প্রদর্শন করাইল। তখন নৃপতি তাহাকে বলিল, "যদি যুদ্ধবিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা থাকিয়া থাকে তবে স্বহস্তে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া কি প্রকারে শত্রুর অংগ-প্রত্যংগ বন্ধন করা যায় তাহা আমাকে প্রদর্শন করাও।" বিপ্র প্রত্যুত্তর করিল, "অস্ত্রগ্রহণ-পূর্বক আমাকে আঘাত করিতে থাকুন, আমি আমার পারদর্শিতার উদাহরণ প্রদর্শন করাইব।" তখন নৃপতি খড়্গাদি গ্রহণকরতঃ তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে গুণশর্মা তৎক্ষণাৎ তাহার অংগবন্ধন করিয়া অক্লেশে তাহাকে নিরস্ত্র করিল এবং স্বয়ং আহত না হইয়া রাজার হস্ত এবং গাত্র মুহুর্মুহুঃ বন্ধন করিতে লাগিল। তখন গুণশর্মা তাহাকে রাজকার্যে সহায়তা করিতে সক্ষম হইবে মনে করিয়া সেই সর্বগুণোপেত বিপ্রকে বহু-প্রকারে সম্মানিত করিল। (১৬-২৯)

রাজ্ঞী অশোকবতী ঐ বিপ্রের সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া অচিরে উহার প্রেমে পড়িল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল 'উহাকে প্রাপ্ত না হইলে আমার জীবনই বৃথা।' সে কৌশলে রাজাকে বলিল, "আর্যপুত্র, দয়া করিয়া গুণশর্মাকে আমাকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতে আদেশ করুন। অদ্য তাহার বীণাবাদনে নৈপুণ্য দেখিয়া আমি ঐ যন্ত্রের

প্রতি দারুণ আসক্ত হইয়াছে।" নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মাকে বলিল, "দেবীকে বীণাবাদনে শিক্ষিত কর।" গুণশর্মা বলিল, "তাহাই হইবে। একটি শুভদিন দেখিয়া শিক্ষা আরম্ভ করা যাইবে।" অতঃপর নৃপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক সে গৃহে গমন করিল। রাজ্ঞীর মুখের ভাব দর্শন করিয়া অনিষ্ট আশঙ্কায় বহু দিবস সে রাজ্ঞীর বীণাবাদন শিক্ষা স্থগিত রাখিল।

একদিন রাজা যখন ভোজন করিতেছিল তখন সে পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল এবং সূপকার তাহাকে ব্যঞ্জন পরিবেশন করিলে সে বলিয়া উঠিল, "থামুন! থামুন!" নৃপতি কারণ জানিতে চাহিলে সেই প্রাজ্ঞ বলিল, "এই ব্যঞ্জন বিষাক্ত। কতগুলি লক্ষণ দৃষ্টে আমার তাহাই ধারণা হইতেছে। সূপকার যখন আপনাকে ইহা পরিবেশন করিতেছিল তখন সে আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতেছিল, এবং উহার দৃষ্টি শঙ্কিত ছিল। আমার কথা সত্য কি না তাহা এখনই জানা যাইতে পারে। কাহাকেও এই ব্যঞ্জন ভোজন করিতে দেওয়া হোক, আমি বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিব।" সে এই কথা বলিলে ভূপতি সূপকারকে ঐ ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতে দিলে সে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন গুণশর্মা মন্ত্র দ্বারা সূপকারের উপর বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিলে নৃপতি কর্তৃক সত্য ভাষণে আদিষ্ট হইয়া সূপকার বলিল, "আপনার বৈরী গৌড়াধিপতি আপনাকে বিষ প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে হেথায় প্রেরণ করিয়াছে। আমি আপনার নিকট রন্ধনবিদ্যায় পটু বিদেশী বলিয়া পরিচয় প্রদানকরতঃ আপনার রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছি। অদ্য আপনার ব্যঞ্জন বিষমিশ্রিত করিলে এই ধীমান তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এখন দেব, আপনি যাহা করিবার করুন।" সূপকারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে শাস্তি প্রদান করিল এবং প্রীত হইয়া প্রাণদাতা গুণশর্মাকে এক সহস্র গ্রাম প্রদান করিল। (৩০-৪৬)

পরদিবস রাজ্ঞীর নির্বন্ধাতিশয্যে নৃপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুণশর্মা রাজ্ঞীকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। শিক্ষাকালে রাজ্ঞী অশোকবতী সতত নানাপ্রকার বিলাসহাস্যাদিতে প্রবৃত্ত হইত। একদিন কামশরাহত হইয়া সে গোপনে মুহুর্মুহুঃ নখদ্বারা গুণশর্মার দেহ বিদ্ধ করিতে থাকিলে সেই বীর যখন বারণ করিল তখন অশোকবতী বলিল, "বীণাবাদন শিক্ষাচ্ছলে হে সুন্দর, আমি তোমাকেই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। আমার ইচ্ছা পূরণ কর।" সে এই কথা বলিলে গুণশর্মা প্রত্যুত্তর করিল, "ঐরূপ বলিবেন না, আপনি আমার

প্রভুপত্নী, আমি প্রভুর প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিতে পারি না। আপনি দুষ্কর্ম হইতে বিরত থাকুন।" গুণশর্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বলিতে লাগিল, "তোমার রূপ এবং কলাবৈদগ্ধ্য কি এই প্রকারে নিষ্ফল হইবে? তোমার প্রতি যে এত আসক্ত সেই প্রণয়িনীর প্রতি এই প্রকার নীরস দৃষ্টিপাত করিতেছ কেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মা সোপহাসে বলিল, "তোমার কথা খুবই সত্য। যে রূপ ও বৈদগ্ধ্য পরদারাপহরণ করিয়া মাসীলিপ্ত না হয় এবং ইহজন্মে ও পরজন্মে নরক সমুদ্রে পাতিত না করে তাহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?" সেই এই কথা বলিলে রাজ্ঞী ক্রোধের ভান করিয়া বলিল, "আমার কথামত কার্য না করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলে আমি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমাকেও বধ করিব।" গুণশর্ম্মা বলিল, "তবে তাহাই হোক। অধর্মাচরণ করিয়া শত কোটিকল্প জীবনধারণাপেক্ষা মুহূর্তমাত্রও ধর্মপাশে আবদ্ধ হইয়া জীবিত থাকা বরং শ্রেয়ঃ। পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া অপযশ লাভকরতঃ রাজাজ্ঞায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং পাপকর্ম না করিয়া কীর্তিসহ মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়ঃ।" (৪৭-৫৯) ইহা শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী বলিল, "নিজের প্রতি অথবা আমার প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন হইও না। আমি তোমাকে এখন যাহা বলিব শ্রবণ কর। দুঃসাধ্য হইলেও আমি নৃপতিকে যাহা বলিব তাহা করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন না। তোমাকে বিষয়সম্পত্ত্যাদি প্রদান করিতে তাঁহাকে বলিব। তোমার ভৃত্যাদিগকে সামন্তরাজা করা হইলে তুমি তোমার উজ্জ্বল গুণে নৃপতি হইবে। সুতরাং তোমার ভীত হইবার কারণ কি আছে? তোমাকে কেহই পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না, কি প্রকারেই বা পারিবে। সুতরাং আমার ইচ্ছা পূরণ কর, নতুবা তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" রাজ্ঞী এই কথা বলিলে তাহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত নিরস্ত করিবার জন্য সে সুকৌশলে বলিল, "আপনি একান্তই যদি ইহা করিতে মনস্থ করিয়া থাকেন, তখন আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য করিতে হইবে। অচিরাৎ ইহা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, কারণ এই ব্যাপারটি প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশংকা আছে। কিয়দ্দিস অপেক্ষা করিতে হইবে। বিশ্বাস করুন, আমি সত্য কথাই বলিতেছি। আপনার বৈরিতা অর্জন করিয়া কেন সর্বনাশ ডাকিয়া আনিব?" এই প্রকারে তাহার অনুরোধ রক্ষার্থ আশাপ্রদানকরতঃ তাহার সন্তোষ বিধান করিয়া গুণশর্মা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

কিয়দ্দিবসান্তে নৃপতি মহাসেন সোমকরাজের দুর্গপুর আক্রমণ

করিলে গৌড়াধিপ বিক্রমশক্তি মহাসেন তথায় আগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তথায় গমনপূর্বক তাহাকে পরিবেষ্টিত করিল, তখন নৃপতি মহাসেন গুণশর্মাকে বলিল, "এক শত্রুকে অবরোধ করিতে আগমন করিয়া আমরা অন্য শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছি। এখন অপর্যাপ্ত সৈন্য লইয়া দুই শত্রুর বিরুদ্ধে কি প্রকারে যুদ্ধ করিব?" পার্শ্বস্থিত গুণশর্মাকে এই প্রশ্ন করিলে সে বলিল (৬০-৭২) "দেব, ধৈর্য ধারণ করুন। আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিব যাহাতে আমাদের এই সংকট মোচন হয়।" নৃপতিকে এই প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিয়া অদৃশ্যকারী অঞ্জন চক্ষুতে লিপ্তকরতঃ সকলের অলক্ষ্যে সে রজনীতে বিক্রমশক্তির স্কন্ধাবারে তাহার সমীপে গমনপূর্বক তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া বলিল, "রাজন, আমি দেবদূতরূপে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, মহাসেনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আপনি সত্বর প্রস্থান করুন, নতুবা সসৈন্যে আপনি ধ্বংস হইবেন। মহাসেনের নিকট দূত প্রেরণ করিলে তিনি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। আমি ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। আপনি তাঁহার ভক্ত, তিনি ভক্তদিগের নিরাপত্তা বিধান করেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া বিক্রমশক্তি চিন্তা করিল, "ইহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে, নতুবা অন্য কেহ হইলে সে কি প্রকারে এই সুরক্ষিত স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল? কোন মর্ত্যনরের পক্ষে ইহা করা সম্ভবপর নহে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া ভূপতি বলিল, "দেবতার নিকট হইতে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তাঁহার আদিষ্ট কার্য সম্পাদন করিব।" রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া যাদু অঞ্জন বলে সকলের অলক্ষ্যে সে অন্তর্হিত হইল। নৃপতি মহাসেনের নিকট আগমনপূর্বক তাহাকে এই কথা বলিলে সে তাহার জীবন ও রাজ্যরক্ষাকারীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে মহাসেনের নিকট দূত প্রেরণপূর্বক তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া বিক্রমশক্তি সসৈন্যে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। গুণশর্মার প্রভাবে সোমককে পরাজিত করিয়া সোমকের হস্তী এবং অশ্বসহ বিজয়ী বীরের ন্যায় মহাসেন উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় নদীতে স্নানকালে গুণশর্মা মহাসেনকে কুম্ভীর হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং উপবনে নৃপতিকে সর্পদংশন জনিত বিষ হইতে আরোগ্য করিয়াছিল। (৭৩-৮৫)

অনন্তর কিয়দ্দিবস গত হইলে মহাসেন সৈন্যবাহিনী সংগ্রহপূর্বক শত্রু বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ করিতে গমন করিলে সেই নৃপতি সেই বার্তা

শ্রবণ করিয়া রণার্থ অগ্রসর হইলে উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। নৃপতিদ্বয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের রথ অচল করিয়া খড়্গহস্তে প্রবলবিক্রমে যখন উভয়ে অগ্রসর হইল তখন অসাবধানতার দরুন মহাসেন পদস্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন বিক্রমশক্তি ভূমির উপর মহাসেনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে গুণশর্মা চক্র দ্বারা তাহার বাহু খড়্গাদি ছেদনকরতঃ লৌহগদা দ্বারা তাহার বক্ষে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। মহাসেন উত্থিত হইয়া শত্রুকে নিহত দেখিয়া বারংবার গুণশর্মাকে বলিতে লাগিল, "আমি আর কি বলিব? হে বীর ব্রাহ্মণ, এই পঞ্চমবার তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে।" তখন মহাসেন গুণশর্মা কর্তৃক নিহত বিক্রমশক্তির সৈন্য এবং রাজ্য জয় করিয়া এবং গুণশর্মার সাহায্যে অন্যান্য নরপতিদিগকে পরাভূত করিয়া উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সুখে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু উৎসুক রাজ্ঞী অশোকবতী দিবারাত্র গুণশর্মাকে তাহার প্রার্থনা-দ্বারা উদ্ব্যস্ত করিতে বিরত হইল না। কিন্তু গুণশর্মা ঐ পাপকার্য করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। কারণ সদ্ব্যক্তিগণ অশালীন আচরণ অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। (৮৬-৯৬) অশোকবতী তাহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দর্শন করিয়া তাহার প্রতি শত্রুতাবশতঃ এক দিবস ছল করিয়া সখেদে রোদনমুখী হইলে মহাসেন তাহাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া বলিল, "প্রিয়ে তোমার ক্রোধের কারণ কি? কি হইয়াছে? কে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছে? আমি শাস্তি স্বরূপ কোন্ ব্যক্তির জীবন এবং সম্পদ গ্রহণ করিব?" নৃপতি তাহাকে এইপ্রকারে সম্বোধন করিলে রাজ্ঞী কষ্টের ভান করিয়া বলিল, "যে ব্যক্তি আমার অপকার করিয়াছে তাহাকে শাস্তিপ্রদান করিবার ক্ষমতা তোমার নাই। সুতরাং সেই অপকারের কথা বলিয়া কি লাভ?" নৃপতির সনির্বন্ধ অনুরোধে সে মিথ্যা ভাষণ করিল, "আর্যপুত্র, তুমি যদি শ্রবণ করিতে এতই ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর, যে গুণশর্মা নিজেকে রাজভক্ত বলিয়া ভান করে সে গৌড়রাজের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তির আশায় তোমার অপকার করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। সেই দ্বিজাধম গোপনে গৌড়ে তাহার গুপ্তদূত প্রেরণকরতঃ নৃপতির নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে প্রেরণ করিলে নৃপতিকে বিষণ্ণ দেখিয়া নৃপতির একজন বিশ্বস্ত সূপকার তাহাকে বলিয়াছিল, 'আপনি আপনার ধন নষ্ট করিবেন না, আমি এই ব্যাপারের মীমাংসা করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গৌড়াধিপ গুণশর্মার দূতকে বন্দী করিয়াছিলেন....(এই স্থানে পুস্তকান্তরে

একটি শ্লোক লুপ্ত বলিয়া চিহ্নিত)। যে সূপকার বিষপ্রদান করিতে হেথায় আগমন করিয়াছিল সে এই কথা গোপন রাখিয়াছিল। (৯৭-১০৫) ইতোমধ্যে গুণশর্মার দূত বন্ধন মোচন করিয়া পলায়ন পূর্বক তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সমাদরে রন্ধনশালায় প্রবিষ্ট সেই সূপকারকে দেখাইয়া দিয়াছিল। সেই ধূর্ত বিপ্র সূপকারকে বিষমিশ্রিত করিতে দেখিয়া আপনার নিকট তাহা ব্যক্ত করাতে তাহাকে বধ করাইয়াছিল। সেই সূপকারের মাতা, পত্নী, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূপকারের কি হইয়াছে অন্বেষণ করিতে আগমন করিলে বুদ্ধিমান গুণশর্মা মাতা ও পত্নীকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহার ভ্রাতা কোনও প্রকারে পলায়ন করিয়া আমার প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ শরণপ্রার্থী হইয়া যখন আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছিল তখন গুণশর্মা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সূপকারের ভ্রাতা গুণশর্মাকে দেখিয়া এবং তাহার নাম শ্রবণ করিয়া আমার সম্মুখ হইতে বহির্গত হইয়া ভয়ে কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে আমি তাহা জ্ঞাত নই। গুণশর্মার ভৃত্যেরা উহাকে পূর্বেই গুণশর্মাকে দেখাইয়াছিল। গুণশর্মাকে লজ্জিত, উন্মনা ও কোন কিছু চিন্তা করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। আমি 'কি হইয়াছে' জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তাহাকে একান্তে শুধাইলাম, 'গুণশর্মা অদ্য তোমাকে অন্যরূপ দেখিতেছি কেন?' ঘটনাটি প্রকাশ হইবার ভয়ে আমাকে তাহার পক্ষে টানিবার নিমিত্ত সে আমাকে বলিল, 'দেবি, আমি তোমার অনুরাগাগ্নিতে জ্বলিতেছি, আমার ইচ্ছা পূরণ কর নতুবা আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। ব্রাহ্মণের দক্ষিণা-স্বরূপ আমাকে আমার জীবন প্রদান কর।' এই কথা বলিয়া শূন্য গৃহে আমার পদতলে পতিত হইল। (১০৬-১১৬) আমি পদ অপসৃত করিয়া বিহ্বলচিত্তে উত্থিত হইলে, সে অবলা আমাকে মোহপূর্বক আলিঙ্গন করিল। সেই মুহূর্তে আমার চেটিকা পল্লবিকা আগমন করিলে তাহাকে দেখামাত্র গুণশর্মা ভয়ে পলায়ন করিল, পল্লবিকা আগমন না করিলে সেই পাপাত্মা নিশ্চয়ই আমার সতীত্ব নষ্ট করিত। সে অদ্য আমার এই অপকার করিয়াছে।" এই মিথ্যাভাষণান্তে রাজ্ঞী বিরত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। আদিতে দুষ্টা স্ত্রীলোক মিথ্যা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। এই কথা শ্রবণ করামাত্র নৃপতি কুপিত হইয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া মহদ্ব্যক্তিগণেরও বিচারশক্তি লোপ পায়। সে তাহার প্রিয়তমাকে বলিল, "সুন্দরি, আশ্বস্ত হও। আমি ঐ বিশ্বাস-ঘাতককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিব, কিন্তু এই কার্যটি কৌশলে সাধিত না

করিলে আমাদের দুর্নাম হইতে পারে, কারণ ইহা সুবিদিত যে সে পঞ্চবার আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে। তোমার প্রতি যে সে অন্যায় আচরণ করিয়াছে ইহা প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।" নৃপতি এই কথা বলিলে রাজ্ঞী প্রত্যুত্তর করিল, "এই কথা প্রকাশ না করা হইলেও সে যে গৌড়েশ্বরের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রভুর বিরুদ্ধাচারণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহা কি প্রকাশ্য নহে?" সে এই কথা বলিলে রাজা প্রত্যুত্তর করিল, "তুমি ন্যায্য কথাই বলিয়াছ," এবং অতঃপর নৃপতি মহাসেন রাজসভাগৃহে প্রস্থান করিল। (১১৭-১২৬)

তথায় নিখিল ভূপতি, রাজকুমার এবং সামন্তগণ নৃপদর্শনে সমাগত হইয়াছিল। গুণশর্মা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজসভায় আসিবার পথে বহু অশুভ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিল। তাহার বামদিকে একটি বায়স ছিল। একটি কুক্কুর বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে ধাবিত হইল। তাহার দক্ষিণদিকে একটি সর্প দৃষ্ট হইল এবং তাহার বামহস্ত এবং বামস্কন্ধ কম্পিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে চিন্তা করিল 'এই অশুভ লক্ষণ সমুদয় নিঃসন্দেহে আমার বিপদ সূচনা করিতেছে, কিন্তু আশা করি আমার প্রভু নৃপতির যেন কোনও অমঙ্গল না হয়।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাজসভায় প্রবেশকরতঃ ভক্তিভরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, রাজকুলের যেন কোন অমঙ্গল না হয়। প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে রাজা পূর্বের ন্যায় তাহাকে সম্ভাষিত না করিয়া ক্রুদ্ধভাবে তাহার দিকে তির্যক দৃষ্টি হানিতে লাগিল। 'ইহার কি অর্থ হইতে পারে?'—গুণশর্মা যখন এই কথা চিন্তা করিতেছিল তখন নৃপতি সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশনপূর্বক বিস্মিত সভাসদদিগকে বলিতে লাগিল, "গুণশর্মা আমার কি করিয়াছে তোমরা শ্রবণ কর।" তখন গুণশর্মা বলিল "আমি ভৃত্য, আপনি আমার প্রভু, আমরা সমপর্যায়ে পড়ি না। আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া যথেচ্ছ আদেশ প্রদান করুন।" সেই বীর এই কথা বলিলে অন্যান্য মন্ত্রীদিগের উপদেশানুসারে নৃপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনরায় সভাসদদিগকে বলিল, "তোমরা জ্ঞাত আছ যে আমি বংশানুক্রমে আগত মন্ত্রীদিগকে তুচ্ছ করিয়া গুণশর্মাকে আমার সমকক্ষ করিয়াছিলাম। দূত চলাচল দ্বারা গৌড়েশ্বরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তাহার কাহিনী তোমরা শ্রবণ কর।" (১২৭-১৩৮) এই কথা বলিয়া সে অশোকবতী-কথিত মিথ্যা বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। অতঃপর অন্যান্য সভাসদদিগকে বিদায় প্রদানপূর্বক স্বীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রীদিগের নিকট

রাজ্ঞীর সতীত্ব হরণের অপচেষ্টার মিথ্যা বৃত্তান্তও মহীপতি বর্ণনা করিল। তখন গুণশর্মা বলিল' "দেব, কে এই কথা বলিয়াছে? কে এই আকাশচিত্র অংকিত করিয়াছে?" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতি বলিল, "ইহা যদি সত্য না হইয়া থাকে তবে রে পাপাত্মা! কি প্রকারে চরুপাত্রে বিষের কথা তুই জ্ঞাত হইয়াছিলি?" "বুদ্ধি দ্বারা সমস্তই জ্ঞাত হওয়া যায়," গুণশর্মা এই কথা বলিলে অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাহার প্রতি ঘৃণাবশতঃ বলিল, "ইহা অসম্ভব।" তখন গুণশর্মা বলিল, 'দেব, কোন বিষয়ের সত্যতা অনুসন্ধান না করিয়া আপনার এই প্রকার উক্তি করা ন্যায্য নহে। যাহারা নীতিজ্ঞ তাহারা বিচারবুদ্ধিহীন প্রভুর অনুমোদন করে না।" সে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে থাকিলে নৃপতি 'ধৃষ্ট পাপাত্মা' এই কথা বলিয়া তাহাকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলে সে কৌশলে তাহা প্রতিহত করিল এবং নৃপতির অন্যান্য বিশ্বস্ত অনুচর তাহাকে প্রহার করিল, সে রণকৌশল দ্বারা তাহাদের সকলের অস্ত্রাঘাত হইতে মুক্ত রহিয়া সকলের চেষ্টা প্রতিহত করিল। অতঃপর উহাদের সকলকে পরস্পরের কেশপাশে বন্ধ করিয়া নিরস্ত্র করিবার অপরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়া বল পূর্বক রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যে শত বীর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বস্ত্রাঞ্চলস্থিত অঞ্জন চক্ষে লিপ্ত করিয়া সকলের অলক্ষ্যে তৎক্ষণাৎ সেই দেশ পরিত্যাগ করিল। দক্ষিণাপথে যাইতে যাইতে সে পথিমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিল, 'নিশ্চয়ই অশোকবতী মূঢ় নৃপতিকে প্ররোচিত করিয়াছে। হায়! হায়! যে স্ত্রীলোকের প্রেম উপেক্ষা করা হয় সে বিষ হইতেও ভয়ংকরী হয়। যে নৃপতি তথ্যানুসন্ধান করে না, সদ্ব্যক্তির তাহার সেবা করা উচিত নয়।' (১৩৯-১৫২) এই কথা চিন্তা করিতে করিতে গুণশর্মা অবশেষে একটি গ্রামে উপনীত হইল। তথায় বটবৃক্ষমূলে শিষ্যদিগকে অধ্যাপনারত এক উত্তম বিপ্রকে দর্শন করিয়া তাহার সমীপে আগত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলে ব্রাহ্মণও তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে শুধাইল, "হে দ্বিজ, আপনি বেদের কোন্ শাখার অনুসরণ করেন, আমাকে বলুন।" তখন গুণশর্মা ব্রাহ্মণকে প্রত্যুত্তরে বলিল, "আমি দ্বাদশ শাখা অধ্যয়ন করিয়াছি—সামবেদের দুই শাখা, ঋগবেদের দুই শাখা, যজুর্বেদের সপ্তশাখা এবং অথর্ববেদের এক শাখা।" তখন ব্রাহ্মণ বলিল, "আপনি কোনও দেবতা হইবেন।" আকৃতিতেই তাহার উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ সবিনয়ে গুণশর্মাকে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ দেশ এবং কোন্ বংশ অলংকৃত করিয়াছেন? আপনার

নাম কি এবং আপনি কি প্রকারে এত প্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?" এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মা তাহাকে বলিল--

গুণশর্মার পিতা আদিত্যশর্মার কাহিনী

উজ্জয়িনী নগরীতে আদিত্যশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণপুত্র বাস করিত। বাল্যকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইলে তাহার মাতাও পতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আদিত্যশর্মা তখন সেই নগরীতেই মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া বেদে, শাস্ত্রে এবং কলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিদ্যাশিক্ষান্তে যখন জপব্রতে নিরত ছিল তখন এক প্রব্রাজকের সহিত তাহার সখ্যতা হইল। সে প্রব্রাজক কোন যক্ষিণীকে বশ করিবার নিমিত্ত আদিত্যশর্মার সহিত শ্মশানে গমন করিয়া হোম সম্পাদন করিয়াছিল, তখন সুন্দরী রমণী পরিবৃতা সুসজ্জিতা জনৈক দিব্যাঙ্গনা স্বর্ণবিমানে তাহার নিকট আবির্ভূতা হইয়া মধুর বচনে তাহাকে বলিল, "হে প্রব্রাজিক, আমি বিদ্যুন্মালা নাম্নী যক্ষিণী এবং ইহারা সকলেও যক্ষিণী, আমার সহচরীদিগের মধ্য হইতে তোমায় রুচিমত কোনও একজনকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। মন্ত্রবলে তোমার ইহাই লভ্য হইয়াছে। আমাকে প্রাপ্ত হইবার পূর্ণমন্ত্র এখনও তোমার অবিজ্ঞাত। সেই মন্ত্র ব্যতীত আমাকে লাভ করা যায় না। তুমি আর বৃথা কষ্ট করিও না।" (১৫৩-১৬৭) যক্ষিণী এই কথা বলিলে প্রব্রাজক সম্মত হইয়া তাহার অনুচরীদিগের মধ্য হইতে একজন যক্ষিণীকে মনোনীত করিল। তখন বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিতা হইলে আদিত্যবর্মা, প্রব্রাজক যে যক্ষিণীকে লাভ করিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিদ্যুন্মালা হইতেও কোন উত্তমা যক্ষিণী আছে কি ?" তখন যক্ষিণী উত্তর করিল "হে সুন্দর, আছে। বিদ্যুন্মালা, চন্দ্রলেখা এবং তৃতীয়া সুলোচনা ইহারাই যক্ষিণীদিগের মধ্যে সর্বোত্তমা, ইহাদিগের মধ্যে অবশ্য সুলোচনাই সর্বশ্রেষ্ঠা।" এই কথা বলিয়া যথাকালে পুনরাগমন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া যক্ষিণী অন্তর্হিতা হইলে প্রব্রাজক ও আদিত্যশর্মার সহিত স্বালয়ে গমন করিল। সেই যক্ষিণী প্রতিদিন যথাকালে প্রব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিত। একদিন ভিক্ষুর মুখে আদিত্যশর্মা যক্ষিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুলোচনাকে আকৃষ্ট করিবার উপযুক্ত মন্ত্র কাহার জানা আছে ?" যক্ষিণীও ভিক্ষু

প্রমুখাৎ তাহাকে বার্তা প্রেরণ করিল, "দক্ষিণাপথে জম্বুবন নামক স্থানে বেণুনদীর তীরে বিষ্ণুগুপ্ত নামক এক ভিক্ষু তাঁহার আবাস নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ভিক্ষুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এই মন্ত্র তিনি সবিস্তারে জ্ঞাত আছেন।" যক্ষিণীর নিকট হইতে ইহা অবগত হইয়া আদিত্যশর্মা কুতূহলবশতঃ সেই দেশে গমন করিলে ভিক্ষুও প্রীতিবশতঃ তাহার অনুসরণ করিল। তথায় অন্বেষণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ লাভকরতঃ সে ক্রমান্বয়ে বর্ষত্রয় তাহার পরিচর্যা করিল। (১৬৮-১৭৮) সুহৃদ প্রথম প্রব্রাজকের যক্ষিণীর সাহায্যে যথাকালে যথোপযুক্ত অলৌকিক উপচার সংগ্রহ করিয়া ঐ ভিক্ষুকে প্রদান করিত। সেই বৌদ্ধ শ্রমণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সমগ্র বিধানসহ ঈপ্সিত সুলোচনামন্ত্রে দীক্ষিত করিলে সে একটি নির্জন স্থানে গমন করিয়া ঐ প্রাপ্তমন্ত্র প্রয়োগকরতঃ যথাবিধি হোম সমাপ্ত করিল। তখন জগদাশ্চর্য রূপশালিনী যক্ষিণী সুলোচনা ব্যোমযানে তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে মহাবীর! আগমন কর। যদি আমা হইতে লক্ষ্মীর বরপুত্র, শুভচিহ্নোপেত, সর্বজ্ঞ, অপরাজেয় পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা কর তবে ষণ্মাস আমাকে বিবাহ করিবে না।" তাহার এই বাক্যে আদিত্যশর্মা সম্মত হইলে সে তাহাকে বিমানযানে অলকাতে আনয়ন করিল। সে সতত তাহার চক্ষুর সম্মুখে অবস্থান করিত এবং আদিত্যশর্মা এই প্রকারে ষণ্মাস অসিধারাবৎ ব্রত পালন করিলে লক্ষ্মী স্বয়ং সুলোচনাকে দিব্যাচারে আদিত্যশর্মার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। সুলোচনার গর্ভে আমি সেই ব্রাহ্মণের পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিলে আমার সদ্‌গুণরাজি অবলোকন করিয়া পিতা আমার নাম গুণশর্মা রাখিয়াছিলেন। তথায় আমি মনিধর নামক এক যক্ষাধিপতির নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে বেদাদি বিদ্যা এবং-কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম।

অতঃপর একদা ইন্দ্র কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তথায় আগমন করিলে তত্রস্থ উপবিষ্ট সকলে তাহাকে দেখামাত্র দণ্ডায়মান হইলে বিধিবশে আমার পিতা আদিত্যশর্মা অন্য কিছু চিন্তার নিমিত্ত অন্যমনস্ক থাকায় সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান না হওয়াতে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশপ্ত করিলেন, "রে মূঢ়, তুই তোর স্বীয় মর্তলোকে গমন কর। তুই এই স্থানে বাস করিবার অনুপযুক্ত।" (১৭৯-১৯২) তখন সুলোচনা তাহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া অনুনয় বিনয় করিলে ইন্দ্র বলিল, "তবে তাহাকে একাকী মর্ত্যধামে গমন করিতে হইবে না, উহার পুত্রও উহার সহিত গমন করুক, কারণ পুত্র পিতারই দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে।" এই

কথা বলিয়া ইন্দ্র শান্ত হইলেন। তখন আমার পিতা উজ্জয়িনীতে আমার মাতুলগৃহে আগমন করিলেন। মনুষ্যের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তথায় বিধিবশে তথাকার নৃপতির সহিত আমার মিত্রতা হইল। পরে তথায় যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।—

এই কথা বলিয়া সে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অশোকবতী কি করিয়াছিল, রাজাই বা কি করিয়াছিল, আমূল যুদ্ধ পর্যন্ত সেই বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিল। সে তাহাকে বলিতে লাগিল, "বিপ্র, আমি বিদেশে গমনার্থ পলায়ন করিয়াছি এবং পথে পর্যটন করিতে করিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল।" ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া গুণশর্মাকে বলিল, "এই প্রকারে, দেব, আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। আমার গৃহে আগমন করুন। আমার নাম অগ্নিদত্ত এবং এই অগ্রহার নৃপতি আমাকে দান করিয়াছেন। এই স্থানে শান্তচিত্তে বাস করুন।" এই কথা বলিয়া অগ্নিদত্ত গুণশর্মাকে তাহার গৃহে আনয়ন করিল। এই সুরম্যগৃহে অনেক গো, মহিষ, এবং অশ্বাদি ছিল। অতিথিকে স্নান, অংগরাগ, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং নানাবিধ খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করিয়া অংগচিহ্নাদি দেখাইবার ছলে দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্যশালিনী কন্যা সুন্দরীকে তাহার সমীপে আনয়ন করিল। তাহার অতুলনীয় রূপ অবলোকন করিয়া গুণশর্মা অগ্নিদত্তকে বলিল, "ইহার সপত্নী থাকিবে। ইহার নাসিকাতে তিল আছে সুতরাং ইহার বক্ষেও দ্বিতীয় একটি তিল থাকিবার কথা এবং দুইস্থানে তিল থাকিলে লোকমতে এই রূপই ভাগ্য হইয়া থাকে।" তখন পিত্রাদেশে ভ্রাতা তাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিলে তথায় একটি তিল দৃষ্ট হইল। (১৯৩-২০৬)

অগ্নিদত্ত সবিস্ময়ে বলিল, "আপনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু উহার এই তিল আমাদের পক্ষে শুভসূচক। পতি সৌভাগ্যশালী হইলে পত্নীর অনেক সপত্নী থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি একজনেরই ভরণপোষণ করিতে কষ্ট বরণ করে, বহু জনের ভরণপোষণের কথা ত উঠিতেই পারে না।" গুণশর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই প্রকার সুলক্ষণযুক্তার কি প্রকারে দুর্ভাগ্য হইবে?" সে এই কথা বলিলে কথা প্রসংগে অগ্নিদত্ত তাহাকে তিল ও অন্যান্য চিহ্নাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিভিন্ন অংগের তিল চিহ্নাদির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিল।

চকোরী যেরূপ চন্দ্রকে পান করিতে উৎসুক হয় গুণশর্মাকে দর্শন মাত্রই সুন্দরী নয়ন দ্বারা তাহাকে পান করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়াছিল।

অগ্নিদত্ত তখন গুণশর্মাকে একান্তে বলিল, "হে মহাভাগ, আপনার হস্তে আমার কন্যা সুন্দরীকে সমর্পন করিতে ইচ্ছা করি। বিদেশে গমন না করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আমার কাছেই বাস করুন।" গুণশর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, "এইরূপ হইলে আমি সুখীই হইতাম। মিথ্যাদোষে রাজার অবমাননাবহ্নিতে জ্বলিত হইয়া আমার সুখ নাই। সুন্দরী রমণী, চন্দ্রের উদয়, এবং বীণার পঞ্চম ধ্বনি সুখীব্যক্তির হর্ষোৎপাদন করে, কিন্তু দুঃখীর পক্ষে ইহা অসহ্য যাতনাদায়ক। যে নারী স্বেচ্ছায় প্রেমাসক্ত হইয়া বিবাহ করে সে সাধ্বী থাকে, ব্যাভিচারিণী হয় না। কিন্তু যে নারী তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতার আদেশে বিবাহ করে সে অশোকবতীর মত হয়, উপরন্তু উজ্জয়িনী এই স্থানের সন্নিকটে। আমার গতিবিধি জ্ঞাত হইয়া নৃপতি আমার উপর উপদ্রব করিতে পারে, আমি তীর্থভ্রমণ দ্বারা জন্মাবধি অর্জিত পাপস্খালন করিয়া অবশেষে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিব।" (২০৭-২১৮) সে এই কথা বলিলে অগ্নিদত্ত সহাস্যে উত্তর করিল, "আপনার মত ব্যক্তিও যদি এই প্রকার মোহগ্রস্ত হন তবে অন্যদের নিকট হইতে কি আশা করা যাইতে পারে? মূঢ়ের অবমাননায় আপনার ন্যায় মহদাশয় ব্যক্তি কেন বিরক্ত হইবে? আকাশে প্রক্ষিপ্ত কর্দম প্রক্ষেপকের মস্তকেই পতিত হয়। নৃপতি অচিরেই তাহার অবিবেচনার ফলভোগ করিবে, কারণ অবিবেচক মোহান্ধের সৌভাগ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু অশোকবতীর মত নারীর আচরণ দৃষ্টে আপনি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আপনি ত লক্ষণ-অভিজ্ঞ, সাধ্বী রমণীর দর্শন লাভ করিয়া আপনার হৃদয়ে কি শ্রদ্ধার উদয় হয় না? আপনি যে স্থানে আছেন, উজ্জয়িনী যদিও তাহার সমীপবর্তী তথাপি আপনার এই স্থানে অবস্থিতি যাহাতে কেহ জ্ঞাত হইতে না সমর্থ হয় আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। আপনি যদি তীর্থভ্রমণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকেন তবে আমি বলিব যে শাস্ত্রমতে বেদোক্ত আচরণ করিয়া যে ব্যক্তি সুখী হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহার নিমিত্তই উহার বিধান করিয়াছেন। কিন্তু ব্রত ও জপাদি দ্বারা দেবতা, পিতৃপুরুষ এবং অগ্নির উপাসনা করিলে গৃহে থাকিয়াই যদি পুণ্য লাভ হয় তবে তীর্থ ভ্রমণের কি প্রয়োজন? তীর্থযাত্রী, বাহু যাহার উপাধান, ভূমি যাহার শয্যা, ভিক্ষান্নে যে জীবনধারণ করে, বারি যাহার একমাত্র পানীয় সে মুনির সহিত সমতাপ্রাপ্ত হইলেও তাহার ক্লেশ অপনোদন হয় না। আপনি যে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাও অসমীচীন, কারণ আত্মঘাতী পরলোকে ইহলোক অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ ভোগ করে। আপনার মত যুবক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই

প্রকার দুষ্কর্ম করা অনুচিত। নিজেই বিচার করুন। আমি আপনাকে যাহা বলিতেছি তাহাই আপনার অবশ্য কর্তব্য। আমি আপনার নিমিত্ত এই স্থানে একটি সুরম্য বৃহৎ গৃহ নির্মাণ করিব। সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া সুখে বাস করিবেন।" অগ্নিদত্ত কর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইলে গুণশর্মা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বলিল, "আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, সুন্দরীর মত ভার্যাকে কে পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিব না। ঐ অকৃতজ্ঞ নরপতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণার্থ আমি দৃঢ়ব্রত হইয়া কোন দেবতার তপস্যা করিব।" সে এই কথা বলিলে অগ্নিদত্ত হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইল এবং গুণশর্মাও সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিল। পরদিবস অগ্নিদত্ত গুণশর্মার সুখ বিধান নিমিত্ত 'পাতাল বসতি' নামক একটি গৃহ নির্মাণ করিল। তথায় অবস্থান করিতে করিতে গুণশর্মা অগ্নিদত্তকে বলিল, "আমাকে বলুন আমি ব্রতাচরণপূর্বক কোন্ বরদাতা দেবকে কি মন্ত্রে উপাসনা করিব?" বীরবর এই কথা বলিলে অগ্নিদত্ত প্রত্যুত্তর করিল, "আমাকে গুরুদেব স্বামিকুমার উপাসনার মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেবসেনাপতির আরাধনা করুন। এই তারকাসুর-শত্রুর জন্মের নিমিত্ত শত্রু-পীড়িত দেবতারা কামদেবকে শিবের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শিব কর্তৃক কামদেব ভস্মীভূত হইয়া মনসিজ হইয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধেও নানাপ্রকার মত আছে। শিব হইতে, অগ্নি অথবা অগ্নিকুণ্ড হইতে, শরবন হইতে অথবা কৃত্তিকাদিগের হইতে, ইনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং জন্মিবামাত্রই তাঁহার দুষ্প্রধর্ষ তেজোরাশি দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে নত করিয়া দুর্জেয় তারকাসুরকে বধ করিয়াছিন।" (২১৯-২৪০) গুণশর্মা নিয়ত ব্রতদ্বারা সুন্দরী কর্তৃক সেবিত হইয়া স্কন্দদেবের উপাসনা করিলে, দেব ষড়ানন স্বমূর্তিতে তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর……(এই স্থানে একটি শ্লোক লুপ্ত)……তোমার ধনকোষ অক্ষয় হইবে এবং অপ্রতিহত গতিতে মহাসেনকে জয় করিয়া, হে পুত্র, তুমি পৃথিবী শাসন করিবে।" এই মহদ্বর প্রদানপূর্বক স্কন্দ অন্তর্হিত হইলেন এবং গুণশর্মা অক্ষয় কোষ লাভ করিল। অতঃপর সেই বিজয়ী বীর স্বমহিমোচিত ঐশ্বর্যে যথাবিধি বিপ্র অগ্নিদত্তের কন্যাকে বিবাহ করিল। সেই রূপবতী সুন্দরী তাহার ভাবী সমৃদ্ধির মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় দিনে দিনে তাহার প্রতি আরও অনুরক্ত হইতে লাগিল। অক্ষয় কোষের সাহায্যে বহু অশ্ব, গজ এবং

পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দানাদি দ্বারা অখিল নৃপতিদিগকে তাহার ধ্বজের তলে সমবেত করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা অর্জনকরতঃ তাহাদের সৈন্য দ্বারা পৃথিবী জয় করিল। তখন সে প্রজাদিগের নিকট অশোকবতীর অসতীত্বের কাহিনী প্রকাশ করিয়া মহাসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করিল এবং তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করিল। সম্রাট গুণশর্মা সুন্দরী ব্যতীত আরও অনেক রাজকন্যা বিবাহ করিল। তাহার আদেশ সমুদ্রতীর পর্যন্ত মান্য হইয়াছিল, এবং মহিষী সুন্দরীর সহিত সে বহুকাল হৃদয় পূর্ণ করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিল।

এই প্রকারে মূঢ়তাবশতঃ নৃপতি মহাসেন মনুষ্যচরিত্র বিচার করিতে অপারগ হইয়া অচিরে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল এবং ধীর গুণশর্মা একমাত্র স্বীয় ধৈর্যের সহায়তায় বিপুল ঋদ্ধি অর্জন করিয়াছিল।

মন্ত্রী বীতভীতির মুখ হইতে রজনীতে এই মহাসাহসিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া বীর নৃপতি সূর্যপ্রভ সমরসাগর পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া উৎসাহিত হইল এবং অচিরে নিদ্রিত হইল। (২৪১-২৫২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎ সাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের ষষ্ঠতরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২৫২
ক্রমিক সংখ্যা—৮৭২৩

সপ্তম তরঙ্গ

অতঃপর সূর্যপ্রভ এবং তাহার মন্ত্রিগণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক দানব এবং তাহাদিগের মিত্রবর্গের সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। শ্রুতশর্মা এবং সমস্ত বিদ্যাধর সৈন্যপরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিল এবং নিখিল দেবাসুরাদিও রণ দর্শনে আগত হইল। উভয়পক্ষই অর্ধচন্দ্রব্যূহ নির্মাণ করিলে তাহাদের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। পক্ষযুক্ত দ্রুতগামী শরসমূহ পরস্পরের সহিত ঘর্ষণে কর্তিত হইতে লাগিল এবং কোষ হইতে নিষ্কাষিত সুদীর্ঘ খড়্গলতাসমূহ শোণিত পান করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করাতে কৃতান্তের জিহবার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। রণক্ষেত্রকে একটি বিশাল সরোবরের ন্যায় বোধ হইতেছিল—বীরদিগের আনন মনে হইল যেন বিকসিত পদ্ম। তাহাদের উপর চক্রবাক বলাকার ন্যায় চক্র পতিত হইয়া যেন রাজহংসদিগকে বধ করিতেছিল। ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে যোদ্ধাদিগের ছিন্নমস্তক নিক্ষিপ্ত হওয়াতে মনে হইল যেন রণক্ষেত্রে যম আত্মতুষ্টির নিমিত্ত কন্দুকক্রীড়া করিতেছে। শোণিতবিন্দু দ্বারা ধৌত হইয়া ধূলির অন্ধকার আগত হইলে মহারথিবৃন্দ ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সূর্যপ্রভ শ্রুতিবর্মার সহিত, প্রভাস দামোদরের সহিত সিদ্ধার্থ মহোৎপাতের সহিত, প্রহস্ত ব্রহ্মগুপ্তের সহিত, বীতভী সংগমের সহিত, প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রগুপ্তের সহিত, প্রিয়ংকর আক্রমের সহিত, সর্বদমন অতিবলের সহিত, কুন্দুরকুমার ধুরন্ধরের সহিত, এবং অন্যান্য মহারথীরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। (১-১২)

প্রথমে মহোৎপাত স্বীয় শরদ্বারা সিদ্ধার্থের বাণ প্রতিহত করিল এবং তাহার কোদণ্ড ভগ্ন করিয়া তাহার অশ্ববৃন্দ ও সারথিকে বধ করিল। সিদ্ধার্থ বিরথ হইয়া সক্রোধে একটি বিরাট লৌহ মুদ্গরাঘাতে মহোৎপাতের রথ এবং অশ্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। তখন পাদচারী সিদ্ধার্থ পাদচারী মহোৎপাতকে বাহুযুদ্ধে ভূপাতিত করিল। যখন সে তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে উদ্যত হইল তখন মহোৎপাতের পিতা ভগপুত্র মহোৎপাতকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে মহোৎপাত আকাশে উড্ডীন হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। প্রহস্ত এবং ব্রহ্মগুপ্ত পরস্পরের রথ ভগ্ন করিয়া নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শনকরতঃ খড়্গদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই খড়্গযুদ্ধের সময় প্রহস্ত ব্রহ্মগুপ্তের ঢাল দ্বিধাবিভক্ত করিয়া কৌশলপূর্বক আঘাত করিয়া

তাহাকে ভূপাতিত করিল। ভূমিতলে পতিত হইলে সে যখন তাহার শিরচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল তখন দূর হইতে তাহার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং সংকেত দ্বারা বারণ করিলে দানবেরা দেবগণকে উপহাস করিয়া বলিল, "তোমরা দেবতারা তোমাদের পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ, সংগ্রাম-দর্শন করিতে আগমন কর নাই।" ইতোমধ্যে বীতভয় সংক্রামের ধনুক দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তাহার সারথিকে বধকরতঃ প্রদ্যুম্নাস্ত্রে সংক্রমের হৃদয় বিদ্ধ করিল এবং প্রজ্ঞাঢ্য ও চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে বিরথ হইয়া পাদচারী খড়্গযুদ্ধে প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রগুপ্তকে শিরচ্ছেদ করিয়া বধ করিল। পুত্রকে নিহত দেখিয়া স্বয়ং চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্ঞাঢ্যের সহিত সমান বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিরথ প্রিয়ংকর বিরথ আক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে খড়্গের এক আঘাতে দ্বিধা বিভক্ত করিল। সর্বদমন তাহার ধনুক ভঙ্গ হইলে অংকুশাঘাতে অতিবলকে বক্ষে আঘাত করিয়া অনায়াসে বধ করিল। (১৩-২৫)

শাস্ত্রযুদ্ধে কুঞ্জরকুমার ধুরন্ধরকে বারংবার বিরথ করিলে বিক্রমশক্তি তাহার নিমিত্ত অন্য রথ আনয়ন করিত এবং শস্ত্রে শস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বহু সংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। তখন কুঞ্জরকুমার ধাবিত হইয়া একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড নিক্ষেপকরতঃ বিক্রমশক্তির রথ চূর্ণ করিলে সেই শিলাখণ্ডদ্বারাই সে ধুরন্ধরকে বধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।....(এই স্থানে গ্রন্থান্তরে একটি শ্লোক লুপ্ত বলিয়া চিহ্নিত)....। শ্রুতশর্মার সহিত যুদ্ধসময়ে ক্রুদ্ধ সূর্যপ্রভ বিরোচনকে নিহত দেখিয়া দমকে একটি শরাঘাতে বধ করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীদ্বয় রণাঙ্গনে অবতরণ করিলে সুনীথ শরক্ষেপ দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্থিরবুদ্ধি শক্তি দ্বারা পরাক্রমকে বধ করিলে যখন অষ্ট বসুগণ তাহার মৃত্যুতে ক্রোধান্বিত হইয়া আগমন করিল, তখন সে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। প্রভাস স্বয়ং দামোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে ভাসকে বিরত দেখিয়া মর্দনকে এক শরাঘাতে হত্যা করিল। দানব প্রকম্পণ শস্ত্রযুদ্ধে তেজঃপ্রভকে বধ করিলে তাহার মৃত্যুতে অগ্নিদেব ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ধূমকেতু রণে যমদংষ্ট্রকে বধ করিয়া ক্রুদ্ধ যমের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিল। সিংহদংষ্ট্র শিলাদ্বারা সরোষণকে হত্যা করিলে তাহার মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ নির্ঋতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কালচক্র চক্র দ্বারা বায়ুবলকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে ক্রুদ্ধ বায়ুর সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কুবেরদত্ত শত্রুর মোহ

উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সর্প, পর্বত, বৃক্ষ, গড়ুর, বজ্র, এবং অগ্নির রূপ ধারণ করিলে মহাময় তাহাকে বধ করিয়াছিল এবং কুবের ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ; এই প্রকারে দেবগণ তাহাদের পুত্রবধজনিত ক্রোধে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং নর ও দানবেরা মধ্যে মধ্যে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য বিদ্যাধরাধিপগণকে বধ করিয়াছিল।

এদিকে প্রভাস ও দামোদরের মধ্যে অনবরত অস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দামোদরের কোদণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং সারথি হত হওয়া সত্ত্বেও সে রথরশ্মি স্বহস্তে ধারণপূর্বক অন্য ধনুক দ্বারা যুদ্ধ করিতে থাকিল। (২৫-৪৯) ব্রহ্মা তাহাকে প্রশংসা করিলে দেবেন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "ভগবন্, যে যুদ্ধে পরাস্ত হইতেছে তাহাকে আপনি সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন কেন ?" ব্রহ্মা তখন উত্তর করিলেন, "প্রভাসের সহিত যে এতক্ষণ রণ করিতেছে তাহার প্রতি আমি প্রীত হইব না কেন ? বিষ্ণুর অংশসম্ভূত দামোদর ব্যতীত অন্য কাহার এই প্রকার শক্তি আছে ? সমস্ত দেবতারা একত্র হইলেও প্রভাসের সমকক্ষ হইবে না। অসুর নমুচি, যাহাকে বধ করিতে দেবতাদিগের এই কষ্ট হইয়াছিল, সেই সর্বাত্মময় প্রবলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সম্প্রতি ভাসপুত্র অপরাজেয় প্রভাস নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভাসও পূর্বজন্মে প্রবল পরাক্রান্ত অসুর কালনেমি ছিল যে, পরে হিরণ্যকশিপু এবং কপিঞ্জল হইয়াছিল। সূর্যপ্রভ হইতেছে সুমুণ্ডীক নামক অসুর এবং পূর্বে যাহাকে হিরণ্যাক্ষ অসুর বলা হইত সেই অধুনা সুনীথ। প্রহস্তাদিও দৈত্য এবং দানব। তোমা কর্তৃক হত হইয়া অসুরদিগের এই জন্মে এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে দৃষ্টে ময়াদি অসুরেরা উহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। সূর্যপ্রভাদি কর্তৃক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে শিবের প্রসাদে বলি বন্ধনমুক্ত হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছে দেখ! কিন্তু সে তাহার সংকল্পে অটল হইয়া পাতালে সুখে আছে এবং শাসনকাল সমাপ্ত হইলে সে ইন্দ্র হইবে। ইহাদের সকলেই শিবের অনুগৃহীত, সুতরাং এখন তোমার জয়ী হইবার সময় নয়, শত্রুদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন কর।" কমলাসন ব্রহ্মা যখন দেবরাজকে এই কথা বলিতেছিলেন তখন প্রভাস পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ঐ সর্বধ্বংসকারী ভীষণ অস্ত্র নির্মুক্ত দেখিয়া বিষ্ণুও পুত্রের সাহায্যার্থে তাহার সুদর্শন চক্র প্রেরণ করিলেন। ঐ দিব্য অস্ত্রদ্বয় মূর্তিধারণপূর্বক রণে প্রবৃত্ত হইলে ত্রিজগৎ অচিরাৎ সর্বপ্রাণীর ধ্বংসভয়ে ভীত হইল। তখন হরি প্রভাসকে বলিলেন, "তুমি তোমার অস্ত্র সংবরণ কর, আমিও

আমার অস্ত্র সংবরণ করিতেছি।” তখন প্রভাস প্রত্যুত্তর করিল, “আমার অস্ত্র বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় নাই। দামোদর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে বিরত হইলে আমি আমার অস্ত্র সংবরণ করিব।” প্রভাস এই কথা বলিলে বিষ্ণু উত্তর করিলেন, “তবে তুমিও আমার চক্রের মান রক্ষা কর। আমাদের উভয়ের অস্ত্রই যেন বিফল না হয়।” বিষ্ণু এই কথা বলিলে কৌশলজ্ঞ কালবিৎ প্রভাস বলিল, “আপনার চক্র আমার রথ ধ্বংস করুক।” (৪৩-৬০) বিষ্ণু সম্মত হইয়া দামোদরকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং প্রভাস তাহার অস্ত্র সংবরণ করিলে বিষ্ণুর চক্র তাহার রথোপরি পতিত হইল। তখন সে অন্য রথে আরোহণপূর্বক সূর্যপ্রভের নিকট গমন করিল এবং দামোদরও শ্রুতশর্মার নিকট প্রস্থান করিল।

ইন্দ্রের পুত্র হওয়াতে দর্পিত শ্রুতশর্মার সহিত সূর্যপ্রভের তখন তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রুতশর্মা যে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিল সূর্যপ্রভ প্রতি-অস্ত্রবলে সে সমস্তই প্রতিহত করিল। শ্রুতপ্রভ-সৃষ্ট মায়া সূর্যপ্রভ প্রতি-মায়া দ্বারা নিরাকৃত করিল। তখন শ্রুতশর্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সূর্যপ্রভও পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করিল। মহাবলশালী পাশুপত অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে নিরোধ করিয়া অপ্রতিরুদ্ধ হওয়াতে যখন শ্রুতশর্মাকে অভিভূত করিতে উদ্যত হইল, তখন ইন্দ্রাদি লোকপালসমূহ সক্রোধে বজ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য আয়ুধ নিক্ষেপ করিলে পাশুপত অস্ত্র তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শ্রুতশর্মাকে বধ করিবার ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল দীপ্তিমান্‌ হইয়া উঠিল। তখন সূর্যপ্রভ সেই মহান্‌ পাশুপত অস্ত্রকে সাধুবাদ করিয়া শ্রুতশর্মাকে হত্যা না করিয়া বন্দী করিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিল। (৬১-৭০) তখন দেবতারা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে তথায় আগত দর্শক অসুরেরাও দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। শিব কর্তৃক প্রেরিত গণ বীরভদ্র আগমনকরতঃ ইন্দ্রাদি দেবতাকে শিবের এই আদেশ প্রদান করিল, “তোমরা হেথায় দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিলে, তোমাদের যুদ্ধ করিবার কি অধিকার আছে? তোমরা মর্যাদা লঙ্ঘন করিলে নানাপ্রকার কুফল ফলিবে।” এই বার্তা শ্রবণ করিয়া দেবতারা বলিল, “আমাদের সকলেরই হেথায় পুত্র আছে। তাহাদের কেহ বা হত হইয়াছে, কেহ বা হত হইতে উদ্যত হইয়াছে। আমরা যুদ্ধ না করিয়া কি প্রকারে থাকিতে পারি? অপত্যস্নেহ দুরপনেয়, সুতরাং পুত্রদিগের হত্যাকারীদিগের উপর যদি আমরা প্রাণপণে প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি তবে

তাহাতে কি অন্যায় থাকিতে পারে?" দেবতারা এই কথা বলিলে বীরভদ্র প্রস্থান করিল এবং তখন দেবাসুরের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুনীথ অশ্বিনীদ্বয়ের সহিত, প্রজ্ঞাঢ্য চন্দ্রের সহিত, স্থিরবুদ্ধি বসুদিগের সহিত, কালচক্র বায়ুর সহিত, প্রকম্পন অগ্নির সহিত, সিংহদংষ্ট্র নির্ঋতির সহিত, প্রমথন বরুণের সহিত, ধূমকেতু যমের সহিত, মহামায় কুবেরের সহিত এবং অন্যান্য অসুরেরা অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত অস্ত্র এবং প্রত্যস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সবশেষে কোন দেবতা প্রবল অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে শম্ভু ক্রুদ্ধ হুংকার দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার বিনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৭১-৮০) কুবের তাহার গদা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে শিব তাহাকে শান্ত করিয়া নিবারিত করিলেন এবং অন্যান্য দেবতারা তাহাদের অস্ত্র ভগ্ন হওয়াতে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তখন ইন্দ্র সক্রোধে স্বয়ং সূর্যপ্রভকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি শরজাল নিক্ষেপ করিলে সূর্যপ্রভ সে সমস্তই অনায়াসে প্রতিহত করিয়া আকর্ণ আকর্ষণকরতঃ ইন্দ্রের প্রতি শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিল। তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কুলিশ গ্রহণ করিলে শম্ভু তাহাও ধ্বংস করিলেন। অতঃপর ইন্দ্র পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করিলে নারায়ণ স্বয়ং কোটী মুখস দ্বারা প্রভাসকে আক্রমণ করিলেন। প্রভাস স্বীয় অস্ত্রদ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্রাদিকে প্রতিহত করিতে থাকিল। অশ্ব হত হওয়ায় বিরথ হইলে সে অন্যরথে আরোহণপূর্বক দৈত্যারির সহিত সমানে যুদ্ধ করিতে থাকিল। তখন নারায়ণ কুপিত হইয়া তাহার ঝলন্ত চক্র নিক্ষেপ করিলে প্রভাস মন্ত্রপূত করিয়া দিব্য খড়্গ প্রেরণ করিল। ঐ দুই অস্ত্রে যুদ্ধ হইতে থাকিলে চক্র ক্রমে ক্রমে খড়্গকে পরাভূত করিতেছে দেখিয়া শিব ক্রুদ্ধ হুংকার করিলে খড়্গ এবং চক্র উভয় অস্ত্রই ধ্বংস হইল। তখন সূর্যপ্রভ জয়লাভ করাতে এবং শ্রুতশর্মা বন্দী হওয়াতে অসুরেরা আনন্দিত এবং দেবতারা বিষাদগ্রস্ত হইল। দেবতারা শিবের স্তুতি এবং আরাধনা করিলে অম্বিকাপতি সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাদিগকে আদেশ করিলেন, "সূর্যপ্রভকে যে বর প্রদান করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর। যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে তাহা অন্যথা হইবার নয়।" (৮১-৯২) দেবতারা বলিলেন, "প্রভো! তবে শ্রুতশর্মার সম্বন্ধে আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাও সিদ্ধ হউক। আমাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিয়া আর যেন বংশ ক্ষয় না করা হয়।" তাহারা বিরত হইলে ভগবান শম্ভু তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, "সন্ধি স্থাপিত হইলে তাহাই হইবে।

সন্ধির শর্ত হইতেছে এই—শ্রুতশর্মা সানুচর সূর্যপ্রভের নিকট প্রণত হউক। তদনন্তর আমরা উভয়ের মঙ্গলের জন্য যাহা করিতে হইবে তাহা বলিব।" দেবতারা শিবের এই আদেশ অনুমোদন করিয়া শ্রুতশর্মাকে সূর্যপ্রভের নিকট প্রণত করাইল। তখন তাহারা শত্রুতা বর্জন করিয়া পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলে দেবতাসুরেরা বৈরিতা বর্জন করিয়া সন্ধি স্থাপন করিল। তখন দেবাসুরের সমক্ষে ভগবান শিব সূর্যপ্রভকে বলিলেন, "তুমি দক্ষিণ অর্ধবেদীতে রাজত্ব করিবে এবং শ্রুতশর্মাকে উত্তর অর্ধবেদী প্রদান করিবে। বৎস! সত্বরই তুমি সমস্ত খেচর ও কিন্নরগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়া চতুর্গুণ প্রাপ্ত হইবে। ইহা প্রাপ্ত হইলে তুমি দক্ষিণ অর্ধবেদী শ্রীকুঞ্জরকুমারকে প্রদান করিবে। দুই পক্ষের যে যোদ্ধারা রণে নিহত হইয়াছে তাহারা অক্ষতদেহে পুনরুজ্জীবিত হইবে।" এই কথা বলিয়া শিব অন্তর্ধান করিলে যুদ্ধে হত বীরেরা অক্ষতদেহে যেন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। (৯৩-১০২)

তখন অরিন্দম সূর্যপ্রভ শিবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া পূর্বে একটি বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে গমন করিল। তথায় পূর্ণ রাজসভায় শ্রুতশর্মা আগত হইলে তাহাকে স্বীয় সিংহাসনের অর্ধাংশে উপবেশন করাইল। প্রভাস প্রমুখ তাহার বয়স্যেরা এবং দামোদর প্রমুখ শ্রুতশর্মার বয়স্যেরা নৃপতিদ্বয়ের পার্শ্বে উপবেশন করিল। সুনীথ ও ময়াদি দানবগণ এবং বিদ্যাধরাধিপগণ যথাক্রমে উপবিষ্ট হইল। প্রহ্লাদ প্রমুখ সপ্তপাতালের দৈত্যাধিপগণ এবং দানবেরা তথায় সাহ্লাদে উপস্থিত হইল। বৃহস্পতিকে অগ্রে স্থাপন করিয়া ইন্দ্র লোকপালদিগের সহিত আগমন করিলেন। বিদ্যাধর সুমেরু এবং সুবাসকুমারও উপস্থিত হইল। দনু প্রমুখ কাশ্যপপত্নীরাও আগমন করিল এবং ভূতাসনে সূর্যপ্রভের ভার্যাগণও আগত হইল। পরস্পরের প্রতি প্রীতিমূলক আচার প্রদর্শনান্তে তাহারা উপবিষ্ট হইলে সিদ্ধি নাম্নী দনুর সখী দনুর পক্ষ হইতে বলিল, "হে দেবাসুরগণ, দেবী দনু তোমাদিগকে বলিতেছেন, এই মিত্রসংসদে আমরা যেরূপ সুখপ্রাপ্ত হইয়াছি তাহা কি পূর্বে আর কখনও ভোগ করিয়াছি? পরস্পরে আর ভীষণ দুঃখপ্রদ রণে প্রবৃত্ত হইও না। হিরণ্যাক্ষাদি জ্যেষ্ঠ অসুরগণ স্বর্গরাজ্য লাভার্থ যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা গত হইয়াছেন। এখন ইন্দ্রই সর্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং শত্রুতার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

পরস্পরের বৈরিতা বিসর্জনকরতঃ সুখী হও, আমিও হৃষ্ট হইব এবং জগতের সমৃদ্ধি হইবে।" (১০৩-১১৫) সিদ্ধি প্রমুখাৎ পূজনীয়া দনুর

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বৃহস্পতির আননে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বৃহস্পতি তাঁহাকে বলিলেল, "অসুরদিগের বিরুদ্ধে দেবতাদিগের কোন অসূয়া নাই এবং তাহারা তাহাদের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত, যদি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাহাদের সহিত বৈরিতা না করে।" সুরগুরু এই কথা বলিলে দানবরাজ ময় বলিল, "যদি অসুরদিগের কোন বৈরিভাব থাকিত তবে নমুচি ইন্দ্রকে মৃতসঞ্জীবক উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক প্রদান করিয়াছিলেন কেন ? প্রবল স্বীয়দেহ কি প্রকারে দেবতাদিগের নিকট উৎসর্গ করিয়াছিলেন ? বলি ত্রিভুবন বিষ্ণুকে প্রদান করিয়া কেন স্বয়ং কারাবরণ করিয়াছিল ? অয়োদেহ স্বীয় দেহ বিশ্বকর্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন কেন ? আমি আর কত বলিব ? অসুরেরা সতত উদার, তাহাদিগের ক্ষতিসাধন না করিলে তাহারা কাহারও বিরুদ্ধে বৈরিভাব পোষণ করে না।" ময়াসুরের এই উক্তির পর সিদ্ধি কিছু বলিলে দেবাসুরেরা সন্ধিকরতঃ পরস্পরের কণ্ঠালিঙ্গন করিল।

ইতোমধ্যে জয়ানামক প্রতিহারী ভবানী-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন করিলে সকলে তাহাকে সম্মাননা করিল। সে সুমেরুকে বলিল, "দুর্গাদেবী আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়া তোমাকে তাহার এই আদেশ প্রদান করিতে বলিয়াছেন, "তোমার কামচূড়ামণি নামা একটি কুমারী কন্যা আছে। তাহাকে সত্বর সূর্যপ্রভের হস্তে সম্প্রদান কর, সে আমার ভক্ত।" জয়া এই কথা বলিলে সুমেরু তাহার নিকট প্রণত হইয়া বলিল, "আমি দুর্গাদেবীর আদেশ পালন করিব। আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। ভগবান শম্ভুও বহুপূর্বে আমাকে এইপ্রকার করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।" (১১৬-১২৬) সুমেরু জয়াকে এই কথা বলিলে জয়া সূর্যপ্রভকে বলিল, "কামচূড়ামণিকে তুমি তোমার সকল ভার্যাদিগের উপরে স্থান দিবে এবং অন্যদের অপেক্ষা উহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। দেবী গৌরী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অদ্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।" সূর্যপ্রভ কর্তৃক পূজিত হইয়া এই কথা বলিবার পর জয়া অন্তর্ধান করিল। সুমেরু সেইদিনই বিবাহের লগ্ন স্থির করিয়া তথায় বেদী প্রস্তুত করিল। উহার স্তম্ভ এবং ভূমি সদরত্নভূষিত ছিল যাহাদের রশ্মিমালার দ্যুতিতে তত্রস্থ বহ্নিও যেন ম্লান হইয়াছিল। তথায় সে তাহার কন্যাকে আনয়ন করিলে দেবাসুরেরা যেন সতৃষ্ণ নয়নে তাহার রূপলাবণ্য পান করিতে লাগিল। তাহার সৌন্দর্য উমার ন্যায় ছিল। উহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই কারণ পার্বতী যদি

হিমালয়ের কন্যা হইয়া থাকেন, কামচূড়ামণিও সুমেরুর দুহিতা ছিল। তখন বিবাহসূত্রে শোভিত করিয়া সুসজ্জিত বেদীর উপর আরোহণ করানো হইলে দনু প্রভৃতি কর্তৃক কঙ্কণালঙ্কৃত কামচূড়ামণির পদ্মহস্ত সূর্যপ্রভ ধারণ করিল। অগ্নিতে প্রথম লাজমুষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে জয়া আগমনকরতঃ ভবানী-প্রেরিত অক্ষয় দিব্যমাল্য কামচূড়ামণিকে প্রদান করিল এবং সুমেরু অমূল্য রত্নাদি ও ঐরাবতকুলসম্ভূত একটি উত্তম দিব্য হস্তী প্রদান করিল। দ্বিতীয়বার লাজ নিক্ষিপ্ত হইলে জয়া একটি রত্নহার প্রদান করিল যাহা কণ্ঠে লগ্ন থাকিলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং মৃত্যু নিবারিত হয় এবং সুমেরু পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ রত্নরাজি ও উচ্চৈঃশ্রবাবংশজাত একটি অতুলনীয় ঘোটক প্রদান করিল। তৃতীয় লাজ ক্ষেপান্তে জয়া একটি একাবলী রত্নহার প্রদান করিল যাহা কণ্ঠে ধারণ করিলে যৌবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সুমেরু প্রথমবার যত রত্ন প্রদান করা হইয়াছিল তাহার ত্রিগুণ রত্নরাজি ও সর্বসিদ্ধি-প্রদানকারী একটি দিব্য মৌক্তিক প্রদান করিয়াছিল। (১২৭-১৪০)

উদ্বাহান্তে সুমেরু তত্রাগত সর্বজনকে বলিল, "সুরাসুর, বিদ্যাধর এবং দেবমাতৃগণ! আমি মস্তকোপরি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনারা সকলে অনুগ্রহপূর্বক অদ্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" তাহারা সকলে যখন সুমেরুর প্রস্তাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন নন্দী তথায় আগমনকরতঃ সর্বজন কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া বলিল, "শিব আদেশ করিতেছেন যে অদ্য আপনারা সকলে তাহার ভক্ত সুমেরুর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত পরিতৃপ্ত হউন।" নন্দীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলে সম্মত হইলে বিনায়ক, মহাকাল এবং বীরভদ্রাদি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া শিবপ্রেরিত অসংখ্য গণ তথায় উপস্থিত হইল। তথায় তাহারা উপযুক্ত ভোজনবেদী প্রস্তুত করিলে অতিথিদিগকে দেব, বিদ্যাধর এবং মনুষ্য—পর্যায়ক্রমে উপবিষ্ট করাইয়া বীরভদ্র, মহাকাল, ভৃঙ্গী ইত্যাদি দেবতাবর্গ তাহাদিগকে সুমেরু কর্তৃক মায়াবলে আনীত ভোজ্য-দ্রব্যাদি পরিবেশন করিয়াছিল। অন্যান্য ভোজ্যদ্রব্য শিবকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামধেনু প্রদান করিয়াছিল এবং প্রত্যেক অতিথির প্রতি তাহার মর্যাদানুরূপ আচরণ করা হইয়াছিল। অতঃপর সমবেত সংগীতানুষ্ঠানে সুরাঙ্গনাগণ অপরূপ নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত বিদ্যাধর বন্দিগণ সোৎসাহে যোগদান করিয়াছিল। ভোজনান্তে নন্দী প্রভৃতি তাহাদের সকলকে দিব্যমাল্য, বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্বক সম্মান করিলে দেবাদি, গণাধিপতিগণ এবং নন্দী প্রভৃতি গণদিগের সহিত যথা হইতে আগমন

করিয়াছিল তথায় প্রস্থান করিল। (১৪১-১৫২) দেবাসুরেরা, তাহাদের মাতৃগণ এবং সানুচর শ্রুতশর্মা ও সুমেরুর নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। সূর্যপ্রভ এবং তাহার পত্নী পূর্বে পরিণীতা বধূ এবং বয়স্যাদিগের সহিত বিমানযানে অগ্রে সুমেরুর তপোবনে গমন করিল এবং ভ্রাতা রত্নপ্রভ এবং নৃপতিদিগের নিকট স্বীয় সাফল্যের বার্তা প্রদানার্থ সখা হর্ষকে প্রেরণ করিল। দিবসান্তে সে পত্নী কামচূড়ামণির সুগঠিত রত্নপর্যঙ্ক-সমন্বিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনপূর্বক দশনক্ষতাদির দ্বারা নবোঢ়ার লজ্জা অপনোদনকরতঃ অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করিয়া ভার্যার মনোরঞ্জনার্থে বলিল, "অন্য রমণীরা আমার বাহিরে বাস করে কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থান কর।" প্রিয়ার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া সুখের রজনী যাপন করিলে তাহার নিদ্রার সহিত যামিনীরও অবসান হইল। (১৫৩-১৬০)

প্রাতঃকালে সূর্যপ্রভ গাত্রোত্থানপূর্বক একত্রে তাহার মহিষীদিগকে সম্ভাষণ করিতে গমন করিলে যখন তাহারা স্নিগ্ধমধুর সলজ্জ বক্রোক্তি দ্বারা তাহাকে নববধূর প্রেম সম্বন্ধে উপহাস করিতেছিল তখন দ্বারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া বিদ্যাধর সুষেণ তথায় প্রবেশ করিয়া প্রণতিপূর্বক বিজয়ী নৃপতিকে বলিল, "দেব, আমি ত্রিকুটেশ্বর এবং অন্যান্য বিদ্যাধরাধিপগণ কর্তৃক আপনার নিকট তাহাদের এই বার্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছি,—তৃতীয় দিবসে শুভক্ষণে ঋষভপর্বতে আপনার অভিষেকোৎসব সুসম্পন্ন হইবে। সকলের নিকট ইহা বিজ্ঞাপিত করা হউক এবং যথোপযুক্ত আয়োজনও করা হউক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্যপ্রভ দূতকে বলিল, "আমার পক্ষ হইতে ত্রিকূটাধিপতি এবং অন্যান্য বিদ্যাধরদিগকে এই কথা বলিবে,—আপনারা আয়োজন সম্পূর্ণ করুন এবং আর কি কি করিতে হইবে আমাকে বলিবেন। আমি অভিষেকদিবসের কথা সকলকে বিজ্ঞাপিত করিব।" সূর্যপ্রভের এই উত্তরসহ সুষেণ প্রস্থান করিলে সূর্যপ্রভ তাহার বয়স্য প্রভাসাদিকে একে একে দেবগণ, যাজ্ঞবল্কাদি মুনিগণ, নৃপতিগণ, বিদ্যাধর এবং অসুরগণকে অভিষেক-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। (১৫৪-১৭০)

সে স্বয়ং একাকী শিব এবং অম্বিকাকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত নগরাজ কৈলাসে গমন করিল। সে ঐ পর্বতে আরোহণ করিবার সময় দেখিতে পাইল যে উহা সিদ্ধ, ঋষি এবং দেববন্দিত ভস্মসংযোগে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া দ্বিতীয় শিবের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অর্দ্ধপথের অধিক

আরোহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ যখন দুরারোহ বলিয়া মনে হইল তখন সে পার্শ্বদেশে একটি প্রবালদ্বার দেখিতে পাইল। তাহা দর্শন করিয়া অলৌকিক ক্ষমতাসত্ত্বেও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সে একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিতে লাগিল। তখন গজমুখ এক ব্যক্তি দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিল, "আইস, প্রবেশ কর, ভগবান গণেশ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তখন তথায় প্রবেশ করিয়া সূর্যপ্রভ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে দ্বাদশাদিত্য-সমপ্রভ একদংষ্ট্র লম্বোদের ; ত্রিনেত্র গজানন জ্যোতীরস শিলোপরি অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার হস্তে জ্বলন্ত কুঠার এবং মুদ্গর ছিল। তিনি নানা প্রাণিমুখযুক্ত গণদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সে প্রণিপাত করিয়া বিনায়কের পাদবন্দনা করিল। বিঘ্ননাশক তাহার আগমনের কারণ জানিতে চাহিয়া সস্নেহে তাহাকে বলিলেন, "এই পথে আরোহণ কর।" সূর্যপ্রভ সেইপথে আরও পঞ্চ যোজন আরোহণপূর্বকপদ্মরাগমণি নির্মিত দ্বার দেখিতে পাইল। (১৭১-১৮০) তথায়ও প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সে সহস্র নামে একাগ্রচিত্তে শিবের আরাধনা করিতে থাকিলে স্কন্দপুত্র বিশাখা স্বয়ং দ্বার উন্মুক্তকরতঃ আত্মপরিচয় প্রদানান্তর নৃপতিকে অভ্যন্তরে লইয়া গেল। সূর্যপ্রভ তথার জ্বলন্ত বহ্নিসদৃশ তদ্বৎ শাখ, বিশাখাদি পঞ্চভ্রাতাসহ সকলের দর্শনলাভ করিল। জন্মমাত্রই যে দুষ্ট গ্রহ এবং শিশু গ্রহেরা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহারা এবং চরণানত কোটিসংখ্যক গণেশ তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। দেব কার্তিকেয় তুষ্ট হইয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে পর্বতারোহণের পথ প্রদর্শন করিলেন। এই প্রকারে পর পর সানুচর ভৈরব, মহাকাল, বীরভদ্র, নন্দী ও ভৃংগী কর্তৃক সুরক্ষিত রত্নময় পঞ্চ দ্বার অতিক্রম করিয়া সে পর্বতশিখরোপরি স্ফটিক নির্মিত অষ্টম দ্বারে উপস্থিত হইল। তথায় শিবের উপাসনা করিলে জনৈক রুদ্র তাহাকে সাদরে শম্ভুর অবাসস্থলে লইয়া গেল। উহা সৌন্দর্যে স্বর্গকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তথায় দিব্যগন্ধবহ সমীরণ বহিতেছিল, বৃক্ষসকল সর্বদা ফল ও পুষ্প ধারণ করিত, গন্ধর্বগণ সংগীত করিতেছিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছিল। তথায় একপার্শ্বে স্ফটিকময় সিংহাসনোপরি স্বচ্ছ স্ফটিকসন্নিভ ত্রিলোচন শূলপাণি বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার মস্তকে পীত জটাজুট এবং ললাটে অর্ধচন্দ্র ছিল এবং গিরিসুতা পার্শ্বে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন (১৮১-১৯১)। সূর্যপ্রভ সহর্ষে মহেশ্বরকে অবলোকন করিল। সে অগ্রসর হইয়া শিবের এবং দুর্গাদেবীর চরণে পতিত হইলে ভগবান হর তাহার পৃষ্ঠদেশে

স্বীয় কর স্থাপনপূর্বক তাহাকে উত্থিত করিয়া উপবিষ্ট করাইলেন এবং তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সূর্যপ্রভ দেবকে প্রত্যুত্তর করিল, "শীঘ্রই আমার অভিষেকোৎসব হইবে, আমি প্রভুর উপস্থিতি প্রার্থনা করি।" মহাদেব বলিলেন, "তুমি কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ? আমাকে ধ্যান করিলেই তুমি যেথায় অবস্থান করিতেছিলে তথায় উপস্থিত হইতাম। যাহা হউক, আমি উপস্থিত থাকিব।" ভক্তবৎসল শম্ভু এই কথা বলিয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক গণকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে লইয়া ঋষভ পর্বতে গমন কর। তথায় উহাকে সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হইতে হইবে। উহার রাজচক্রবর্তীদিগের অভিষেক মহোৎসবের নিমিত্ত ঐ স্থানই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।" সূর্যপ্রভ তখন শিবকে প্রদক্ষিণ করিলে এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গণ সসম্ভ্রমে উহাকে উৎসঙ্গে স্থাপনকরতঃ তৎক্ষণাৎ যাদুমন্ত্রবলে ঋষভ পর্বতে লইয়া গেল এবং অতঃপর অন্তর্হিত হইল। সূর্যপ্রভ তথায় উপস্থিত হইলে, তাহার বয়স্যগণ কামচূড়ামণি প্রমুখ ভার্যাগণ, বিদ্যাধরাধিপগণ, ইন্দ্রসহ দেবগণ, ময়প্রমুখ অসুরগণ, শ্রুতশর্মা, সুমেরু ও সুবাসকুমার তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। সূর্যপ্রভ তাহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিবের সহিত তাহার সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণনা করিলে তাহারা তাহাকে অভিনন্দিত করিল। (১৯২-২০২) নদ, নদী, সমুদ্র, তীর্থ হইতে স্বর্ণময় এবং রত্নময় কুম্ভে নানাপ্রকার ওষধি মিশ্রণ করিয়া প্রভাসাদি স্বহস্তে অভিষেক বারি আনয়ন করিয়াছিল। পার্বতীসহ শিব তথায় উপস্থিত হইলে দেবাসুর, বিদ্যাধর, ভূপতিবৃন্দ এবং মহর্ষিগণ তাঁহার চরণবন্দনা করিল। দেবদানব, বিদ্যাধরেরা "অদ্যকার দিন শুভ হউক" এই বলিয়া উচ্চরব করিলে ঋষিগণ সূর্যপ্রভকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া তাহার মস্তকে সমস্ত বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীরূপে ঘোষণা করিল। তখন মায়াসুর আনন্দে তাহার মস্তকে পট্টবন্ধনকরতঃ মুকুট স্থাপন করিল। অপ্সরা নৃত্যসহ স্বর্গে দেব দুন্দুভি নিনাদ মর্তের তূর্যনাদের সহিত সহর্ষে মিলিত হইল। ঋষিসংঘ কামচূড়ামণির মস্তকে অভিষেক বারি সিঞ্চিত করিয়া সূর্যপ্রভের উপযুক্ত মহারাজ্ঞীরূপে অভিষিক্ত করিল। দেবাসুরেরা প্রস্থান করিলে সূর্যপ্রভ স্বজন, বয়স্য এবং সঙ্গীদিগের সাহচর্যে অভিষেক-মহোৎসব প্রলম্বিত করিল। কিয়দ্দিবসান্তে শিবের কথামত শ্রুতশর্মাকে অর্ধ উত্তর বেদী প্রদান করিয়া অন্যান্য প্রিয়জনকে প্রাপ্ত হইয়া বয়স্যদিগের সহিত বহুকাল পর্যন্ত সে বিদ্যাধর রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়াছিল।

এইপ্রকারে শিবের প্রসাদে নর হইয়াও সূর্যপ্রভ বিদ্যাধর-রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৎসরাজের সম্মুখে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া নরবাহনদত্তকে প্রণাম করিয়া বিদ্যাধররাজ বজ্রপ্রভ স্বর্গে আরোহণ করিলেন। তাহার অন্তর্ধানের পর সেই পরাক্রান্ত নরপতি নরবাহনদত্ত মদনমঞ্চুকাসহ বিদ্যাধরদিগের রাজ-চক্রবর্তী হইবার নিমিত্ত পিতা বৎসরাজের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। (২০৩-২১২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের সূর্যপ্রভ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
ইতি সূর্যপ্রভ নামক অষ্টম লম্বক সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২১২
ক্রমিক সংখ্যা—৮৯৩৫

নবম লম্বক

অলঙ্কারবতী

মন্দার পর্বতকর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধারস নিষিক্ত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয়-দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সমস্ত বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

প্রথম তরংগ

আমরা সেই নৃত্যপর গণেশকে প্রণাম করি, নিশুম্ভকর্তৃক মেদিনী ভারগ্রস্ত হওয়ায় যাহার সম্মুখে পর্বতরাজিও নত হয়।

এই প্রকারে বৎসরাজপুত্র নরবাহনদত্ত কৌশাম্বীতে পিতৃ প্রাসাদে অবস্থান করিবার সময় সাশ্চর্যে বিদ্যাধরাধিপতির আখ্যান শ্রবণ করিয়াছিল। একদা মৃগয়ার্থে গমন করিয়া সে সৈন্যদিগকে বিদায় প্রদানপূর্বক কেবলমাত্র গোমুখকে সংগে লইয়া একটি বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইয়া সৌভাগ্যের সূচনা করিলে সে অচিরে দিব্য বীণাবাদনসহ সংগীত ধ্বনি শ্রবণ করিল। এই ধ্বনি কোথা হইতে আগমন করিতেছে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিয়দ্দূর গমন করিয়া শিবের স্বয়ম্ভূ মন্দির দেখিতে পাইয়া অশ্ব বন্ধন করিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিল। তথায় সে বহু-সুন্দরী কন্যা পরিবৃতা বীণাবাদন দ্বারা শিবারাধনায় রতা একটি দিব্যাংগনার দর্শন লাভ করিল। চন্দ্র যেরূপ সমুদ্রের হৃদয় আলোড়িত করিয়া উহার দর্শন মাত্র তাহার দ্যুতিমান দিব্যকান্তি তাহার হৃদয় উদ্বেলিত করিল। সেই রমণীও উহার দিকে সরস স্নিগ্ধ মুগ্ধ আঁখি নিবদ্ধ করিয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া বীণা বাদন বিস্মৃত হইল। নরবাহনদত্তের চিত্তজ্ঞ গোমুখ তখন তাহার সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে এবং কাহার দুহিতা ?" ইতোমধ্যে ঐ রমণীর সমাকৃতি হেমারুণ প্রভা বিকীরণকরতঃ এক প্রৌঢ়া বিদ্যাধরী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া ঐ কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে সে তাহার পদে প্রণতা হইল, ঐ প্রৌঢ়া কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিল, "এমন পতি নির্বিঘ্নে প্রাপ্ত হও, যে নিখিল বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবে।" তখন নরবাহনদত্ত ঐ সৌম্যা বিদ্যাধরীর নিকট অগমনকরতঃ তাহাকে প্রণাম করিলে সে তাহাকে আশীর্বাদ করিল। নরবাহনদত্ত ধীরে ধীরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাতঃ, এই কন্যা কে, আমাকে বলুন। বিদ্যাধরী তাহাকে বলিল "আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর" (১-১৪)—

অলঙ্কারবতীর কাহিনী

গৌরী পিতার পর্বতে শ্রীসুন্দরপুর নামক এক নগর আছে। তথায় বিদ্যা-ধরপতি অলংকারশীল বাস করে। সেই উদারচেতা নৃপতির কাঞ্চনপ্রভা

নামক মহিষীর গর্ভে তাহার এক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। উমা তাহার পিতাকে স্বপ্নে "এই শিশু ধর্মপরায়ণ হইবে" এই কথা বলিলে, উহার "ধর্মশীল" নামকরণ করা হইল। কালক্রমে পুত্র ধর্মশীল যৌবনপ্রাপ্ত হইলে নৃপতি উহাকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল।

যুবরাজ হইয়া ধর্মশীল একান্ত ধর্মপর এবং সংযমী হইয়া পিতাপেক্ষাও প্রজাদিগের অধিকতর মনোরঞ্জন করিল। অতঃপর অলংকারশীলমহিষী কাঞ্চনপ্রভা গর্ভবতী হইয়া একটি কন্যা প্রসব করিলে দৈববাণী হইল, "এই কন্যা রাজচক্রবর্তী নরবাহনদত্তের ভার্যা হইবে।" পিতা উহার নামকরণ করিলেন 'অলংকারবতী' এবং সে ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কালক্রমে সে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা হইলে স্বীয় পিতার নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শিবের প্রতি ভক্তিবশতঃ মন্দিরে মন্দিরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত সাধুপ্রকৃতি তাহার ভ্রাতা-ধর্মশীল পিতা অলংকারশীলকে একান্তে বলিল, "তাত, এই ক্ষণভঙ্গুর আমোদপ্রমোদ আমাকে সুখ প্রদান করে না। সংসারে এমন কি আছে যাহা শেষ পর্যন্ত বিরস বলিয়া বোধ হয় না? এই বিষয়ে আপনি কি ব্যাসমুনির বচন শ্রবণ করেন নাই? সমস্ত বস্তুনিচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সমস্ত বৃদ্ধির পতন হয়, সমস্ত মিলনের বিয়োগ হয় এবং জীবন মরণে পর্যবসিত হয়। এই নশ্বর বস্তুনিচয় হইতে, হে পিতঃ কোন্ প্রাজ্ঞ সুখ লাভ করিতে পারে? অধিকন্তু, ভোগ, বিলাস এবং বিত্তরাজি পরলোক স্বর্গে গমন করে না। ধর্মই একমাত্র বান্ধব যাহা সঙ্গ হইতে এক পদও বিচ্যুত হয় না। সুতরাং আমি শাশ্বত পরমসম্পদ লাভার্থ অরণ্যে গমনপূর্বক কঠোর তপশ্চর্যায় ব্রতী হইব।" রাজপুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা অলংকারশীল আকুল হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে বলিল, "বৎস, বাল্যাবস্থায় তোমার এই প্রকার মতিভ্রম হইয়াছে কেন? সদ্ব্যক্তিগণ যৌবনে সুখ সম্ভোগান্তে নিভৃতে অবস্থান করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন। এখন তোমার দার পরিগ্রহ, ভোগবিলাস এবং ধর্মপথে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবার বয়স, বৈরাগ্যের নহে।" পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মশীল উত্তর করিল, "সংযত কিংবা অসংযত হইবার কোন নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম নাই, ঈশ্বরের কৃপা হইলে বালকও শমতা প্রাপ্ত হইতে পারে, অসদ্ব্যক্তি বৃদ্ধ হইলেও যাহা পারে না। (১৫-৩৪) রাজত্ব করিয়া কিংবা বিবাহ করিয়া আমি সুখী হইতে পারিবনা, আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে তপশ্চর্যাদ্বার শিবের আরাধনা করা।" রাজকুমার এই কথা বলিলে তাহাকে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যচ্যুত করা যাইবে

না দেখিয়া রাজা সাশ্রুলোচনে বলিল, "হে পুত্র, এই অল্পবয়সেই তুমি যদি এই প্রকার সংযমের পরিচয় দাও তবে আমি কেন দিব না? আমিও অরণ্যে গমন করিব।" সে এই কথা বলিয়া মর্তলোকে গমনপূর্বক ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র-দিগকে অযুত সুবর্ণ এবং রত্নাদি প্রদানপূর্বক নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া পত্নী কাঞ্চনপ্রভাকে বলিল, "আমার আদেশ যদি মান্য করিতে ইচ্ছা কর তবে স্ব-পুরে অবস্থানকরতঃ আমাদের কন্যা অলংকারবতীর রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বৎসরান্তে ঠিক এই দিবসে উহার শুভ-বিবাহ লগ্ন উপস্থিত হইলে, আমি আমাদের নগরীতে আগত নরবাহনদত্তের সহিত উহার বিবাহ দিব, আমার সেই জামাতা রাজচক্রবর্তী হইবে।" পত্নীকে এই কথা বলিয়া নৃপতি তাহাকে শপথ করাইলে রাজ্ঞী ক্রন্দন করিতে করিতে কন্যাসহ প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং নৃপতি পুত্রসহ বনে গমন করিল, কিন্তু তাঁহার ভার্যা কাঞ্চনপ্রভা নিজ নগরীতেই কন্যাসহ অবস্থান করিতে লাগিল। কোন্ সৎভার্যা পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করে? তাহার কন্যা অলংকারবতী বহু মন্দিরে গমন করিয়াছিল এবং কন্যার মাতাও স্নেহবশতঃ কন্যার সঙ্গিনী হইয়াছিল। একদা প্রজ্ঞপ্তিবিদ্যা তাহাকে বলিল, "কাশ্মীর দেশস্থ স্বয়ম্ভু তীর্থে আরাধনা করিলে তুমি অনায়াসে বিদ্যাধররাজচক্রবর্তী নরবাহনদত্তকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।" বিদ্যার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে মাতার সহিত কাশ্মীরে গমনপূর্বক নন্দিক্ষেত্রে, মহাদেবগিরিতে, সমর পর্বতে, সুরেশ্বরী পর্বতমালায়, বিজয়ে এবং কপটেশ্বর তীর্থাদিতে শম্ভুর উপাসনা করিয়াছিল। এই সমস্ত তীর্থস্থানে এবং অন্যান্য স্থানে পার্বতীপতির আরাধনান্তর সেই বিদ্যাধরপতি-কন্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১৫-৪৯)

হে সুভগ, জানিয়া রাখ, এই কন্যাই সেই অলংকারবতী এবং আমি তাহার জননী কাঞ্চনপ্রভা। অদ্য আমার অজ্ঞাতসারে সে এই মন্দিরে আগমন করিয়াছে। আমিও প্রজ্ঞপ্তিবিদ্যার সাহায্যে ইহা জ্ঞাত হইয়া হেথায় আগমন করিয়াছি এবং সেই বিদ্যাই আমাকে তোমার হেথায় আগমন-বার্তা প্রদান করিয়াছে। দেবতাকর্তৃক তোমার পত্নীরূপে নির্দিষ্ট আমার এই কন্যাকে তুমি বিবাহ কর, আগামীকল্য উহার পিতা কর্তৃক নির্দিষ্ট বিবাহের দিন সমাগত হইবে, সুতরাং হে পুত্র, তুমি অদ্য তোমার স্বনগরী কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন কর, আমরাও এইস্থান পরিত্যাগ করিতেছি, আগামীকাল নৃপতি অলংকারশীল তপোবন হইতে আগমনপূর্বক স্বয়ং তোমার হস্তে তাঁহার কন্যাকে সম্প্রদান করিবেন।"

সে এই কথা বলিলে অলংকারবতী এবং নরবাহনদত্তের এমন এক অবস্থা

হইল যে আসন্ন দিনান্তে চক্রবাকের ন্যায় একটি রজনী বিরহ সহ্য করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের নয়ন অশ্রু ভারাক্রান্ত হইল। তাহাদের এই অবস্থা অবলোকন করিয়া কাঞ্চনপ্রভা বলিল, "একরাত্র বিরহে যাপন করিতে হইবে বলিয়া তোমরা এত অধৈর্য প্রকাশ করিতেছ কেন? দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ বহুকাল অনিশ্চিত বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হয়। প্রমাণস্বরূপ রামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর আখ্যান শ্রবণ কর।"

রাম এবং সীতার কাহিনী

পুরাকালে অযোধ্যাধিপতি দশরথের ভরত, শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাম নামক পুত্র ছিল। রাবণ-বধার্থে তাহার বিষ্ণুর অংশে জন্ম হইয়াছিল। তাহার প্রাণপ্রিয়া জনকাত্মজা সীতা নাম্নী পত্নী ছিল। বিধিবশে তাহার পিতা ভরতকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথায় পথে জটায়ুকে হত্যা করিয়া প্রিয়তমা সীতাকে হরণকরতঃ রাবণ তাহাকে লংকায় লইয়া গিয়াছিল। তখন বিরহী রাম বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল এবং মারুতিকে প্রেরণ করিয়া পত্নীর সংবাদ আনয়ন করিয়াছিল। সেতুবন্ধন-পূর্বক সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণকে হত্যাকরতঃ বিভীষণকে লঙ্কা প্রদান করিয়া সে সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিল। বন হইতে প্রত্যাগত হইয়া যখন সে ভরত-প্রত্যর্পিত রাজ্য শাসন করিতেছিল তখন অযোধ্যাতে সীতা গর্ভবতী হইল। নৃপতি অল্প কয়েকজন সহ প্রজাদিগের কার্যাদি নিরীক্ষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকিলে সে দেখিতে পাইল অন্য ব্যক্তির গৃহে গমন করার অপরাধে জনৈক ব্যক্তি তাহার পত্নীর হস্ত গ্রহণপূর্বক তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। রাম সেই পত্নীকে পতির নিকট এইরূপ বলিতে শ্রবণ করিল, "সীতা রাক্ষসগৃহে বাস করা সত্ত্বেও রাম তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই ব্যক্তি দেখিতেছি রাম হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ আমি আত্মীয়গৃহে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া আমাকে ত্যাগ করিতেছে।" রাম বিষণ্ণচিত্তে গৃহে গমন করিল এবং লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিল। কীর্তিমান পুরুষ বরং বিরহ যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত, কিন্তু অখ্যাতিকে নহে। (৫০-৭০) গর্ভালসা সীতা দৈবাৎ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলে সেই ঋষি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য ঋষিরা পরস্পর

আলোচনা করিতে লাগিলেন, "এই সীতা নিশ্চয়ই দোষী নতুবা তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কেন? উহার দর্শনে আমরা কলঙ্কিত হইব, কিন্তু বাল্মীকি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আশ্রম হইতে নির্বাসন করিতেছেন না, কারণ উহাকে দর্শন করিয়া স্বীয় তপঃপ্রভাবে মুনি কলুষিত হইবেন না। চল, আমরা অন্য আশ্রমে গমন করি।" উহা জ্ঞাত হইয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, "বিপ্রগণ, এই বিষয়ে তোমাদের কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি তপোবলে জ্ঞাত হইয়াছি যে সীতা সতীসাধ্বী।" এতদ্সত্ত্বেও তাহারা সন্দেহ প্রকাশ করিলে সীতা তাহাদিগকে বলিল, "মহাত্মাগণ, আপনাদের জ্ঞাত যে কোন উপায়ে আমার শুদ্ধতা পরীক্ষা করুন। অসতী বলিয়া প্রমাণিত হইলে শিরচ্ছেদন করিয়া আমার দণ্ডবিধান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিরা অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে বলিলেন, "এই অরণ্যে টিট্টিভসরঃ নামক একটি অতিপবিত্র তীর্থ আছে। টিট্টিভী নাম্নী জনৈকা সাধ্বী রমণীর স্বামী, পত্নী অন্যের প্রতি আসক্তা এইরূপ মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তাহার প্রতি দোষারোপ করিলে, সেই অসহায়া রমণী ভূদেবী এবং লোকপালদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং তাহারা উহার শুদ্ধির প্রমাণস্বরূপ ইহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তথায় রাঘববধূ আমাদিগের নিকট তাহার সতীত্বের প্রমাণ প্রদান করুন।" তাহারা এইরূপ বলিলে সীতা তাহাদের সহিত তথায় গমন করিয়া বলিল, "মাতঃ ধরিত্রী-দেবি, যদি পতি ব্যতীত আমার হৃদয় অন্য কাহারও প্রতি আসক্ত না হইয়া থাকে তবে আমি যেন অপর তীরে উপনীত হইতে পারি।" এই কথা বলিয়া সে সরোবরে প্রবেশ করিলে ধরণীদেবী আত্মপ্রকাশপূর্বক তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া অপর তীরে আনয়ন করিলেন। তখন সমস্ত মুনিরা সেই সাধ্বীর পূজা করিয়া রাম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া রামের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে পতিব্রতা সীতা তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "আপনারা আমার পতির বিরুদ্ধে কোনও অশুভ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবেন না, এই পাপাত্মা আমাকেই অভিশপ্ত করুন।" (৭১-৮৪) তাহার আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'পুত্র-সন্তানের জন্ম হইবে' বলিয়া আশীর্বাদ করিলে সীতা তথায় বাস কালে যথাসময়ে একটি পুত্র প্রসব করিলেন এবং বাল্মীকি তাহার নাম দিলেন 'লব'। একদিন সীতা শিশুসহ স্নানার্থে গমন করিলে মুনি শিশুকে কুটিরে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন "সীতা ত স্নানগমন-কালে শিশুকে পশ্চাতে রাখিয়া যায়। এই শিশুর কি হইল? নিশ্চয়ই

কোন বন্য জন্তু উহাকে লইয়া গিয়াছে। আমি একটি শিশু সৃষ্টি করিয়া রাখিব, নতুবা স্নান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সীতা শোকে প্রাণ ত্যাগ করিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কুশদ্বারা লবের অনুরূপ একটি শিশু নির্মাণ করিয়া তথায় রাখিলেন। সীতা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উহাকে দর্শন করিয়া মুনিকে বলিল, "মুনিবর আমার পুত্র আমার নিকটেই আছে, এই শিশুটি কোথা হইতে আগমন করিয়াছে?" বাল্মীকি মুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "হে অনঘে, এই দ্বিতীয় পুত্রকে গ্রহণ কর, আমি শক্তিবলে উহাকে কুশ তৃণ-দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, কুশ তৃণদ্বারা নির্মাণ করিয়াছি বলিয়া ইহার 'কুশ' নামকরণ করিয়াছি।" তিনি উহাকে এইরূপ বলিলে, বাল্মীকি মুনি সংস্কার কার্যাদি সম্পন্ন করিলে, সীতা উহাকে লালন-পালন করিতে লাগিল। এই বালক ক্ষত্রকুমারদ্বয় বাল্যকালেই বাল্মীকি মুনির নিকট দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে এবং সর্ববিদ্যায় শিক্ষালাভ করিল।

একদিন তাহারা একটি আশ্রমমৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিল এবং বাল্মীকি মুনিদ্বারা পুজিত একটি শিবলিঙ্গ ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিয়াছিল। মুনি অসন্তুষ্ট হইলে এবং সীতাদেবী অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি নিম্নোক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন, "লব গমনপূর্বক কুবেরের সরোবর হইতে স্বর্ণকমল এবং তাহার উদ্যান হইতে মন্দার পুষ্প আনয়ন-করতঃ তাহারা দুই ভ্রাতা উহা দ্বারা এই লিঙ্গের অর্চনা করিলে উভয় ভ্রাতার পাপস্খালন হইবে"। (৮৫-৯৬) লব এই কথা শ্রবণ করিয়া বালক হওয়া সত্ত্বেও কৈলাসপর্বতে গমন করিয়া কুবেরের সরোবর এবং উদ্যান আক্রমণ করিল এবং যক্ষদিগকে বধ করিয়া ঐ পদ্ম ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিল। ইতোমধ্যে লক্ষ্মণ রামের নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত একটি সুলক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য অন্বেষণ করিতে করিতে সেই পথে আগমন করিতেছিল এবং লবকে দেখিতে পাইয়া ক্ষত্রোচিত ধর্মানুসারে তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া মোহন বাণে সম্মোহিতকরতঃ তাহাকে বন্দী করিয়া অযোধ্যাপুরীতে আনয়ন করিল। ইতোমধ্যে লবের প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত উদ্বিগ্না সীতাদেবীকে প্রাজ্ঞ বাল্মীকি আশ্বাস প্রদানকরতঃ তাঁহার আশ্রমে কুশকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ বালক লবকে বন্দী করিয়া অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছে। তুমি তথায় গমন করিয়া এই অস্ত্রাদিদ্বারা লক্ষ্মণকে পরাজিত করিয়া লবকে উদ্ধার কর।" এই কথা বলিয়া মুনি তাহাকে

দিব্য অস্ত্র প্রদান করিলে কুশ অযোধ্যায় গমনপূর্বক যজ্ঞভূমি অবরোধ করিল এবং লক্ষ্মণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে নিরোধ করিতে উদ্যত হইলে সে ঐ দিব্যাস্ত্রাদির সাহায্যে লক্ষ্মণকে পরাজিত করিল। রাম তখন তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বাল্মীকির বলে বলীয়ান কুশকে শত অস্ত্র প্রয়োগেও জয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কে এবং তাহার আগমনের উদ্দেশ্য কি। তখন কুশ বলিল, "লক্ষ্মণ আমার অগ্রজকে বন্দী করিয়া হেথায় আনয়ন করিয়াছে, আমি তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমাদের জননী জানকী বলিয়াছেন যে, আমরা কুশ এবং লব রামের পুত্র।" অতঃপর সে জানকীর কাহিনী বর্ণনা করিলে রাম বাষ্পাকুল নয়নে লবকে আহ্বানকরতঃ উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমিই সেই পাপী রাম", তখন তথায় আগত পৌরজনগণ ঐ বীর বালকদ্বয়কে দেখিয়া সীতার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং রাম উহাদিগকে স্বীয় পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আনয়নপূর্বক পুত্রদিগের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাম সীতাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

বীরপুরুষেরা বহুকাল পর্যন্ত এই প্রকারে বিরহ যাতনা ভোগ করিতে পারে, আর তোমরা একরাত্রির বিরহ সহ্য করা কষ্টকর বলিয়া মনে কর কেন? বিবাহোৎসুক দুহিতা অলংকারবতী এবং নরবাহনদত্তকে এই কথা বলিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় আগমনের প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক কাঞ্চনপ্রভা কন্যাসহ নভোমার্গে প্রস্থান করিল এবং উন্মনা নরবাহনদত্তও কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

তখন সে রজনীতে নিদ্রালাভ করিতে অসমর্থ হইলে গোমুখ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ বলিল, "দেব, আমি পৃথ্বীরূপের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন"। (৯৭-১১৬)

রূপবান্ নৃপতি পৃথ্বীরূপের কাহিনী

দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠান নগরে পৃথ্বীরূপ নামক এক রূপবান্ নরপতি বাস করিত। একদিন দুইজন জ্ঞানী শ্রমণ নৃপতিকে অতিশয় রূপবান্ দেখিয়া তাহার নিকটে আগমনপূর্বক বলিল, "রাজন্, আমরা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া মুক্তিপুর দ্বীপের রাজা রূপধর এবং রাজ্ঞী হেমলতার রূপবতী নাম্নী দুহিতা ব্যতীত রূপে আপনার সমকক্ষ কোনও পুরুষ

কিংবা নারীর দর্শন লাভ করি নাই। সেই কন্যাই কেবলমাত্র আপনার সমতুল্য এবং আপনিও তাহার সমকক্ষ। যদি আপনারা উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন তবে উত্তম কার্য হইবে।" শ্রমণদের এই বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশসহ কামদেবের শরও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। তখন সে সমুৎসুক হইয়া কুমারিদত্ত নামক তাহার দক্ষ চিত্রকরকে আদেশ করিল, "চিত্রপটে আমার আকৃতি উত্তমরূপে অঙ্কিত করিয়া এই ভিক্ষুদ্বয়সহ মুক্তিপুর দ্বীপে গমনপূর্বক কোন কৌশলে ইহা নৃপতি রূপধর এবং তাহার কন্যা রূপলতাকে দেখাও। সেই ভূপতি আমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিবে কি না জ্ঞাত হইয়া রূপলতার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবে।" এই কথা বলিয়া রাজা চিত্রপটে চিত্রকর দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কন করাইয়া ঐ ভিক্ষুদের সহিত তাহাকে সেই দ্বীপে প্রেরণ করিল। এইরূপে যাত্রা করিয়া চিত্রকর এবং শ্রমণেরা কালক্রমে সমুদ্রতীরস্থ পুত্রপুর নগরেতে আগমন করিল। তথায় অর্ণবযানে আরোহণপূর্বক পঞ্চমদিনে তাহারা মুক্তিপুর দ্বীপে উপনীত হইল। তথায় গমনপূর্বক চিত্রকর রাজদ্বারে বিজ্ঞাপিত করিল যে তাহার তুল্য চিত্রকর পৃথিবীতে আর নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপধর তাহাকে আহ্বান করিলে সে প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ নৃপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দেব, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াও আমার মত চিত্রকরের সাক্ষাৎলাভ করি নাই। আমাকে বলুন দেব, নর, অসুর কাহার মূর্তি আমি অঙ্কিত করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতিকন্যা রূপলতাকে তাহার সমীপে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করিল, "আমার এই কন্যার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিয়া আমাকে দেখাও।" চিত্রকর কুমারিদত্ত চিত্রপটে রাজকুমারীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়া দেখাইল—ইহা অবিকল মূলানুগ হইয়াছিল। ভূপতি রূপধর প্রীত হইয়া উহাকে বিচক্ষণ মনে করিয়া জামাতালাভের উদ্দেশ্যে ঐ চিত্রকরকে বলিল, "ভদ্র, তুমি ত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছ, আমাকে বল রূপে আমার কন্যার সহিত তুলনীয় কোনও পুরুষ কিংবা রমণীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছ কি?" নৃপতি এই কথা বলিলে চিত্রকর প্রত্যুত্তর করিল, "পৃথ্বীরূপ নামক প্রতিষ্ঠানের নৃপতি ব্যতীত ইহার সমকক্ষ নর কিংবা নারী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার সহিত ইহার বিবাহ হইলে অতিশয় উত্তম হইবে। নিজের মত রূপশালিনী কোনও রাজনন্দিনীকে প্রাপ্ত না হওয়ায় তিনি এখনও অবিবাহিত আছেন। দেব, সেই নয়নপ্রীতিকর নরপতিকে সন্দর্শন

করিয়া তাহার রূপমুগ্ধ হইয়া আমি হুবহু তাহার একটি পট অঙ্কিত করিয়াছিলাম।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা শুধাইলেন, "সেই চিত্রটি কি তোমার নিকট আছে?" "হ্যাঁ, আছে"—এই কথা বলিয়া চিত্রকর সেই ছবিটি দেখাইল। (১১৭-১৪১) পৃথ্বীধররাজের সৌন্দর্য দর্শনে নৃপতি রূপধরের মস্তক ঘূর্ণিত হইল এবং সে বলিল, "মাত্র পটেই সেই ভূপতিকে দর্শন করিয়া আমরা নিজেদের সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছি, যাহারা তাহাকে রক্তমাংসে দেখিয়াছে আমি তাহাদিগকে নমস্কার করি।" পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রে নৃপতিকে দর্শন করিয়া ঔৎসুক্যবশতঃ রূপলতা কিছু শুনিতে পাইল না, দেখিতেও পাইল না। নৃপতি রূপধর তখন দুহিতাকে কামমোহিতা দর্শন করিয়া চিত্রকর কুমারিদত্তকে বলিল, "তোমার চিত্র অবশ্যই মূলানুগ, সেই নৃপতি পৃথ্বীরূপ আমার কন্যার সুযোগ্য পাত্র হইবে। আমার কন্যার আলেখ্য লইয়া সত্বর নৃপতি পৃথ্বীরূপকে দেখাইয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা যথাযথ বিবৃত করিবে এবং তাহার যদি ইচ্ছা হয় তবে যেন সে সত্বর আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে হেথায় আগমন করে।" ইহা বলিয়া চিত্রকরকে উপহারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া স্বীয় দূত এবং শ্রমণদিগের সহিত উহাকে প্রেরণ করিল।

চিত্রকর, দূত এবং শ্রমণেরা সমুদ্র উত্তরণপূর্বক প্রতিষ্ঠানে নৃপতি পৃথ্বীরূপের সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া যাহা ঘটিয়াছিল যথাযথ তাহা নিবেদন করিয়া রূপধরের সন্দেশ তাহাকে প্রদান করিল। অতঃপর চিত্রকর কুমারিদত্ত প্রিয় রূপলতার আলেখ্য নৃপতিকে দেখাইলে তাহার নয়ন রূপলতার রূপসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আর যেন বাহিরে আসিতে পারিতেছিল না। চকোরী যেরূপ চন্দ্রালোকসুধা পান করিয়া তৃপ্ত হয় না অত্যধিক ঔৎসুক্যবশতঃ নৃপতিও তদ্রূপ রাজকন্যার সুধাস্রোত নিষ্যন্দিনী সুন্দরাকৃতি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছিল না। সে চিত্রকরকে বলিল, "সখে, যে বিধাতা উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি উহার প্রতিলিপি অংকন করিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই প্রশংসার্হ। আমি ভূপতি রূপধরের প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম, মুক্তিপুর দ্বীপে গমনপূর্বক তাহার দুহিতাকে বিবাহ করিব।" ইহা বলিয়া চিত্রকর, দূত এবং ভিক্ষুদিগকে সম্মানিত করিয়া রাজা চিত্রপটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। (১৪২-১৫৭)

বিরহ ব্যথায় জর্জরিত নৃপতি সেই দিবস উদ্যানাদিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া একটি শুভলগ্ন নিরূপণপূর্বক পরদিবস প্রয়ান করিল। বহু অশ্ব, গজ, সামন্ত এবং রাজপুত পরিবৃত হইয়া এবং চিত্রকর, শ্রমণ

এবং রূপধরের দূত সমভিব্যাহারে সে গজেন্দ্র মংগলঘটে আরোহণপূর্বক বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বারে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থান করিল এবং পরদিবস শত্রুমর্দন নামক গজে আরোহণপূর্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল। যখন সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল তখন দেখিতে পাইল যে তাহার সম্মুখে চলমান তাহার সৈন্যরাজি অকস্মাৎ পলায়ন করিতেছে। যখন সে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইহার তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যস্ত ছিল তখন নির্ভয় নামক গজারূঢ় রাজপুত তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিল, "দেব, ভীল্লদের একটি বিরাট বাহিনী আমাদিগকে সম্মুখভাগে আক্রমণ করিয়া শর নিক্ষেপ-পূর্বক আমাদিগের পঞ্চাশটি হস্তী, একসহস্র পদাতিক এবং ত্রিশত অশ্ব নিহত করিয়াছে, এবং আমাদের সৈন্যরা দুই সহস্র ভীল্ল হত করিয়াছে। অতএব আমাদের একটি কবন্ধের স্থানে উহাদের দুইটি কবন্ধ দেখা যাইতেছে। কিন্তু উহাদের বজ্রসম শর নিক্ষেপে নিপীড়িত হইয়া আমাদের সৈন্য ছত্রভংগ হইয়াছে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন যেরূপ কৌরবসেনা নিপাত করিয়াছিল নৃপতি কুপিত হইয়া তদ্রূপ ভীল্ল চমূ বধ করিতে লাগিল। নির্ভয়াদি অন্যান্য দস্যুদিগকে বধ করিলে রাজা অর্ধচন্দ্র শরে ভীল্ল সেনাপতির মস্তক ছেদন করিল। নৃপতির শরাহত হস্তী শত্রুমর্দনের দেহ হইতে যখন রক্তস্রাব হইতেছিল তখন মনে হইল নেত্রাঞ্জন পর্বত হইতে যেন সিন্দুর-নির্ঝর প্রবাহিত হইতেছে, তখন জয়ী হইতেছে দর্শন করিয়া তাহার ছত্রভংগ সৈন্যবৃন্দ পুনরায় আগমন করিল এবং ভীল্ল বাহিনীর যাহারা নিহত হয় নাই তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিল। পৃথবীরূপ সংগ্রাম সমাপ্ত করিলে রূপধর দূত তাহার পরাক্রমের প্রশংসা করিল এবং বিজয়ী নৃপতি আহত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম প্রদানার্থ অরণ্যপ্রদেশে একটি সরোবরের তীরে অবস্থান করিল। (১৫৮-১৭২)

প্রাতে নরপতি তথা হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সমুদ্রতীরস্থ পুত্রপুরে উপনীত হইল। তথাকার ভূপতি উদারচরিত কর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়া সেই দিবস তথায় বিশ্রাম করিল এবং সেই ভূপতি কর্তৃক প্রদত্ত অর্ণব-যানে সমুদ্রলঙ্ঘনকরতঃ অষ্টমদিবসে মুক্তিপুর দ্বীপে আগমন করিল।

ভূপতি রূপধর এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার সাক্ষাৎলাভার্থ আগমন করিলে দুই রাজা মিলিত হইয়া পরস্পরের কণ্ঠালিংগন করিল। নৃপতি পৃথবীরূপ তাহার সহিত নগরীতে প্রবেশ করিলে মনে হইল পুর-নারীরা যেন তাহাকে চক্ষুদ্বারা পান করিতে লাগিল এবং রাজ্ঞী হেমলতা ও রাজা রূপধর তাহাদের দুহিতার উপযুক্ত বরলাভ করিয়া আনন্দিত হইল।

নৃপতি পৃথ্বীরূপ তথায় অবস্থান করিলে তাহাকে সম্মানিত করিয়া রূপধর স্বীয় সম্পদানুযায়ী উপচার দ্বারা তাহার সৎকার করিল।

পর দিবসে বহুকালযাবৎ উৎকণ্ঠিতা রূপলতা শুভলগ্নে বেদীতে আরোহণ করিলে সোৎসাহে পৃথ্বীরূপ তাহার পাণিগ্রহণ করিল। পূর্বশ্রুত কথা যে সত্য ইহা কর্ণকে বলিবার নিমিত্তই যেন তাহারা আকর্ণবিস্তৃত উৎফুল্ল-নয়নে পরস্পরের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যখন লাজ বর্ষণ হইতেছিল তখন রূপধর সুখী দম্পতীকে এত রত্ন প্রদান করিল যে সকলে রূপধরকে রত্নের খনি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কন্যার বিবাহান্তে সে চিত্রকর এবং শ্রমণদ্বয়কে বস্ত্রালংকারাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিল এবং অন্যান্যদিগকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিল। নৃপতি পৃথ্বীরূপ সানুচর তথায় অবস্থান করিয়া সেই দ্বীপজ উত্তম ভোজ্য এবং পানীয় গ্রহণ করিল। নৃত্যে এবং গীতে দিবস অতিবাহিত করিয়া পৃথ্বীরূপ রূপলতার কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় রত্নস্তম্ভ সমন্বিত চত্বরে রত্নদীপরাজি প্রজ্বলিত ছিল, তথায় রূপলতার সহিত চিরসংকল্পিত যথেচ্ছ সম্ভোগান্তে ক্লান্ত হইয়া পৃথ্বীরূপ নিদ্রিত হইল। প্রাতঃকালে বন্দীদিগের স্তুতি গীতে উত্থিত হইয়া গগনে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। (১৭১-১৮৮)

এবম্প্রকারে পৃথ্বীরূপ শ্বশুরপ্রদত্ত নব নব ভোগবিলাস সম্ভোগ করিয়া দশ দিবস সেই দ্বীপে অবস্থান করিয়া একাদশ দিবসে মঙ্গলকর্মাদি সমাপনান্তে গণকদিগের সম্মতি গ্রহণ করিয়া রূপলতার সহিত যাত্রা করিল। শ্বশুর তাহার সহিত সমুদ্রতীর পর্যন্ত গমন করিয়াছিল এবং পৃথ্বীরূপ সানুচর ও সভার্যা অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া অষ্টমদিবসে সমুদ্র অতিক্রম করিল। তীরে অপেক্ষমান তাহার সৈন্যরা তথায় তাহার সহিত মিলিত হইয়া এবং নৃপতি উদারচরিত তাহার সাক্ষাৎ লাভার্থে আগমন করিলে সে পুত্র-পুরে গমন করিল। তথায় সেই নৃপতি কর্তৃক সংবর্ধিত হইয়া পৃথ্বীরূপ কতিপয় দিবস বিশ্রামান্তে পুনরায় সেই স্থান হইতে যাত্রা করিল। প্রিয়তমা রূপলতাকে জয়মঙ্গল হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সে স্বয়ং কল্যাণগিরি নামক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে সে যথাকালে ধ্বজপতাকাশোভিত স্বীয় উত্তমপুরী প্রতিষ্ঠানে উপনীত হইল। তথায় পুরস্ত্রীগণ রূপলতাকে দর্শন করিয়া নিজেদের রূপগর্ব পরিত্যাগকরতঃ নির্নিমেষ লোচনে সবিস্ময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল, অতঃপর নৃপতি পৃথ্বীরূপ মহোৎসবান্তে স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ

করিল এবং চিত্রকরকে গ্রাম এবং রত্নাদি প্রদান করিল, শ্রমণদ্বয়কে যথোচিত বিত্তদ্বারা পূজা করিয়া সে সামন্তরাজ, সচিব এবং রাজপুত্রদিগকে উপহারাদি দ্বারা সম্মানিত করিল। অভীষ্ট ফললাভ করিয়া সেই নৃপতি রূপলতার সহিত পার্থিব সুখভোগ করিতে লাগিল।

চিত্তবিনোদনার্থ নরবাহনদত্তকে এই আখ্যান বিবৃত করিয়া গোমুখ সেই অধীরকুমারকে বলিল, "দেব, ধীর ব্যক্তিরা এই প্রকারে বহুকাল বিরহব্যথা সহ্য করে। আপনি কেন একরাত্রির বিরহও সহ্য করিতে পারিতেছেন না? আগামী কল্যই আপনি অলংকারবতীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।" গোমুখ এই কথা বলিলে যৌগন্ধরায়ণনন্দন মরুভূতি অচিরে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "স্বয়ং কন্দর্প-শরাহত হও নাই বলিয়া এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলিতেছ। কামদেবের শায়কের সীমায় গমন না করা পর্যন্ত পুরুষেরা ধৈর্য, বিবেক, এবং চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সরস্বতী, স্কন্দ এবং বুদ্ধ এই ত্রয়ী এই জগতে সুখী, বস্ত্রাঞ্চলসংলগ্ন তৃণবৎ তাহারা প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।" মরুভূতি এই কথা বলিলে নরবাহনদত্ত গোমুখকে উন্মনা দৃষ্টে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিল, "গোমুখ আমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত উচিত কথাই বলিয়াছে। বিরহ-ক্লিষ্ট সখাকে দর্শন করিয়া কোন্ প্রিয় সখা আনন্দিত হয়? বিরহ সন্তপ্ত বন্ধুদিগকে তাহার সুহৃদবর্গ যথাশক্তি আশ্বাস প্রদান করিবে, অবশিষ্ট অংশ পঞ্চশরের হস্তে।" (১৮৯-২০৮) এইরূপ আলোচনা করিয়া এবং সহচর-দিগের নিকট হইতে নানাপ্রকার আখ্যান শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত কোন প্রকারে সেই রজনী যাপন করিল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক আহ্নিকাদি সমাপনান্তে সে দেখিতে পাইল যে পতি অলংকারশীল, পুত্র ধর্মশীল এবং কন্যা অলঙ্কারবতীসহ কাঞ্চনপ্রভা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছে। তাহারা রথ হইতে অবতরণপূর্বক তাহার সমীপে আগমন করিলে সে তাহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিল এবং তাহারাও তাহার প্রতি তদ্রূপ সম্মান প্রদর্শন করিল। ইতোমধ্যে স্বর্ণ, রত্ন এবং অন্যান্য মহার্ঘ্য দ্রব্যাদিসহ সহস্র সহস্র বিদ্যাধর অবতরণ করিল। এই বার্তা শ্রবণ করিয়া তনয়ের উৎকর্ষে হর্ষান্বিত হইয়া বৎসরাজ তাহার মন্ত্রিবর্গ এবং রাজ্ঞীদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া যথাবিধি অতিথিসৎকার করিলে নৃপতি অলংকারশীল প্রণয়াবনত হইয়া তাহাকে বলিল, "রাজন্, এই আমার দুহিতা অলঙ্কারবতী। উহার জন্মকালে দৈববাণী শ্রুত হইয়াছিল, 'এই কন্যা আপনার পুত্র বিদ্যাধর-দিগের ভাবী রাজচক্রবর্তী নরবাহনদত্তের পত্নীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।'

সুতরাং আমি উহাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিব। অদ্য শুভলগ্ন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই কারণে আমি উহাদিগকে সংগে করিয়া হেথায় আগমন করিয়াছি।" বৎসেন বিদ্যাধরাধিপের এই বাক্য অভিনন্দিত করিয়া বলিল, "আপনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন।" তখন বিদ্যাধরাধিপতি মন্ত্রবলে হস্ততলে বারি উৎপাদনকরতঃ সেই অংগনভূমিতে উহা নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ তথায় দিব্যবস্ত্রাবৃত একটি স্বর্ণবেদী এবং রত্নময় অকৃত্রিম কৌতুকাগারের উদ্ভব হইলে তথায় উৎসবের সূচনা করা হইল। তখন কৃতী নৃপতি অলংকারশীল নরবাহনদত্তকে বলিল, "উত্থিত হও, শুভলগ্ন সমাগত। স্নান সমাপন কর।" স্নানান্তে সে বিবাহের মংগলসূত্র ধারণ করিলে কন্যা অলংকারবতীকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়া বেদীতে আনয়নপূর্বক হৃষ্ট চিত্তে সর্বান্তঃকরণে নৃপতি অলংকারশীল স্বীয় দুহিতাকে নরবাহনদত্তের হস্তে সম্প্রদান করিল। যখন অগ্নিতে লাজ বর্ষণ করা হইতে লাগিল তখন সেও তাহার পুত্র অলংকারবতীকে সহস্রভার রত্ন, কাঞ্চন, বস্ত্র, অলংকার এবং দিব্যাংগনা প্রদান করিল। উদ্বাহান্তে সকলকে সম্মানিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক পত্নী এবং পুত্রের সহিত যে নভোমার্গে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রত্যাবর্তন করিল। পুত্রের সম্মুখে প্রণত বিদ্যাধরাধিপগণদিগকে দর্শন করিয়া পুত্রের উৎকর্ষ বিষয়ে কৃতনিশ্চিত হইয়া বৎসরাজ বহুকাল যাবৎ উৎসব প্রলম্বিত করিল। সুকবি উত্তম বৃত্ত ও ছন্দ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সুখী হয় নরবাহনদত্তও তদ্রূপ সদ্বৃত্ত, মনোরম এবং উদার গুণসমন্বিতা অলংকারবতীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত সানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। (২০৯-২২৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের প্রথম তরংগ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২২৭
ক্রমিক সংখ্যা—৯১৬২

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বৎসরাজপুত্র নরবাহনদত্ত নবপরিণীতা বধূর সহিত চেটিকাদিগের দিব্য নৃত্য এবং গীত সম্ভোগ করিয়া সচিবদিগের সহিত পান-ভোজনকরতঃ পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছিল।

একদিন অলংকারবতীর মাতা শ্বশ্রূ কাঞ্চনপ্রভা তাহার সমীপে আগমন করিলে সম্বর্ধনান্তে তাহাকে বলিল, "অলংকারবতীর সহিত সুন্দরপুরে আমার প্রাসাদে আগমনপূর্বক তথায় রম্য উপবনে বিহার কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সম্মত হইল এবং পিতাকে জ্ঞাত করিলে তাঁহার উপদেশানুযায়ী বসন্তককে সঙ্গে লইয়া পত্নী ও সচিবের সহিত যাদু-বিদ্যাবলে শ্বশ্রূসৃষ্ট ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে যাত্রা করিল। বিমান হইতে অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার নিকট পৃথিবীকে স্তূপের ন্যায় এবং সমুদ্রদিগকে ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। যথাকালে শ্বশ্রূ, পত্নী এবং সহচরদিগের সহিত সুন্দর দিব্যাঙ্গনা পরিশোভিত হিমালয়ে উপনীত হইলে উহা কিন্নর গীতিতে মুখরিত হইল।.......(এই স্থানে একটি শ্লোক লুপ্ত)।......তথায় নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া সে সুন্দরপুর নগরীতে আগমন করিল। ইহা সুবর্ণ এবং রত্নময় বহুপ্রসাদে অলংকৃত ছিল এবং হিমালয় পর্বত হইলেও দর্শকের মনে হইত সে যেন সুমেরু শিখর অবলোকন করিতেছে, আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক সেই নগরীতে প্রবেশ করিলে বায়ু আন্দোলিত চীনাংশুক ধ্বজা দৃষ্টে মনে হইল পুনরায় নৃপতিলাভ করিয়া ঐ নগরী যেন নৃত্য করিতেছে। শ্বশ্রূ মঙ্গলকর্মাদি সমাপন করিলে সে অলংকারবতী, বয়স্য এবং বসন্তকের সহিত রাজধানীতে প্রবেশ করিল। শ্বশ্রূমাতার মন্ত্রবলে শত ভোগবিলাসাদিদ্বারা সেই দিবস ভাগ্যবান কুমার স্বর্গস্বরূপ শ্বশুরালয়ে যাপন করিল। পরদিবসে শ্বশ্রূমাতা কাঞ্চনপ্রভা তাহাকে বলিল, "এই নগরীতে উমাপতি ভগবান স্বয়ম্ভূর মূর্তি আছে। তাহাকে দর্শন করিয়া উপাসনা করিলে ভোগবিলাস এমনকি মোক্ষও লাভ করা যায়, উহাকে বেষ্টন করিয়া অলংকারবতীর পিতা একটি উদ্যান নির্মাণকরতঃ যথার্থ গঙ্গাবারির ন্যায় পূতবারি আনয়ন করিয়াছেন। অদ্য তথায় তোমারা বিহারার্থ গমন করিয়া সেই দেবতার অর্চনা কর।" শ্বশ্রূমাতা এইরূপ বলিলে নরবাহনদত্ত ভার্যা অলংকারবতী এবং সহচরদিগের

সহিত সেই শিবোদ্যানে গমন করিল। রত্নময় শাখাসম্বলিত কাঞ্চনকান্ড বৃক্ষরাজি তথায় শোভা পাইতেছিল। মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় শ্বেত পুষ্প এবং প্রবালসদৃশ পল্লবে উহারা অতিশয় রমনীয় দেখাইতে ছিল। তথায় গংগাসরোবরে স্নানান্তে শিবার্চনা করিয়া সে রত্নময় সোপান এবং কাঞ্চন-কমল অলংকৃত তড়াগাদিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিল এবং বয়স্যগণ ও অলংকারবতীর সহিত উহাদের সুরম্য কল্পবল্লীকুঞ্জে সানন্দে বিহার করিতে লাগিল। তথায় দিব্যপানভোজনে, সঙ্গীতে এবং সরল মরুভূতির পরিহাসে তাহার হৃদয় আনন্দপ্লাবিত হইল। শ্বশ্রূমাতার বিদ্যাবিভূতিজাত সম্পদে মাসাবধি সেই উদ্যানভূমিতে নরবাহনদত্ত অবস্থান করিয়াছিল। কাঞ্চনপ্রভা তাহাকে, তাহার পত্নীকে ও সচিবদিগকে দেবোচিত বস্ত্রালংকারাদি প্রদান করিলে সে শ্বশ্রূ, পরিজন এবং ভার্যার সহিত সেই যানেই কৌশাম্বীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পিতামাতার নয়নে আনন্দপ্রদান করিল। (১-২৫)

তথায় কাঞ্চনপ্রভা বৎসরাজ এবং বাসবদত্তার সম্মুখে অলংকারবতীকে বলিল, "পুত্রি, ঈর্ষা কোপদ্বারা কখনও পতিকে অসুখী করিও না, উহার ফলে বিচ্ছেদ ঘটিলে অতিশয় দঃখ পাইবে, পুরাকালে আমি ঈর্ষান্বিতা হইয়া স্বামীকে দুঃখ দিয়াছিলাম বলিয়া এখন আমি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি, কারণ তিনি বনে গমন করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া কন্যাকে আলিঙ্গনপূর্বক সে বাষ্পরুদ্ধনেত্রে আকাশপথে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

অতঃপর পরদিবস প্রাতঃকালে যথাবিধি আহ্নিকান্তে যখন সে মন্ত্রীদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন জনৈকা নারী অলংকারবতী সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেবি, আমি অতিশয় সন্ত্রস্তা, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। একটি ব্রাহ্মণ আমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছে। তাহার ভয়ে আমি পলায়ন করিয়া শরণার্থী হইয়া হেথায় প্রবেশ করিয়াছি।" রাজ্ঞী তখন বলিল, "ভয় করিও না, তোমার কথা বল। ঐ ব্যক্তি কে, সে কেন তোমাকে বধ করিতে চায় ?" এই প্রকারে পৃষ্ট হইয়া রমণী বলিতে লাগিল—

অশোকমালার কাহিনী

"রাজ্ঞি, আমি এই নগরনিবাসী ক্ষত্রিয় বলসেনের কন্যা অশোকমালা। আমি যখন কুমারী ছিলাম তখন আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া হঠশর্মা নামক

জনৈক বিত্তবান দ্বিজ পিতার নিকট আমার পাণি প্রার্থনা করিলে আমি পিতাকে বলিয়াছিলাম, "আমি এই কুৎসিত, ঘোরাকৃতি ব্যক্তিকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নই। উহার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিলে আমি উহার গৃহে অবস্থান করিব না।" আমার এই বাক্য শ্রবণ সত্ত্বেও হঠশর্মা আমার পিতৃ গৃহদ্বারে প্রায়োপবেশন করিলে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে পিতা উহার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তখন ঐ দ্বিজ অনিচ্ছুক আমাকে বিবাহ করিলে আমি উহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক ক্ষত্রিয় পুত্রের গৃহে পলায়ন করিয়াছিলাম। হঠশর্মা বিত্তবলে তাহাকে অভিভূত করিলে আমি দ্বিতীয় একজন ধনী ক্ষত্রিয়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন রজনীতে এই বিপ্র তাহার গৃহে অগ্নি সংযোগ করিলে সে আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং আমি তৃতীয় একজন ক্ষত্রিয়ের গৃহে গমন করিলে এই দ্বিজ তাহার গৃহেও রজনীতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল, সেই ক্ষত্রিয়ও আমাকে ত্যাগ করিলে আমি ভয়ে মেষ যেরূপ শৃগালের নিকট হইতে পলায়ন করে তদ্রূপ হঠশর্মার নিকট হইতে পলাতকা হইলাম। সে আমাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত পদে পদে অনুসরণ করিতেছে, এই নগরীতেই আমি শরণার্থীর রক্ষয়িত্রী আপনার রাজপুত ভৃত্য বলী বীরশর্মার গৃহে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি, দুরাত্মা বিরহাতুর হঠশর্মা ইহা জানিতে পারিয়া আমার প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া অস্থিচর্মসার হইয়াছে। রাজপুত বীরশর্মা আমার নিরাপত্তার নিমিত্ত উহাকে বন্দী করিতে উদ্যত হইলে, "দেবি! আমি তাহাকে বারণ করিয়াছি, অদ্য দৈবাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে হঠশর্মার দৃষ্টিপথে পতিত হই, সে অসি নিষ্কাশণপূর্বক যখন আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইল তখন আমি হেথায় পলায়ন করিলে প্রতিহারী দয়ার্দ্রচিত্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া আমাকে প্রবেশ করিতে দিল। কিন্তু আমি জানি হঠশর্মা আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।" (২৬-৪৭)

সে এই কথা বলিলে নৃপতি হঠশর্মাকে তাহার সমীপে আনয়ন করিল। অশোকমালাকে দেখিয়া সে ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া অসি হস্তে বিকৃত বদনে অবস্থান করিতে লাগিল এবং তাহার অঙ্গসন্ধিসমূহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভূপতি তাহাকে বলিল, "রে দুরাত্মা বিপ্র, পত্নীহত্যার নিমিত্ত প্রতিবেশীদিগের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিস? এইরূপ পাপ কার্যে ব্রতী হইয়াছিস্ কেন?" ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "এই নারী আমার ধর্মপত্নী, আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সে অন্যত্র গমন করিলে আমি কি প্রকারে তাহা সহ্য করিব?" তখন

শোকাকুলা অশোকমালা বলিল, "হে লোকপালগণ, আপনারা বলুন এই ব্যক্তি কি আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিবাহ করিয়া বলপূর্বক লইয়া যায় নাই? আমি কি তখন বলি নাই যে আমি উহার গৃহে বাস করিব না?" সে এই কথা বলিলে দৈববাণী শ্রুত হইল, "অশোকমালার কথা সত্য, কিন্তু সে নারী নহে। উহার সম্বন্ধে সত্য কথা শ্রবণ কর। অশোককর নামক এক বীর বিদ্যাধরপতি ছিল। তাহার পুত্র সন্তান ছিল না, কিন্তু একদা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে অশোকমালা নামে সে পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিল। সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে পিতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিলে অত্যধিক রূপগর্বশতঃ সে পতিগ্রহণে অসম্মত হইল এবং তাহার হঠকারিতার নিমিত্ত পিতা তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল, "তুই এই নামেই মর্তে জন্মগ্রহণ করিবি, একটি কুরূপ ব্রাহ্মণ তোকে বিবাহ করিলে তুই ভীত হইয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্বক বারবার তিনটি স্বামী গ্রহণ করিবি, কিন্তু তখনও এই বিপ্র তোকে নির্যাতন করিতে থাকিলে তুই এক বীর ক্ষত্রিয়ের গৃহে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করা সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণ তোকে নির্যাতন করিতে বিরত হইবে না। সে তোর দর্শন লাভ করিয়া বধার্থ তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে তুই মুক্ত অবস্থাতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া শাপমুক্ত হইবি।"

"তদানুসারে সেই বিদ্যাধরী অশোকমালাই পূর্বে পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অধুনা ঐ নামেই নারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার শাপমুক্তির সময় আগত হইয়াছে। সে এখন তাহার বিদ্যাধরগৃহে গমন করিয়া তথায় রক্ষিত দেহে প্রবেশ করিবে। তথায় অভিরুচিত নামক বিদ্যাধরকুমারকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সহিত সুখে বাস করিবে।" দৈববাণী এই কথা বলিয়া নীরব হইলে অশোকমালা তৎক্ষণাৎ মৃতা হইয়া ভূপতিতা হইল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া নৃপতির, অলংকারবতীর এবং তাহাদের সভাসদ্‌বৃন্দের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল! হঠশর্মার ক্রোধ এখন দুঃখে পরিণত হইল, এবং সে শোকান্ধ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার নয়ন আনন্দোৎফুল্ল হইলে যখন সকলে বলিল, "কি ব্যাপার?" তখন ঐ বিপ্র বলিল, "আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।" (৪৮-৬৮)

স্থূলভুজের কাহিনী

হিমাদ্রিতে মদনপুর নামক একটি ঐশ্বর্যশালী নগর আছে। তথায় প্রলম্বভুজ নামক এক বিদ্যাধর নরপতি বাস করিত। তাহার স্থূলভুজ নামক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কালক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে সে অতিশয় কান্তিমান পুরুষ হইল। সুরভিবৎস নামক এক বিদ্যাধরাধিপ কন্যাসহ প্রলম্বভুজের গৃহে আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি আমার দুহিতা সুরভিদত্তাকে তোমার পুত্র স্থূলভুজের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। সেই সর্বগুণসম্পন্ন যুবক উহাকে এখনই বিবাহ করুক।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রলম্বভুজ পুত্রকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলে সে রূপগর্বে গর্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "তাত! আমি উহাকে বিবাহ করিব না, কারণ সে রূপে মধ্যমা।" পিতা তাহাকে বলিল, "অত্যধিক রূপ দ্বারা কি হইবে? সে উচ্চবংশে জাতা বলিয়াই মাননীয়া। তোমার নিমিত্ত উহার পিতা উহাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন এবং আমিও উহাকে গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং অমত করিও না।" দ্বিতীয়বার পিতা স্থূলভুজকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে উহাকে যখন বিবাহ করিতে সম্মত হইল না তখন উহার পিতা কুপিত হইয়া অভিশপ্ত করিল, "তোর এই রূপের অহঙ্কারের নিমিত্ত তুই কদাকার বিকৃতানন মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবি। তুই অভিশপ্তা অশোকমালাকে বলপূর্বক ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইলে সে তোকে অপছন্দ করিয়া ত্যাগ করিবে এবং বিরহবেদনা ভোগ করিবি, সে অন্যের প্রতি আসক্ত হইলে তুই তাহার নিমিত্ত দুঃখে খিন্ন হইয়া ক্রোধবশতঃ অগ্নিদাহাদি পাপকার্যে লিপ্ত হইবি।" প্রলম্বভুজ এই প্রকার অভিশাপ প্রদান করিলে সুরভিদত্তা রোদন করিতে করিতে তাহার চরণে পতিত হইয়া তাহাকে অনুরোধ করিল, "আমাকেও অভিশপ্ত করুন, আমাদের উভয়ের অদৃষ্ট একই প্রকার হউক। আমার দোষে আমার ভর্তা যেন ক্লেশভোগ না করেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রলম্বভুজ হৃষ্ট হইল এবং ঐ সাধ্বীকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ পুত্রের শাপান্ত কি প্রকারে হইবে তাহা বলিল। "অশোকমালা শাপমুক্ত হইলে স্থূলভুজ পূর্বজন্ম কথা স্মরণ করিয়া অভিশাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ-করতঃ পুনরায় স্বদেহ প্রাপ্ত হইবে এবং শাপের কথা স্মরণ করিয়া অহঙ্কার মুক্ত হইয়া অচিরে তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সাধ্বী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত

হইল। জানিয়া রাখুন, আমিই সেই স্থূলভুজ, অভিশপ্ত হইয়া এই স্থানে পতিত হইয়াছি। অহংকারবশতঃ আমাকে এই নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। অহংকারী ব্যক্তি কি প্রকারে পূর্বজন্মে অথবা এই জন্মে সুখী হইতে পারে? আমার সেই অভিশাপ এখন অপনোদিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া হঠশর্মা দেহত্যাগ করিয়া বিদ্যাধর যুবকে পরিণত হইল এবং অনুকম্পাবশতঃ স্বীয় বিদ্যাবলে অশোকমালার দেহ সকলের অলক্ষ্যে গংগায় নিক্ষেপ করিল। স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে গংগাবারি আনয়নপূর্বক অলংকারবতীর গৃহ তদ্দ্বারা সিঞ্চিত করিয়া ভাবী প্রভু নরবাহনদত্তের সম্মুখে প্রণত হইয়া স্বকার্যসাধনের নিমিত্ত আকাশমার্গে গমন করিল।

সকলে স্তম্ভিত হইলে গোমুখ প্রসংগতঃ অনংগরতির এই কাহিনী বিবৃত করিল। (৬৮-৯১)

অনঙ্গরতি এবং তার চার প্রেমিকের কাহিনী

এই পৃথিবীতে শূরপুর নামক সার্থকনামা একটি নগরী আছে। তথায় শত্রুদমন মহাবরাহ নামা নৃপতি বাস করিত। ভার্যা পদ্মরতির গর্ভে গৌরীর প্রসাদে তাহার অনংগরতি নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার অন্য কোনও সন্তানাদি ছিল না। কালক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে সে রূপগর্বে গর্বিতা হইয়া বহু ভূপতির প্রার্থনাসত্ত্বেও পতিলাভে অনিচ্ছুক ছিল। সে কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিল, "সাহসী, সুপুরুষ এবং একটি উত্তমবিদ্যায় পারংগম ব্যক্তিকেই আমি বিবাহ করিব।"

অতঃপর দক্ষিণাপথ হইতে তাহার অভীষ্টমত গুণোপেত চারিটি বীর উহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উহাকে লাভার্থে সোৎসুকে সমাগত হইল। দ্বারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া উহারা আগমন করিলে অনংগরতির সম্মুখে রাজা মহাবরাহ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের নাম কি? তোমাদের কোন্ বংশে জন্ম এবং কোন্ বিদ্যা তোমাদের জানা আছে?" নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল, "আমি পঞ্চপট্টিক নামক শূদ্র, আমার একটি অদ্ভুত গুণ আছে। আমি প্রত্যহ পঞ্চপট্টিকাযুগল প্রস্তুত করিয়া প্রথমটি ব্রাহ্মণকে, দ্বিতীয়টি পরমেশকে, তৃতীয়টি নিজের পরিধানের জন্য, চতুর্থটি ভার্যা থাকিলে তাহাকে এবং পঞ্চমটি জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রদান করি।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি ভাষাজ্ঞ

নামক বৈশ্য, আমি সমস্ত পশুপক্ষীর ভাষা জ্ঞাত আছি।" (৯২-১০২) তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি খড়্গধর নামক ক্ষত্রিয় এবং আমাকে খড়্গযুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ এমন কেহ নাই।" চতুর্থজন বলিল, "আমি জীবদত্ত নামক উত্তম ব্রাহ্মণ। দেবী গৌরীর প্রসাদে আমি যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছি তদ্দ্বারা মৃতা নারীকে জীবিত করিতে পারি।" তাহারা এইরূপ বলিলে শূদ্র, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় এই তিনজন পরপর নিজেদের বল, বিক্রম এবং রূপের প্রশংসা করিল এবং ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র তার বল এবং শৌর্যের প্রশংসা করিল, কিন্তু রূপ সম্বন্ধে কিছুই বলিল না।

নৃপতি মহাবরাহ দ্বারীকে, বলিল, "ইহাদিগকে বিশ্রামার্থে তোমার গৃহে লইয়া যাও।" দ্বারী আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে স্বগৃহে লইয়া গেল। অতঃপর দুহিতা অনঙ্গরতিকে রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "পুত্রি, এই চারিজন বীরের ভিতর তুমি কাহাকে পছন্দ কর?" অনঙ্গরতি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতাকে বলিল, "তাত! আমি এই চারিজনের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ করি না। প্রথমজন শূদ্র এবং তন্তুবায়, উহার সদ্‌গুণের কি মূল্য থাকিতে পারে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বৈশ্য, পক্ষী প্রভৃতির ভাষা জ্ঞাত হইয়া কি লাভ? আমি ক্ষত্রিয়রমণী হইয়া কি প্রকারে উহাদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে পারি? তৃতীয়জন অবশ্য আমার তুল্যবর্ণ, গুণবান ক্ষত্রিয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তি দরিদ্র এবং আত্মবিক্রয়পূর্বক দাসত্ব দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। রাজকুমারী হইয়া আমি কি প্রকারে উহার পত্নী হইব? চতুর্থজন ব্রাহ্মণ জীবদত্তকে আমি পছন্দ করি না। ঐ ব্যক্তি কুরূপ, অন্যায্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং বেদবর্জিত হইয়া উচ্চকুল হইতে পতিত হইয়াছে। উহাকে বরং তোমার শাস্তি প্রদান করা উচিত, আমাকে উহার হস্তে সম্প্রদান করিতে কেন আগ্রহশীল হইয়াছ? তাত! তুমি রাজা, বর্ণাশ্রম এবং ধর্মের রক্ষক। খড়্গধারী বীর নৃপতি অপেক্ষা ধর্মরক্ষক বীর নৃপতি শ্রেষ্ঠ। ধর্মশূর সহস্র সহস্র খড়্গধারী বীরের প্রভু।" দুহিতা এই কথা বলিলে নৃপতি তাহাকে অন্তঃপুরে স্বীয়কক্ষে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া স্নান আহ্নিকাদি করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিল।

পরদিবস ঐ চারিজন বীর দ্বারীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকৌতূহলে যখন নগর ভ্রমণ করিতেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে পদ্মকবল নামক হস্তী শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া হস্তীশালা হইতে নির্গত হইল এবং মদভরে বহু পৌরজনকে পদদলিত করিতে লাগিল। সেই মহাগজ ঐ

বীরচতুষ্টয়কে দর্শন করিয়া উহাদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে উহারাও উদ্যত আয়ুধ হস্তে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তখন উহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় খড়্গধারী অন্য তিনজনকে নিবৃত্ত করিয়া স্বয়ং একাকী হস্তীটিকে আক্রমণ করিয়া ঐ গর্জনকারীর প্রসারিত শুণ্ড এক আঘাতে পদ্মমৃণালবৎ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া এবং পাদমধ্য দ্বারা নির্গত হইবার কৌশল প্রদর্শন করাইয়া ঐ দন্তীর পৃষ্ঠে দ্বিতীয় আঘাত হানিয়াছিল। তৃতীয় আঘাতে উহার পদযুগল ছেদন করিলে হস্তীটি আর্তনাদ করিয়া পতিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিল। উহার বিক্রম দর্শন করিয়া সকলে বিস্মিত হইল এবং নৃপতি মহাবরাহও ঐ বার্তা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। (১০৩-১২৪)

পরদিবসে ভূপতি হস্তীপৃষ্টে মৃগয়ার্থ গমন করিলে খড়্গধর প্রমুখ ঐ বীরচতুষ্টয় নৃপতির অনুগমন করিল। তথায় নৃপতি সৈন্যদিগের সহিত ব্যাঘ্র, মৃগ, শূকরাদি হত্যা করিলে গজদিগের বৃংহতি শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ সিংহেরা রাজার অভিমুখে ধাবিত হইলে খড়্গধর যে সিংহটি প্রথমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাকে তীক্ষ্ন খড়্গের এক আঘাতে দ্বিধা বিভক্ত করিল। দ্বিতীয় সিংহের পদনিচয় বামহস্তদ্বারা ধৃত করিয়া উহাকে ভূতলে নিক্ষেপকরতঃ উহার জীবনদীপ নির্বাপিত করিল। ঐমতে ভাষাজ্ঞ, জীবদত্ত এবং পঞ্চপট্টিকও প্রত্যেকে এক একটি সিংহকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া খণ্ডবিখণ্ডিত করিল। এই প্রকারে সেই পাদচারী বীরেরা নৃপতির সমক্ষে অবলীলাক্রমে বহু ব্যাঘ্র, সিংহ এবং মৃগাদি হত্যা করিল। মৃগয়ান্তে বিস্মিত নৃপতি হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ করিল এবং ঐ বীরগণ দ্বারীর গৃহে গমন করিল। অতঃপর নৃপতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও সত্বর কন্যা অনংগরতিকে আহ্বান করিয়া মৃগয়ায় দৃষ্ট ঐ বীরদিগের শৌর্যের কাহিনী একে একে বিবৃত করিয়া বিস্মিত অনংগরতিকে বলিল, "পঞ্চপট্টিক এবং ভাষাজ্ঞ নিম্নবর্ণের, জীবদত্ত ব্রাহ্মণ হইয়াও কদাকার, এবং অপকর্মে রত, কিন্তু সুপুরুষ, দীর্ঘাকৃতি, বলবিক্রমশালী ক্ষত্রিয় খড়্গধরের কি দোষ? সে ঐ গজটিকে বধ করিয়াছে, সিংহদিগের পদধৃত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং অন্যান্য পশুদিগকে খড়্গাঘাতে হত্যা করিয়াছে। সে দরিদ্র এবং দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া যদি ঘৃণার্হ হইয়া থাকে তবে আমি তাহাকে অচিরে অন্য কর্তৃক সেব্যমান ভূপতি করিব। পুত্রি, যদি তোমার রুচি থাকে তবে উহাকেই বরণ কর।" পিতার নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া অনঙ্গরতি বলিল, "বেশ, উত্তম কথা, উহাদের সকলকেই হেথায়

আনয়নকরতঃ গণককে জিজ্ঞাসা করা হউক, সে কি বলে।" সে এই কথা বলিলে নৃপতি ঐ বীরদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সমক্ষে ভার্যাদিগের সাহচর্যে স্বমুখে গণককে বলিল, "ইহাদের সহিত কাহার অনঙ্গরতির কোষ্ঠির মিল আছে তাহা নির্ণয় কর এবং উহার বিবাহের শুভক্ষণ লগ্ন কখন উপস্থিত হইবে তাহাও নির্ণয় কর।" নিপুণ গণক এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের কোন্ নক্ষত্রে জন্ম জ্ঞাত হইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিল, "দেব, আপনি যদি কুপিত না হন, স্পষ্ট কথা বলিতেছি। উহাদের কাহারও সহিত আপনার দুহিতার ভাগ্যের মিল নাই। মর্ত্যলোকে তাহার বিবাহ হইবে না, কারণ সে অভিশপ্ত বিদ্যাধরী। মাসত্রয়ান্তে তাহার শাপমুক্তি হইবে। ইহারা তিনমাস এখানে অপেক্ষা করুক, তখন যদি আপনার কন্যা স্বীয় লোকে প্রস্থান না করে তবে উহার বিবাহ হইতে পারে।" ঐ বীরগণ গণকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া তথায় মাসত্রয় যাপন করিতে স্বীকৃত হইল। (১২৫-১৪৬)

মাসত্রয়ান্তে ঐ রাজা বীরদিগকে, গণককে এবং অনঙ্গরতিকে তাহার সমীপে আহ্বান করিয়া কন্যাকে অতিশয় সৌন্দর্যযুক্তা দেখিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু গণক অনুধাবন করিল যে উহার মৃত্যুকাল সমাগত হইয়াছে। রাজা যখন গণককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনমাস ত গত হইয়াছে, এখন কি করা উচিত।" তখন অনঙ্গরতি তাহার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা বদন আবৃতকরতঃ মর্তদেহ ত্যাগ করিল। রাজা চিন্তা করিতে লাগিল, "কন্যা এইরূপ আচরণ করিতেছে কেন?" এবং স্বয়ং তাহার আনন অনাবৃত করিয়া দেখিল যে সে হিমাহত পদ্মিনীর ন্যায় মৃত হইয়াছে। তাহার নেত্রভ্রমর আর ঘূর্ণিত হইতেছে না, কমলানন বিবর্ণ হইয়াছে। শোকে বজ্রাহত হইয়া বংশলোপের ভয়ে রাজা নিস্পন্দ হইয়া ভূপতিত হইল। রাজ্ঞী পদ্মরতিও মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিত হইল। পুষ্পের ন্যায় তাহার আভরণ দেহ হইতে পতিত হওয়াতে তাহাকে হস্তীমথিত পুষ্প-মঞ্জরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

পরিজনেরা ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ঐ বীরবরেরাও শোকান্বিত হইল। নৃপতি অচিরে সংজ্ঞালাভ করিয়া জীবদত্তকে বলিল, "এই ব্যাপারে ত আর কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। এইবার তোমার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি মৃতা নারীকে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ। তোমার বিদ্যাবলে যদি আমার দুহিতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হও তবে সে জীবিতা হইলে আমি উহাকে

তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব।" নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবদত্ত রাজকুমারীর উপর মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করিয়া আর্যাবৃত্তিতে এই শ্লোক উচ্চারণ করিল, "নরমুণ্ডমালিনী, অট্টহাসিনী অলোকদৃষ্টা, ভয়ংকরী দেবি চামুণ্ডে, আমাকে সত্বর সাহায্য করুন।" চেষ্টাসত্ত্বেও কুমারী পুনরুজ্জীবিত হইল না দেখিয়া জীবদত্ত হতাশ হইয়া বলিল, "বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রদত্ত বিদ্যা নিষ্ফলা হইয়াছে, সুতরাং উপহাসাস্পদ হইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকার কি অর্থ হইতে পারে?" এই কথা বলিয়া মহা অসি-দ্বারা স্বীয় মস্তকছেদনে উদ্যত হইলে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "জীবদত্ত, দুঃসাহসিক কার্য করিও না। শ্রবণ কর, পিতামাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই উত্তম বিদ্যাধরকুমারী অনঙ্গরতি এতাবৎকাল মর্ত্যলোকে ছিল। এখন সে মর্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া স্বলোকে স্বদেহে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং পুনরায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আরাধনা করিলে তাঁহার প্রসাদে তুমি এই উত্তম বিদ্যাধরবালাকে প্রাপ্ত হইবে। সে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেছে, সুতরাং তুমি অথবা রাজা উহার নিমিত্ত শোক করিও না।" এই সত্য ভাষণান্তে আকাশবাণী নীরব হইলে নৃপতি দুহিতার সংস্কার কার্যাদি সম্পাদন করিল এবং শোকপরিত্যাগপূর্বক রাজ্ঞী এবং অপর বীরত্রয়ের সহিত যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রত্যাবর্তন করিল।

কিন্তু জীবদত্তের হৃদয়ে আশা সঞ্জীবিত হইয়াছিল। সে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর আরাধনা করিলে তিনি স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমাকে এখন যাহা বলিতেছি তাহা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর।"

পূর্বজন্মে অনঙ্গপ্রভা নাম্নী বিদ্যাধরী অনঙ্গরতির কাহিনী

হিমালয়ে বীরপুর নামে নগর আছে। (১৪৭-১৬৯) তথায় বিদ্যাধরপতি সমর বাস করিত। অনঙ্গবতী নাম্নী তাহার রাজ্ঞীর গর্ভে অনঙ্গপ্রভা নামা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যৌবন ও রূপগর্বে গর্বিতা হইয়া সে যখন পতিলাভে অনিচ্ছুক হইল, তাহার পিতামাতা তাহার অনমনীয়তায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিল, "মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ কর, ঐ অবস্থাতেও বিবাহিত সুখলাভে বঞ্চিত হইবি। ষোড়শ বৎসর বয়সে দেহ পরিত্যাগ-পূর্বক এই স্থানে আগমন করিবি। মুনিকন্যার সহিত প্রেম করাতে মায়া

খড়্গধারী এক অভিশপ্ত কদাকার মনুষ্য তোর পতি হইয়া, তোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোকে হরণকরতঃ তোকে মর্তলোকে লইয়া যাইবে। তথায় অসতী হওয়াতে তোর স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ হইবে। তোর সেই পতি পূর্বজন্মে অষ্ট ব্যক্তির ভার্যা হরণ করাতে অষ্ট জন্ম প্রমাণ দুঃখ ভোগ করিবে। তুইও স্বীয় অপার্থিব বিদ্যা বিস্মৃত হওয়াতে সেই এক জন্মে অষ্ট জন্মের কষ্ট ভোগ করিবি। কুসংসর্গে প্রত্যেক মনুষ্যের দুর্ভাগ্য প্রাপ্তি হয়, কুপতি লাভ নারীর পক্ষে পাপবিশেষ। পূর্বকথা বিস্মৃত হওয়াতে এবং উপযুক্ত পতি গ্রহণে বারংবার অমত করাতে তোর তথায় বহু মনুষ্য-পতি লাভ হইবে। সমকুলজাত তোর পাণিপ্রার্থী সেই বিদ্যাধর মদনপ্রভ মর্তনরপতি-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবশেষে তোর পতি হইবে। তখন শাপান্তে স্বলোকে প্রত্যাবর্তনকরতঃ তুই বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই উপযুক্ত পতি প্রাপ্ত হইবি।" সুতরাং সেই কন্যা অনঙ্গপ্রভা সম্প্রতি পৃথিবীতে অনঙ্গরতি হইয়াছিল, এবং পিতামাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় অনঙ্গপ্রভা হইয়াছে।

অধুনা বীরপুরে গমনকরতঃ সেই উচ্চকুলজাত বিজ্ঞ উহার পিতাকে রণে পরাজিত করিয়া কুমারীকে লাভ কর। এই খড়্গ গ্রহণ কর, যতক্ষণ ইহা তোমার হস্তে থাকিবে ততক্ষণ তুমি আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হইবে এবং অজেয় রহিবে। —এই কথা বলিয়া এবং তাহাকে খড়্গ প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন, এবং সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল তাহার হস্তে দিব্য খড়্গ রহিয়াছে। তখন জীবদত্ত গাত্রোত্থানপূর্বক হৃষ্ট চিত্তে দুর্গাদেবীর উপাসনা করিল এবং সেই দেবীর অমৃতোপম প্রসাদে তাহার তপঃক্লেশজনিত শ্রান্তি অপনীত হইল। খড়্গহস্তে আকাশপথে হিমালয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বীরপুরে বিদ্যাধরেশ্বর সমরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে রণে পরাজিত করিয়া এবং সেই নৃপতির কন্যা অনঙ্গপ্রভাকে বিবাহ করিয়া সে স্বর্গসুখে বাস করিতে লাগিল। তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সে শ্বশুর এবং প্রিয়তমা অনঙ্গপ্রভাকে বলিল, "চল, আমরা উভয়ে মর্তলোকে গমন করি। আমার তথায় গমন করিবার বাসনা হইয়াছে, কারণ নিকৃষ্ট হইলেও জন্মভূমি সকল জীবের অতিশয় প্রিয়।" শ্বশুর এই কথাতে সম্মত হইল, কিন্তু দূরদর্শিনী অনঙ্গপ্রভা অতিকষ্টে স্বীকৃত হইল। তখন অনঙ্গপ্রভাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সে আকাশপথে মর্ত্যলোকে অবতরণ করিলে অনঙ্গপ্রভা একটি রমণীয় পর্বত দর্শন করিয়া শ্রান্তি অপনোদনার্থ তাহাকে বলিল, "আইস, আমরা এই স্থানে

বিশ্রাম করি।" সে সম্মত হইয়া তাহার সহিত তথায় অবতরণপূর্বক স্বীয় বিদ্যাদি প্রভাবে ভোজ্যপানাদি সংগ্রহ করিল। (১৭০-১৯৩) তখন বিধি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া সে অনঙ্গপ্রভাকে বলিল, "প্রিয়ে, মধুর সঙ্গীত কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সে শিবের স্তুতিগান করিলে জীবদত্ত গীতধ্বনিতে সুপ্ত হইয়া পড়িল।

ইতোমধ্যে হরিবর নামক জনৈক মৃগয়াক্লান্ত নরপতি নির্ঝর-বারি অন্বেষণে তথায় আগত হইয়া সংগীত ধ্বনিতে মৃগবৎ আকৃষ্ট হইল এবং রথ হইতে অবতরণপূর্বক তথায় গমন করিল। নৃপতি প্রথমে শুভচিহ্ন দৃষ্টে হৃষ্ট হইল এবং অতঃপর অনংগদেবের প্রকৃত প্রভাবশালিনী অনংগপ্রভার দর্শন লাভ করিল। তাহার সৌন্দর্যে এবং সংগীতে হৃদয় মোহিত হওয়ায় মদন শায়কাঘাতে উহা বিদ্ধ করিলেন। অনংগপ্রভাও তাহার সুন্দর আকৃতি দর্শন করিয়া পুষ্পধন্বার আয়ত্তে আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "ইনি কে? ইনিই কি পুষ্পধন্বা মনসিজ অথবা আমার স্তুতিগীতে হৃষ্ট শিবের মূর্তিমান রূপা।" তখন কামমোহিত হইয়া সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কে এবং কি প্রকারে এই অরণ্যে আগমন করিয়াছেন আমাকে বলুন।" তখন নৃপতি আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক তাহার আগমনের কারণ নিবেদন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরী তুমি কে? হে কমলাননে এখানে যিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন ইনিই বা কে?" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া সে সংক্ষেপে উত্তর করিল, "আমি বিদ্যাধরী, এবং ইনি মায়াখড়্গধারী আমার স্বামী। আমি প্রথম দৃষ্টিতেই আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি। ইনি জাগ্রত হইবার পূর্বেই চলুন আমরা আপনার নগরে গমন করি। তথায় সবিস্তারে আমার কাহিনী বর্ণনা করিব।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সম্মত হইল। হৃষ্ট হরিবরের মনে হইল সে যেন ত্রিভুবনের রাজত্ব লাভ করিয়াছে। অনংগপ্রভা দ্রুত চিন্তা করিল, "আমি ভূপতিকে অংকে স্থাপন করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হইব।" কিন্তু ইতোমধ্যে স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাহার বিদ্যাবল লুপ্ত হইল এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া সে বিষাদান্বিত হইল। (১৯৪-২০৯) তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নৃপতি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে বলিল, "ইহা শোকান্বিত হইবার সময় নহে, তোমার স্বামী জাগ্রত হইতে পারে। প্রিয়ে, ইহা ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দাও, শোক করিও না। নিজের শিরচ্ছায়া অথবা ভাগ্যের হস্ত হইতে কে নিষ্কৃতি পাইতে সমর্থ হয়? চল আমরা প্রস্থান করি।" নৃপতি হরিবরের এই বাক্যে সম্মত হইলে সে তাহাকে অংকে গ্রহণকরতঃ মহাবিত্ত প্রাপ্তির আনন্দে

সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া রথে আরোহণ করিলে ভৃত্যেরা তাহাকে সহর্ষে অভিনন্দিত করিল। মনঃসম দ্রুত গমনশীল রথে আরোহণপূর্বক প্রজাবর্গের উৎসুক্য উৎপাদন করিয়া সে প্রিয়ার সহিত স্ব-নগরীতে প্রবেশ করিল। নৃপতি হরিবর স্বনাম-লাঞ্ছিত সেই নগরীতে অনঙ্গপ্রভা সহ দিব্যসুখে বাস করিতে লাগিল। তৎপ্রতি অনুরাগিণী শাপবিমোহিতা অনঙ্গপ্রভাও স্বীয় বিদ্যা বিস্মৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে জীবদত্ত পর্বতদেশে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাইল যে কেবলমাত্র অনঙ্গপ্রভা নহে তাহার খড়্গও অন্তর্হিত হইয়াছে। সে চিন্তা করিতে লাগিল, "হায়! হায়! অনঙ্গপ্রভা কোথায়? খড়্গটিই বা কোথায়? সে কি উহা গ্রহণ করিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে? অথবা কেহ আগমনপূর্বক উহাদের উভয়কে হরণ করিয়াছে?" উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল এবং দিবসত্রয় কামার্ত হইয়া সেই পর্বতে অনুসন্ধান করিল। অবতরণপূর্বক সে অরণ্যে দশদিবস অন্বেষণ করিল কিন্তু কোথাও অনঙ্গপ্রভার চিহ্ন দেখিতে পাইল না। সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হা দুর্দৈব ভাগ্যদেবতা! যাহাদের তুমি কষ্টপূর্বক প্রদান করিয়াছিলে, আমার সেই খড়্গের যাদুবল এবং প্রিয়তমা অনঙ্গপ্রভা, উভয়কেই কি প্রকারে হরণ করিলে?" এইরূপ অবস্থায় সে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একটি গ্রামে উপনীত হইয়া এক বিত্তশালী ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় সুভগা ও সুবেশা প্রিয়দত্তা নাম্নী গৃহকর্ত্রী তাহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া চেটিকাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করিল, "সত্বর জীবদত্তের চরণ ধৌত কর। এই ত্রয়োদশ দিবস উনি বিরহ-কাতর হইয়া অনশনে রহিয়াছেন।" জীবদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "অনঙ্গপ্রভা কি এইস্থানে আগমন করিয়াছে অথবা এই মহিলা কি যোগিনী?" এইরূপ চিন্তা করিয়া পদধৌতান্তে প্রিয়দত্তা কর্তৃক প্রদত্ত ভোজ্য গ্রহণ করিয়া সে অতি দুঃখে বিনীতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে অনিন্দিতে, আমাকে একটি কথা বলুন, আপনি আমার বৃত্তান্ত কি প্রকারে জ্ঞাত হইলেন? এবং দ্বিতীয় কথা হইতেছে, আমার খড়্গ ও প্রিয়তমা কোথায় প্রস্থান করিয়াছে?" সাধ্বী প্রিয়দত্তা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "বৎস আমার হৃদয়ে এমন কি স্বপ্নেও পতি ব্যতীত আর কাহারও স্থান নাই। (২১০-২২৮) অন্য পুরুষদিগকে আমি ভ্রাতা বলিয়া মনে করি এবং কোন অতিথি আমার গৃহ হইতে অনর্চিত হইয়া গমন করে না। উহার প্রভাবে আমি ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞাত আছি। তোমার

অনঙ্গপ্রভা ভূপতি হরিবর কর্তৃক স্বনামে খ্যাত নগরীতে নীত হইয়াছে। তুমি যখন নিদ্রিত ছিলে তখন সে অনঙ্গপ্রভার সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া বিধির বিধানে তথায় আগমন করিয়াছিল। তুমি অনঙ্গপ্রভাকে প্রাপ্ত হইবে না, কারণ সেই নৃপতি অতিশয় পরাক্রমশালী এবং ঐ কুলটা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক ব্যক্তির কাছে গমন করিবে। তুমি যাহাতে ঐ নারীকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হও তন্নিমিত্তই দুর্গাদেবী তোমাকে খড়্গটি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই কার্যসিদ্ধি অন্তে নারীটি হৃতা হইলে উহা দেবীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অধিকন্তু, স্বপ্নে অনঙ্গপ্রভার অভিশাপ সম্বন্ধে দেবী তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? যাহা ভবিতব্য সেই ঘটনা সম্বন্ধে তুমি এত বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ কেন? যে পাপশৃঙ্খল পুনঃ পুনঃ দুঃখ উৎপাদন করে তাহা ভঙ্গ কর। তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাবশতঃ দুষ্টা রমণী মানুষী হইয়া স্বীয় বিদ্যা ভ্রষ্টা হইয়াছে। ভ্রাতঃ, তাহার দ্বারা এখন তোমার কি লাভ হইতে পারে?" সেই সাধ্বী রমণী এই কথা বলিলে জীবদত্ত অনঙ্গপ্রভার চাপল্যে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ করিয়া ঐ বিপ্ররমণীকে প্রত্যুত্তর করিল, "মাতঃ, আপনার এই ন্যায্য কথাতে আমার সমস্ত মোহ অপগত হইয়াছে। সাধুসংসর্গে কে না উপকৃত হয়? আমার পূর্বকৃত পাপের নিমিত্তই আমার এই দুর্ভাগ্য উদয় হইয়াছিল, সুতরাং পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত আমি এখন তীর্থপর্যটনে গমন করিব। অনঙ্গপ্রভার নিমিত্ত অন্যের সহিত শত্রুতা করিয়া আমার কি লাভ হইবে? জিতক্রোধ হইয়া অখিল জগৎ জয় করা যায়।" (২২৯-২৪০) সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন প্রিয়দত্তার ধার্মিক, অতিথিবৎসল স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সেও তাহাকে স্বাগত জানাইয়া তাহার শোকাপনোদন করিল। বিশ্রামান্তে জীবদত্ত উহাদের উভয়ের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক তীর্থ পরিক্রমায় যাত্রা করিল।

অতঃপর কন্দ, ফলাদি ভক্ষণপূর্বক বহুকষ্ট সহ্য করিয়া সে যথাকালে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে গমনপূর্বক তথায় কুশাসন শয্যায় অনাহারে কঠোর তপশ্চর্যা সাধন করিল। তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া অম্বিকা দেবী মূর্তি ধারণকরতঃ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, উত্থিত হও, তোমরা চারজন আমার চারিটি গণ। পঞ্চমূল, চতুবক্র, মহোদরমুখ এবং তুমি চতুর্থ জন, তোমার নাম বিকটবদন, তোমরা পর্যায়ক্রমে চারজন গঙ্গাপুলিনে যখন

বিহার করিতেছিলে তখন তোমরা স্নানরতা এক মুনিকন্যাকে দেখিতে পাইয়াছিলে। সে ছিল কপিলজটের কন্যা চাপলেখা এবং তোমরা সকলে কামমোহিত হইয়া যুগপৎ তাহাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে। যখন সে, 'আমি কুমারী মুনিকন্যা, তোমরা দূর হও' এই কথা বলিল, তখন তিনজন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু তুমি সবলে তাহার বাহু আকর্ষণ করিলে সে 'পিতঃ, পিতঃ আমাকে রক্ষা কর,' এই বলিয়া চিৎকার করিয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইয়া সমীপস্থ মুনি আগমন করিলে তুমি বাহু মুক্ত করিয়াছিলে। মুনি তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "রে দুরাত্মাগণ, তোরা সকলে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবি," তখন তুমি কখন শাপান্ত হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যখন তুই রাজকুমারী অনঙ্গরতিকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে সে বিদ্যাধরলোকে প্রয়াণ করিবে তখন তোদের মধ্যে তিনজন শাপমুক্ত হইবি, কিন্তু যখন সে বিদ্যাধরী হইবে, তখন তুই, বিকটবদন, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাহাকে হারাইয়া অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিবি, কিন্তু পরে বহুকাল দুর্গাদেবীর তপস্যা করিলে তুই শাপমুক্ত হইবি। তুই চাপলেখার হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলি বলিয়া এবং অনেকের ভার্যাহরণ করিয়া তোর পাপ হওয়াতে তোর এই অবস্থা হইবে। তোরা, আমার গণচতুষ্টয়, দক্ষিণাপথে পঞ্চপট্টিক ভাষাজ্ঞ এবং খড়্গধর এই তিনবন্ধু এবং চতুর্থ জন, তুই জীবদত্ত এই নামে পরিচিত হইবি। অনঙ্গরতি স্বলোকে প্রস্থান করিলে ঐ তিনজন এইস্থানে আগমন করিয়া আমার কৃপায় শাপমুক্ত হইয়াছে। এখন আমার তপস্যা করিয়াছিস বলিয়া তোরও শাপান্ত হইল। এই আগ্নেয়ী ধ্যান গ্রহণপূর্বক দেহত্যাগ করিয়া তোর অষ্টজন্ম উপভোগ্য সমস্ত পাপ ক্ষালন কর্।" দুর্গাদেবী এই কথা বলিয়া উহাকে ধ্যানমন্ত্র প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হইলে সে ঐ ধ্যানমন্ত্র দ্বারা মরদেহ ভস্মীভূতকরতঃ অবশেষে শাপমুক্ত হইয়া উত্তম গণত্ব লাভ করিল। পরদার গমন করাতে যখন দেবতাদিগকেও এতাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতে হয় তখন হীন ইতর জনের কথা বলিয়া আর কি হইবে?" (২৪১-২৬২)

ইতোমধ্যে নৃপতি হরিবরের হরিবর নগরীতে অনঙ্গপ্রভা মুখ্য মহিষীর পদ লাভ করিলে নৃপতি সুমন্ত্র নামক তাহার মন্ত্রীর উপর মহারাজ্য ভার অর্পণ করিয়া দিবারাত্র একাগ্রচিত্তে অনঙ্গপ্রভার সহিত অবস্থান করিত। একদা মধ্যপ্রদেশ হইতে তাহার নিকট লব্ধবর নামক একজন নৃত্যশিক্ষক আগমন করিল। নৃপতি সংগীত এবং নৃত্যে তাহার পান্ডিত্য দেখিয়া

তাহাকে পুরস্ত্রীগণের নাট্যাচার্যরূপে নিযুক্ত করিল। সে অনংগপ্রভাকে নৃত্যে এরূপ পারদর্শিনী করিল যে সে তাহার সপত্নীদিগেরও প্রশংসা অর্জন করিল। নাট্যাচার্যের সাহচর্যে তাহার কলানৈপুণ্যে আগ্রহশীলা হইয়া সে তাহার প্রতি কামাসক্তা হইল। নাট্যাচার্যও ক্রমে ক্রমে তাহার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হইয়া কামদেবের প্রসাদে একটি অদ্ভুত নৃত্য শিক্ষা করিল। একদা অনংগপ্রভা বিজনে নাট্যশালায় অতিশয় কামাসক্ত হইয়া সম্ভোগান্তে তাহাকে বলিল, "তোমাকে দর্শন না করিয়া আমি এক মুহূর্তও তিষ্ঠিতে পারিব না। নৃপতি হরিবর এই কথা শুনিতে পাইলে তাহা সহ্য করিবেন না, সুতরাং চল, আমরা এমন স্থানে গমন করি যে তিনি আমাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। তোমার নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তোমাকে সুবর্ণ, অশ্ব, এবং উষ্ট্রাদি প্রদান করিয়াছেন এবং আমারও অলংকারাদি আছে। সুতরাং সত্বর এমন স্থানে চল যেখানে আমরা নিরাপদে বাস করিতে পারি।" নাট্যাচার্য তাহার প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া সম্মত হইলে এক অনুরক্তা চেটিকার সহিত অনংগপ্রভা পুরুষবেশে নাট্যাচার্যের গৃহে গমন করিল। নাট্যাচার্যের বিত্ত উষ্ট্রোপরি স্থাপন করিয়া তথা হইতে নাট্যাচার্য্যের সহিত অশ্বপৃষ্টে প্রস্থান করিল। প্রথমে সে বিদ্যাধরের ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়াছিল, পরে রাজশ্রী জলাঞ্জলি দিয়া সম্প্রতি এক চারণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার চপল! অনংগপ্রভা নাট্যাচার্যের সহিত বিয়োগপুর নগরে গমন করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল এবং নাট্যাচার্য মনে করিল যে তাহার লব্ধবর নাম সফল হইয়াছে। (২৬২-২৭৯)

ইতোমধ্যে নৃপতি হরিবর প্রিয়তমা অনংগপ্রভা কোথাও অন্তর্ধান করিয়াছে মনে করিয়া দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তাহার সুমন্ত্র নামক মন্ত্রী তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, "আপনি অবুঝের মত কাজ করিতেছেন কেন? দেব, আপনি নিজেই ভাবিয়া দেখুন, যে নারী স্বামী খড়্গ বিদ্যাধরকে পরিত্যাগকরতঃ দৃষ্টমাত্রই আপনাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার কি প্রকারে আপনার প্রতি অবিচল অনুরাগ থাকিবে? সদ্বস্তুর প্রতি নিস্পৃহ হইয়া রত্নশলাকা মনে করিয়া তৃণ দৃষ্টমাত্রই তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। নাট্যাচার্য নিশ্চয়ই তাহার সহিত কোথাও পলায়ন করিয়াছে, কারণ তাহার দর্শনপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। আমি শ্রবণ করিয়াছি প্রাতঃকালে উভয়েই নৃত্যশালায় দৃষ্ট হইয়াছিল। এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়াও আপনি কেন তাহার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? প্রকৃত

কথা হইতেছে এই যে, রক্তরাগ সন্ধ্যার ন্যায় বিলাসিনী নারীও ক্ষণস্থায়ী।" মন্ত্রী রাজাকে এই কথা বলিলে সে চিন্তাকুলিত চিত্তে ভাবিতে লাগিল, "এই প্রাজ্ঞ আমাকে সত্য কথাই বলিয়াছে। বিলাসিনী নারী নরজীবনের ন্যায়। তাহার সহিত সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী হয়, সে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয় এবং অবশেষে ক্লেশ উৎপাদন করে। সুধীজন কখনও গভীর নদী অথবা রমণীর আয়ত্তাধীন হয় না। তাহাদের অধীনে আসিলে নিমজ্জিত হইতে হয় অথবা তাহারা স্বয়ং অবিচলিতই থাকে। ব্যসনেও যাহারা নিরুদ্বেগ থাকে, বিত্তশালী হইলেও যাহারা গর্বিত হয় না, এবং বিপদেও যাহারা অবিচলিত থাকে তাহারা জগৎ জয় করিতে সমর্থ হয়।" এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রীর উপদেশে শোক পরিত্যাগপূর্বক হরিবর স্বীয় পত্নীদিগের সাহচর্যে সন্তোষ লাভ করিতে থাকিল। (২৮০-২৯০)

বিয়োগপুরে নাট্যাচার্যের সহিত কিয়ৎকাল যাপনের পর অনঙ্গপ্রভা দৈবাৎ সুদর্শন নামক এক দ্যূতক্রীড়াসক্ত যুবকের সহিত পরিচিত হইল এবং সে অনঙ্গপ্রভার চক্ষুর সমক্ষে নাট্যাচার্যের সমস্ত ধন, রত্ন লুণ্ঠণ করিল। অতঃপর পতির সমস্ত বিত্ত নাশ হওয়াতেই যেন অনঙ্গপ্রভা কুপিতা হইয়া সুদর্শনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তখন দারা এবং বিত্তহারা হইয়া নিরাশ্রয় নাট্যাচার্য পৃথিবীর উপর বিরক্ত হইয়া জটাধারণপূর্বক গঙ্গাতীরে তপশ্চর্যায় ব্রতী হইল। কিন্তু নব নব প্রিয় অন্বেষিণী অনঙ্গপ্রভা সেই দ্যূত ক্রীড়ানুরক্তের সহিতই থাকিয়া গেল। কিন্তু একদিন রজনীতে অন্ধকারে তস্করেরা তাহার পতি সুদর্শনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিল। তখন সুদর্শন অনঙ্গপ্রভাকে দারিদ্র্যজনিত দুঃখে শোকাকুল দেখিয়া তাহাকে বলিল, "চল, আমরা আমার এক মহা-ধনশালী বণিক বন্ধু হিরণ্যগুপ্তের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করি।" এই কথা বলিয়া সে বিধিবশে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পত্নীর সহিত বণিকশ্রেষ্ঠ হিরণ্যগুপ্তের সকাশে গমনপূর্বক তাহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। উভয়ের সাক্ষাৎমাত্রই তৎক্ষণাৎ হিরণ্যগুপ্ত ও অনঙ্গপ্রভা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বণিক সাদরে সুদর্শনকে বলিল, "আগামীকল্য প্রাতে তোমাকে সুবর্ণ প্রদান করিব, অদ্য আমার গৃহে ভোজন কর।" সুদর্শন এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং উহাদের উভয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমি ত অদ্য এখানে ভোজন করিতে আগমন করি নাই।" তখন বণিকশ্রেষ্ঠ তাহাকে বলিল, "সখে, তাহাই যদি হয়, তবে তোমার পত্নী অন্ততঃ ভোজন করুন, কারণ তিনি অদ্যই

প্রথম আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন।" সুদর্শন এইপ্রকারে পৃষ্ট হইলে ধূর্ত হওয়া সত্ত্বেও তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল এবং অনঙ্গপ্রভাকে লইয়া সেই বণিক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তথায় সহসা আগত সুন্দরীর সহিত সে পানভোজনাদিতে মত্ত হইল। সুদর্শন অনঙ্গপ্রভার নিমিত্ত বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছিল এবং বণিকের ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশে তাহার নিকট এই বার্তা আনয়ন করিল, "ভোজনান্তে তোমার পত্নী গৃহে গমন করিয়াছে। অনবধানতাবশতঃ তুমি তাহাকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দর্শন কর নাই। এতক্ষণ যাবৎ এইস্থানে কি করিতেছ? গৃহে প্রস্থান কর।" (২৯১-৩০৮) সে প্রত্যুত্তর করিল, "আমার পত্নী গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করিতেছে, সে বহির্দেশে আগমন করে নাই, আমি যাইব না।" তখন বণিকের ভৃত্যেরা পদাঘাতে তাহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিল। সুদর্শন প্রস্থানকরতঃ শোকান্বিত চিত্তে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "আমার মিত্র হওয়া সত্ত্বেও এই বণিক কি আমার পত্নীকে হরণ করিল? অথবা এই জন্মেই এইরূপে আমার পাপের ফল প্রাপ্ত হইতেছি? আমি অপরের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলাম, অপরের নিকট হইতে আমি সেইরূপ আচরণই প্রাপ্ত হইতেছি। আমার স্বীয় কর্মই ক্রোধ উৎপাদন করে, সুতরাং আমি অন্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইব কেন? আবার যাহাতে পরাজয় স্বীকার না করিতে হয় তন্নিমিত্ত বর্মবন্ধন ছিন্ন করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দ্যূত-ক্রীড়াসক্ত ভববন্ধন ছিন্ন করিবার নিমিত্ত বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিল।

ভৃঙ্গ পুষ্পোপরি পতিত হইয়া যেরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় অনঙ্গপ্রভাও তদ্রূপ অতিশয় অতিশয় সুরূপবান পতি প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়াছিল। তাহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ঐ বিত্তশালী বণিকের চিত্ত এবং হৃদয়ের উপর তাহার অবিসংবাদিত প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। নৃপতি বীরবাহু ঐ অতুলনীয়া সুন্দরীর তথায় অবস্থানের বিষয় জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে হরণ করে নাই। অনঙ্গপ্রভার ব্যয়বাহুল্যবশতঃ কালক্রমে বণিকের ধনক্ষয় হইতে লাগিল। অসতীর গৃহে লক্ষ্মী এবং কুলস্ত্রী উভয়েই মলিনতা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর বণিক হিরণ্যগুপ্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিয়োগভয়ে অনঙ্গপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থে সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা করিল এবং যাত্রাপথে সাগরপুর নগরীতে উপনীত হইল। (৩০৯-৩১৯) তথায় সমুদ্রতীরে তথাকার অধিবাসী সাগরবীর নামক জনৈক ধীবরাধিপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে সেই সমুদ্রজীবীর সহিত সাগরতটে আগমন করিয়া তৎপ্রদত্ত অর্ণবযানে আরোহণ করিল। সোদ্বেগে কিয়দ্দিবস সেই

অর্ণবপোতে সাগরবীরের সহিত ভ্রমণান্তে একদিন জলোম্বিদ্যুৎসহ ধ্বংসকারী ঘোরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ কাল মেঘের উদয় হইল। প্রবল বাত্যা এবং বৃষ্টিধারায় তাড়িত হইয়া সেই পোত ঊর্মি মধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। তাহার আশার ন্যায় পোতটি ভগ্ন হইতে থাকিলে পরিজনেরা আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং বণিক হিরণ্যগুপ্ত তাহার উত্তরীয় কটিদেশে বন্ধন করিয়া অনঙ্গপ্রভার মুখের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধকরতঃ 'প্রিয়ে, তুমি কোথায়' এই কথা বলিয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। বাহুবিক্ষেপ দ্বারা গমন করিতে করিতে সে দৈবক্রমে একটি বাণিজ্যতরী প্রাপ্ত হইয়া উহা অবলম্বনপূর্বক উহার উপর আরোহণ করিল।

এদিকে সাগরবীর রজ্জুদ্বারা কতিপয় কাষ্ঠফলক বন্ধনকরতঃ সত্বর অনঙ্গপ্রভাকে উহার উপর স্থাপন করিয়া স্বয়ং উহার উপর আরোহণ করিল এবং অনঙ্গপ্রভাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাহুবিক্ষেপ দ্বারা সমুদ্রে অগ্রসর হইতে লাগিল। অর্ণবপোতটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবামাত্রই আকাশ মেঘ নির্মুক্ত হইয়া ক্রোধান্ত ব্যক্তির ন্যায় শান্ত হইল। বণিক হিরণ্যগুপ্ত সেই পোতে আরোহণপূর্বক পঞ্চদিবসে বায়ুচালিত হইয়া দৈবক্রমে সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইল। সে সমুদ্রতটে উত্থানপূর্বক প্রিয়ার বিরহে কাতর হইয়া বিধির বিধান অলংঘ্য এই কথা চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় নগরীতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ধৈর্যধারণপূর্বক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া পুনরায় ধনোপার্জনপূর্বক সুখে বাস করিতে লাগিল।

সেই দিবসেই কাষ্ঠফলকে আরূঢ় অনঙ্গপ্রভাকে সাগরবীর সমুদ্রতীরে আগমন করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক সেই ধীবরপতি সাগরপুরে স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিলে অনঙ্গপ্রভা তাহার জীবনরক্ষক ধীবর বীরপুরুষ এবং নৃপতিতুল্য বিত্তশালী, সুযৌবনপ্রাপ্ত সুরূপ এবং তাহার আজ্ঞাবহ, এইরূপ মনে করিয়া সেই দম্পতিকে পতিত্বে বরণ করিল। চরিত্রহীনা নারী উচ্চনীচে ভেদাভেদ করে না। ধীবররাজ-প্রদত্ত ধনে সুখী হইয়া সে তাহার সহিত তাহার প্রাসাদে বাস করিতে লাগিল। (৩২০-৩৩৮)

একদা সে হর্মের উপর হইতে বিজয়বর্মা নামক এক সুরূপ ক্ষত্রিয় যুবককে রাজপথে গমন করিতে দেখিয়া তাহার মনোহররূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্বক বলিল, "দৃষ্টিমাত্রই আমি তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছি, আমি তোমার প্রেয়সী, আমাকে গ্রহণ কর।" যেন আকাশ হইতে পতিত, সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরীকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়া সে তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিল। সাগরবীর, প্রিয়া কোথাও গমন করিয়াছে মনে

করিয়া সমস্ত পরিত্যাগপূর্বক তপশ্চর্যা দ্বারা দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে গমন করিল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তাহার মত দাসবংশজাত ব্যক্তি যে ঐরূপ বিদ্যাধরীকে প্রাপ্ত হইবে সে আশা কি কখনও করিতে পারিত? কিন্তু অনঙ্গপ্রভা সেই নগরীতেই বিজয়বর্মার সহিত অবাধে সুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিন তথাকার নৃপতি সাগরবর্মা হস্তিনী আরোহণপূর্বক স্বীয় নগরী পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইল। স্বনামে খ্যাত সেই সুন্দরী নগরীতে ভ্রমণ করিতে করিতে সে বিজয়বর্মার গৃহ যে পথে অবস্থিত ছিল তথায় আগমন করিলে নৃপতি সেই দিকে আসিতেছে জ্ঞাত হইয়া কৌতূহল-বশতঃ তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অনঙ্গপ্রভা হর্ম্যোপরি আরোহণ করিল এবং নৃপতিকে দেখিবামাত্রই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মাহুতকে নির্লজ্জভাবে বলিল, "মাহুত, আমি কখনও জীবনে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করি নাই, আমাকে আরোহণ করাও, দেখি ইহাতে কত সুখ!" এই কথা শ্রবণ করিয়া হস্তিপক রাজার আননে দৃষ্টিপাত করিলে নৃপতিও ইতোমধ্যে আকাশ হইতে পতিতবৎ ইন্দুনিভাননীর দর্শন লাভ করিয়া চকোরের ন্যায় অতৃপ্ত নয়নে তাহার রূপসুধা পান করিতে করিতে তাহাকে লাভ করিবার আশায় হস্তিপককে বলিল, "উহার মনোরথ পূরণার্থ হস্তিনীকে উহার সমীপে নীত করিয়া ঐ চন্দ্রবদনীকে সত্বর হস্তিপৃষ্টে আরোহণ করাও।" নৃপতির এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মাহুত হস্তিনীকে হর্ম্যতলে নীত করিলে অনঙ্গপ্রভা হস্তিনীকে সমীপবর্তিনী দেখিয়া অবিলম্বে নৃপতি সাগরবর্মার অঙ্কে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিল। (৩৩৯-৩৫৪) যে প্রথমে পতিলাভে অসম্মত হইয়াছিল সে কেন এখন এত সংখ্যক পতি লাভ করিয়াও অতৃপ্ত রহিতেছে? নিশ্চয়ই পিতৃশাপে তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। পতিত হইবার ভয়ে যেন সে নৃপতির কন্ঠাবলম্বন করিয়া রহিল এবং তাহার স্পর্শামৃত-সুধায় সমস্ত অঙ্গ সিঞ্চিত হওয়াতে নৃপতিও পরম সুখ প্রাপ্ত হইল। চুম্বনলাভের প্রত্যাশায় কৌশলে সে রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। রাজা তাহাকে সত্বর স্বীয় প্রাসাদে আনয়ন করিল। সেই বিদ্যাধরীকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া তাহার নিকট হইতে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে প্রধানা মহিষীর পদ প্রদান করিল। সেই ক্ষত্রিয়যুবক বিজয়বর্মা নৃপতি কর্তৃক অনঙ্গপ্রভা নীত হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া প্রাসাদের বহির্দেশে আগমন করিয়া রাজভৃত্যদিগের সহিত যুদ্ধান্তে পশ্চাদগমন না করিয়া তথায় দেহত্যাগ করিল। বীরপুরুষেরা স্ত্রীলোকের নিমিত্ত কখনও পরাভব স্বীকার

করে না। মনে হইল স্বর্গের অপ্সরাগণ যেন তাহার দেহ স্বর্গে আনয়ন করিবার সময় বলিতেছিল, "ঐ ঘৃণ্য স্ত্রীলোক দ্বারা তোমার কি কার্য সাধিত হইবে? বরং নন্দনকাননে আগমনপূর্বক আমাদিগকে ভজনা কর।"

নদী সমুদ্রে পতিত হইয়া যেরূপ স্থৈর্যলাভ করে, অনঙ্গপ্রভাও নৃপতি সাগরবর্মার রাজ্ঞী হইয়া অনন্যগামিনী হইয়া পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইল। ভাগ্যবশে তাহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনঙ্গপ্রভা নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করিল এবং নৃপতিও তাহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া মনে করিল যে তাহার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে।

কিয়দ্দিবসান্তে সাগরবর্মার পত্নী অনঙ্গপ্রভা গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পুত্রের জন্ম হওয়াতে নৃপতি মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল এবং পুত্রের নামকরণ করিয়াছিল সমুদ্রবর্মা। কালক্রমে পুত্রের বয়স বর্ধিত হইতে হইতে সে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া পরাক্রমশালী হইলে ভূপতি তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। অতঃপর সে সমরবর্মা নামক জনৈক নৃপতির কমলাবতী নাম্নী দুহিতাকে আনয়নপূর্বক তাহার সহিত পুত্রের বিবাহকার্য নিষ্পন্ন করিল। বিবাহান্তে সমুদ্রবর্মার সুগুণে মুগ্ধ হইয়া নৃপতি তাহাকে স্বীয় রাজত্ব প্রদান করিল। (৩৫৫-৩৬৮) রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে অভিজ্ঞ সেই বীর তনয় সমুদ্রবর্মা পিতার নিকট প্রণত হইয়া বলিল, "তাত! আমাকে বিদায় প্রদান করুন। আমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিব। যে ভূপতি বিজয়ার্থী হয় না সে নীরব ক্লীব পতির ন্যায় ঘৃণার্হ। পররাষ্ট্র জয় করিয়া স্বীয় বাহুবলে যে স্ত্রী এবং কীর্তি লাভ করা যায় তাহাই এই পৃথিবীতে রাজোচিত। হে পিতঃ! কেবলমাত্র দরিদ্র-পীড়নার্থ যে রাজারা রাজত্ব করে তাহাদের কি লাভ হয়? তাহারা মার্জারের ন্যায় স্বীয় প্রজাদিগকে ভক্ষণ করে।" এইকথা শ্রবণ করিয়া পিতা সাগরবর্মা প্রত্যুত্তর করিল, "বৎস, অতি অল্পদিন মাত্র তুমি রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করিয়াছ। সম্প্রতি ঐ শাসনই দৃঢ়তর কর। ন্যায়ধর্ম দ্বারা প্রজা শাসন করাতে কোন অধর্ম কিংবা অপযশ নাই। স্বীয় বল জ্ঞাত না হইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া নৃপতিদিগের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। অবশ্য বৎস, তুমি সাহসী এবং তোমার সৈন্যবলও প্রচুর, তথাপি চপলা জয়লক্ষ্মীকে বিশ্বাস নাই।" পিতা এইরূপ বাক্যাদি দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেও বীর সমুদ্রবর্মা অতিকষ্টে পিতার সম্মতি গ্রহণপূর্বক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিল। দিগ্বিজয়ান্তে নৃপতিদিগকে বশীভূত করিয়া সে হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ এবং অন্যান্য করাদি সংগ্রহ করিয়া যথাকালে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

অতঃপর নানাদেশ-জাত রত্নাদি দ্বারা হৃষ্ট পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া তাহাদের আদেশে যশস্বী রাজকুমার ব্রাহ্মণদিগকে গজ, অশ্ব, স্বর্ণ এবং রত্নাদি মহাদানস্বরূপ প্রদান করিল ; প্রার্থী এবং ভৃত্যাদিগকে এত পরিমাণ সুবর্ণ প্রদান করিয়াছিল যে 'দরিদ্র' শব্দটির কোন অর্থই রহিল না। অনঙ্গপ্রভার সহিত সাগরবর্মা পুত্রের কীর্তি দর্শন করিয়া মনে করিল যে তাহার জীবনের সকল উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। (৩৬৯-৩৯১)

ঐ সমস্ত দিবস উৎসবানন্দে যাপন করিয়া ভূপতি মন্ত্রীদিগের সম্মুখে পুত্র সমুদ্রবর্মাকে বলিল, "বৎস, এই জন্মে আমার যাহা করণীয় ছিল তাহা সমস্তই সাধিত হইয়াছে। আমি রাজ্যশাসনের সুখ অনুভব করিয়াছি, কদাপি শত্রুকর্তৃক বিজিত হই নাই এবং তোমাকেও রাজত্ব করিতে দেখিলাম। আমার আর কি প্রাপ্তিযোগ থাকিতে পারে ? সুতরাং দেহে শক্তি থাকিতে থাকিতেই আমি তীর্থে প্রস্থান করিব। দেখ, আমার কর্ণমূলে জরা ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতেছে, "এই দেহ নশ্বর, এখনও কেন স্বগৃহে অবস্থান করিতেছ ?" নৃপতি সাগরবর্মা এই কথা বলিয়া পুত্রের অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়ার সহিত প্রয়াগে প্রস্থান করিল। পিতামাতাকে তথায় রাখিয়া সমুদ্রবর্মা স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ন্যায়ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিল।

পত্নী অনঙ্গপ্রভার সহিত নৃপতি সাগরবর্মা প্রয়াগে বৃষধ্বজের তপস্যা করিতে লাগিল। নিশাশেষে মহাদেব তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, "তোমার ও তোমার ভার্যার তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে শ্রবণ কর, বৎস, তুমি এবং অনঙ্গপ্রভা উভয়েই বিদ্যাধর-বংশজ। আগামীকল্য শাপান্তে তোমরা তোমাদের স্বলোকে প্রস্থান করিবে।" (৩৮২-৩৯০) ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। অনঙ্গপ্রভাও অবিকল তদ্রূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিল এবং পরস্পর স্বপ্নের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতে লাগিল। অনঙ্গপ্রভা তখন হৃষ্ট চিত্তে রাজাকে বলিল, "আর্যপুত্র, আমার পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে অধুনা উদিত হইয়াছে। আমি বীরপুরের বিদ্যাধর-রাজ সমরের দুহিতা এবং আমার নাম চিরকালই অনঙ্গপ্রভা ছিল। পিতৃ-শাপে আমি মানুষী হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছি এবং বিদ্যাভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় বিদ্যাধরী-ভাব বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু এখন আমার সমস্ত কথা মনে হইয়াছে।" সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন তাহার পিতা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিল এবং ভূপতি সাগরবর্মা প্রণত হইয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে সে তাহার পদে পতিতা কন্যা অনঙ্গপ্রভাকে বলিল, "পুত্রি, তোমার শাপের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই বিদ্যাদি গ্রহণ কর। একজন্মে

তুমি অন্টজন্মের ক্লেশ ভোগ করিয়াছ।" এই কথা বলিয়া সে কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে বিদ্যাদি পুনঃপ্রদান করিল এবং ভূপতি সাগরবর্মাকে বলিল, "আপনি মদনপ্রভ নামক বিদ্যাধরাধিপতি এবং আমার নাম সমর। অনঙ্গপ্রভা আমার দুহিতা, বহু পূর্বে বিবাহযোগ্যা হইলে বহুজন তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় রূপগর্বে গর্বিতা হইয়া সে কাহাকেও পতিত্বে বরণ করে নাই। তুল্যগুণশালী আপনি তাহাকে সাগ্রহে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে আপনাকেও সে গ্রহণ না করায় আমি তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম, সে যেন মর্তলোকে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। আপনি উহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উহাকে মর্তলোকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বরদাতা শিবের আরাধনা করিয়া স্বীয় যাদুবিদ্যাবলে বিদ্যাধর দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণপূর্বক উহাকে ভার্যারূপে লাভ করিয়াছিলেন, এখন স্বীয় লোকে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উভয়ে আবার মিলিত হউন।" সমরের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সাগরবর্মার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণপথে উদিত হইল এবং সে প্রয়াগবারিতে দেহত্যাগ করিয়া অচিরে পুনরায় মদনপ্রভ হইল। অনঙ্গপ্রভা পুনঃপ্রাপ্ত বিদ্যা অধিগতপূর্বক ঐ দেহতেই দিব্যদ্যুতিমতী বিদ্যাধরীত্ব প্রাপ্ত হইল এবং হৃষ্ট মদনপ্রভ ও অনঙ্গপ্রভা পরস্পরের দিব্য দেহ দর্শন করিয়া উভয়ের হৃদয়ে গাঢ় অনুরাগ অনুভব করিলে খেচরপতি শ্রীমান সমরের সহিত সকলে বিদ্যাধরপুরী বীরপুরে আকাশপথে গমন করিল। তথায় সমর অচিরে যথাবিধি অনঙ্গপ্রভাকে বিদ্যাধররাজ মদনপ্রভের হস্তে সমর্পণ করিল। প্রিয়তমার শাপান্ত হওয়ায় মদনপ্রভ তাহার সহিত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

এই প্রকারে নিজেদের দুষ্কর্মের ফলে দিব্য পুরুষগণও অভিশপ্ত হইয়া মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ব সুকৃতির বলে উপযুক্ত ফল লাভান্তে পুনরায় স্ব স্ব লোকে প্রত্যাবর্তন করে।

নরবাহনদত্ত মন্ত্রী গোমুখের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া সে এবং অলঙ্কারবতী প্রহৃষ্ট হইয়া দিবাকৃত্য সম্পাদন করিল। (৩৯১-৪১০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলঙ্কারবতী লম্বকের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৪১০
ক্রমিক সংখ্যা—৯৫৭২

তৃতীয় তরঙ্গ

পরদিবস নরবাহনদত্ত যখন অলংকারবতীর সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন তাহার সখা মরুভূতি বলিল, "দেব আপনার এই অনুগত ব্যক্তিটি (কার্পটিক) জটাধারী, কৃশকায় ও মলিন এবং একখন্ড চর্মবসনে আবৃত হইয়া দিবারাত্র শীতে ও গ্রীষ্মে সিংহদ্বার পরিত্যাগ করে না। উহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন না কেন? বেশী বিলম্ব হইবার পূর্বেই সময় থাকিতে কিঞ্চিৎ দান করা উচিত। এই ব্যক্তি মৃত হইবার পূর্বেই উহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন।" গোমুখ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "মরুভূতি ঠিক কথাই বলিয়াছে। কিন্তু দেব, এই ব্যাপারে আপনার কোনই দোষ নাই। প্রার্থী দোষমুক্ত না হইলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, নৃপতি তাহাকে কিছু দান করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু সে পাপমুক্ত হইলে শত বারণ সত্ত্বেও, নৃপতির তাহাকে দান করিতে হয়। ইহা বিধির বিধানে পূর্বজন্মের কর্মফল। এই প্রসঙ্গে, রাজন্ আমি ভূপতি লক্ষদত্ত এবং তাহার অনুগত লব্ধদত্তের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

নৃপতি লক্ষদত্ত এবং তাহার অনুগত (কার্পটিক) লব্ধদত্তের আখ্যান

এই ধরাতলে লক্ষপুর নামক নগরী ছিল। তথায় দানীশ্রেষ্ঠ লক্ষদত্ত নামক নরপতি বাস করিত। প্রার্থীকে একলক্ষ মুদ্রার কম দান করিতে সে জানিত না এবং যাহার সহিত বাক্যালাপ হইত তাহাকেই পঞ্চলক্ষ মুদ্রা দান করিত এবং যাহার উপর সন্তুষ্ট হইত তাহার দারিদ্র্যও মোচন করিত। এই নিমিত্ত তাহার নাম লক্ষদত্ত হইয়াছিল। একখন্ড চর্ম কটিবস্ত্ররূপে ব্যবহারকারী লব্ধদত্ত নামক তাহার এক জটাধারী অনুগত ব্যক্তি (কার্পটিক) দিবারাত্র শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় একমুহূর্তের নিমিত্তও সিংহদ্বার ত্যাগ করিত না এবং রাজা তাহাকে তথায় দেখিতে পাইত। দয়াপ্রবণ এবং দানশীল হওয়া সত্ত্বেও সেই ক্লিষ্ট অপেক্ষমান ব্যক্তিকে রাজা কিছুই দান করিত না। (১-১৪)

একদা রাজা মৃগয়ার্থ গমন করিলে, সেই কার্পটিকও খড়্গহস্তে তাহার অনুগমন করিল। তথায় নৃপতি সসৈন্যে ধনুক হস্তে গজোপরি আসীন হইয়া শরজালে ব্যাঘ্র, বরাহ এবং মৃগাদি হনন করিলে পদচারী কার্পটিক

তাহার সম্মুখে গমন করিতে করিতে খড়্গাঘাতে একাকী বহু বরাহ এবং মৃগ বধ করিল। তাহার পরাক্রম দর্শন করিয়া নৃপতি মনে মনে চিন্তা করিল, "এই ব্যক্তি যে এইপ্রকার বীরপুরুষ ইহা খুবই বিস্ময়কর।" কিন্তু তথাপি তাহাকে কিছু দান করিল না। মৃগয়ান্তে ভূপতি স্ব নগরে স্বপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সুখে বিহার করিতে লাগিল এবং ঐ কার্পটিক পূর্ববৎ সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। একদা সীমান্তে সগোত্র এক নৃপতিকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত লক্ষদত্তের ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে খদির কাষ্ঠ ও লগুড়াঘাতে সেই কার্পটিক রাজার সমক্ষে বহু শত্রু হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিক্রম দর্শন করিয়াও নৃপতি তাহাকে কিছু দান করিল না। এই অবস্থায় কার্পটিক লব্ধদত্ত পঞ্চ বর্ষ বহুকষ্টে অবস্থান করিল।

ষষ্ঠ বর্ষ আগত হইলে ভূপতি লক্ষদত্ত একদিন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া দয়াপরবশ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "যদিও এই ব্যক্তি বহুকাল যাবৎ কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে তথাপি আমি এ পর্যন্ত এই চিরক্লিষ্টকে কিছুই দান করি নাই। এই হতভাগাকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া দেখা যাউক উহার পাপক্ষয় হইয়াছে কি না এবং লক্ষ্মীদেবী উহার নিকট আগমন করেন কি না?" এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি স্বেচ্ছায় কোষাগারে প্রবেশপূর্বক একটি লেবুর অভ্যন্তর পেটিকার ন্যায় রত্নাদিতে পূর্ণ করিয়া প্রাসাদের বাহিরে প্রজাদিগের সভা আহ্বান করিলে তথায় পৌরজন, সামন্তবর্গ এবং মন্ত্রিবৃন্দ আগমন করিল। তাহাদের সহিত কার্পটিকও প্রবেশ করিলে রাজা তাহাকে সাদরে 'এই স্থানে আগমন কর' বলিয়া আহ্বান করিল এবং সে হৃষ্টচিত্তে আগমন-করতঃ নৃপতির সম্মুখে আসন গ্রহণ করিল। নৃপতি তখন তাহাকে বলিল, "তোমার স্বরচিত কোন শ্লোক পাঠ কর।" কার্পটিক তখন আর্যাছন্দে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিল, "সমস্ত নদী যেরূপ সমুদ্রকে পরিপূর্ণ করে ভাগ্যদেবীও তদ্রূপ পূর্ণ ব্যক্তিকেই পূর্ণ করেন, কদাচ দরিদ্রজনের লোচনীভূত হন না।" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা উহাকে উহা পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলে সে তাহাই করিল এবং ভূপতি হৃষ্ট হইয়া সেই বহুমূল্য রত্নপূর্ণ লেবুটি তাহাকে দান করিলে পৌরজনেরা বলিতে লাগিল, "এই ভূপতি যাহার প্রতি তুষ্ট হন তাহার দারিদ্র্যমোচন করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কার্পটিককে সাদরে আহ্বান করিয়া তাহাকে মাত্র একটি লেবু দান করিলেন। কল্প-বৃক্ষও অভব্যদিগের নিকট পলাশবৃক্ষে পরিণত হয়।" ইহা দর্শন করিয়া প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত না থাকায় সভাস্থ সকলে বিষণ্ণ চিত্তে পরস্পরে এইরূপই বলাবলি করিতে লাগিল। (১৫-৩৬)

লেবুহস্তে কার্পটিক বিষণ্ণচিত্তে বহির্গত হইলে এক শ্রমণ তাহার সম্মুখে আগমন করিল। রাজবন্দী নামক শ্রমণ ঐ মনোরম লেবুটি দর্শন করিয়া কার্পটিকের নিকট হইতে বস্ত্রের পরিবর্তে উহা গ্রহণ করিল। অতঃপর সেই শ্রমণ সভায় প্রবেশ করিয়া উহা নৃপতিকে প্রদান করিলে সে উহা চিনিতে পারিয়া শ্রমণকে বলিল, "ভদন্ত, এই লেবুটি আপনি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন?" 'কার্পটিকের নিকট হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছি,' এই কথা বলিলে রাজা বিষণ্ণ এবং বিস্মিত হইয়া মনে করিল যে, কার্পটিকের এখনও পাপক্ষয় হয় নাই। নৃপতি লক্ষদত্ত লেবুটি গ্রহণ করিয়া সভা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক আহ্নিকাদি সম্পাদন করিল এবং কার্পটিক ঐ বস্ত্রখণ্ড বিক্রয়পূর্বক ভোজন ও পানান্তে সিংহদ্বারে যথাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় দিবসে নৃপতি রাজসভা আহ্বান করিলে পৌরজনাদি সকলে তথায় আগমন করিল। কার্পটিককে সভায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা তাহাকে পূর্বের ন্যায় আহ্বান করিয়া স্বসমীপে উপবিষ্ট করাইল এবং কার্পটিক পূর্বের সেই আর্যাবৃত্তের শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে ভূপতি সন্তুষ্ট হইয়া গুপ্তরত্নপূর্ণ সেই লেবুটি প্রদান করিল। তত্রস্থ সকলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এই যে পুনর্বার প্রভু উহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতে উহার কোনও লাভ হইল না।" বিষণ্ণ কার্পটিক লেবুটি গ্রহণ করিয়া 'নৃপতির শুভেচ্ছা এবারও ফলপ্রসূ হইল না,' এই কথা চিন্তা করিয়া বহির্গমন করিলে অচিরে নৃপতি দর্শনোদ্দেশ্যে রাজসভায় গমনোদ্যত এক রাজপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল। লেবুটি দেখিয়া উহা পছন্দ হওয়ায় সে উহা শুভ লক্ষণ মনে করিয়া যুগ্মবস্ত্রের বিনিময়ে উহা কার্পটিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিল। (৩৭-৫০) অতঃপর রাজসভায় প্রবেশকরতঃ প্রথমে নৃপতিকে ঐ লেবুটি এবং পরে তদানীত অন্য উপহার প্রদান করিলে রাজা ঐ ফলটি চিনিতে পারিয়া, 'উহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?' রাজপুরুষকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, "কার্পটিকের নিকট হইতে।" ভাগ্যলক্ষ্মী এখনও উহাকে দর্শন প্রদান করিবেন না, এই কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া ভূপতি অতিশয় দুঃখিত হইল। লেবুটি গ্রহণ করিয়া নৃপতি রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলে কার্পটিক প্রাপ্ত যুগ্মবস্ত্র হস্তে বিপণীতে গমন করিয়া তথায় একখণ্ড বিক্রয় করিয়া ভোজ্য পানাদি সংগ্রহ করিল এবং অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করিল।

তৃতীয় দিবসেও নৃপতি রাজসভা আহ্বান করিলে পৌরজন আগমন করিল

এবং কার্পটিকও সভায় প্রবেশ করিলে রাজা তাহাকে আহবান করিল এবং সে আর্যাবৃত্ত ছন্দের শ্লোকটি আবৃত্তি করিলে নৃপতি তাহাকে পূর্বের ন্যায় সেই লেবুটি দান করিল। সকলে বিস্মিত হইলে কার্পটিক বহির্গত হইয়া উহা রাজার রক্ষিতাকে প্রদান করিল। সেই বিলাসিনী রাজসম্মান বৃক্ষের সচল লতার ন্যায় তাহাকে ফলসূচক সুবর্ণ প্রদান করিল। কার্পটিক উহা বিক্রয় করিয়া সেই দিবস সুখে অতিবাহিত করিল এবং রক্ষিতা নৃপতির সমীপে গমন করিল। সেই স্থূল এবং রমণীয় ফলটি সে নৃপতিকে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রদান করিলে রাজা উহা চিনিতে পারিয়া, সে কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিলাসিনী বলিল যে, কার্পটিক উহা তাহাকে প্রদান করিয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি চিন্তা করিল, "ভাগ্যলক্ষ্মী এখনও উহার প্রতি প্রসন্ন হন নাই। উহার পূর্বজন্মের সুকৃতি স্বল্প, কারণ ঐ ব্যক্তি জ্ঞাত নহে যে আমার দান কখনও বিফল হয় না। এই অমূল্য রত্নরাজি পুনঃ পুনঃ আমার নিকট আগমন করিতেছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা উহা সুরক্ষিত স্থানে ন্যস্ত করিয়া গাত্রোত্থান-পূর্বক আহ্নিকাদি সমাপন করিল। (৫১-৬৪)

চতুর্থ দিবসেও রাজা ঐ প্রকার সভা আহবান করিলে প্রজাবৃন্দ, সামন্ত, নৃপতিবর্গ এবং মন্ত্রী প্রভৃতি আগমন করিলে কার্পটিক যখন সভায় প্রবেশ করিল রাজা তাহাকে পূর্ববৎ তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট করাইলে সে নৃপতিকে প্রণাম করিয়া সেই আর্যাবৃত্ত শ্লোক আবৃত্তি করিল এবং নৃপতি তাহাকে লেবুটি দান করিলে সে যখন উহার অর্ধাংশ হস্তে গ্রহণ করিয়াছে তখন নৃপতি উহা হস্তমুক্ত করিলে উহা ভূতলে পতিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইল। সন্ধি ভগ্ন হইলে উহা হইতে মহার্ঘ রত্নরাজি নির্গত হইয়া সভাস্থান আলোকিত করিলে তত্রস্থ সকলে উহা দেখিয়া বলিল, "এই তিন দিন আমরা প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত না হইয়া কি ভুলই না করিয়াছি। প্রভুর কৃপা এইরূপই ধারণ করে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিল, "এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ভাগ্যদেবী উহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন কি না আমি তাহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। দিবসত্রয় উহার পাপক্ষয় হয় নাই। এখন হইয়াছে এবং তন্নিমিত্ত ভাগ্যদেবী উহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া ভূপতি উহাকে রত্নাদি এবং বহু গ্রাম, হস্তী, অশ্ব এবং স্বর্ণ দান করিয়া উহাকে সামন্ত নৃপতির পদে বৃত করিল। প্রজাবৃন্দ তাহার জয়ধ্বনি করিলে সে স্নানার্থে সভা ত্যাগ করিল এবং কার্পটিকও সফলকাম হইয়া স্বালয়ে প্রস্থান করিল।

সুতরাং ইহা সত্য যে, ভৃত্যের পাপস্খালন না হইলে শত কষ্ট স্বীকার করিলেও সে প্রভুর কৃপালাভ করিতে সমর্থ হয় না। (৬৫-৭৪)

মুখ্যমন্ত্রী গোমুখ এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া পুনরায় বলিল, "দেব, আপনি ঐ কার্পটিকের প্রতি প্রসন্ন নহেন দেখিয়া মনে হইতেছে যে উহার পাপস্খালন হয় নাই।" বৎসেশপুত্র গোমুখের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "তা বেশ।" এবং তৎক্ষণাৎ তাহার অনুগত কার্পটিককে বহু গ্রাম, হস্তী, অশ্ব, এককোটি সুবর্ণমুদ্রা এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিল। ঐ কার্পটিক তখন রাজার ন্যায় সম্পদশালী হইল। সদ্সচিববেষ্টিত কৃতজ্ঞ নৃপতির সেবা বিফল হয় না।

নরবাহনদত্ত এই প্রকারে দিবস যাপন করিতে থাকিলে একদিন দক্ষিণাপথ হইতে প্রলম্ববাহু নামক ব্রাহ্মণ যুবক তাহার নিকট কর্মপ্রার্থী হইয়া সমাগত হইল। সেই বীর নৃপতিকে বলিল, "দেব, আপনার খ্যাতির কথা শ্রুত হইয়া আমি আপনার চরণতলে আগত হইয়াছি। যতক্ষণ আপনি ভূমিতে, হস্তী এবং অশ্বপৃষ্ঠে ও রথে ভ্রমণ করিবেন আমি পাদযোগে সতত আপনার সঙ্গে থাকিব, ইহার অন্যথা হইবে না। কিন্তু আপনি আকাশমার্গে গমন করিলে আমি আপনার সহিত থাকিতে সমর্থ হইব না। আমি এই কথা বলিতেছি, কারণ জনপ্রবাদ যে, আপনি ভবিষ্যতে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবেন। বেতনস্বরূপ আমাকে প্রত্যহ একশত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবেন।" সে এই কথা বলিলে সেই অতুল তেজসম্পন্ন বীর দ্বিজকে নরবাহনদত্ত ঐ পরিমাণ বেতন প্রদানে সম্মত হইল। তখন গোমুখ বলিল, "দেব, নৃপতিদিগের এই প্রকার ভৃত্য লাভ হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন।" (৭৫-৮৫)

বীরবর কথা

এইদেশে বিক্রমপুর নামক একটি সমৃদ্ধশালী মহানগর আছে। তথায় পুরাকালে বিক্রমতুঙ্গ নামক নরপতি বাস করিত। সে নীতিজ্ঞ ছিল এবং যদিও তাহার অসি সুতীক্ষ্ণ ছিল, ন্যায়দণ্ড সেরূপ ছিল না। ধর্মে তাহার আসক্তি ছিল কিন্তু স্ত্রীলোক এবং মৃগয়াদিতে ছিল না। তাহার রাজত্বে ধূলিকণাই শুধু নির্গুণ ছিল এবং শায়করাজিই মাত্র গুণবিচ্যুত ছিল ও পশুপালকের আশ্রয় হইতে মুক্ত পশুই একমাত্র ধর্মবিচ্যুত ছিল। একদা বীরবর নামক জনৈক সুদর্শন বীর ব্রাহ্মণ মালব দেশ হইতে কর্মপ্রার্থী হইয়া নৃপতির সমীপে আগমন করিল। তাহার ধর্মবতী নাম্নী ভার্যা বীরবতী

নামিকা দুহিতা এবং সত্ত্বর নামক পুত্র ছিল। এই তিনজন লইয়া তাহার পরিবার ছিল এবং অন্য তিনজন পরিকর ছিল—কটিদেশস্থ কৃপাণ, এক হস্তে অসি এবং অন্য হস্তে চর্ম নির্মিত মসৃণ ঢালি। এত অল্প পরিকর সত্ত্বেও সে রাজার নিকট হইতে প্রত্যহ পঞ্চশত দীনার বেতন স্বরূপ প্রার্থনা করিল। তাহার বিক্রম সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া নৃপতি তাহাকে ঐ পরিমাণ বেতন প্রদান করিতে সম্মত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "আমি উহার বীর্যবত্তা পরীক্ষা করিব।" এই দুই বাহুযুক্ত পুরুষ অত পরিমাণ দীনার দ্বারা কি করে উহা পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত নৃপতি গুপ্তচর নিযুক্ত করিল। বীরবর প্রত্যহ খাদ্যাদির নিমিত্ত উহার পত্নীকে একশত দীনার প্রদান করিত। অন্য একশত দ্বারা বস্ত্রমাল্যাদি ক্রয় করিত। স্নানান্তে বিষ্ণু এবং শিবের অর্চনার নিমিত্ত অন্য একশত দীনার ব্যয় করিত এবং বাকী দুইশত দীনার ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্রদিগকে দান করিত। এই প্রকারে সে প্রত্যহ পঞ্চশত দীনার ব্যয় করিত। সে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত এবং দৈনিক আহ্নিক ও অর্চনাদি সমাপনান্তে পুনরায় তথায় আগমন করিয়া সমস্ত রজনী তথায় যাপন করিত। গুপ্তচরেরা তাহার দৈনিক কার্যাদির এই প্রকার বর্ণনা রাজাকে প্রদান করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গুপ্তচরদিগকে ফিরাইয়া আনিল। স্নানাদির সময় ব্যতীত অন্য সময় বীরবর অসি হস্তে সতত দিবারাত্র সিংহদ্বারে অবস্থান করিত। (৮৬-১০০) বীরবরের সাহসে অধৈর্য হইয়াই যেন উহাকে জয় করিবার নিমিত্ত একদা গর্জন করিতে করিতে ঘন মেঘের উদয় হইল। মুষলধারে বর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও বীরবর স্তম্ভের ন্যায় অচল হইয়া সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিল না। নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ প্রাসাদে তাহাকে ঐরূপে অবস্থান করিতে দেখিয়া রজনীতে পুনরায় প্রাসাদ শীর্ষে আরোহণ করিয়া উহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তথা হইতে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিল, "সিংহদ্বারে কে অবস্থান করিতেছ?" এই কথার প্রত্যুত্তর আসিল, "আমি বীরবর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিল, "এই প্রকার ধারাবৃষ্টি বর্ষণ সত্ত্বেও এই ব্যক্তি সিংহদ্বার পরিত্যাগ করিতেছে না, তজ্জন্য সে উচ্চপদ-লাভের যোগ্য।" রাজা যখন এই রূপ চিন্তা করিতেছিল তখন দূরে রমণীর ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবিল, "আমার রাজ্যে ত কোন দুঃখী নাই, তবে ঐ রমণী ক্রন্দন করিতেছে কেন?" সে বীরবরকে বলিল, "এইস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কোন রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতেছ কি? ঐ স্থানে গমনপূর্বক ঐ রমণী কে এবং উহার রোদনের কারণ নিরূপণ করিয়া

আইস।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরবর পার্শ্বদেশে কৃপাণ লইয়া করতলে অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিল। বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘে যখন আকাশ ও ধরণীর মধ্যে বৃষ্টিধারা মাত্র বর্ষিত হইতেছিল তখন সেই দুর্যোগে যখন সে যাত্রা করিল তখন কৌতূহলবশতঃ করুণার্দ্র চিত্তে ভূপতি তাহার প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে অবতরণপূর্বক খড়গহস্তে সকলের অলক্ষিতে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। (১০১-১১১)

নৃপতি তাহাকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করিতেছে, ইহা জ্ঞাত না হইয়া সে ক্রন্দন ধ্বনির দিকে গমন করিতে করিতে নগরের বহির্দেশে এক সরোবরে আগমন করিয়া উহার মধ্যে এক রমণীকে ক্রন্দনরত দেখিল, "কৃপাসিন্ধু প্রভো, হা বীর, তোমা কর্তৃক বর্জিত হইয়া আমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিব?" "তুমি কে, কেন তুমি রোদন করিতেছ?" সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই রমণী প্রত্যুত্তর করিল, "বৎস, আমি এই ধরণীর দেবী। সম্প্রতি বিক্রমতুঙ্গই আমার ধর্মপতি, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে উহার মরণ সুনিশ্চিত। উহার মত প্রভু আমি আর কবে লাভ করিতে সমর্থ হইব? স্বর্গে দেবপুত্র সুপ্রভ যেরূপ করিত আমিও তদ্রূপ দিব্য দৃষ্টিবলে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ।"

সুপ্রভের কাহিনী

সুপ্রভ দিব্যদৃষ্টি বলে দেখিতে পাইয়াছিল সে পুণ্যক্ষয় হওয়ায় সপ্ত দিবসের মধ্যে সে শূকরীর গর্ভে প্রবেশ করিবে। তখন সেই দেবপুত্র শূকরীগর্ভে বাসকালে দিব্য ভোগবিলাসাদি হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিল, 'কোথায় স্বর্গ। কোথায় অপ্সরাবৃন্দ। কোথায় নন্দন কানন। আমি কি প্রকারে শূকরীর উদরে অবস্থান করিয়া পুনরায় কর্দমে বাস করিব?' দেবরাজ তাহার এই অনুশোচনা শ্রবণ করিলে তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া দেবপুত্র তাহার কষ্টের কারণ নিবেদন করিল। ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন, "তোমার নিষ্কৃতির একটিমাত্র উপায় আছে। মহাদেবকে তোমার রক্ষকবোধে 'শিবের জয় হউক' এই কথা বলিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে তোমার পাপক্ষয় হইয়া পুণ্যলাভ হইবে এবং স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া তোমাকে শূকরী গর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে না।" দেবরাজ সুপ্রভকে এই কথা বলিলে সে পলায়নকরতঃ 'নমঃ শিবায়' বলিয়া শিবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠ দিবস

অবধি একাগ্রচিত্তে তাহার আরাধনা করিলে শিবের কৃপায় সে সপ্তম দিবসে শূকরীগর্ভে গমন না করিয়া স্বর্গ হইতেও উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করিল। (১১২-১২৩)

"সুপ্রভ যেরূপ ভাবী কলুষিত জীবন দেখিতে পাইয়া শোকার্ত হইয়াছিল আমিও তদ্রূপ নৃপতির মৃত্যু সম্ভাবনায় শোকার্ত হইয়াছি।—এই কথা শ্রবণ করিয়া বীরবর প্রত্যুত্তর করিল, "ইন্দ্রের উপদেশে সুপ্রভের যেরূপ মুক্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তদ্রূপ নৃপতিরও কোন মুক্তির উপায় আছে কি না অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন।" এইরূপে পৃষ্ট হইয়া ধরণী দেবী তাহাকে বলিল, "একটি উপায় আছে এবং তাহা তোমারই অধীনে।" তখন দ্বিজ বীরবর হৃষ্ট চিত্তে বলিল, "দেবি, সত্বর আমাকে বলুন। আমার, আমার পুত্রের অথবা আমার ভার্যার প্রাণের বিনিময়ে যদি নৃপতির উপকার সাধন করিতে পারি তবে আমার জন্ম বৃথা যাইবে না।" বীরবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবী দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, "এই প্রাসাদে চণ্ডিকা দেবীর মূর্তি আছে। পুত্র সত্ত্বরকে যদি উপহারস্বরূপ তাহাকে প্রদান কর তবে রাজা রক্ষা পাইবেন। আর কোনও উপায় নাই।" ধরণী দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরবর বলিল, "আমি এই মুহূর্তেই ঐ কার্য সম্পাদন করিব।" ভূদেবী বলিলেন, "তোমার মত প্রভুভক্ত আর কে আছে? প্রস্থান কর, তোমার সমৃদ্ধি হউক।" নৃপতি পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে ইহা সমস্তই শ্রবণ করিল।

তখন বীরবর অবিলম্বে সেই রজনীতে সত্বর গৃহে গমন করিলে নরপতি অলক্ষ্যে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তথায় সে পত্নী ধর্মবতীকে জাগ্রত করিয়া বলিল যে, ধরণী দেবীর উপদেশানুসারে নৃপতির হিতার্থে পুত্রকে চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করিতে হইবে। (১২৪-১৩৭) এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার ভার্যা বলিল, "নৃপতির হিতার্থে যাহা কর্তব্য তাহা আমরা অবশ্যই করিব। পুত্রকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে বল।" তখন পুত্রকে জাগ্রত করিয়া বীরবর তাহাকে ধরণী দেবী নৃপতির হিতার্থে যাহা বলিয়াছিলেন এবং পুত্রকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট বলিপ্রদানের কথা তাবৎ বৃত্তান্তই পুত্রকে বলিলে সার্থকনামা বালক সত্ত্বর পিতাকে বলিল, "তাত। আমার জীবন দ্বারা নৃপতির উপকার সাধিত হইবে ইহা কি আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা নহে? নৃপতির অন্নঋণ শোধ করিতে হইবে। অতএব নৃপতির হিতার্থে আমাকে চণ্ডিকা দেবীর নিকট লইয়া গিয়া বলি প্রদান কর।" বালক সত্ত্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিচলিত বীরবর

বলিল, "তুমি আমার যথার্থই পুত্র বটে।" বহির্দেশে অবস্থিত নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "অহো। এই পরিবারের সকলেই সাহসী।"

তখন বীরবর পুত্র সত্ত্বরকে স্কন্ধে স্থাপিত করিল এবং ভার্যা ধর্মবতী এবং কন্যা বীরবতীকে পৃষ্ঠে লইলে উভয়ে রজনীতে চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিল।

নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ কৌশলে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। তাহারা মন্দিরে উপনীত হইলে ধৈর্যের আকর বালক সত্ত্বর পিতৃ-স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক দেবীর নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিল, "আমার শিরঃ বলিদানপূর্বক আমাদের প্রভু রাজার জীবন রক্ষা হউক। নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ শত্রুবিহীন হইয়া পৃথিবী শাসন করুন।" বালক এই কথা বলিলে, "সাবাস পুত্র, সাবাস।" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া পুত্রের শিরচ্ছেদনপূর্বক চণ্ডিকা দেবীর নিকট বলি প্রদান করিয়া কহিল, "নৃপতির শ্রীবৃদ্ধি হউক।" প্রভুভক্তেরা নিজের অথবা পুত্রের প্রাণ দান করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, "ধন্য বীরবর। স্বীয় পুত্রের জীবন বলি প্রদান করিয়া তুমি তোমার প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছ।" নৃপতি যখন বিস্মিত হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল এবং শ্রবণ করিতেছিল তখন বীরবরদুহিতা বালিকা বীরবতী হত ভ্রাতার মস্তকের নিকট আগমন করিয়া উহা আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল এবং "হা, ভ্রাতঃ!" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিল। (১৩৮-১৫২)

দুহিতাকেও মৃত দেখিয়া বীরবর-ভার্যা ধর্মবতী বিষণ্ণচিত্তে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে বীরবরকে বলিল, "এখন আমরা নৃপতির মঙ্গলবিধান করিয়াছি। অতএব মৃত সন্তানদ্বয় সহ আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করুন। আমার বালিকা দুহিতা, অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ভ্রাতার শোকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। দুইটি সন্তান মৃত হইবার পর আমার জীবনের আর কি প্রয়োজন আছে?" দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সে এই কথা বলিলে বীরবর তাহাকে বলিল, "হে অনিন্দিতে! উহাই কর, উহার বিরুদ্ধে আমার আর কি বলিবার আছে? দুইটি সন্তানহারা হইয়া শোকাকুল চিত্তে এই পৃথিবীতে তোমার জীবনে আর কি সুখ রহিল? আমি চিতা প্রস্তুত না করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" এই কথা বলিয়া দেবী মন্দিরের বহিপ্রাকার নির্মাণার্থ তথায় যে কাষ্ঠাদি ছিল তাহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া সন্তানদ্বয়ের শব তদুপরি স্থাপনকরতঃ উহার নিম্নদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে চিতা জ্বলিয়া উঠিল এবং ধর্মশীলা পত্নী ধর্মবতী তাহার চরণে পতিত হইয়া বলিল, "আর্যপুত্র,

পরজন্মেও তোমাকে যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হই। নৃপতির সমৃদ্ধি হউক।" এই কথা বলিয়া সে যেন শীতল হ্রদে প্রবেশ করিতেছে এইরূপ মনে করিয়া হৃষ্ট চিত্তে শিখাময় চিতানলে ঝম্প প্রদান করিল। অলক্ষ্যে গুপ্তস্থানে দণ্ডায়মান মুগ্ধ ভূপতি বিক্রমতুঙ্গ ভাবিতে লাগিল, কি প্রকারে উহাদিগকে পুরস্কৃত করা যাইতে পারে। (১৫৩-১৬১)

অতঃপর ধীরচেতা বীরবর চিন্তা করিতে লাগিল, "প্রভুর প্রতি আমার যাহা কর্তব্য ছিল তাহা সাধন করিয়াছি, এই প্রকার দৈববাণীও শ্রুত হইয়াছিল। তাহার অন্নঋণও আমি পরিশোধ করিয়াছি কিন্তু, যাহাদিগকে প্রতিপালন করিতাম সেই পরিবারবর্গহারা হইয়াছি। একাকী আত্মপোষণ করিয়া আর কি লাভ আছে? চণ্ডিকা দেবীর নিকট নিজেকে বলি প্রদান করি না কেন?" এইরূপে কৃত সংকল্প হইয়া দৃঢ়চেতা বীরবর প্রথমে বরদা চণ্ডিকা দেবীর স্তব করিতে লাগিল, "অভয়প্রদায়িনী মহেশ্বরি। তোমাকে প্রণাম করি। সংসার-পঙ্ক-মগ্ন তোমার এই শরণাগতকে উদ্ধার কর। তুমিই জীবগণের শক্তি এবং তুমিই জগৎ চালনা করিতেছ। সৃষ্টির আদিতে শম্ভু স্বয়ম্ভূতা তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তোমার দুনিরীক্ষ্য তেজঃদ্বারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া কোটি বালার্ককিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া খড়্গ, গদা, কোদণ্ড, শর ও শূল হস্তে তুমি সহসা আবির্ভূতা হইয়াছিল। তখন ত্রিশূলী নিম্নোক্তরূপে তোমার স্তব করিয়াছিল, 'হে চণ্ডি, চামুণ্ডে, মঙ্গলে, ত্রিপুরে, জয়ে, একানংশে, শিবে, দুর্গে, নারায়ণি, সরস্বতি, ভদ্রকালি, মহালক্ষ্মি, সিদ্ধে, কুরুঘাতিনি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই গায়ত্রী, মহারাজ্ঞী, রেবতী এবং বিন্ধ্যবাসিনী, তুমিই উমা, কাত্যায়নী এবং হরপর্বত কৈলাসবাসিনী।' স্তুতিপর শিব এই প্রকারে তোমাকে স্তুতি করিলে স্কন্দ, বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মাদি উহা শ্রবণ করিয়া তাহারাও তোমার স্তব করিয়াছিল। হে ভগবতি, দেব, ঋষি ও নরগণ তোমার আরাধনা করিয়া তাহাদের কাম্যেরও অধিক বর প্রাপ্ত হয়। হে বরদে, আমাকে কৃপা কর। আমার এই শরীর উপহারস্বরূপ গ্রহণ কর। আমার প্রভু, নৃপতির মঙ্গল হউক।" এই কথা বলিয়া সে যখন স্বীয় মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল তখন সেই মুহূর্তেই একটি অশরীরী আকাশবাণী শ্রুত হইল, "এই দুঃসাহসিক কার্য হইতে বিরত হও। তোমার বীরত্ব দর্শনে আমি প্রীত হইয়াছি। ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।" বীরবর এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "দেবী আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ আরও শত বৎসর জীবিত থাকুন এবং আমার পত্নী ও সন্তানেরা

পুনরুজ্জীবিত হউক।" সে এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে আকাশ হইতে পুনরায় দৈববাণী শ্রুত হইল, "তাহাই হইবে।" (১৬২-১৭৯)।

তৎক্ষণাৎ ধর্মবতী, সত্ত্বর এবং বীরবতী এই তিনজন অক্ষত দেহে জীবিত হইল। অতঃপর দেবীর কৃপায় পুনরুজ্জীবিত উহাদিগকে গৃহে আনয়নকরতঃ বীরবর স্বয়ং রাজার সিংহদ্বারে প্রত্যাবর্তন করিল।

ভূপতি সানন্দে ও সবিস্ময়ে এই সমস্ত অবলোকন করিয়া পুনরায় প্রাসাদশীর্ষে অলক্ষ্যে আরোহণ করিয়া উচ্চ হইতে চিৎকার করিল, "সিংহদ্বারে কে এখন প্রহরারত?" নিম্নেস্থিত বীরবর উত্তর করিল, "আমি এখানে অবস্থান করিতেছি। আমি সেই রমণীর নিকট গিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে দর্শনমাত্র সে দেবতার ন্যায় অন্তর্হিতা হইল।"

নৃপতি বিক্রমতুঙ্গ যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য ব্যাপার অবলোকন করিয়াছিল রজনীতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "অহো! এই ব্যক্তির পৌরুষ কি অপূর্ব! এই প্রকার শ্লাঘ্য কর্মসাধন করিয়াও ঐ সম্বন্ধে কোন উক্তিই করিল না। সমুদ্র গভীর, বিশাল ও বৃহৎ জন্তু প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু মহাবাতাহত সচল অটল এই ব্যক্তির সহিত তাহার তুলনাই হয় না। পুত্র এবং ভার্যাকে অদ্য রজনীতে বলিদান করিয়া গোপনে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, আমি ইহার কি প্রতিদান করিতে পারি?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপতি প্রাসাদশীর্ষ হইতে অবতরণপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রজনী স্মিতমুখে যাপন করিল। প্রাতঃকালে বীরবর মহারাজ সভায় উপস্থিত হইলে ভূপতি পূর্বরাত্রের চমকপ্রদ ঘটনা বর্ণনা করিলে সকলে শতমুখে বীরবরের প্রশংসা করিল এবং রাজা তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সম্মানসূচক পট্টবন্ধনী প্রদান করিল। উপরন্তু তাহাকে সে বহু ভূমি, অশ্ব, রত্ন, গজ এবং দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া তাহার বেতন পূর্বাপেক্ষা ষষ্ঠগুণ বর্ধিত করিল। অচিরে ব্রাহ্মণ বীরবর উচ্চ ছত্র প্রাপ্ত হইয়া নৃপতিতুল্য সম্মান লাভ করিল এবং সপরিবারে সম্পদশালী হইল।

মন্ত্রী গোমুখ এই কাহিনী শেষ করিয়া উপসংহারে বলিল, "দেব! পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে কখনও কখনও ভূপতিরা এই প্রকার অতিশয় বীর ভৃত্য লাভ করে, যাহারা স্বীয় ঔদার্যবলে প্রভুর নিমিত্ত জীবনের মায়া এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া ইহলোক এবং পরলোক সম্পূর্ণরূপে জয় করে। রাজন্, অধুনাগত আপনার ভৃত্য বীর দ্বিজ প্রলম্ববাহুকেও এই প্রকার ধর্মশীল এবং সত্ত্বশীল বলিয়া মনে হয়। দিন দিন উহার সততা বৃদ্ধি

প্রাপ্ত হইতেছে।" উদারচেতা রাজপুত্র নরবাহনদত্ত তাহার বিপুলমতি সচিব গোমুখের নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে পরম পরিতোষ লাভ করিল। (১৮০-১৯৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৯৭
ক্রমিক সংখ্যা—৯,৭৬৯

চতুর্থ তরঙ্গ

এইরূপে নরবাহনদত্ত গোমুখাদি অনুরক্ত সচিবদের সহিত অনুরক্তা রাজ্ঞী অলংকারবতী সহ পিতৃগৃহে আনন্দে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার গাঢ় প্রেমে অলংকারবতীর নারীসুলভ মানজনিত ঈর্ষা অপনোদিত হইয়াছিল। একদা সে রথারূঢ় হইয়া বন্যজন্তুসমাকুল অরণ্যে প্রবেশ করিল। গোমুখ তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিল। বীর দ্বিজবর প্রলম্ববাহু তাহার সম্মুখে ছিল এবং এইরূপে নরবাহনদত্ত অনুচরদিগের সহিত মৃগয়া ক্রীড়ায় রত ছিল। যদিও তাহার রথের অশ্বসমূহ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল তথাপি প্রলম্ব-বাহু উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া নরবাহনদত্তের সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। রাজপুত্র রথোপরি উপবিষ্ট শায়কাঘাতে সিংহ ব্যাঘ্রাদি নিহত করিতেছিল কিন্তু পাদাচারী প্রলম্ববাহু অসিম্বারা উহাদিগকে হত্যা করিতেছিল। যখনই ঐ ব্রাহ্মণকে নরবাহনদত্ত দেখিতে পাইতেছিল তখনই সবিস্ময়ে বলিতে-ছিল, "অহো, উহার কি সাহস! কি গতিবেগ!"

মৃগয়ান্তে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বৎসরাজ-সুত গোমুখ ও সারথির সহিত রথারূঢ় হইয়া জলের অন্বেষণে অগ্রসর হইতেছিল এবং শূর প্রলম্ববাহু তাহার সম্মুখে ছিল। বারি অন্বেষণ করিতে করিতে তাহারা সুদূরে একটি বিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতলে বহু অর্কবিম্বযুক্ত দ্বিতীয় আকাশের ন্যায়, প্রস্ফুটিত স্বর্ণকমল সমন্বিত একটি বিশাল মনোহর সরোবরের নিকট উপনীত হইয়া স্নান ও জলপান করিল। অনুচরদিগের সহিত স্নানাদি সমাপনান্তে সে সরোবরের দূরে এক প্রান্তদেশে দিব্যবস্ত্র পরিহিত দিব্যালংকার ভূষিত, সরোবর হইতে স্বর্ণকমল চয়নকারী চারিজন দিব্যপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল। কুতূহলবশতঃ তাহাদিগের সমীপবর্তী হইলে তাহারা উহার পরিচয় জানিতে চাহিলে সে তাহাদিগকে স্বীয় বংশ এবং নাম ইত্যাদির পরিচয় প্রদান করিল (১-১৩)।

তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাহারাও পৃষ্ট হইলে নিজেদের পরিচয় প্রদান করিল, "বিশাল সমুদ্রবক্ষে নারিকেলদ্বীপ নামক একটি বিরাটায়তন সমৃদ্ধি-শালী, ভুবনবিদিত সুরম্য দ্বীপ আছে। তথায় দিব্যভূমিসংযুক্ত মৈনাক, বৃষভ, চক্র এবং বলাহক নামক চারিটি মনোরম পর্বত আছে। আমরা চারিজন তথায় বাস করি। প্রথমজন রূপসিদ্ধি, নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিতে সক্ষম। দ্বিতীয়জন প্রমাণসিদ্ধি, যে অতি সূক্ষ্ম এবং অতি বৃহৎ

দ্রব্য পরিমাপ করিতে অভিজ্ঞ। তৃতীয়, জ্ঞানসিদ্ধি ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতজ্ঞ এবং চতুর্থ দেবসিদ্ধি সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সমস্ত দেবতাদিগকে আহ্বান করিবার শক্তি ধারণ করে। আমরা এই কনককমল সংগ্রহ করিয়া শ্বেতদ্বীপে লক্ষ্মীপতির আরাধনা করিব। আমরা সকলে তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহার অনুগ্রহেই ঐ পর্বতসমূহের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমাদের অলৌকিক শক্তি ও সম্পদ লাভ হইয়াছে। সখে, যদি তোমার সম্মতি থাকে তবে আমাদের সহিত আকাশপথে আগমন কর। দেব, তোমাকে আমরা শ্বেতদ্বীপে দেব হরিকে দেখাইব।" দেবপুত্রেরা এই কথা বলিলে নরবাহনদত্ত সম্মত হইয়া গোমুখাদিকে জলফলাদি লভ্য সেই স্থানে রাখিয়া স্বয়ং ঐ চারি ভ্রাতার মধ্যে দেবসিদ্ধির উৎসঙ্গে আরোহণ করিয়া নভোমার্গে তাহাদের সহিত শ্বেতদ্বীপে আগমন করিল। তথায় আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সে দূর হইতে বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলে ঐ চারিজন দেবপুত্র তাহার সহিত উহার পরিচয় করাইয়া দিল। ভগবান বিষ্ণু শেষনাগের উপর শায়িত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে গরুড় উপবিষ্ট ছিল। পার্শ্বদেশে সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মীদেবী এবং পাদপ্রান্তে ধরণীদেবী বিরাজ করিতেছিলেন। চক্র, শঙ্খ, গদা এবং পদ্ম সশরীরে তাহার সেবা করিতেছিল। নারদপ্রমুখ গন্ধর্বগণ তাহার স্তুতিগান করিতেছিল এবং দেব, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরেরা তাহার সম্মুখে নত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। সাধুসমাগমে কাহার না সন্তোষলাভ হয়? (১৪-২৭) দেবপুত্র কাশ্যপাদি দ্বারা ভগবান সম্পূজিত হইলে নরবাহনদত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এইরূপে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল, "ভক্তগণের কল্পবৃক্ষ, লক্ষ্মীদেবীসম কল্পলতায় আলিঙ্গিত তনুধারী সর্বাভিষ্টপ্রদায়ী ভগবন্ তোমাকে নমস্কার করি। সতত নাদকারী পরাকাশবিহারী, সৎ মানসাবাসী দিব্যপরমহংস, তোমাকে নমস্কার করি। সর্বোপরিবিহারী, সর্বাভ্যন্তরগামী, ষড়্গুণশালী, সর্বগুণোপেত তোমাকে প্রণাম করি। ভগবন্ ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্মের ভৃঙ্গ, তোমা হইতে মৃদুস্বাধ্যায় ধ্বনি উদ্গত হইতেছে যদিও তুমি বহু বেদ শ্লোকের উৎস। পৃথিবী তোমার পাদ, আকাশ তোমার মস্তক, দিক্সমূহ তোমার কর্ণ, সূর্য এবং চন্দ্র তোমার দুই চক্ষু, ব্রহ্মাণ্ড তোমার জঠর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরমাত্মা জ্ঞানে তোমার ধ্যান করেন। জ্বলন্ত অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেইরূপ তোমার প্রভা হইতে নিখিল জীবসমূহের সৃষ্টি হয়। দিবাশেষে পক্ষিগণ যেরূপ তাহাদের আবাসস্থল বৃহৎ বৃক্ষে সমাগত হয়, তদ্রূপ প্রলয়কালে পুনরায় জীবসমূহ তোমাতে লীন হয়। ক্ষুব্ধ তরঙ্গবেলা যেরূপ তরঙ্গের সৃষ্টি করে তুমিও

তদ্রূপ দীপ্ত হইয়া ভুবনেশ্বরদিগকে সৃজন কর। তাহারা তোমারই অংশ। যদিও বিশ্ব তোমার, তথাপি তুমি আকৃতিবিহীন। যদিও বিশ্ব তোমার সৃষ্টি, তথাপি তুমি কর্মবন্ধনবিহীন। যদিও তুমি বিশ্বাধার তবু তোমার নিজের কোন আধার নাই। তোমার প্রকৃত তত্ত্ব কে অবগত আছে? তোমারই প্রসাদে সুরেরা নানাপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। করুণাপূর্ণ নেত্রে তোমার এই প্রার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। (২৮-৩৮)

নরবাহনদত্ত এই প্রকারে বিষ্ণুর স্তুতি করিলে তিনি তাহার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ নারদকে বলিলেন, 'তুমি সত্বর ইন্দ্রের নিকট গমন-করতঃ আমি ক্ষীরোদসাগরসম্ভূতা যে অপ্সরাদিগকে তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলাম তাহদিগকে ইন্দ্রের রথে করিয়া অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর।' ইন্দ্রের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'তাহাই করিব', নারদ এই বাক্য উচ্চারণ করিলে মাতলিসহ তাহাদিগকে ইন্দ্রের রথযোগে আনয়নপূর্বক বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলে ভগবান বৎসরাজতনয়কে বলিলেন, 'বিদ্যাধর-দিগের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্তী নরবাহনদত্ত! আমি এই অপ্সরাদিগকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিলাম। কারণ শিব তোমাকে কামদেবের অবতাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তুমি ইহাদের যোগ্য পতি এবং ইহারা তোমার সুযোগ্য পত্নী।' বিষ্ণু এই কথা বলিলে তাঁহার কৃপাধন্য নরবাহনদত্ত বিষ্ণুর চরণতলে পতিত হইল। বিষ্ণু তখন মাতলিকে এই আদেশ প্রদান করিলেন, 'নরবাহনদত্ত যে পথে গমন করিতে ইচ্ছা করে সেই পথে অপ্সরাদিগের সহিত উহাকে উহার প্রাসাদে লইয়া যাও।'

ভগবান এই আদেশ প্রদান করিলে নরবাহনদত্ত অপ্সরাবৃন্দ এবং তাহার নিমন্ত্রণকারী ঐ দেবপুত্রদিগের সহিত মাতলি-চালিত রথে দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় সেই নারিকেলদ্বীপে গমন করিল। তথায় কৃতী রাজপুত্র রূপ-সিদ্ধাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় কর্তৃক সম্মানিত হইয়া ঐ অপ্সরাদিগের সহিত দেবপুত্র-দিগের আবাসস্থল স্বর্গবিনিন্দিত পরপর মৈনাক, বৃষভাদি পর্বত চতুষ্টয়ে অপ্সরাদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিল। মধুমাস সমাগমে প্রস্ফুটিত পুষ্পসংবলিত নানা তরুসমন্বিত উদ্যানবনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কৌতুকান্বিত নরবাহনদত্ত অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং সেই দেবপুত্রগণ তাহাকে বলিল, 'দেখ, দেখ, বৃক্ষোপরি মঞ্জরীসমূহ প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্রূপ ফুল্ললোচন দ্বারা তাহাদের সমাগত কান্ত বসন্তকে অবলোকন করিতেছে। রবির তপ্তকিরণ হইতে নিজেদের বাসস্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফুল্ল কমলচয় সরোবরের উপর আচ্ছাদন বিস্তৃত করিয়াছে। সাধু পুরুষেরা

যেরূপ হীন ধনীদিগের পরিত্যাগ করে ভৃঙ্গেরাও তদ্রূপ সৌরভহীন দেখিয়া পুষ্পোজ্জ্বল কর্ণিকার বৃক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। কিন্নরী, কোকিল এবং গুঞ্জনরত অলিবৃন্দ সঙ্গীতদ্বারা ঋতুরাজকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেছে।' এই প্রকার বলিতে বলিতে দেবপুত্রগণ নরবাহনদত্তকে তাহাদের উপবনাবলী দর্শন করাইল। মধূৎসবে মত্ত পৌরজনগণের উদ্দাম নৃত্যাদি অবলোকন করিয়া বৎসরাজকুমার উহাদের নগরীতে আনন্দসম্ভোগ করিল। সে অপ্সরাদিগের সহিত সময়োচিত ভোগ-সম্ভোগ করিতে লাগিল। সুকর্মাগণ যে স্থানে গমন করে ঋদ্ধি তাহাদের অগ্রেই তথায় উপনীত হয়। (৩৯-৫৯)

তথায় তিন-চারদিন অতিবাহিত করিয়া নরবাহনদত্ত তাহার সুহৃদ দেবপুত্র চতুষ্টয়কে বলিল, 'পিতৃ সন্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া আমি এখন স্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করি। তোমরাও তথায় আগমন করিয়া ঐ নগরীকে কৃতার্থ কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, 'সেই নগরীর শ্রেষ্ঠ রত্ন তোমার সাক্ষাৎ যখন লাভ করিয়াছি তখন আমাদের আর কোনো বস্তুর প্রয়োজন আছে? তুমি বিদ্যাধর-বিদ্যালাভ করিয়া আমাদিগকে বিস্মৃত হইও না।' এই কথা বলিয়া উহারা তাহাকে বিদায় প্রদান করিলে নরবাহনদত্ত যে মাতলি ইন্দ্রের সুরম্য রথে তাহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছিল, সেই মাতলিকে বলিল, 'যে মনোরম সরোবরের তীরে আমি গোমুখদিগকে রাখিয়া আসিয়াছি তুমি সেই পথে আমাকে কৌশাম্বী নগরীতে লইয়া যাও।' মাতলি সম্মত হইলে নরবাহনদত্ত অপ্সরা-দিগের সহিত সেই রথে আরোহণপূর্বক সরোবরের তীরে সমাগত হইয়া গোমুখাদির সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের পথে তোমরা দ্রুত আগমন কর, গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তোমাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব।' এই কথা বলিয়া সে ইন্দ্রের রথে কৌশাম্বীতে আগমনপূর্বক আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া মাতলিকে সসম্মানে বিদায় প্রদান করিল এবং স্বয়ং অপ্সরাদিগের সহিত স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অপ্সরাদিগকে তথায় রাখিয়া সে তাহার আগমনে হৃষ্ট পিতা বৎসরাজের এবং বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর চরণ বন্দনা করিল। উহারা উভয়ে অতৃপ্ত নয়নে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইল। ইতোমধ্যে রথারোহণে গোমুখ সারথি এবং দ্বিজ প্রলম্ববাহুর সহিত তথায় উপনীত হইল। পিতা কর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া নরবাহনদত্ত সচিবদিগের সমক্ষে তাহার অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সকলে বলিল, 'বিধি যে ধার্মিক

ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদিগকে সৎ মিত্রবর্গের সংগ প্রদান করেন।' সকলে এই কথা বলিলে নৃপতি হর্ষোৎফুল্ল হইল এবং পুত্রের প্রতি বিষ্ণুর অনুগ্রহের সম্মানে একটি মহোৎসবের আয়োজন করিল। সে এবং তাহার ভার্যাগণ বিষ্ণুর কৃপায় প্রাপ্ত, গোমুখ কর্তৃক আনীত এবং নৃপতির চরণতলে প্রণতা অপ্সরা-পুত্রবধূদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বৎসরাজ তাহাদিগের চেটিকাগণকে প্রশ্ন করিয়া উহাদিগের নাম অবগত হইয়াছিল—দেবরূপা, দেবারতি, দেবমালা এবং চতুর্থী দেবপ্রিয়া। (৬০-৬৫) আন্দোলিত রক্তপতাকাদ্বারা সিন্দূর বিকিরণ করিতে করিতে উৎসবমুখরা কৌশাম্বী নগরী যেন বলিতেছিল, 'আমার কি সৌভাগ্য! অপ্সরাগণ কি হেথায় বাস করিতে আগমন করিয়াছেন? রাজপুত্র নরবাহনদত্ত ভূতলে আমাকে স্বর্গপুরীতে পরিণত করিয়াছেন।' পিতৃনয়নে আনন্দপ্রদানকরতঃ নরবাহনদত্ত সাগ্রহে অপেক্ষমান অন্যান্য ভার্যাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। চতুর্দিবস তাহাদিগের নিকট চতুর্বৎসরের সম বোধ হইয়াছিল এবং তাহার নিকট তাহাদের বিরহ ব্যথার বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুখী হইল। অরণ্যে অশ্বরক্ষার সময় সিংহাদি হিংস্র জন্তুসমূহ বধ করিয়া প্রলম্ববাহু যে শৌর্য প্রদর্শন করিয়াছিল গোমুখ নরবাহনদত্তের নিকট তাহা বর্ণনা করিল। অবাধ প্রীতিজনক আলোচনায় যোগদান করিয়া নেত্রে সুধা উৎপাদনকারী প্রিয়তমাদিগের রূপাদি নিরীক্ষণ করিয়া, চাটুবাক্যাদি শ্রবণ করিয়া এবং সচিবদিগের সহিত আসব পান করিয়া নরবাহনদত্ত সেই সময়ে পরম সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

একদা যখন সে সচিবদিগের সহিত অলংকারবতীর গৃহে অবস্থান করিতেছিল তখন বহির্দেশে উচ্চ তূর্যনিনাদ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি হরিশিখকে বলিল, 'অকস্মাৎ বহির্দেশে এইপ্রকার উচ্চ তূর্যধ্বনি হইতেছে কেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিশিখ বাহিরে গমন করিয়া অচিরে প্রত্যাবর্তনকরতঃ রাজকুমার বৎসরাজতনয়কে বলিল, "এই নগরবাসী রুদ্র নামক বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়াছিল। প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া সে যখন অবর্ণপোতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন সমুদ্রে তাহার পোত সমুদয় অর্থসহ নিমজ্জিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র তাহার জীবনরক্ষা হইয়াছিল। দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর অদ্য ষষ্ঠ দিবস অতীত হইয়াছে। কতিপয় দিবস হেথায় অবস্থানের পর সে স্বীয় উদ্যানে দৈবাৎ অনেক বিত্তের সন্ধান পাইয়াছে। বৎসরাজ তাহার আত্মীয়দিগের নিকট হইতে এই বার্তা প্রাপ্ত হইলে সেই বণিক অদ্য নৃপতির

নিকট সমাগত হইয়া তাহার বিত্তলাভের কথা নিবেদন করিয়া বলিয়াছে, 'দেব, অন্যান্য রত্নাদিসহ অদ্য আমি চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভুর আদেশ হইলে আমি সেই সমস্ত প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিব।' বৎসরাজ তখন নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করিয়াছেন, 'সমুদ্র কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া তোমাকে শোকাকুল দেখিবার পর, কোন্ ব্যক্তি, যাহার স্বল্পমাত্র বুদ্ধি আছে, এখন তুমি বিধির কৃপায় বিত্তলাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে পুনরায় লুণ্ঠন করিবে? যাও, স্বীয় ভূমি হইতে প্রাপ্ত বিত্ত ভোগ কর।' বণিক উৎফুল্ল হইয়া রাজার চরণতলে পতিত হইয়া সম্প্রতি অনুচরদিগের সহিত স্বগৃহে গমন করিতেছে এবং তাহারাই তূর্যধ্বনি করিতেছে।" পিতার ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া নরবাহনদত্ত সবিস্ময়ে তাহার সচিবদিগকে বলিল, 'ভাগ্যদেবী ধনহরণ করিয়া কখন কখন তাহা প্রত্যর্পণ করেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ বলিল, 'ভাগ্যবিধাতার এইরূপই লীলাখেলা। প্রমাণ স্বরূপ সমুদ্রশূরের কাহিনী শ্রবণ করুন—(৭৬-৯৭)

বণিক সমুদ্রশূরের বৃত্তান্ত

পুরাকালে নৃপতি হর্ষবর্মার হর্ষপুর নামক সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। তথায় প্রজাবর্গ সুশাসনে বাস করিত। সেই নগরীতে উত্তমবংশজ, ন্যায়পরায়ণ, ধীরবুদ্ধি, প্রভৃত বিত্তশালী সমুদ্রশূর নামক বণিক বাস করিত। বাণিজ্য ব্যপদেশে তাহাকে একবার সুবর্ণদ্বীপে গমন করিতে হইয়াছিল এবং সে সমুদ্রতট হইতে একটি অবর্ণপোতে আরোহণ করিয়াছিল। সমুদ্র ভ্রমণের সময় যখন তাহার যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখন সমুদ্র বিক্ষুব্ধ করিয়া ঘোর মেঘের উদয় হইয়াছিল। তরঙ্গাঘাতে বাতাসে অবর্ণপোত ইতস্ততঃ তাড়িত হইয়া মকর কর্তৃক ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন বণিক বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রে ঝম্প প্রদানকরতঃ সন্তরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে বহুপূর্বে মৃত হইয়া ইতস্তত বায়ুতাড়িত একটি শবোপরি আরোহণ পূর্বক সুকৌশলে বাহুদ্বারা জল নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাগ্যক্রমে অনুকূল বায়ুভরে সুবর্ণদ্বীপে নীত হইল। তথায় শব হইতে পুলিনে অবতরণপূর্বক সে দেখিতে পাইল যে শবটির কটিদেশ বস্ত্রাবদ্ধ এবং তাহাতে একটি গ্রন্থি আছে। কটিদেশ হইতে বস্ত্র উন্মোচনকরতঃ সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে উহার অভ্যন্তরে একটি মহার্ঘ রত্নখচিত মহামূল্যবান কণ্ঠাভরণ আছে। সে স্নান সমাপনান্তে তথায় মহাসুখে অবস্থান করিতে লাগিল। সমুদ্রে যে ধন বিনষ্ট হইয়াছিল উহার তুলনায় তাহা তৃণবৎ মনে হইল। অতঃপর সে

কলশপুর নগরে গমন করিয়া কণ্ঠাভরণ হস্তে একটি দেবায়তনে প্রবেশ করিল। তথায় ছায়ায় উপবেশন করিয়া জলবিক্ষেপজনিত অতিশয় ক্লান্তিবশতঃ বিধিবলে ধীরে ধীরে নিদ্রামগ্ন হইল। তাহার নিদ্রাবস্থায় অকস্মাৎ পুররক্ষিগণ তথায় আগমন করিয়া তাহার হস্তে অনাবৃত কণ্ঠাভরণ দেখিতে পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'এই সেই রাজকুমারী চক্রসেনের কণ্ঠ হইতে অপহৃত কণ্ঠাভরণ। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর।' (৯৮-১১১) বণিককে জাগ্রত করিয়া রাজপ্রাসাদে নীত হইলে নৃপতি স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে তাহা যথাযথ বিবৃত করিল। কণ্ঠাভরণটি হস্তে করিয়া নৃপতি সভাস্থ সকলকে বলিল, 'এই কণ্ঠাভরণটির দিকে দৃষ্টিপাত কর। এই ব্যক্তি মিথ্যাভাষণ করিতেছে। এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর।' ঠিক সেই মুহূর্তে একটি শকুন একটি উজ্জ্বলবস্তু দেখিতে পাইয়া দ্রুত আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক কণ্ঠাভরণটি হরণ করিয়া কোনও অজ্ঞাতস্থানে অদৃশ্য হইল। নৃপতি কুপিত হইয়া বণিককে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে সে শোকাকুলিত চিত্তে মহাদেবের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, 'ইহাকে বধ করিও না। এই ব্যক্তি হর্ষপুরের একজন সম্ভ্রান্ত বণিক এবং ইহার নাম সমুদ্রশূর, তোমার রাজ্যে আগমন করিয়াছে। যে চোর ঐ কণ্ঠাভরণটি আহরণ করিয়াছিল, পুররক্ষীর ভয়ে সে পলায়নকালে রজনীতে সমুদ্রে পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অর্ণবপোত ভগ্ন হইলে এই বণিক সেই চোরের মৃতদেহে আরোহণপূর্বক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছে। তখন সে ঐ চোরের কটিদেশের বস্ত্রগ্রন্থিতে ঐ কণ্ঠাভরণটি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তোমার গৃহ হইতে উহা হরণ করে নাই। সুতরাং রাজন্, এই ধার্মিক ব্যক্তি চোর নহে। ইহাকে সসম্মানে মুক্তিপ্রদান করা হউক।' বণিকটি ধন প্রাপ্ত হইয়া দ্রব্যাদি ক্রয়পূর্বক পুনরায় অর্ণবপোতে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া স্বীয় জন্মভূমির উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিল। (১১২-১২২)

সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এক সার্থবাহের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সে সায়ংকালে একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া সেই রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত সার্থবাহ তথায় অধিষ্ঠান করিলে সমুদ্রশূর যখন জাগ্রত ছিল দুর্জয় চোরেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। সার্থবাহের মনুষ্যদিগকে চোরেরা যখন হত্যা করিতেছিল তখন সমুদ্রশূর স্বীয় দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিতে একটি ন্যগ্রোধ তরুতে আরোহণ করিল। চোরেরা সমস্ত ধনরত্নাদি লুণ্ঠনপূর্বক প্রস্থান করিলে সে শোকাকুল এবং ভয়ার্ত হইয়া সেই যামিনী তথায় যাপন

করিল। প্রাতঃকালে যখন সে বৃক্ষশীর্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল তখন বিধিবলে পত্রান্তরালে কম্পিত দীপশিখার ন্যায় আলোকরশ্মি দর্শন করিয়া বৃক্ষশীর্ষে আরোহণকরতঃ তথায় একটি গৃধ্রনীড়ে রাশি রাশি স্তূপীকৃত অমূল্য রত্নরাজি অবলোকন করিল। নীড় হইতে সেই সমস্ত গ্রহণ করিয়া অলংকাররাশির সহিত স্বর্ণদ্বীপে প্রাপ্ত এবং পশ্চাৎ গৃধ্র কর্তৃক অপহৃত সেই কণ্ঠাভরণটিও সে দেখিতে পাইল। সেই নীড় হইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়া সে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক হৃষ্টচিত্তে পর্যটন করিতে করিতে কালক্রমে স্বীয় নগরী হর্ষপুরে সমাগত হইল। তথায় বণিক সমুদ্রশূর অন্য ধনরত্নের আশা পরিত্যাগপূর্বক সপরিবারে যথেচ্ছ আনন্দে অবস্থান করিতে লাগিল।

বণিকের সমুদ্র উত্তরণ, ধনভ্রংশ, কণ্ঠাভরণ প্রাপ্তি এবং পুনরায় উহার বিচ্যুতি, নিষ্কারণ নিগ্রহ-দশা এবং তুষ্ট নৃপতির নিকট হইতে ধনপ্রাপ্তি, সমুদ্রবক্ষে পুনরায় গমন, চোরকর্তৃক সর্বস্বাপহরণ এবং বৃক্ষশীর্ষ হইতে বিত্তপ্রাপ্তি ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন। এখন কুমার, দেখিতে পাইলেন যে বিধির বিচিত্র বিধানে ধার্মিক ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করিয়া অবশেষে সুখলাভ করে।" গোমুখের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত তাহা অনুমোদন করিল এবং গাত্রোত্থানপূর্বক স্নানাদি দিবাকর্ম সমাপন করিল। (১২৩-১৩৬)

পরদিবস সে যখন রাজসভায় অধিষ্ঠান করিতেছিল তখন বাল্যকাল হইতেই যে তাহার সেবক ছিল, সেই সমরতুঙ্গ নামক বীর রাজপুত্র আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'দেব, সংগ্রামবর্ষ নামক আমার আত্মীয় বীরজিতাদি পুত্র-চতুষ্টয়ের সহায়তায় আমার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং আমি তথায় গমন করিয়া ঐ পঞ্চজনকে বন্দী করিয়া হেথায় আনয়ন করিব। প্রভুকে এই কথা জানাইয়া রাখিলাম।' এইকথা বলিয়া সে প্রস্থান করিল এবং বৎসরাজতনয় উহার অধিক সৈন্য নাই কিন্তু অপরপক্ষের প্রচুর সৈন্য আছে জানিতে পারিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে উহার পশ্চাদনুসরণ করিতে আদেশ করিল। কিন্তু সেই মানী এইপ্রকারে সৈন্যবলবৃদ্ধি করিতে অসম্মত হইয়া স্বীয় বাহুবলে ঐ পঞ্চ শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করিল। সে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য! বহির্বস্তুতে আবদ্ধ বলবান ইন্দ্রিয়সমূহকে জয়করতঃ আত্মার মোক্ষলাভসাধনকারী বীরের ন্যায় পঞ্চশত্রু কর্তৃক বিজিত রাজ্য এই বীর উদ্ধার করিয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া গোমুখ বলিল, 'রাজকুমার,

ইহার সহিত তুলনীয় নৃপতি চমরবালের বৃত্তান্ত যদি আপনি জ্ঞাত না হইয়া থাকেন আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন”

নৃপতি চমরবালের কাহিনী

হস্তিনাপুরে চমরবাল নামক নরপতি বাস করিত। তাহার বহু বিত্ত, একটি দুর্গ এবং সৈন্যবল ছিল। তাহার প্রতিবেশীস্বরূপ সমগোত্র বহু ভূপতি ছিল। তাহাদিগের মধ্যে চমরবাল ছিল প্রধান। তাহারা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল, ‘নৃপতি চমরবাল আমাদিগকে এক এক করিয়া পরাজিত করে। আমরা একত্রিত হইয়া উহাকে পরাভূত করিব।’ এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পঞ্চভূপতি তাহাকে জয়ার্থ তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিবার নিমিত্ত গোপনে গণককে জিজ্ঞাসা করিল কখন শুভলগ্ন আগত হইবে। গণক অশুভ ক্ষণ এবং শুভ লক্ষণাদি দেখিতে না পাইয়া বলিল, “এই বৎসর কোন শুভলগ্ন নাই। যে অবস্থাতেই আপনারা যাত্রা করুন না কেন আপনারা বিজয়ী হইতে সমর্থ হইবেন না। উহার সমৃদ্ধি দর্শনে আপনারা রণযাত্রা করিতে এত উৎসুক হইয়াছেন কেন? ভোগ ত সমৃদ্ধিরই ফল। আপনারা ত যথেষ্ট সম্পদশালী। পূর্বে যদি শ্রবণ না করিয়া থাকেন আমি বণিকদ্বয়ের কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। (১৩৭-১৫১)

যশোবর্মা এবং ভাগ্যদ্বয়ের কাহিনী

পুরাকালে এই দেশে কৌতুকপুর নামে নগরী ছিল। তথায় বহুসুবর্ণক নামক সার্থকনামা নরপতি বাস করিত। তাহার যশোবর্মা নামক একটি যুবক ক্ষত্রিয় ভৃত্য ছিল। দাতাপ্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও উহাকে সে কোনদিন কিছু দান করে নাই। দুঃস্থ হইয়া সে যদি কোনদিন কিছু যাঞা করিত তবে সে রবির দিকে অঙ্গুলি নির্দিষ্ট করিয়া বলিত, ‘আমি তোমাকে দান করিতেই ইচ্ছুক কিন্তু ভগবান সূর্যদেব আমাকে অনুমতি প্রদান করেন না। আমি কি করিতে পারি বল।’ বিষণ্ণচিত্তে সে যখন সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল তখন সূর্যগ্রহণের সময় আগত হইলে সতত নৃপতির সেবায় রত যশোবর্মা, ভূপতি যখন মহার্ঘ বস্তুসম্ভার দান করিতেছিল তখন তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিল, ‘প্রভো! যে রবি আমাকে দান করিতে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিত সে স্বয়ং এখন শত্রু কবলে। আপনার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দান প্রত্যাশা করি।’ মহীপতি, যে বহু দান

করিতেছিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে তাহাকে বস্ত্র ও সুবর্ণাদি দান করিল।

কালক্রমে ঐ বিত্ত ব্যয়িত হইলে নৃপতি তাহাকে কিছু দান না করায় সে ভার্যাহীন হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট গমন করিয়া বলিল, 'জীবিত অবস্থাতেও যে লাভহীন দেহ মৃতবৎ তাহার দ্বারা কি হইবে ? আমি দেবীর মন্দিরে হয় সেই দেহ ত্যাগ করিব অথবা বর লাভ করিব।' এইরূপ কৃত-সংকল্প হইয়া সে দেবীর সম্মুখে দর্ভাসনে শয়নকরতঃ দেবীর প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া অনাহারে কঠোর তপশ্চর্যা করিতে লাগিল। তখন দেবী স্বপ্নে তাহাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হইয়াছি। বল, তোমাকে বিত্তভাগ্য দিব না ভোগভাগ্য দিব।' এইকথা শ্রবণ করিয়া যশোবর্মা দেবীকে বলিল, 'আমি এই দুই ভাগ্যের ভিতর কি প্রভেদ তাহা জ্ঞাত নই।' তখন দেবী প্রত্যুত্তর করিলেন, 'স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অর্থবর্মা এবং ভোগবর্মা নামক দুই বণিকের সৌভাগ্য পরীক্ষা কর। উহাদের মধ্যে কাহার সৌভাগ্য তোমার পছন্দ হয় হেথায় আগমনকরতঃ আমার নিকট নিজের জন্য তাহা প্রার্থনা কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া যশোবর্মা জাগ্রত হইল এবং উপবাস ভঙ্গ করিয়া পারণান্তে স্বদেশ কৌতুকপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। (১৫২-১৬৭)

প্রথমে সে বাণিজ্যদ্বারা সুবর্ণ ও মহামূল্য রত্নরাজি এবং অন্যান্য অমূল্য দ্রব্যাদি অর্জনদ্বারা বিত্তশালী অর্থবর্মার গৃহে গমন করিল। তাহার বিভব-দর্শনে বিনীতভাবে ঐ বণিকের সমীপে গমন করিলে সে তাহাকে অভ্যর্থনা-পূর্বক ভোজনে নিমন্ত্রণ করিল এবং যশোবর্মা তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতিথিজনোচিত মাংস, ব্যঞ্জন এবং ঘৃতাদি ভোজন করিল। কিন্তু অর্থবর্মা শক্তু, অর্ধপল ঘৃতসহযোগে কিঞ্চিৎ অন্ন এবং স্বল্প পরিমাণ মাংস ব্যঞ্জন ভোজন করিলে যশোবর্মা কৌতূহল পরবশ সেই বণিককে জিজ্ঞাসা করিল, 'বণিকবর, আপনি এত অল্প আহার করিলেন কেন ?' বণিক উত্তর করিল, অদ্য আপনার সম্মানার্থ আমি মাংস, ব্যঞ্জন এবং অর্ধপল ঘৃতসহযোগে কিঞ্চিৎ অন্ন ভোজন করিয়াছি। কিঞ্চিৎমাত্রায় শক্তুও গ্রহণ করিয়াছি। সাধারণতঃ এক কর্ষ ঘৃত সহযোগে কিঞ্চিৎ শক্তু আহার করিয়া থাকি। আমার অগ্নিমান্দ্য রোগ আছে, ইহার অধিক হজম করিতে পারি না।' যশোবর্মা এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্থবর্মার সম্পদ বিফল বলিয়া মনে করিল। রজনীতে বণিক যশোবর্মার আহারের নিমিত্ত ক্ষীর আনীত হইলে যশোবর্মা উদরপূর্তি করিয়া উহা ভোজন করিল এবং অর্থবর্মা একপল দুগ্ধমাত্র পান

করিল। সেই স্থানেই যশোবর্মা ও অর্থবর্মা শয্যা প্রস্তুত করিয়া অচিরে নিদ্রিত হইল। (১৬৮-১৭৮)

মধ্যরাত্রে যশোবর্মা স্বপ্নে অকস্মাৎ দেখিতে পাইল যে লগুড়হস্তে ভীমাকৃতি কতিপয় পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিল, "ধিক, ধিক, তোমার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অদ্য এক কর্ষ অধিক ঘৃত, মাংস, ব্যঞ্জন এবং পলপরিমাণ দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছ কেন?' অতঃপর তাহারা অর্থবর্মার পাদাকর্ষণপূর্বক তাহাকে লগুড়দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল এবং তাহার উদর হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা এক কর্ষ ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস ও অন্ন সে যাহা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা জোর করিয়া বাহির করিল। ইহা দর্শন করিয়া যশোবর্মা জাগ্রত হইয়া দেখিল যে অর্থবর্মাও জাগ্রত হইয়া শূল বেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। অর্থবর্মা চিৎকার করিতেছিল এবং ভৃত্যেরা তাহার উদর মর্দন করিলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য অপেক্ষা অধিক যাহা ভোজন করিয়াছিল তৎসমুদয় বমন করিল। বণিকের শূল বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে যশোবর্মা মনে মনে চিন্তা করিল, 'অর্থবর্মার এইরূপ ভোজনসংযুক্ত অর্থশ্রীকে ধিক্। ইহাতে সম্পদ আছে কিন্তু ইহা ভোগবিযুক্ত। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রজনীর অনুত্তীর্ণ যাম যাপন করিল। (১৭৯-১৮৬)

প্রাতঃকালে অর্থবর্মার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক যশোবর্মা বণিক ভোগবর্মার গৃহে গমন করিলে সে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া সেই বণিক কর্তৃক তদ্দিবস ভোজনে নিমন্ত্রিত হইল। এই বণিকের বিশেষ ধনসম্পদ দেখিতে পাইল না, কিন্তু উহার শুচিসম্পন্ন গৃহ এবং বস্ত্রালঙ্করাদি দর্শন করিল। যশোবর্মা তথায় অবস্থান করিলে ভোগবর্মা তাহার সহিত স্বজনোচিত ব্যবহার করিল। নিজের অর্থ না থাকায় অন্যের ভাণ্ড হইতে দীনার গ্রহণ করিয়া ভৃত্যহস্তে প্রদানপূর্বক তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভার্যাকে উত্তম অন্নপানাদি প্রস্তুত করিতে বলিল। সেই মুহূর্তে ইচ্ছারভরণ নামক তাহার এক সুহৃদ গোপনে ভোগবর্মার নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'আমাদের আহার্য প্রস্তুত। অন্য সুহৃদেরা মিলিত হইয়া তোমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। ভোজনার্থ আগমন কর।' তখন সে বন্ধুকে বলিল, 'অদ্য আমি গমন করিতে পারিব না, কারণ আমার গৃহে একজন অতিথি আছেন।' তখন ইচ্ছাভরণ বলিল, 'ঐ অতিথির সহিতই আগমন কর। তিনিও কি আমাদের মিত্র নহেন? শীঘ্র গাত্রোত্থান কর।' এই আগ্রহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভোগবর্মা যশোবর্মার সমভিব্যাহারে মিত্রের সহিত গমন করিয়া

উত্তম ভোজ্যাদি গ্রহণ করিল। আসবপানান্তে সায়ংকালে স্বগৃহে পুনরায় আগমন করিয়া সে যশোবর্মাকে উত্তম পানভোজনদ্বারা আপ্যায়িত করিল। রজনীতে সে স্বীয় পরিজনদিগের জিজ্ঞাসা করিল, 'অদ্য রাত্রির নিমিত্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ ইক্ষুমদ্য আছে তো?' তাহাকে 'নাই' এই বলিলে সে 'অন্য রাত্রে আসবপান করা যাইবে অদ্য রাত্রে জলপান করিব' এই কথা বলিয়া বণিক শয়ন করিতে গমন করিল। যশোবর্মা তাহার পার্শ্বে সুপ্ত হইয়া স্বপ্নে দর্শন করিল দুই তিনজন পুরুষ তথায় প্রবেশ করিল এবং তাহাদের পশ্চাতে আরও কয়েকজন ছিল। পশ্চাতে যাহারা দণ্ডহস্তে আগমন করিয়াছিল তাহারা অগ্রে আগত পুরুষদিগের দণ্ডাঘাত করিতে করিতে সক্রোধে বলিল, "রে শঠগণ, ভোগবর্মার নিমিত্ত অন্য রাত্রে আসব আনয়ন করা হইবে। অদ্য এই কথা চিন্তা করিস্ নাই কেন? তোদের কাহারও অপরাধ ক্ষমা করা যায় না।' এই কথা বলিয়া দণ্ডহস্ত পুরুষেরা এবং অন্যেরা তথা হইতে প্রস্থান করিল। ইহা দর্শন করিয়া যশোবর্মা জাগ্রত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'ভোগবর্মার ভোগভাগ্য বাস্তবিকই শ্লাঘনীয়। সম্পদশালী হইয়াও অর্থবর্মার অর্থভাগ্য ভোগহীন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ঐ যামিনী যাপন করিল। (১৮৭-২০৬)

পরদিবস প্রাতঃকালে যশোবর্মা সেই উত্তম বণিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক বিন্ধ্যবাসিনী দেবী দুর্গার পাদমূলে আগত হইয়া পূর্বে তপশ্চর্যার সময় তিনি তাহাকে সৌভাগ্যদ্বয় হইতে একটি পছন্দ করিতে বলিয়াছিলেন তদনুসারে ভোগশ্রী পছন্দ করিলে তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিলেন। যশোবর্মা তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবীর প্রসাদে সতত অচিন্তিতভাবে আগত দ্রব্যাদি ভোগকরতঃ ভোগশ্রীর কল্যাণে সুখে বাস বাস করিতে লাগিল।

সুতরাং ভোগরহিত বহু বিত্ত অপেক্ষা ভোগসম্পন্ন অল্পতর বিত্তও শ্রেয়ঃ। নৃপতি চমরবালের হীন সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া তোমরা নিজেদের দান ভোগসমৃদ্ধ সৌভাগ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ না কেন? উহাকে আক্রমণ করা উচিত হইবে না, যুদ্ধযাত্রার শুভ লগ্ন অথবা তোমাদের জয়ের আশাও দৃষ্টি হইতেছে না।" গণকের সাবধানতা সত্ত্বেও ঐ পঞ্চভূপতি অধীর হইয়া নৃপতি চমরবালের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল।

উহারা সীমান্তপ্রদেশে আগমন করিয়াছে, এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রাতঃকালে স্নানান্তে নৃপতি চমরবাল অষ্টষষ্ঠি উত্তম স্নানের শুভনামে, যাহা সমস্ত পাপক্ষয় করিয়া সমস্ত আশা পূরণ করে, সর্বকামদ, পাপঘ্ন

শিবের স্তুতি করিল। তখন আকাশবাণী শ্রুত হইল—রাজন্, নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, সমরে তুমি শত্রুদিগকে পরাভূত করিবে। তখন হৃষ্টচিত্তে নৃপতি চমরবাল বর্মপরিধানপূর্বক সসৈন্যে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। শত্রুপক্ষে ত্রিংশসহস্র গজ, তিনলক্ষ অশ্ব এবং এককোটি পদাতিক সৈন্য ছিল। তাহার নিজের পক্ষে বিংশতিলক্ষ পদাতিক, দশসহস্র হস্তী, এবং একলক্ষ অশ্ব ছিল। অতঃপর দুই সেনাদলের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল এবং নৃপতি চমরবাল তাহার সার্থকনামা বীর নামক প্রতিহারকে অগ্রে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে মনে হইল যেন ভগবান্ বিষ্ণু বিশাল বরাহরূপ ধরাণ করিয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন। যদিও তাহার সৈন্যবল কম ছিল তথাপি তাহারা শত্রুদিগের বিরাট সৈন্যদলের উপর এতাদৃশ প্রচণ্ড আঘাত করিল যে রাশি রাশি অশ্ব, গজ এবং পদাতিক রণক্ষেত্রে স্তূপীকৃত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে চমরবালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে সে লৌহবর্শা দ্বারা বিদ্ধকরতঃ পাশ দ্বারা স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করিয়া বন্দী করিল। সেইমত দ্বিতীয় নৃপতি সমরশূরকে বক্ষে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পাশবদ্ধকরতঃ স্বীয় সমীপে আকর্ষণ করিয়া বন্দী করিল। তৃতীয় নৃপতি সমরজিৎকে তাহার প্রতিহার বীর বন্দী করিয়া তাহার নিকট আনয়ন করিল। তাহার সেনাপতি দেববল চতুর্থ ভূপতি প্রতাপচন্দ্রকে শরাহত করিয়া তাহার সমীপে আনয়ন করিল। ইহা দেখিয়া পঞ্চম নরপতি প্রতাপসেন প্রচণ্ডবেগে নৃপতি চমরবালকে আক্রমণ করিলে চমরবাল তাহার শায়করাজি স্বীয় শায়ক-রাজি দ্বারা প্রতিহতপূর্বক প্রতাপসেনের ললাট শরে বিদ্ধ করিল। যখন সে বাণাঘাতে উদ্ভ্রান্ত হইতেছিল তখন তৃতীয় বিধির ন্যায় চমরবাল তাহার গলদেশ পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণকরতঃ তাহাকে বন্দী করিল। পর পর ঐ পঞ্চ নৃপতি এইরূপে বন্দী হইলে তাহাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। নৃপতি চমরবাল উহাদের বহু সুবর্ণ-রত্নাদি এবং ভার্যা অধিকার করিল। তাহাদের মধ্যে নৃপতি প্রতাপসেনের মুখ্য মহিষী সুন্দরী যশোলেখাও তাহার হস্তগত হইল। (২০৭-২৩২)

অতঃপর সে স্বনগরীতে প্রবেশ করিয়া প্রতিহার বীর এবং সেনাপতি দেবলকে পট্টবন্ধন এবং বহু ধনরত্ন দ্বারা ভূষিত করিল। ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে বন্দী প্রতাপসেনের ভার্যা যশোলেখাকে নৃপতি চমরবাল স্বীয় অন্তঃপুর-চারিণী করিল। চপলা হওয়া সত্ত্বেও ভুজবলে অর্জিত হওয়ায় সে চমরবালের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কামমোহিতদিগের ধর্মবাসনা লুপ্ত হয়। কিয়দ্দিবসান্তে রাজ্ঞী যশোলেখা কর্তৃক অনুরুদ্ধ

হইয়া প্রতাপসেন প্রমুখ পঞ্চ বন্দী নৃপতি বশ্যতা স্বীকার করিলে চমরবাল তাহাদিগকে সসম্মানে নিজ নিজ রাজ্যে গমন করিতে দিল। অতঃপর নৃপতি চমরবাল বহুকালাবধি স্বীয় সমৃদ্ধশালী রাজ্য শত্রুদিগকে পরাজিতপূর্বক নিষ্কণ্টকে ভোগ করিল এবং সুন্দরী অপ্সরাবৃন্দ হইতেও অধিকতর রূপ-লাবণ্যময়ী শত্রুবিজয়ের পতাকাস্বরূপ যশোলেখার সহিত আনন্দে বিহার করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে সহায়হীন হইয়াও সাহসী পুরুষ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ বিদ্বেষী শত্রুদিগের দর্প অসামান্য শৌর্য দ্বারা ভঙ্গ করে।

গোমুখের নিকট হইতে এই শিক্ষাপ্রদ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সে উহার প্রশংসা করিয়া দৈনন্দিন স্নানাদি দিবাকর্ম সমাপন করিল। রজনীতে স্বীয় ললনাদিগের সহিত সে সঙ্গীতালাপে কাল যাপন করিয়াছিল তাহা এতই মধুর হইয়াছিল যে দেবী সরস্বতী তাহার নভঃস্থিত আসন হইতে তাহার এবং তাহার প্রিয়তমাদিগের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। (২৩৩-২৪১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—২৪১
ক্রমিকসংখ্যা—১০,০১০

পঞ্চম তরঙ্গ

অলঙ্কারবতী লম্বক

পরদিবস নরবাহনদত্ত যখন অলংকারবতীর কক্ষে উপবিষ্ট ছিল তখন মরুভূতির ভৃত্য সৌবিদল্লভ্রাতা কুমারের অন্তঃপুররক্ষী এক ভৃত্য তাহার নিকট আগমনকরতঃ সমস্ত মন্ত্রীদিগের সমক্ষে তাহাকে বলিল, 'দেব, আমি বৎসরদ্বয় মরুভূতির সেবা করিয়াছি, আমার পত্নীকে এবং আমাদের তিনি আহার্য এবং পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর আমাকে যে পঞ্চাশ দীনার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন তাহা আমাকে প্রদান করিতেছেন না। আমি যখন ঐ অর্থ যাঞ্চা করিলাম তখন আমাকে পদাঘাত করিয়াছেন। সেইজন্য প্রভো! আমি আপনার সিংহদ্বারদেশে প্রায়োপবেশন করিতেছি। প্রভু ইহার বিচার না করিলে আমি অগ্নিপ্রবেশ করিব। ইহার অধিক আমি আর কি বলিব? আপনিই আমার প্রভু।' এই কথা বলিয়া সে নীরব হইলে মরুভূতি বলিল, 'আমি উহাকে নিশ্চয় উক্ত পরিমাণ দীনার প্রদান করিব, কিন্তু সম্প্রতি আমার হস্তে কিছুই নাই।' সে এই কথা বলিলে সমস্ত মন্ত্রীরা হাস্য করিয়া উঠিল এবং নরবাহনদত্ত সচিব মরুভূতিকে বলিল, 'মূর্খ, তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার মতিগতি প্রশংসনীয় নয়। যাও, এই মুহূর্তেই অবিলম্বে উহাকে একশত দীনার প্রদান কর।' স্বীয় নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া মরুভূতি লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একশত দীনার আনয়নপূর্বক ভৃত্যকে প্রদান করিলে গোমুখ বলিল, "ইহাতে মরুভূতির কোন দোষ নাই। প্রজাপতির সৃষ্টি জীবদিগের নানা-প্রকার চিত্তবৃত্তি থাকে। আপনারা কি নৃপতি চিরদাতা এবং তাহার ভৃত্য প্রসঙ্গের কাহিনী শ্রবণ করেন নাই? (১-১২)

চিরদাতার কাহিনী

পুরাকালে চিরদাতা নামক চিরপুরের অধিপতি ছিল। সে স্বয়ং সুজন হওয়া সত্ত্বেও তাহার পরিজনেরা অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল। দূরদেশ হইতে দুই সুহৃদের সহিত আগত তাহার প্রসংগ নামক এক ভৃত্য ছিল। সেবাকর্মে পঞ্চ বর্ষ অতীত হওয়া সত্ত্বেও ঐ নরপতি এমন কি উৎসবাদির সময়ও, উহাকে কিছুই প্রদান করেন নাই। অমাত্যদিগের দৌরাত্ম্যে মিত্ররা তাহাকে

বারংবার উত্তেজিত করা সত্ত্বেও সে নৃপতির নিকট স্বীয় ব্যাপার নিবেদন করিবার কোন সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই।

একদা রাজার শিশুপুত্রের মৃত্যু হইলে রাজা শোকসন্তপ্ত হইল এবং তাহার ভৃত্যেরা তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টিত করিলে তাহাদের মধ্যে প্রসঙ্গ নামক ভৃত্য শোকান্বিত হইয়া বন্ধুরা বারণ করা সত্ত্বেও রাজাকে বলিল, 'দেব, বহুকাল যাবৎ আমরা আপনার সেবা করিতেছি কিন্তু আপনি আমাদিগকে কিছুই প্রদান করেন নাই। আপনার পুত্রের উপর আশা করিয়া এতকাল আমরা এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম। কারণ আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি কিছু না দিলেও আপনার পুত্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে কিছু না কিছু দান করিবেই। এখন বিধিবশে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং এইস্থানে অবস্থান করিয়া আমরা আর কি করিব? আমরা অচিরেই প্রস্থান করিব।' এই কথা বলিয়া নৃপতির পাদমূলে পতিত হইয়া সে বন্ধুদিগের সহিত বহির্দেশে গমন করিল। নৃপতি চিন্তা করিতে লাগিল, 'যদিও ইহারা আমার পুত্রের উপর নির্ভর করিয়াছিল, তথাপি উহারা আমাকে বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় সেবা করিয়াছে। আমি উহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে প্রসঙ্গ এবং তাহার মিত্রদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে এত বিত্ত প্রদান করিল যে কদাপি দারিদ্র্য তাহাদিগকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। (১৩-২৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে নানাজনের নানা বিচিত্র মতিগতি। সময়কালে রাজা তাহাদিগকে কিছুই দান করে নাই, কিন্তু বিপদগ্রস্ত হইয়া অকালে দান করিয়াছিল।" আখ্যানবিৎ গোমুখ এই কথা বলিলে বৎসরাজতনয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সে অন্য একটি কাহিনী বর্ণনা করিল।

কনকবর্ষ এবং মদনসুন্দরীর আখ্যান

পুরাকালে গঙ্গাতীরে কনকপুর নামক উত্তম নগরী ছিল। নদীর পূত বারিতে উহার অধিবাসীরা পবিত্র হইয়াছিল এবং ঐ রাজ্য সুশাসিত হওয়ায় তথায় সুখে বাস করা যাইত। সেই নগরীতে বন্ধ বলিতে কবিদিগের ভাষাই লিপিবদ্ধ হইত, রমণীগণের কুঞ্চিত অলক একমাত্র পরাজয়ের চিহ্ন ছিল এবং শস্য ভান্ডারে শস্য সংগ্রহ করাই একমাত্র শ্রমসাধ্য কার্য ছিল।

পুরাকালে সেই নগরীতে নাগরাজ বাসুকীর প্রিয়দর্শন নামা পুত্রের ভার্যা রাজকুমারী যশোধরার গর্ভজাত কনকবর্ষ নামক খ্যাতিমান নরপতি বাস করিত। অখিল পৃথিবীর ভারবহন করা সত্ত্বেও সে নানাগুণে

বিভূষিত ছিল, সে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করিত বিত্তের নহে ; সে পাপকে ভয় করিত শত্রুদিগকে নহে। সে পরনিন্দা বিষয়ে মূর্খ ছিল, কিন্তু শাস্ত্রে নহে। সেই বীরের ক্রোধে সংযম ছিল কিন্তু কৃপা বর্ষণে নহে, সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিল, অভিশাপ প্রদান করিতে কৃপণ ছিল কিন্তু দানে নহে। সে নিখিল পৃথিবী শাসন করিত এবং তাহার সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া তাহার দর্শনমাত্রই অবলাগণ কামব্যাথায় আকুল হইত। (২৪-৩২)

একদা শরৎকালে যখন তাপে হস্তীরা মদমত্ত হয়, রাজহংসবৃন্দ আগমন করে এবং প্রজাগণ আনন্দমুখর হয়, তখন নৃপতি কমলগন্ধবহ বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত চিত্রগৃহে প্রীতিলাভার্থে প্রবেশ করিয়া প্রশংসা করিতেছিল তখন একজন প্রতিহার তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিল, 'প্রভো! বিদর্ভ হইতে একজন অপূর্ব চিত্রকর আগমন করিয়াছে। সে নিজেকে অতুলনীয় বলিয়া মনে করে। তাহার নাম রোলদেব এবং সে সিংহদ্বারে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া চিত্রকরের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সে তাহাকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলে প্রতিহার তৎক্ষণাৎ গমনপূর্বক তাহাকে আনয়ন করিল। চিত্রকর প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ভূপতি কনকবর্ষ সুন্দরী রমণীদিগের উৎসঙ্গে দেহভার ন্যস্ত করিয়া বক্রাঙ্গুলি দ্বারা অবলীলাক্রমে রচিত তাম্বুল ভক্ষণ করিতেছে। চিত্রকর রোলদেব নৃপতিকে প্রণাম করিলে তৎকর্তৃক সাদরে আপ্যায়িত হইয়া উপবিষ্ট হইল এবং ধীরে ধীরে রাজাকে বলিতে লাগিল, 'দেব, মুখ্যতঃ আপনার শ্রীচরণদর্শনলাভার্থই এই বিজ্ঞপ্তি করা হইয়াছিল। আমার বিদ্যার গর্বে নহে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। এখন বলুন পটে কি আলেখ্য চিত্রিত করিব? আমি কষ্ট স্বীকার করিয়া যে কলাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, প্রভো, তাহা যেন সফল হয়।' চিত্রকর নৃপতিকে এই কথা বলিলে সে বলিল, 'উপাধ্যায়, তোমার ইচ্ছামত কিছু অঙ্কিত কর, আমাদের নয়ন সার্থক হউক।'

নৃপতি এই কথা বলিলে তাহার পার্শ্বচরেরা বলিল, 'নৃপতিকেই অঙ্কিত কর। তাহার তুলনায় কদাকৃতি আর কাহারও আলেখ্য অঙ্কন করিয়া কি লাভ হইবে?' চিত্রকর হৃষ্টচিত্তে রাজার চিত্রই অঙ্কিত করিল। চিত্রে অঙ্কিত উচ্চনাসিক, দীর্ঘরক্তবর্ণ চক্ষু, বিপুল ললাট, কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কৃষ্ণ কুন্তলরাজি, তীক্ষ্ন শরাদি ক্ষতশোভিত বিস্তৃত বক্ষ, দিগ্‌গজ স্তম্ভসম-ভুজদ্বয়, স্ববিক্রমে পরাজিত সিংহশাবক হইতে উপহারপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় কটিদেশ, যৌবনপ্রাপ্ত হস্তীবন্ধন স্তম্ভস্বরূপ ঊরুযুগল এবং অশোকপল্লব সন্নিভ পদযুগল অঙ্কিত নৃপতির যথাযথ আলেখ্য দর্শন করিয়া সকলে

চিত্রকরকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিল, 'আমরা চিত্রপটে নৃপতিকে একাকী দেখিতে ইচ্ছুক নই। সুতরাং হে উপাধ্যায়, রাজ্ঞীদিগের মধ্য হইতে নৃপতির সহিত অঙ্কিত হইবার যোগ্য সুবিচারপূর্বক একজনকে নৃপতির পার্শ্বে অঙ্কিত করিলে আমাদের নেত্রোৎসব পূর্ণ হইবে।' (৩৩-৫৩)

তাহারা এই কথা বলিলে চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রকর বলিল, 'অনেক রাজ্ঞী থাকা সত্ত্বেও উহাদিগের মধ্যে সৌন্দর্যে নৃপতির তুল্য কেহই নাই, আমার মতে, পৃথিবীতে একজন রাজকুমারী ব্যতীত আর কোন রমণীই নৃপতির পার্শ্বে অঙ্কিত হইবার যোগ্য নয়। আমি তাহার কথা আপনাদিগকে বলিব, আপনারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন—

বিদর্ভদেশে কুণ্ডিন নামক একটি সমৃদ্ধ নগর আছে। তথায় দেবশক্তি নামক নরপতির প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা অনন্তবতী নাম্নী মহিষীর গর্ভে মদনসুন্দরী নামা তাহার এক দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে কেবলমাত্র বলিতে পারি যে, আমার মত ব্যক্তি একটিমাত্র জিহ্বা দ্বারা তাহার রূপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ। বিধাতা উহাকে সৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্তে তদ্রূপ অপর একজনকে যুগ যুগ চেষ্টা করিয়াও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না। আকৃতিতে, রূপে, বিনয়বত্তায়, বয়সে এবং কুলে পৃথিবীতে কেবলমাত্র সেই রাজকুমারীই এই নৃপতির সহিত তুলনীয়া হইতে পারে। আমি যখন তথায় অবস্থান করিতেছিলাম তখন তাহার একজন চেটিকা কর্তৃক আহূত হইয়া আমি তাহার স্বীয় কক্ষে গমন করিয়াছিলাম। তথায় আমি দেখিলাম যে তাহার গাত্রে সদ্য চন্দন লেপন করা হইয়াছে। তাহার গলদেশে মৃণালহার ছিল এবং কমলশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাহাকে কদলীপত্র দ্বারা বাতাস করা হইতেছিল। তাহাকে মলিন এবং কৃশ দেখায় মনে হইল যেন তাহার কামজ্বর হইয়াছে। সে এইকথা বলিয়া ব্যজনরত সখীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেছিল, 'সখিগণ, এই চন্দনলেপন এবং কদলীপত্র আন্দোলন বন্ধ কর। ইহারা শীতল হইলেও এই দুঃখিনীর গাত্রদাহ বর্ধিত করিতেছে।' তাহার এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমি কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার সম্মুখে উপবেশন করিলে সে বলিল, 'উপাধ্যায়, চিত্রপটে এইরূপ একটি আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া আমাকে প্রদান কর।'

এইরূপ বলিয়া সে কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে ভূমির উপর একটি রূপবান যুবা আমার দর্শনার্থে অঙ্কিত করিল। (৫৪-৬৮) সেই রূপবান যুবকের আলেখ্য অঙ্কন করিয়া আমি মনে মনে কহিলাম, 'আমাদ্বারা এই

রাজকন্যা সাক্ষাৎ কন্দর্পদেবের মূর্তি অংকিত করাইয়াছে। কিন্তু হস্তে পুষ্পধনু নাই দেখিয়া মনে হইতেছে ইনি কামদেব নহেন, তাঁহারই তুল্য অতুলনীয় রূপবান কোন পুরুষ হইবেন। হয়ত তাঁহাকে সে দর্শন করিয়াছে অথবা তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছে এবং তাঁহার নিমিত্তই ইহার কামজ্বর হইয়াছে। আমার এই স্থান হইতে প্রস্থান করা উচিত। কারণ কঠোর দন্ড প্রদানকারী ইহার পিতা নৃপতি দেবশক্তি আমার কথা জ্ঞাত হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি রাজকুমারী মদনসুন্দরী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

দেব, তথায় অবস্থানকালে যথেচ্ছ পরস্পর আলাপরতা রাজকুমারীর সখিদিগের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে আপনার কথা কেবলমাত্র শ্রবণ করিয়া সে আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। আমি গোপনে চিত্রপটে রাজকুমারীর আলেখ্য অংকন করিয়া সত্বর হেথায় আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইয়াছি। প্রভুপাদের আকৃতি সন্দর্শনে আমার সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে। আপনারই চিত্র নিঃসংশয়ে সে আমার হস্ত দ্বারা অংকিত করাইয়াছে। তাহার রূপ দ্বিতীয়বার অংকিত করা যায় না বলিয়া সে আপনার তুল্য রূপবতী হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে আপনার পার্শ্বে পটে অঙ্কিত করিব না।"

রোলদেব এই কথা বলিলে ভূপতি তাহাকে বলিল, 'তবে যে চিত্রপট অংকিত করিয়া তোমার সহিত আনয়ন করিয়াছ তাহা আমাকে প্রদর্শন করাও।' তখন চিত্রকর ঝুলি হইতে একটি চিত্রপট বাহির করিয়া মদন-সুন্দরীর আলেখ্য রাজাকে প্রদর্শন করাইল। নৃপতি কনকবর্ষ চিত্রিত অবস্থাতেই তাহাকে অপরূপা সুন্দরী দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি আসক্ত হইল। সে চিত্রকরকে বহু সুবর্ণ প্রদান করিয়া প্রিয়তমার আলেখ্য গ্রহণকরতঃ স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিল। সমস্ত কার্য পরিত্যাগ-পূর্বক কেবলমাত্র প্রিয়ার প্রতি মনঃসংযোগকরতঃ অতৃপ্তনয়নে তাহার সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিল। মনে হইল কামদেব যেন নৃপতির রূপে ঈর্ষান্বিত হইয়া এখন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার ধৈর্য হরণকরতঃ তাহাকে শরাঘাতে জর্জরিত করিতেছেন. তাহার রূপমুগ্ধ কামিনীবর্গের যে কামপীড়া উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা এখন শতগুণে বর্ধিত হইয়া তাহার নিকট আগমন করিল।

কিয়দ্দিবস গত হইলে সে মলিন এবং কৃশ হইলে আপ্ত মন্ত্রিবর্গ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের নিকট তাহার হৃদয়বাসনা ব্যক্ত করিল। তাহাদের

সহিত মন্ত্রণা করিয়া সে সংগ্রামস্বামী নামক একজন কালজ্ঞ, কার্যবিদ্, মধুর এবং উদাত্তভাষী বিশ্বস্ত এবং সদ্বংশজাত বিপ্রকে মদনসুন্দরীর পাণিপ্রার্থনা করিয়া তাহার পিতা নৃপতি দেবশক্তির নিকট প্রেরণ করিল। বহু পরিচয় সহ সংগ্রামস্বামী বিদর্ভ হইতে যাত্রা করিয়া কুন্তিনপুরে প্রবেশ করিয়া নৃপতি দেবশক্তির সহিত সাক্ষাৎকরতঃ প্রভুর নিমিত্ত তাহার দুহিতার পাণি-প্রার্থনা করিল। তখন দেবশক্তি চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার কন্যাকে কাহারও না কাহারও হস্তে সম্প্রদান করিতে হইবেই। এরূপ শ্রুত হইয়াছি যে কনকবর্ষ আমার সমতুল্য। সে যখন আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়াছে তখন তাহার হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব।' অতএব সংগ্রামস্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে সে তাহার কন্যা মদনসুন্দরীর নৃত্যকলা প্রদর্শন করাইল। দুহিতাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে মদনসুন্দরীর দর্শনে মুগ্ধ সংগ্রামস্বামীকে সসম্মানে বিদায় করিল। 'বিবাহার্থ শুভলগ্ন নির্ধারণপূর্বক হেথায় আগমন করা হউক'—এই বার্তাসহ নৃপতি তাহার নিকট প্রতিদূত প্রেরণ করিল। প্রতিদূতসহ প্রত্যাবর্তন করিয়া সংগ্রামস্বামী নৃপতি কনকবর্ষকে বলিল যে তাহার কার্যসিদ্ধ হইয়াছে। শুভ লগ্ন স্থিরকরতঃ প্রতিদূতের প্রতি আশ্বাস প্রদর্শন করিয়া ভূপতি তাহার নিকট হইতে মদনসুন্দরী তাহার প্রতি কিরূপ প্রেমাসক্ত হইয়াছে সেই কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে লাগিল। দুর্বারবীর্য নিঃশঙ্কচিত্ত নৃপতি কনকবর্ষ অশোকল নামক অশ্বে আরোহণকরতঃ বিবাহার্থ কুন্ডিন নগরে যাত্রা করিল। সীমান্ত প্রদেশস্থ আরবদিগকে পরাজিত করিয়া এবং বহু বন্য হিংস্র পশু হনন করিয়া বিদর্ভ রাজ্যে আগমনপূর্বক তাহার অভ্যর্থনার্থ আগত নৃপতি দেবশক্তির সহিত কুন্তিন নগরীতে প্রবেশ করিল। (৭৮-৯৯) অতঃপর পুরস্ত্রীগণের নেত্রোৎসব হরণকরতঃ সে বিবাহ সম্ভারে সজ্জিত রাজপ্রসাদে প্রবেশ করিয়া নৃপতি দেবশক্তির উদার আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় সপরিজন একদিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিবসে দেবশক্তি কেবলমাত্র স্বীয় রাজ্য ব্যতীত যথাসর্বস্বসহ দুহিতা মদনসুন্দরীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল।

সপ্তদিবস তথায় অবস্থিতির পর নৃপতি কনকবর্ষ নবপরিণীতা বধূর সহিত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল। সকৌমুদী চন্দ্রের ন্যায় জগতের আনন্দ উৎপাদন করিয়া প্রিয়তমার সহিত আগমন করিলে নগর উৎসবমুখর হইল। বহু ভার্যা থাকা সত্ত্বেও রুক্মিণীর প্রতি বিষ্ণুর ন্যায় রাজ্ঞী মদন-সুন্দরীই তাহার প্রিয়তমা হইল। মন্মথের শরের ন্যায় চারুপদ্মযুক্ত

দম্পতির নয়ন পরস্পরের আননের দিকে সর্বদা সংবদ্ধ থাকিত। একদা মানিনী মাতঙ্গীর মান দলিত করিয়া বিকশিত কেশরাবলীসহ বসন্তকেশরী সমাগত হইল। চূতমঞ্জরীর সহিত অলিকুল সংলগ্ন হইয়া উপবন যেন কামদেবের ধনুকের গুণ রচনা করিল। প্রবাসিগণের পত্নীদিগের প্রেমাসক্ত হৃদয় আন্দোলিত করিয়া মলয়াচল হইতে সমীরণ উপবন কম্পিত করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধুরালাপী কোকিলগণ যেন জগদ্বাসীদিগকে বলিতে লাগিল, 'নদীর সলিল, তরুর পুষ্প, শশীর কলা প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু মানুষের যৌবন আর ফিরিয়া আসে না। মান কলহ পরিত্যাগপূর্বক নিজ নিজ দয়িতার সহিত আনন্দ সম্ভোগ কর।'

তৎকালে বিহার করিবার নিমিত্ত কনকবর্ষ অন্তঃপুরচারিণীদিগের সহিত মধু-উদ্যানে প্রবেশ করিল। তাহার পরিজনদিগের রক্তাম্বরে অশোক-পুষ্পের শোভা বিলুপ্ত হইল এবং তাহাদের সঙ্গীতে কোকিল কূজন এবং ভ্রমরের গুঞ্জন স্তিমিত হইল। অন্যান্য পত্নীরা তথায় উপস্থিত থাকাসত্ত্বেও সে কেবলমাত্র মদনসুন্দরীর সহিত পুষ্পচয়নাদি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সে ভার্যাদিগের সহিত গোদবরী নদীতে অবগাহনার্থ অবতরণ করিয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইল। তাহার পত্নীদিগের আনন কমলকে, নয়ন নীলৎপলকে, পয়োধর চক্রবাক দম্পতিকে এবং নিতম্ব পুলিনস্থলীকে পরাজিত করিয়াছিল। যখন তাহারা নদীবক্ষ আলোড়িত করিতেছিল তখন তাহাদের সকোপ ভ্রূভঙ্গী বীচিমালা মনে হইতেছিল। জলক্রীড়াকালে তাহাদের অঙ্গসঞ্চালন নৃপতি কনকবর্ষের হর্ষোৎপাদন করিয়াছিল। জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়া ভূপতি কোনও বিস্রস্তবসনা রাজ্ঞীর কনককুম্ভোপমা কুচদ্বয়ে হস্তদ্বারা বারি নিক্ষেপ করিয়াছিল। (১০০-১১৯)

এতদ্দর্শনে মদনসুন্দরী ঈর্ষান্বিতা হইয়া নৃপতিকে সক্রোধে বলিল, 'আর কতক্ষণ নদীকে কষ্ট প্রদান করিবে?' বারি হইতে উত্থিত হইয়া বস্ত্রাদি সংগ্রহকরতঃ সখীদিগকে রাজার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সে ক্রোধভরে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। মদনসুন্দরীর মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া নৃপতি জলক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া রাজ্ঞীর কক্ষে গমন করিল। পিঞ্জরস্থ শুকেরাও তাহাকে আগমনকালে সক্রোধে সাবধান করিলে সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ক্রুদ্ধা রাজ্ঞী বামকরতলে কমলানন আনত করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার নেত্র হইতে স্বচ্ছ মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে। অশ্রুগদগদ ভগ্নস্বরে সে সুললিত সুরে দন্ত বিকসিতপূর্বক

প্রাকৃত ভাষায় একটি গীতের কলি আবৃত্তি করিতেছিল—'বিরহ সহ্য করিতে অপারগ হইলে সানন্দে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি হৃদয়ে বিরহবেদনা সহ্য করিতে সমর্থ হও তবে তোমার ক্রোধে বর্ধিত করিও। ইহা স্মরণে রাখিয়া এই দুইটির মধ্যে একটিকে আশ্রয় করিবে, নতুবা উভয়ের উপর নির্ভর করিলে তোমাকে আসনন্বয়ের মধ্যে পতিত হইতে হইবে।' ক্রুদ্ধ অবস্থাতেও তাহাকে মনোরম দেখাইতেছিল এবং ভূপতি সলজ্জ এবং সভয়ে তাহার সমীপবর্তী হইয়া তাহার কন্ঠালিঙ্গন করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লইল। তখন নানাপ্রকার স্তোকবাক্যে তাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিলে সখীদিগের বক্রোক্তি শ্রবণ করিয়া 'আমি দোষ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া রাজ্ঞীর পদতলে পতিত হইল। তখন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজ্ঞী তাহার কন্ঠালগ্না হইল এবং ক্রোধজনিত বিগলিত অশ্রুধারা তাহাকে সিঞ্চিত করিল। ক্রুদ্ধা রাজ্ঞীকে শান্ত করিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে সেই দিবস তথায় যাপন করিয়া রজনীতে তথায় নিদ্রিত হইল। (১২০-১৩২)

কিন্তু রাত্রিতে সে স্বপ্নে দর্শন করিল যে একটি কদাকার রমণী কন্ঠ হইতে তাহার কন্ঠভারণ এবং মস্তক হইতে তাহার চূড়ারত্ন অপহরণ করিয়াছে। অতঃপর সে নানা জন্তুর অবয়ববিশিষ্ট এক বেতালকে দর্শন করল এবং যখন সে তাহাকে ভূপাতিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল তখন বেতাল পক্ষীর ন্যায় আকাশে উড্ডীন হইয়া তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে সে বহুকষ্টে তীরে আগমন করিয়া দেখিল যে তাহার কন্ঠহার কন্ঠেই আছে এবং তাহার চূড়ামণিও মস্তকে আছে। স্বপ্নে ইহা দর্শন করিয়া সে জাগ্রত হইল এবং প্রাতঃকালে পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগত জনৈক ক্ষপণককে সে স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে বলিলে সে স্পষ্ট ভাষায় বলিল (এই স্থানে শ্লোকার্ধ লুপ্ত) 'আমি কোন অপ্রিয় কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ তখন না বলিয়া কি করিয়া থাকিতে পারি ? তুমি যে কন্ঠাহার এবং চূড়ামণি অপহৃত হইতে দেখিয়াছ তাহাতে সূচিত হইতেছে যে তুমি তোমার ভার্যা ও পুত্রগণ হইতে বিযুক্ত হইবে এবং সমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় যে কন্ঠাহার ও চূড়ামণি লাভ করিয়াছিলে তাহাতে সূচিত হইতেছে যে ক্লেশান্তে তুমি তোমার পত্নী এবং পুত্রের সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।' তখন নৃপতি বলিল, 'এখন পর্যন্তও কোন পুত্র নাই, প্রথমে ইহার জন্ম হউক।' অতঃপর প্রাসাদে আগত একজন রাময়ণ-পাঠকের নিকট হইতে নৃপতি দশরথ যে কত কষ্টে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার হৃদয়ে পুত্রলাভের ইচ্ছা

উদিত হইল এবং ক্ষপণক প্রস্থান করিলে ভূপতি কনকবর্ষ বিষণ্ণ চিত্তে সেই দিবস যাপন করিল। (১৩৩-১৪৩)

রজনীতে সে যখন বিনিদ্র অবস্থায় একাকী শায়িত ছিল তখন জৈনক রমণীকে দ্বার উন্মোচন না করিয়া প্রবেশ করিতে দেখিল। তাহার বিনীত এবং সৌম্যরূপ দর্শন করিয়া সে উত্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলে সেই রমণী তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, 'বৎস, আমি নাগরাজ বাসুকির কন্যা, তোমার পিতার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং আমার নাম রত্নপ্রভা। তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি সতত অলক্ষ্যে তোমার নিকটেই অবস্থান করি। কিন্তু অদ্য তোমাকে চিন্তিত দেখিয়া তোমার নিকট আমার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করিলাম। আমি তোমার কষ্ট সহিতে পারি না। তোমার কষ্টের কারণ আমার নিকট ব্যক্ত কর।' পিতৃস্বসা কর্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া সে বলিল, 'মাতঃ তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া অমি ধন্য হইয়াছি। আমার কোন পুত্র সন্তান না থাকাতে আমার দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গপ্রাপ্তির আশায় পুরাকালে দশরথাদির ন্যায় রাজর্ষিগণ তনয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অ.মার ন্যায় অভাজনেরা কেন তদ্রূপ করিবে না?' ভ্রাতুষ্পুত্র নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্পিনী রত্নপ্রভা তাহাকে বলিল, 'আমি তোমাকে একটি উপায়ের কথা বলিব, তুমি তদ্রূপ কার্য কর। পুত্রার্থে কার্ত্তিকেয়ের দেবের উপাসনা কর। আমি তে.মার দেহে প্রবেশ করিলে তুমি তোমার মস্তকে বর্ষিত কুমার কার্ত্তিকেয়ের দুঃসহ বৃষ্টিধারা সহ্য করিতে পারিবে এবং অতঃপর নানাপ্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তুমি তোমার বাঞ্ছিত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে।' এই কথা বলিয়া নাগিনী অন্তর্হিতা হইলে নৃপতি সেই রজনী সুখে যাপন করিল। (১৪৪-১৫৪)

পরদিন প্রাতঃকালে মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সে পুত্র-লাভের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণকরতঃ দেব কার্ত্তিকেয়র পাদমূলদর্শন করিতে প্রস্থান করিল। তাহার দেহে প্রবিষ্টা নাগিনী কর্তৃক শক্তিমান হইয়া সে কুমার কার্ত্তিকেয়ের কৃপালাভার্থে কঠোর তপশ্চর্যা সাধন করিল। তখন বজ্রের ন্যায় কার্ত্তিকেয়ের বৃষ্টিধারা প্রবলবেগে তাহার মস্তকে অবিরল পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু তদ্দেহে প্রবিষ্টা নাগিনীর প্রসাদে সে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হইল। আরও অধিক বিঘ্ন উৎপাদনার্থে দেব কার্ত্তিকেয় গণেশকে প্রেরণ করিলেন। দেব বিনায়ক ঐ বৃষ্টিধারার অভ্যন্তরে একটি অতিশয় বিষাক্ত নাগের সৃষ্টি করিলে সেই অজগর দর্শনেও ভূপতি ভীত হইল না। তখন দেবগণেরও অজেয় বিনায়ক স্বমূর্তি ধারণপূর্বক তাহার

বক্ষে দংশন করিতে লাগিলেন। তখন নৃপতি কনকবর্ষ শত্রুকে অজেয় জ্ঞান করিয়া তাহার স্তুতি করিতে লাগিল, 'হে সর্বার্থ সিদ্ধিদাতা গজালংকারে অলংকৃত কুম্ভোপম লম্বোদর, তোমাকে নমস্কার করি। ক্রীড়াচ্ছলে শুণ্ড-দ্বারা ব্রহ্মার পদ্মাসন কম্পিত করিয়া ব্রহ্মার ভীতি উৎপাদনকারী বিঘ্নেশ গজানন! তোমার জয় হউক। হে জগতের আশ্রয়স্থল। তুমি কৃপা না করিলে দেবাসুর এবং মুনীন্দ্ররাও সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে শিবপ্রিয়! সুরোত্তমগণ তোমাকে ঘটোদর, শূর্পকর্ণ, গণপতি, মদোৎকদ, পাশহস্ত যম, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি দেহের অষ্টষষ্টি ভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট অষ্টষষ্টি পাপঘ্ন নামে পূজা করে। তোমাকে স্মরণ এবং ভজন করিলে রণভীতি, রাজভীতি, দ্যূতভীতি, তস্করভীতি, অগ্নিভয় এবং হিংস্র-পশুভয় ইত্যাদি আপদ আপদসমূহ অন্তর্ধান করে।' এই প্রকার স্তবাদি দ্বারা কনকবর্ষ সেই বিঘ্নেশের অর্চনা করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি আর কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিব না। তোমার পুত্র সন্তান লাভ হউক।' এই কথা বলিয়া বিঘ্নজিৎ রাজার চক্ষুর সম্মুখে অন্তর্ধান করিলেন। (১৫৫-১৬৯)

তখন দেব কার্ত্তিকেয় তাহার ধারাবর্ষণ ধারণকারী নৃপতিকে বলিলেন, 'হে বীর, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন হৃষ্ট হইয়া ভূপতি দেবতাকে বলিল, 'আপনার কৃপায় আমার একটি পুত্রসন্তান লাভ হউক।' তখন দেবতা বলিলেন, 'আমার এক গণের অংশে তোমার একটি পুত্রসন্তান হইবে। পৃথিবীতে তার নাম হইবে হিরণ্যবর্ষ।' তখন ময়ূরারূঢ় তাহার প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাকে গর্ভগৃহে লইয়া গেলেন। তখন নাগিনী তাহার দেহ হইতে অলক্ষ্যে নির্গত হইল, কারণ স্ত্রীলোক শাপভয়ে কুমার কার্ত্তিকেয়ের গৃহে প্রবেশ করে না। অতঃপর স্বীয় মনুষ্যতেজেই বলীয়ান হইয়া ভূপতি কনকবর্ষ দেবতার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিল। নাগিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পূর্বে তাহার সে দীপ্তি হইয়াছিল তাহা লুপ্ত হইয়াছে দৃষ্টে কার্ত্তিকেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহার কি কারণ হইতে পারে?' নাগিনীর গুপ্ত সাহায্যে নৃপতি এই কঠোর ব্রতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, দিব্য ধ্যানশক্তিবলেই ইহা জ্ঞাত হইয়া কার্ত্তিকেয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'ছল অবলম্বন করিয়াছিস্ বলিয়া পুত্রের জন্ম হওয়ামাত্র পুত্র এবং মহিষীর সহিত তোর ছাড়াছাড়ি হইবে।' এই দুর্দান্ত শাপের কথা শ্রবণ করিয়া সেই মহাকবি অভিভূত না হইয়া শ্লোক দ্বারা দেবতার স্তুতি করিলে ষড়ানন তাহার সেই সুললিত রচনায়

তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'রাজন্, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই প্রকারে তোমার শাপান্ত হইবে—তুমি বৎসরাবধি পত্নী ও পুত্র হইতে বিযুক্ত থাকিবে। অতঃপর তিনটি মহা বিপদ অতিক্রম করিলে পুনরায় উহাদের সহিত মিলিত হইবে। ষড়ানন এই কথা বলিয়া নীরব হইলে নৃপতি তাহার করুণাসুধায় তৃপ্ত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া স্ব নগরীতে প্রস্থান করিল। (১৭০-১৮২)

চন্দ্রের শীতল রশ্মি হইতে যেরূপ সুধাস্রোতের উদ্ভব হয় রাজ্ঞী মদনসুন্দরীর গর্ভে তদ্রূপ কালক্রমে তাহার এক পুত্রের জন্ম হইল। রাজা এবং মহিষী পুত্র মুখদর্শন করিয়া এত অধিক হর্ষলাভ করিয়াছিল যে মনে হইল যেন তাহাদের আনন্দ রাখিবার যেন আর স্থান ছিল না। তৎকালে এক উৎসবের আয়োজন করিয়া নৃপতি এত ধনবর্ষণ করিয়াছিল যে তাহার কনকবর্ষ নাম পৃথিবীতে সার্থক হইয়াছিল। পঞ্চ রজনী গত হইলে যখন সূতিকাগৃহ সুরক্ষিত ছিল তখন ষষ্ঠরাত্র উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ মেঘোদয় হইল। অসতর্ক নৃপতির রাজ্য যেরূপ উপেক্ষিত শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হয় তদ্রূপ সেই মেঘবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকাশ আবৃত করিল। তখন তরুরাজি উন্মূলিত করিয়া মদমত্ত করীসম বাত্যা মদশ্রাবের ন্যায় বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে একটি ঘোরাকৃতি নারী ছুরিকাহস্তে অর্গলবদ্ধ সূতিকাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তথায় প্রবেশকরতঃ স্তনদানরত রাজ্ঞীর নিকট হইতে পরিচারিকাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া শিশুটিকে গ্রহণ করিল এবং দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল। 'হায়! হায়! আমার শিশুটিকে একটি রাক্ষসী অপহরণ করিয়াছে' এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিহ্বলা রাজ্ঞী অন্ধকারের মধ্যেই সেই নারীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। রমণী ধাবিত হইয়া শিশুসহ একটি দীর্ঘিকায় ঝম্প প্রদান করিলে স্বীয় পুত্রকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞীও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দীর্ঘিকায় ঝম্প প্রদান করিল। তৎক্ষণাৎ মেঘ অনাবৃত হইল এবং রজনীর অবসানে সূতিকাগৃহ হইতে পরিচারিকাবৃন্দের ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। তখন ঐ বার্তা শ্রবণ করিয়া নৃপতি কনকবর্ষ সূতিকাগৃহ পুত্র এবং পত্নীশূন্য দেখিয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সে ক্রন্দন করিতে লাগিল, 'হায় আমার প্রিয়তমে! হায় আমার শিশুপুত্র!' তখন বৎসরান্তে তাহার শাপমোচন হইবে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল, 'হে দেব স্কন্দ! আমার কি মন্দভাগ্য! অমৃতের সহিত গরল মিশ্রিত করিয়া অভিশাপসহ আমাকে কি বর প্রদান করিয়াছ? প্রাণাধিক প্রিয়া

মদনসুন্দরী বিহনে আমি কি প্রকারে সহস্রবর্ষস্বরূপ একটি বর্ষ অতিক্রম করিব ?' মন্ত্রীরা সমস্ত জ্ঞাত ছিল, তাহাদের আশ্বাস প্রদান সত্ত্বেও মহিষীর সহিত যে ধৈর্য প্রস্থান করিয়াছিল তাহা আর পুনরাগমন করিল না। (১৮৩-১৯৮)

কালক্রমে মদনানলে পীড়িত হইয়া স্বনগরী পরিত্যাগপূর্বক বিন্ধ্যাটবীতে বিহ্বলচিত্তে সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তথায় হরিণ শাবকদিগের নয়নদৃষ্টে তাহার প্রিয়তমার নয়নসৌন্দর্যের কথা স্মরণে আসিত এবং করিণীর মন্থর গতিদৃষ্টে প্রিয়তমার শ্লথগতির কথা মনে পড়িত। ইহাতে তাহার কামানল আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত, তাপিত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া সে বিন্ধ্য পর্বতের পাদমূলে উপনীত হইল এবং তথায় নির্ঝরিণীর বারি পান করিয়া একটি বৃক্ষের পাদমূলে উপবেশন করিল। ইতোমধ্যে বিন্ধ্যপর্বতের গুহা হইতে একটি দীর্ঘ কেশরযুক্ত সিংহ নির্গত হইয়া দৈত্যের অট্টহাসের মত গর্জন করিতে করিতে তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত তৎপ্রতি ধাবিত হইল। তন্মুহূর্তে আকাশ হইতে এক বিদ্যাধর অবতরণপূর্বক খড়্গাঘাতে ঐ সিংহকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। আকাশচারী তখন নৃপতির সমীপস্থ হইয়া বলিল, 'রাজন্, কনকবর্ষ! তুমি কি প্রকারে এই স্থানে আগমন করিলে ?' তৎশ্রবণে সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া ভূপতি তাহাকে বলিল, 'এই বিরহানলে বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিটির পরিচয় কি প্রকারে জ্ঞাত হইলে ?' তখন বিদ্যাধর বলিল, 'পূর্বে আমি বন্ধুমিত্র নামে ক্ষপণক ছিলাম। তোমার নগরেই বাস করিতাম। আমি বিনীতভাবে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তোমার সহায়তায় একটি বেতালকে আমার ভৃত্য করিয়া আমি বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেইজন্যই তোমাকে চিনিতে পারিয়া তোমার প্রত্যুপকার করিবার নিমিত্ত, যখন সিংহটি তোমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল আমি উহাকে বধ করিয়াছি। এখন আমার নাম বন্ধুপ্রভ হইয়াছে।' বিদ্যাধর এই কথা বলিলে রাজা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বলিল, 'সত্যই ত! এখন আমার সে কথা স্মরণ হইতেছে। সেই মিত্রতার তুমি উপযুক্ত প্রতিদান করিয়াছ। এখন আমাকে বল কবে আমি আমার স্ত্রী ও পুত্রের সহিত মিলিত হইব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্যাধর বন্ধুপ্রভ তাহার দিব্য বিদ্যাবলে জ্ঞাত হইয়া ভূপতিকে বলিল, 'বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর দর্শন লাভ করিলে তুমি তোমার ভার্যা এবং পুত্রকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে। তুমি সিদ্ধিলাভার্থ তথায় গমন কর এবং আমি আমার

স্বলোকে প্রস্থান করি।' এই কথা বলিয়া সে প্রস্থান করিলে নৃপতি কনকবর্ষ ধীরে ধীরে ধৈর্যলাভ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দিরে গমন করিল। (১৯৯-২১৪)

সে যখন পর্যটন করিতেছিল তখন একটি মত্ত বৃহৎ বন্য গজ মস্তক কম্পিত করিতে করিতে শুন্ড প্রসারিতপূর্বক তাহাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিল। রাজা বিবরসংকুল পথে পলায়ন করিলে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া হস্তীটি একটি পর্বত গহ্বরে পতিত হইয়া মৃত হইল। পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে সে দীর্ঘ মৃণালসংযুক্ত বিকশিত কমলাবৃত একটি বৃহৎ সরসী তীরে উপনীত হইল। তথায় স্নান সমাপনান্তে বারিপান করিয়া এবং মৃণাল ভক্ষণ করিয়া সে ক্ষণকালের নিমিত্ত গভীর নিদ্রামগ্ন হইল। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত কতিপয় শবর শুভ লক্ষণযুক্ত নৃপতিকে সুপ্ত দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া বলির নিমিত্ত হইতে পরে মনে করিয়া তাহাদের রাজা মুক্তাফলের নিকট আনয়ন করিলে শবররাজ তাহাকে বলিদানের উপযুক্ত মনে করিয়া বলিপ্রাদনার্থ বিন্ধ্যবাসিনী-দেবীর মন্দিরে আনয়ন করিল। দেবীর দর্শন লাভ করিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলে দেবী এবং স্কন্দদেবের কৃপায় তাহার বন্ধনমুক্তি হইল। শবররাজ এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া ইহা নৃপতির প্রতি দেবীর অনুগ্রহ মনে করিয়া তাহাকে বধ করিতে নিবৃত্ত হইল। এইরূপ তৃতীয় বিপদ হইতে মুক্ত হইলে তাহার অভিশাপের এক বৎসর অতীত হইল। (২১৫-২২৪)

ইতোমধ্যে নৃপতির পিতৃস্বসা সেই নাগিনী সপুত্র মদনসুন্দরীসহ তথায় আগমন করিয়া ভূপতিকে বলিল, 'রাজন্, কার্ত্তিকেয়ের অভিশাপ করিয়া আমি কৌশলে উহাদিগকে আমার আলয়ে আনয়নপূর্বক তথায় রাখিয়াছিলাম। কনকবর্ষ এখন তুমি তোমার পত্নী এবং পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ কর। তুমি এখন শাপমুক্ত হইয়াছ।' নাগিনী নৃপতিকে এই কথা বলিলে সে তাহার চরণে প্রণত হইল এবং নাগিনী অন্তর্ধান করিলে পত্নী এবং পুত্রের আগমন তাহার নিকট স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল। নৃপতি এবং রাজ্ঞী বহুকাল যে বিরহানল ভোগ করিয়াছিল আনন্দাশ্রুতে এখন তাহা ধৌত হইয়া গেল। তখন কনকবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, এই কথা জ্ঞাত হইয়া শবররাজ মুক্তাফল তাহাকে স্বীয় প্রভুজ্ঞানে তাহার পাদমূলে পতিত হইল। তাহাকে সম্যক আপ্যায়ন করিয়া স্বীয় পল্লীতে আনয়নপূর্বক রাজ্ঞী এবং কুমারকে সাধ্যমত উপচারাদি দ্বারা সম্বর্ধিত করিল। তখন ভূপতি তথায় অবস্থান করিয়া স্বীয় শ্বশুর

দেবশক্তি এবং নিজ নগরীর সৈন্যদিগকে দূত প্রেরণ করিয়া আনয়ন করিল। অতঃপর তাহার সম্মুখে করিণী পৃষ্ঠে প্রিয়তমা মদনসুন্দরী এবং কার্ত্তিকেয় কর্তৃক হিরণ্যবর্ষ নাম প্রদত্ত পুত্রকে আরোহণ করাইয়া শ্বশুরের সহিত শ্বশুরালয়ের দিকে যাত্রা করিল। কতিপয় দিবসান্তেই বিদর্ভরাজ্যের এক তপোবনে শ্বশুর গৃহে উপনীত হইল এবং অতঃপর শ্বশুর কর্তৃক আপ্যায়িত হইয়া তাহার সমৃদ্ধ কুন্ডিন নগরে ভার্যা, পুত্র এবং সৈন্যসহ কিয়ৎকাল অবস্থানকরতঃ তথা হইতে যাত্রা করিয়া অবশেষে স্বীয় নগরী কনকপুরে আগমন করিল। দীর্ঘদিন যাবৎ তাহার দর্শনপিয়াসী পুরস্ত্রীগণ যেন নয়ন দ্বারা তাহাকে পান করিতে লাগিল। আনন্দ এবং ঐশ্বর্য সম্বলিত মূর্তিমান উৎসবের ন্যায় সে পুত্র এবং মদনসুন্দরীর সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল। মদনসুন্দরীরকে সম্মানসূচক পট্টবন্ধন প্রদান করিয়া তাহাকে মুখ্য মহিষীপদে বৃত করিল এবং ঐ বিজয় দিবসে প্রজাবৃন্দকে নানা উপহার দ্বারা সম্মানিত করিল। অতঃপর নৃপতি কনকবর্ষ চতুর্দিকে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত ভূমন্ডল নিষ্কন্টক হইয়া আর বিরহব্যথা ভোগ না করিয়া পুত্র এবং পত্নীর সহিত চিরসুখে শাসন করিতে লাগিল।

মুখ্যমন্ত্রী গোমুখের নিকট হইতে এই সুচারু কাহিনী শ্রবণ করিয়া কুমার নরবাহনদত্ত সুন্দরী অলংকারবতীর সহিত পরমসুখ প্রাপ্ত হইল। (২২৫-২৩৯)

ইতি মাহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৩৯
ক্রমিক সংখ্যা—১০,২৪৯

ষষ্ঠ তরঙ্গ

কুমার নরবাহনদত্ত পার্শ্বস্থিতা প্রিয়তমার সহিত গোমুখের নিকট হইতে আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মরুভূতিকে ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধানন দেখিয়া তাহার মনোরঞ্জনার্থ বলিল, 'তুমিও একটি কাহিনী বিবৃতি কর না কেন?' তখন মরুভূতি হৃষ্ট হইয়া 'আমিও তবে একটি কাহিনী নিবেদন করিব,' এই কথা বলিয়া বক্ষ্যমান আখ্যান বিবৃত করিল—

দ্বিজ চন্দ্রস্বামী, তৎপুত্র মহীপাল এবং দুহিতা চন্দ্রবতীর কাহিনী

নরপতি কমলবর্মার দেবকমলপুরাখ্য নগরীতে চন্দ্রস্বামী নামক একজন উত্তম দ্বিজ বাস করিত। সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অতুল্য লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সহিত তুলনীয়া দেবমতি নাম্নী বিনয়োজ্জ্বলা পত্নী ছিল। সেই ব্রাহ্মণের সুলক্ষণযুক্ত পুত্রের জন্ম হইলে আকাশবাণী শ্রুত হইল—'চন্দ্রস্বামী, তুমি তোমার পুত্রের নাম মহীপাল রাখিবে, কারণ সে নৃপতি হইয়া বহুকাল পৃথিবী শাসন করিবে।' চন্দ্রস্বামী এই কথা শ্রবণ করিয়া একটি উৎসবের আয়োজন করিল এবং পুত্রের নাম মহীপাল রাখিল। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত মহীপাল অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হইলে চন্দ্রস্বামীর পত্নী দেবমতি স্বামীকে একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী কন্যাসন্তান উপহার প্রদান করিল। ভ্রাতা এবং ভগিনী মহীপাল এবং চন্দ্রবতী পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিল।

বৃষ্টির অভাবে রবিকরে শস্য শুষ্ক হওয়াতে সেই দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। তন্নিমিত্ত ধর্মপথ পরিত্যাগপূর্বক নৃপতি অন্যায়ভাবে তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রজাদিগের বিত্ত হরণ করিতে লাগিল। দেশ দ্রুতগতিতে ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে দেখিয়া চন্দ্রস্বামীর পত্নী পতিকে বলিল, 'এই নগরী পরিত্যাগপূর্বক আমার পিতৃগৃহে গমন করা যাউক নতুবা কোনদিন আমাদিগের সন্তানেরা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।' চন্দ্রস্বামী এই কথা শ্রবণ করিয়া ভার্যাকে বলিল, 'কোনপ্রকারেই তাহা করা উচিত নহে, কারণ দুর্ভিক্ষের সময় স্বদেশ পরিত্যাগ করা মহাপাপ। শিশুদিগকে তোমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিব। (১-১৭)

তুমি এইস্থানেই অবস্থান কর।' পত্নী সম্মত হইলে চন্দ্রস্বামী পুত্র মহীপাল এবং কন্যা চন্দ্রবতী এই সন্তানদ্বয়সহ নগর পরিত্যাগপূর্বক পত্নীর পিতৃগৃহে যাত্রা করিল। পর্যটন করিতে করিতে কোনক্রমে সে একটি বিশাল অরণ্যে উপনীত হইল। সূর্যতাপে উহার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে বিশুষ্ক কয়েকটি মাত্র বৃক্ষ ছিল। তৃষ্ণার্ত সন্তানদ্বয়কে তথায় স্থাপন করিয়া সে তাহাদের নিমিত্ত জলের অন্বেষণে বহুদূর গমন করিল। তথায় স্বীয় কার্য সাধনে গমনরত সানুচর শবরাধিপ সিংহদংষ্ট্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ করা হইলে ঐ ভীল তাহাকে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া সে জলের অন্বেষণ করিতেছে জ্ঞাত হইয়া তাহার অনুচরদিগকে বলিল, 'উহাকে কোন জলাশয়ের নিকট লইয়া যাও' এবং এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সংকেত করিল। এই কথা শ্রবণ করিয়া শবরাধিপের দুই তিনজন অনুচর প্রভুর মনোবাঞ্ছা জ্ঞাত হইয়া ঐ নিরপরাধ চন্দ্রস্বামীকে গ্রামে লইয়া গিয়া তাহাকে বন্ধন করিল। তাহাকে বলিপ্রদান করা হইবে উহাদের নিকট হইতে এই কথা জ্ঞাত হইয়া সে অরণ্যে রক্ষিত সন্তানদ্বয়ের নিমিত্ত বিলাপ করিতে লাগিল— 'হায় মহীপাল। হায় বৎসে চন্দ্রবতি! আমি মূর্খের ন্যায় তোমাদিগকে সিংহ ব্যাঘ্রের আহার্যরূপে কেন অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম? এখন আমারও এমন অবস্থা হইয়াছে যে দস্যুরা আমাকে হত্যা করিবে। আমার মুক্তির কোন উপায়ই নাই।' এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে সূর্যদেবকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্ট হইল এবং 'আমি শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রভুর শরণাপন্ন হইব,' এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভাস্করদেবের স্তব করিতে লাগিল, 'দূরের এবং নিকটের অন্তর ও বাহিরের তমোহরণকারী জ্যোতির্ময়, প্রভো! তোমাকে নমস্কার! তুমিই ত্রিজগৎ ব্যাপ্ত বিষ্ণু, তুমি সর্বমঙ্গলের আকর শিব, তুমিই নিদ্রিত জগৎকে কর্মে প্রবৃত্ত করাও। এই দুইটি অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশিত হউক' ইহা মনে করিয়া তুমি অনুগ্রহপূর্বক অগ্নি এবং চন্দ্র এই দুটিকে দ্যুতিময় করিয়াছ এবং তুমিই রজনীকে অপসৃত কর। তোমার উদয় হইলে রাক্ষসেরা পলায়ন করে, দস্যুরা শক্তিহীন হয় এবং ধার্মিকেরা আহ্লাদিত হয়। অতএব হে ত্রৈলোক্যের একমাত্র প্রদীপ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি দয়াপরবশ আমার শোকান্ধকার অপনোদন কর।' (১৮-৩৩) ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে এই প্রকারে সূর্যের স্তব করিলে আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, 'চন্দ্রস্বামী আমি তোমার স্তবে তুষ্ট

হইয়াছি। তোমার মৃত্যু হইবে না এবং আমার কৃপায় তুমি তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত পুনরায় মিলিত হইবে।' এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া চন্দ্রস্বামীর আস্থা ফিরিয়া আসিল এবং শবর কর্তৃক প্রদত্ত স্নানোপকরণাদি এবং আহার্য গ্রহণ করিল।

ইতোমধ্যে পিতা প্রত্যাবর্তন করিতেছে না দেখিয়া তাহার নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইয়াছে, এই কথা মনে করিয়া বালক মহীপাল ভগিনীসহ সেই অরণ্যে অবস্থানপূর্বক বিলাপ করিতে লাগিল। সার্থধর নামক এক বণিকশ্রেষ্ঠ সেই পথ দিয়া গমন করিবার সময় উহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহার কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিল এবং বালকটিকে সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া অনুকম্পাবশতঃ আশ্বাস প্রদানপূর্বক তাহাকে এবং তাহার ভগিনীকে স্বীয় দেশে আনয়ন করিল। তথায় মহীপাল পুত্রস্নেহে বাস করিতে লাগিল এবং বালক হইলেও পবিত্র অগ্নিপূজায় রত হইল।

একদা তারাপুরনিবাসী নৃপতি তারাবর্মের উত্তর দ্বিজ মন্ত্রী অনন্তস্বামী হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিকসহ কার্য ব্যপদেশে তথায় আগমনকরতঃ মিত্র বণিক সার্থধরের গৃহে প্রবেশকরতঃ অগ্নিপূজায় রত সুন্দর বালক মহীপালকে দর্শন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে তৎপর হইল। তখন সন্তানহীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বালকটি স্ববর্ণজাত জ্ঞাত হইয়া বণিকের নিকট উহাকে এবং উহার ভগিনীকে যাচঞা করিল। বৈশ্য বণিক বালক ও বালিকাটিকে অনন্তস্বামীর হস্তে প্রদান করিলে সে উহাদের গ্রহণ করিয়া তারাপুরে গমন করিল। বিদ্যা ও বিপুল সম্পদের অধিকারী সেই মন্ত্রীর গৃহে মহীপাল পুত্রবৎ বাস করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে ভীল্লাধিপতি সিংহ-দংষ্ট্র গ্রামে বন্দী অবস্থায় স্থিত চন্দ্রস্বামীর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'হে দ্বিজ! সূর্যদেব স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে আপনাকে বধ না করিয়া যেন সসম্মানে মুক্তি প্রদান করি। অতএব আপনি উত্থান করুন এবং আপনার যেথায় ইচ্ছা গমন করুন।' এই কথা বলিয়া তাহাকে মুক্তা এবং মৃগমদাদি উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া বনপথ অতিক্রম করিবার নিমিত্ত তাহার সহিত একজন অনুচর প্রেরণ করিল। এই প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়া অরণ্যে আগমনপূর্বক তাহার পুত্র এবং তদনুজাকে না দেখিতে পাইয়া তাহাদের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সমুদ্রতটস্থ জলপুর নগরীতে উপনীত হইয়া তথায় জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিল। তথায় ভোজনান্তে গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সে তাহাকে

বলিল, 'কিয়দ্দিবসপূর্বে কনকবর্মা নামক জনৈক বণিক হেথায় আগমন করিয়াছিল। সে অরণ্যে একটি ব্রাহ্মণ বালক ও তাহার ভগিনীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং দুইটি সুন্দর বালক বালিকাসহ নারিকেল মহাদ্বীপে গমন করিয়াছিল। কিন্তু সে আমাকে ঐ বালকের নাম বলে নাই।' এই কথা কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রস্বামী উহারা তাহার সন্তান বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই মনোহর দ্বীপে গমন করিতে সংকল্প করিল। (৩৪-৫৫) সেই রজনী যাপনান্তে সংবাদ লইতে লইতে সে জানিতে পারিল যে বিষ্ণুশর্মা নামক একজন বণিক নারিকেল দ্বীপে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছে। সন্তানস্নেহবশতঃ সে তাহার সহিত অর্ণবযানে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সেই দ্বীপে আগমন করিয়া তত্রস্থ বণিকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে তাহারা তাহাকে বলিল, ইহা সত্য যে কনকবর্মা নামক বণিক অরণ্যে প্রাপ্ত দুইটি অপরূপ সুন্দর ব্রাহ্মণ সন্তানসহ হেথায় আগমন করিয়াছিল। কিন্তু সে তাহাদিগকে লইয়া কটাহ দ্বীপে গমন করিয়াছে।' তথায় বণিক দানবর্মার পোতে উপনীত হইয়া সেই বিপ্র শ্রবণ করিল যে বণিক কনকবর্মা তথা হইতে কর্পূর দ্বীপে গমন করিয়াছে। এই প্রকারে সে বণিকদিগের সহিত কর্পূর দ্বীপ এবং সিংহলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া তাহার অন্বিষ্ট বণিকের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু সিংহলবাসীদিগের নিকট হইতে সে শ্রবণ করিল যে বণিক কনকবর্মা তাহার স্বনগরী চিত্রকূটে গমন করিয়াছে। তখন চন্দ্রস্বামী কোটীশ্বর নামক জনৈক বণিকের সহিত তাহার পোতে সমুদ্রে উত্তরণ করিয়া সন্তানদিগের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া তাঁহার নিকট স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন কনকবর্মা তাহার শোকের কারণ বিদিত হইয়া অরণ্যে প্রাপ্ত এবং তৎকর্তৃক আনীত সন্তানদ্বয়কে দর্শন করাইলে সে দেখিল যে উহারা তাহার সন্তান নয়, অন্য কাহারও সন্তান হইবে (৫৬-৬৭) তখন সে শোকে এবং অশ্রু বিগলিত নয়নে বিষণ্ণ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! এতদূর দেশ পর্যটন করিয়াও আমার পুত্র অথবা দুহিতার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলাম না। দুষ্ট প্রভুর ন্যায় বিধাতা আমাকে আশা প্রদান করিয়াও সফলকাম করেন নাই, আমি মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হইয়া দেশে ভ্রমণ করিয়াছি।' তাহাকে এইপ্রকারে বিলাপ করিতে দর্শন করিয়া কনকবর্মা অনেক আশ্বাস প্রদান করিলে সে বিষণ্ণচিত্তে বলিল, 'আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যদি একবৎসরের ভিতর সন্তানদিগের দর্শন লাভ না করি তবে কঠোর তপোশ্চর্যা দ্বারা গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিব।'

সে এই কথা বলিলে তথাকার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাকে বলিল, 'প্রস্থান কর, নারায়ণীর কৃপায় নিশ্চয়ই তোমার সন্তানদিগকে প্রাপ্ত হইবে।' সে এই কথা বলিলে চন্দ্রস্বামী হৃষ্ট হইল এবং ভাস্কর দেবের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া, বণিকদিগকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই নগরী হইতে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণদিগের অগ্রহার, গ্রাম এবং নগরী অন্বেষণ করিয়া সে অবশেষে প্রাংশু বৃক্ষ সমন্বিত একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া তথায় জল এবং ফল গ্রহণকরতঃ সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর ভয়ে ভীত হইয়া রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। যামিনীতে নিদ্রাহীন হইয়া সে সেই বৃক্ষের পাদমূলে নারায়ণী প্রমুখ দিব্য মাতৃবর্গের মিলন সভা দেখিতে পাইল। তাহারা নিজোচিত উপহারাদি আনয়নপূর্বক ভৈরবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মাতৃকাগণ নারায়ণী দেবীকে ভৈরবের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোনও কারণ বিজ্ঞাপিত না করিয়া হাস্য করিলেন। কিন্তু তাহারা বারংবার পীড়াপীড়ি করিলে তিনি বলিলেন, "যদিও বিষয়টি লজ্জাকর তথাপি তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরপুর নগরীতে সুরসেন নামক নরপতি বাস করে। তাহার প্রখ্যাতরূপা বিদ্যাধরী নাম্নী দুহিতা আছে। বিমল নামক নৃপতির তনয় প্রভাকর কন্যার সম রূপবান শ্রবণ করিয়া সুরসেন কন্যাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল! বিমলও তাহার পুত্রের অনুরূপ বিদ্যাধরীর কথা শ্রবণ করিয়া দূত প্রেরণপূর্বক সুরসেনের নিকট হইতে স্বীয় পুত্রের নিমিত্ত তাহার কন্যা বিদ্যাধরীকে প্রার্থনা করিলেন। সুরসেনও যথাবিধি প্রভাকর হস্তে স্বীয় দুহিতাকে সম্প্রদান করিল। (৬৮-৮৪) বিদ্যাধরী শ্বশুর নগরী বিমলপুরে আগমন করিয়া রজনীতে স্বামীর সহিত গমন করিলে ঔৎসুক্য সহকারে সম্ভোগার্থ স্বামী প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল সে নপুংসক। 'হায়! হায়! আমি ষণ্ড পতি প্রাপ্ত হইয়াছি', এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাজপুত্রী শোকাকুলচিত্তে সেই রজনী যাপন করিল। অতঃপর সে, 'আমাকে নপুংসকের' সহিত কেন বিবাহ প্রদান করিয়াছ ইহার কারণ অনুসন্ধান কর',—এই মর্মে পত্র লিখিয়া সে পিতার নিকট প্রেরণ করিল। 'বিমল আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে', এইরূপ চিন্তা করিয়া সুরসেন ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতি বিমলকে স্বহস্তে লিখিত পত্র প্রেরণ করিল, 'তুমি শঠতাপূর্বক তোমার নপুংসক পুত্রের হস্তে আমাকে আমার কন্যা

সম্প্রদান করাইয়াছ এজন্য তোমাকে ফলভোগ করিতে হইবে। আমি তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি।' বিমল সেই লিপি প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত আলোচনা করিতে লাগিল কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তখন পিঙ্গদ নামক তাহার এক মন্ত্রী বিমলকে বলিল, 'দেব, একটিমাত্র উপায় আছে, তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। স্থূলশিরা নামক এক যক্ষ আছে, আমি ইহা অবগত আছি। তাহার আরাধনা করিলেই ইষ্টবর প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রদ্বারা সেই যক্ষের আরাধনাপূর্বক তাহার নিকট পুরুষাঙ্গ প্রার্থনা করিয়া সম্প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করা হউক।' মন্ত্রী এই কথা বলিলে তাহার নিকট হইতে মন্ত্রশিক্ষা করিয়া পুত্রের জন্য পুরুষাঙ্গ লাভার্থ যক্ষের উপাসনা করিলে যক্ষ তাহার পুত্র প্রভাকরকে পুরুষাঙ্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং নপুংসক হইল। সেই বিদ্যাধরী, প্রভাকর পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে দর্শন করিয়া পতির সহিত সম্ভোগ সুখান্তে চিন্তা করিল, 'আমিই ভুল করিয়াছিলাম। আমার পতি নপুংসক নহে। সে সুভগ পুরুষ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে পুনরায় লজ্জিত হইয়া পিতাকে শান্ত করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। ভৈরব এই বৃত্তান্ত অদ্য জ্ঞাত কুপিত হইয়াছেন এবং সেই গুহ্যক স্থূলশিরাকে আনয়নপূর্বক তাহাকে এবম্প্রকারে অভিশপ্ত করিয়াছেন, 'পুরুষাঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্বক তুই ষণ্ড হইয়াছিস্ এবং তুই আজীবন ষণ্ড হইয়াই থাকিবি। প্রভাকর পুরুষ হইয়া অবস্থান করুক।' এই প্রকারে নপুংসক হইয়া গুহ্যক দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং প্রভাকর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতেছে। এই কার্যের নিমিত্তই ভৈরবদেবের আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জানিয়া রাখ, তিনি সত্বরই হেথায় আগমন করিবেন।'' নারায়ণী মাতৃগণকে এই কথা বলিতে বলিতেই মাতৃচক্রের অধীশ্বর ভৈরবদেব আগমন করিলে মাতৃগণ কতৃক উপহারাদি দ্বারা সম্পূজিত হইয়া তিনি ডাকিনীদের সহিত তাণ্ডব নৃত্যে কিঞ্চিৎ কালযাপন করিলেন। (৮৫-১০৬)

বৃক্ষশীর্ষ হইতে যখন চন্দ্রস্বামী সমস্ত বিলোকন করিতেছিল তখন নারায়ণী দেবীর এক দাসীর প্রতি সে দৃষ্টিপাত করাতে সেই দাসীও তাহাকে দেখিতে পাইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং নারায়ণী দেবীও তাহা অনুভব করিলেন। অতঃপর ডাকিনীসহ ভৈরবের প্রস্থানান্তে দেবী নারায়ণী কিছুকাল পশ্চাতে বিলম্ব করিয়া চন্দ্রস্বামীকে বৃক্ষোপরি হইতে আহবান করিলে সে অবতরণ করিল। তখন তিনি চন্দ্রস্বামী ও দাসীকে

বলিলেন, 'তোমরা কি পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছ ?' তাহারা সত্য কথা স্বীকার করিলে তিনি ক্রুদ্ধ না হইয়া চন্দ্রস্বামীকে বলিলেন, 'সত্য কথা বলিয়াছ বলিয়া আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার হস্তে এই দাসীকে প্রদান করিব, তুমি ইহার সহিত বাস কর।' ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'দেবি, আমি চপলমতি হইলেও সংযত থাকি। আমি পরস্ত্রীকে স্পর্শ করিব না। আমার মনের অবস্থা আপনাকে বলিতেছি কিন্তু আমি দৈহিক পাপে লিপ্ত হইতে পারিব না।' দৃঢ়চেতা ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে দেবী তাহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিতেছি—তুমি সত্বর তোমার সন্তানদিগকে প্রাপ্ত হইবে। এই বিষহর অম্লান কমল গ্রহণ কর।' দেবী এই কথা বলিয়া চন্দ্রস্বামীকে একটি পদ্ম প্রদান করিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। (১০৭-১১৬)

সেই কমল প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিশেষে পর্যটন করিতে করিতে সে তারাপুর নগরীতে গমন করিল, তথায় সেই দ্বিজ মন্ত্রী অনন্তস্বামীর গৃহে তাহার পুত্র মহীপাল এবং তাহার দুহিতা বাস করিতেছিল। তথায় গমন করিয়া ভোজন প্রত্যাশী সে মন্ত্রী অতিথিবৎসল জ্ঞাত হইয়া তাহার দ্বারদেশে শাস্ত্রপাঠ করিতে লাগিল। দ্বাররক্ষকগণ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া উহাকে আনয়ন করিলে তাহাকে বিদ্বান দেখিয়া মন্ত্রী ভোজন করিবার নিমিত্ত তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় অনন্ত-হ্রদ নামক একটি পাপহর হ্রদ আছে শ্রবণ করিয়া স্নানার্থ তথায় গমন করিল। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন করিলে সেই বিপ্র তাহার চতুর্দিকে সেই নগরীতে শোককোলাহল শ্রবণ করিয়া কারণ জানিতে চাহিলে পৌরজনেরা তাহাকে বলিল, 'এই নগরীতে বণিক সার্থধর কর্তৃক অরণ্যে প্রাপ্ত মহীপাল নামক একটি ব্রাহ্মণ বালক আছে। তাহাকে সুলক্ষণযুক্ত দেখিয়া মন্ত্রী অনন্তস্বামী সেই বালক ও তাহার ভগিনীকে সেই বণিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উভয়কেই হেথায় আনয়ন করিয়াছিল। নিজের পরিবারে সেই বালকটিকে সে স্বীয় পুত্রবৎ পালন করিতেছিল এবং তাহার সদ্গুণে সেই বালক নৃপতি তারাবর্মা এবং তাহার পরিজনদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। অদ্য কৃষ্ণসর্প তাহাকে দংশন করায় নগরীতে হায়! হায়! রব পড়িয়া গিয়াছে।' (১১৭-১২৬) এই কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রস্বামী, 'এই বালক নিশ্চয়ই আমার পুত্র' এইরূপ মনে করিয়া ত্বড়িৎ গতিতে সেই মন্ত্রীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় বালককে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইয়া উহাকে

স্বীয় পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিল এবং স্বীয় হস্তে দেবীদত্ত সর্পবিষঘ্ন কমল থাকায় পুলকিত হইল। সে মহীপালের নাসিকার নিকট ঐ নীলোৎপলটি স্থাপিত করিলে উহা ঘ্রাণ করিবামাত্র সে বিষক্রিয়া হইতে মুক্ত হইল। মহীপাল যেন নিদ্রা হইতে সদ্য উত্থিত হইয়াছে দৃষ্টে নৃপতি এবং পৌরজনেরা হর্ষান্বিত হইল। অনন্তস্বামী নৃপতি এবং পৌরজনেরা চন্দ্রস্বামীকে বহু বিত্ত প্রদান করিয়া সম্মানিত করিল এবং তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবাংশ সম্ভূত হইবেন।' মন্ত্রী কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সে মহীপাল এবং দুহিতা চন্দ্রবতীর সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল। ঐ তিনজন যদিও পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিল তথাপি তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিল, কারণ জ্ঞানিগণের কালাকাল জ্ঞান থাকায় অসময়ে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে না।

ভূপতি তারাবর্মা মহীপালের সদ্গুণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজ কন্যা বন্ধুমতীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল। অতঃপর আর কোনও পুত্র না থাকায় নৃপতি তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব প্রদান করিয়া সমপ্রকার রাজত্ব শাসনের ভার প্রদান করিল। রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া সে পিতা এবং ভগ্নীর পরিচয় প্রদানকরতঃ পিতাকে সম্মানিত পদপ্রদানপূর্বক সুখে বাস করিতে লাগিল।

একদিবস তাহার পিতা চন্দ্রস্বামী তাহাকে বলিল, "চল, স্বদেশে গমনপূর্বক তোমার মাতৃদেবীকে আনয়ন করা যাউক। তুমি রাজা হইয়াছ এই কথা শ্রবণ করিয়া তোমার চিরদুঃখী মাতা 'আমার পুত্র কি প্রকারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে' এই কথা মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিশপ্ত করিতে পারেন। পিতামাতা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া কেহ দীর্ঘকাল সম্পদ ভোগ করিতে পারে না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বহুকালপূর্বে এক বণিকপুত্রের কি দশা হইয়াছিল, শ্রবণ কর"—(১২৭-১৩৯)

চক্রের কাহিনী

ধবল নগরীতে চক্র নামক এক বণিকপুত্র বাস করিত। সে বাণিজ্য ব্যপদেশে পিতামাতার অমতে স্বর্ণদ্বীপে গমনকরতঃ তথায় পঞ্চবৎসর বহু বিত্ত উপার্জন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন-মানসে বহু রত্নসজ্জিত একটি অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিল। তাহার সমুদ্রযাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিলে ঝঞ্চাবাত্যা,

মেঘ ও বৃষ্টিসহ সমুদ্র তাহার বিরুদ্ধাচারণ করিল। পিতামাতার অমতে আগমন করিয়াছে বলিয়া যেন ঊর্মিমালা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পোত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল। পোতস্থ কোন কোন যাত্রী বীচিমালায় নিমজ্জিত হইল, কেহ বা মকরাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইল। কিন্তু চক্রের আয়ু শেষ না হওয়াতে সে ঊর্ম্মিমালা কর্তৃক নীত হইয়া সমুদ্রপুলিনে নিক্ষিপ্ত হইল। যখন ক্লান্তিবশতঃ সে তথায় শায়িত ছিল তখন তাহার মনে হইল, সে যেন স্বপ্নে দেখিতে পাইল একটি ঘোরাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য পাশহস্তে তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পাশবদ্ধকরতঃ আকর্ষণ করিয়া বহু দূরে সিংহাসনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির নিকট আনয়ন করিল এবং সিংহাসনাধিষ্ঠিত পুরুষের আদেশে বণিকপুত্রকে সেই পাশহস্ত পুরুষ একটি লৌহ কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

সেই লৌহ কারাগারে চক্র মস্তকে সতত ঘূর্ণমান তপ্ত লৌহ চক্রদ্বারা নিপীড়িত জনৈক ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কোন পাপে তোমার এই প্রকার শাস্তি বিধান হইয়াছে এবং কি প্রকারে তুমি এখনও পর্যন্ত জীবিত আছ?' সেই ব্যক্তি প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি খড়্গ নামক বণিকপুত্র। পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকারে আমাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, 'রে দুরাত্মা-পুত্র, তুই আমাদিগকে মস্তকে স্থাপিত তপ্ত লৌহচক্রবৎ উৎপীড়ন করিতেছিস্, তোরও এই প্রকার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া তাঁহারা নীরব হইলে তাহাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'ক্রন্দন করিস্ না, তোর শাস্তি মাসাবধিকাল পর্যন্ত চলিবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি শোকাকুল চিত্তে দিবস অতিবাহিত করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলে স্বপ্নে যেন দেখিতে পাইলাম একটি ঘোরাকৃতি পুরুষ আমার সমীপে আগমনকরতঃ আমাকে বলপূর্বক এই লৌহকারাগারে নিক্ষেপ করিয়া আমার মস্তকে সতত ঘূর্ণমান এই চক্র স্থাপন করিয়াছে। ইহা পিতামাতার অভিশাপ বিধায় আমি এখনও মৃত্যুমুখে পতিত হই নাই। অদ্য একমাস সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি এখন পর্যন্তও মুক্তি লাভ করি নাই।' খড়্গ এই কথা বলিলে চক্র করুণাপরবশ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমিও পিতামাতার বাক্য অমান্য করিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদেশে গমনপূর্বক ধন উপার্জন করিয়াছিলাম এবং তাহারা আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে আমার অর্জিত বিত্ত নষ্ট হইবে। সুতরাং বিদেশস্থ দ্বীপে আমি যে ধন উপার্জন করিয়াছিলাম সমুদ্রে তাহা সমস্তই হারাইয়াছি। আমার ব্যাপারও

তোমারই মত। সুতরাং এই জীবনে আর কি প্রয়োজন? খড়্গ, ঐ চক্র আমার মস্তকে স্থাপন কর এবং তোমার শাপান্ত হউক।' চক্র এই কথা বলিলে আকাশবাণী শ্রুত হইল, 'খড়্গ, তোমার মুক্তি হইয়াছে। তুমি ঐ চক্র এখন চক্রের মস্তোকপরি স্থাপন কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া খড়্গ চক্রের মস্তকে ঐ চক্র স্থাপন করিলে কোন অদৃশ্য শক্তি কর্তৃক খড়্গ তাহার পিতৃসদনে নীত হইল। (১৪০-১৬০)

পিতা ও মাতার আদেশ লঙ্ঘন না করিয়া সে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে চক্র সেই চক্র মস্তকোপরি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল, 'পৃথিবীর অন্য পাপীরাও পাপমুক্ত হইতে পারেন। যে পর্যন্ত সমস্ত পাপ পৃথিবী হইতে বিদূরিত না হয় সে পর্যন্ত এই চক্র আমার মস্তকোপরি ঘূর্ণিত হইতে থাকুক।' ধীরচেতা চক্র এই কথা বলিলে স্বর্গ হইতে হৃষ্ট দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্বক বলিল, 'সাধু, সাধু! হে সত্ত্বশীল, তোমার এই করুণা তোমার পাপক্ষয় করিয়াছে। যাও তোমার অক্ষয় বিত্ত লাভ হইবে।' দেবতারা এই কথা বলিলে ঐ চক্র চক্রের মস্তকচ্যুত হইয়া কোথাও অদৃশ্য হইল। তখন জনৈক বিদ্যাধর যুবক আকাশ হইতে তুষ্ট ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অমূল্য ধনরত্নাদি স্বার্থত্যাগী চক্রকে প্রদানকরতঃ তাহাকে স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিয়া তাহার স্বনগরী ধবলে তাহাকে লইয়া যাইয়া যে প্রকারে আগমন করিয়াছিল, সেইরূপই প্রস্থান করিল। পিতৃগৃহে আগমন করাতে আত্মীয়স্বজন চক্রের দর্শনে পরম পুলকিত হইল এবং চক্র স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনান্তে ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত না হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া চন্দ্রস্বামী পুনরায় মহীপালকে বলিল, 'পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিলে এই প্রকার পাপফল ভোগ করিতে হয়; কিন্তু বৎস, পিতামাতার প্রতি ভক্তি কামধেনুস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি, শ্রবণ কর'—

মুনি এবং সাধ্বী পত্নীর কাহিনী

পুরাকালে বনচারী মহাতপা এক মুনি ছিল। (১৬১-১৭০) একদা সে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট রহিলে একটি বলাকা তাহার মস্তকে পুরীষোৎসর্গ করিল। মুনি তাহার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে ভস্মসাৎ হইল। ইহাতে মুনির হৃদয়ে স্বীয় তপঃপ্রভাবজনিত অহংকারের উদয় হইল।

একদা কোন একটি নগরে প্রবেশকরতঃ মুনি এক ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট ভিক্ষা যাঞ্চা করিলে পতিভক্ত সেই সাধ্বী তাহাকে বলিল, 'আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি আমার পতির পরিচর্যা করিতেছি।' মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সেই সাধ্বী স্মিতহাস্যে তাহাকে বলিল, 'মুনিবর, মনে রাখিবেন, আমি বলাকা নহি।' মুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে তথায় উপবেশনপূর্বক 'কি প্রকারে এই রমণী বলাকার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছে' এই কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অগ্নিকার্যাদি সমাপন করিয়া পতির শুশ্রূষান্তে ভিক্ষাহস্তে ঋষির সমীপবর্তী হইলে সে বদ্ধাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে ঐ সাধ্বী রমণীকে বলিল, 'বনে আমার ও বলাকার মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহা তুমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইলে? প্রথমে আমাকে এই কথা বল, তবে আমি ভিক্ষা গ্রহণ করিব।' মুনি এই কথা বলিলে পতিভক্তা সেই রমণী বলিল, 'আমি পতির প্রতি ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের কথা অবগত নহি। তাহার প্রভাবেই আমার এই শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। আপনি মাংস বিক্রয়কারী ধর্মব্যাধের নিকট গমনপূর্বক নিরহংকার হইয়া কি প্রকারে শ্রেয়ো লাভ করিতে হয় তাহা জ্ঞাত হইবেন।' সেই সর্বজ্ঞ সাধ্বী রমণী মুনিকে এই প্রকারে সম্ভাষণ করিলে সে অতিথির প্রাপ্য এক অংশ গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। (১৭১-১৮২)

মাংস বিক্রেতা ধর্মব্যাধের কাহিনী

পরদিবস ধর্মব্যাধের অনুসন্ধানে গমন করিয়া যখন ধর্মব্যাধ বিপণিতে মাংস-বিক্রয় করিতেছিল তখন মুনি তাহার নিকট উপস্থিত হইল। মুনিকে দেখামাত্র ধর্মব্যাধ বলিল, 'বিপ্র, আপনি কি সেই সাধ্বী রমণী কর্তৃক হেথায় প্রেরিত হইয়াছেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি সবিস্ময়ে ধর্মব্যাধকে বলিল, 'তুমি ত মাংসবিক্রেতা। এই কথা কি প্রকারে অবগত হইলে?' মুনি এই কথা বলিলে ধর্মব্যাধ প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি আমার পিতামাতকে ভক্তি করি, উহাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। উহাদিগকে স্নানোপকরণাদি প্রদান করিয়া আমি স্বয়ং স্নাত হই। উহাদিগকে ভক্ষণ করাইয়া আমি স্বয়ং ভক্ষণ করি। উহাদিগকে শায়িত করিয়া আমি স্বয়ং শয্যা গ্রহণ করি। এই প্রকারেই আমি জ্ঞান আহরণ করিয়াছি। স্বীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া আমি অন্যকর্তৃক নিহত মৃগাদি পশুর মাংস স্বীয়

জীবিকার্জনের নিমিত্ত বিক্রয় করি, অর্থলাভের নিমিত্ত নহে। আমার এবং ঐ সাধ্বী রমণীর আত্মম্ভরিতা না থাকায় আমাদের জ্ঞান সর্বপ্রকার বাধামুক্ত। আপনিও অহংকার বর্জন করিয়া শুদ্ধ মুনি ব্রত অবলম্বনপূর্বক স্বীয় কর্তব্যকর্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হউন।' ধর্মব্যাধের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়া সে গৃহে গমনপূর্বক স্বধর্ম চর্চাকরতঃ হৃষ্ট চিত্তে পুনরায় অরণ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিল। সেই সাধ্বী রমণী এবং ধর্মব্যাধও স্ব স্ব কার্য সম্পাদন করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১৮২-১৯১)

পতি এবং পিতামাতায় ভক্তিপরায়ণদিগের এই প্রকার শক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব পুত্র, দর্শনার্থী তোমার মাতার নিকট গমন কর।' পিতা চন্দ্রস্বামীর নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহীপাল মাতার আনন্দ-বর্ধনার্থ স্বদেশে যাইতে স্বীকৃত হইল। ধর্ম-পিতা অনন্তস্বামীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ রজনীতে স্বীয় পিতার সহিত নৃপতি মহীপাল যাত্রা করিয়া অবশেষে সে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে মধু ঋতুর সমাগমে পিকবধূ যেরূপ আহ্লাদিত হয় তাহার মাতা দেবমতিও তাহাকে দর্শন করিয়া তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিল। স্বজন কর্তৃক আপ্যায়িত হইয়া মহীপাল পিতার সহিত মাতৃসমীপে কিয়ৎকাল যাপন করিল এবং তাহার পিতা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিল।

ইতোমধ্যে তারাপুরে মহীপালের পত্নী রাজকুমারী গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিতা বন্ধুমতী নিশান্তে জাগরিত হইয়া পতি কোথায় গমন করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বিরহব্যথায় আকুল হইয়া প্রাসাদ উপবনাদি কোথাও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল না। সে মৃত্যুদ্বারা শান্তি লাভ করিবার মানসে বিলাপ করিতে থাকিলে তাহার অশ্রুতে কণ্ঠহার দ্বিগুণিত হইল। মন্ত্রী অনন্তস্বামী আশাপ্রদ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন, "যাত্রাকালে তোমার পতি আমাকে বলিয়াছিল, 'আমি কার্য ব্যপদেশে গমন করিতেছি; শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিব।' সুতরাং বৎসে ক্রন্দন করিও না।" সে অতিকষ্টে ধৈর্যধারণপূর্বক পতির সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত বিদেশাগত ব্রাহ্মণ-পুঙ্গবদিগকে ক্রমাগত দান করিতে থাকিল। দান গ্রহণে আগত সংগমদত্ত নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পতির নাম ও অভিজ্ঞানাদি ব্যক্ত করিয়া পতির সংবাদ জানিতে চাহিলে সেই দ্বিজ বলিল, 'দেবি, আমি এতাদৃশ কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি নাই। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অত্যধিক উদ্বিগ্ন হইবেন না। শুভ কর্মকারিগণ অচিরে প্রিয়জনের সহিত

পুনর্মীলিত হয়। প্রমাণস্বরূপ আমি যে আশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করিয়াছি তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

বিশ্বাসঘাতক পাশুপত যোগীর কাহিনী

তীর্থস্থান পর্যটন করিতে করিতে আমি হিমালয় পর্বতে মানস সরোবরে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দর্পণে আমি একটি মণিময় গৃহ দর্শন করিয়াছিলাম। তাহার অভ্যন্তর হইতে খড়্গ হস্তে এক ব্যক্তি দিব্যাঙ্গনাদিগের সহিত সরোবরের তীরদেশে আগমনকরতঃ অঙ্গনাদিগের সহিত একটি উপবনে পানাদিতে মত্ত হইয়াছিল। আমি দূরে অবস্থানকরতঃ সকৌতুকে অলক্ষ্যে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছিলাম। ইতোমধ্যে সুন্দর দর্শন অপর একটি পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিল। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি তাহাকে বলিলাম এবং সকৌতূহলে দূর হইতে ঐ ব্যক্তিকে দেখাইলে সে তাহার স্বীয় বৃত্তান্ত বক্ষ্যমান রূপে বর্ণনা করিল--(১৯২-২১১)

নৃপতি ত্রিভুবনের কাহিনী

আমি ত্রিভুবন নগরীর ত্রিভুবন নামক নরপতি। তথায় বহুদিন একজন পাশুপত যোগী আমার নিকট গমনাগমন করিত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎক্ষণাৎ বলিল যে পর্বত বিবরে লুক্কায়িত একটি খড়্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সে আমার সহযোগিতা বাসনা করে এবং আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। অতঃপর সেই পাশুপত সন্ন্যাসী আমার সহিত রজনীতে গমনকরতঃ হোমাদি সমাপনান্তে একটি বিবর আবিষ্কৃত করিয়া আমাকে বলিল, 'বীর, তুমি প্রথমে প্রবেশ করিয়া খড়্গলাভান্তে বহির্গত হইয়া আমাকেও প্রবেশ করিতে দিবে। আমার সহিত এইরূপ একটি চুক্তি কর।' আমি এই প্রকার চুক্তি করিয়া ঐ বিবরে প্রবেশকরতঃ একটি মণিময় প্রাসাদ দেখিতে পাইলাম। তথায় নিবাসী অসুরপ্রধানের কন্যা প্রাসাদ হইতে বহির্দেশে আগমনপূর্বক প্রেমবশতঃ আমাকে অন্তপুরে লইয়া গেলে এবং আমাকে একটি খড়্গ প্রদান করিয়া বলিল, 'ব্যোমপথে গমন করিবার শক্তি প্রদানকারী এবং অন্যান্য যাদুবিদ্যার দাতা এই খড়্গটিকে তোমার নিকট রাখিবে।' আমি তাহার সহিত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম, কিন্তু

চুক্তির কথা স্মরণ করিয়া খড়্গহস্তে বহির্গত হইয়া ঐ পাশুপত যোগীকে বিবরের ভিতর দিয়া অসুরপ্রাসাদে লইয়া গিয়াছিলাম। তথায় আমি সখী-পরিবৃতা প্রথমা অসুররমণীর সহিত এবং পাশুপত সন্ন্যাসী দ্বিতীয়া অসুররমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল। একদা আমি মদ্যপানে অপ্রকৃতস্থ হইলে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক খড়্গটি আমার পার্শ্ব হইতে অপসারিত করিয়া নিজ হস্তে ধারণ করিয়া মহাশক্তিধর হইল এবং হস্তদ্বারা আমাকে ধৃত করিয়া গুহা হইতে বহির্দেশে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর দ্বাদশবৎসর গুহামুখ হইতে উহাকে কখনও না কখনও বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিব ইহা মনে করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। অদ্যই সেই শঠ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। সে আমার অসুর-কন্যার সহিত বিহার করিতেছিল। (২১২-২২৫)

যখন ভূপতি ত্রিভুবন আমার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছিল তখন, হে দেবি, সেই পাশুপত সন্ন্যাসী মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে যখন সুপ্ত ছিল তখন নৃপতি তাহার পার্শ্বদেশ হইতে খড়্গটি গ্রহণ করিয়া পুনরায় দিব্যশক্তি লাভ করিল। তখন পদাঘাতে ঐ পাশুপাত সন্ন্যাসীকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিল কিন্তু সেই অভাগাকে বধ করিল না। তখন পুনরায় স্বীয় যাদুবিদ্যাবলে অসুরকন্যাও তাহার সখীদিগের সহিত প্রাসাদে প্রবেশ করিল। সিদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া সেই পাশুপত অতিশয় দুঃখিত হইল। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সফলতা অর্জন করিলেও অবশেষে তাহার পতন হইবেই হইবে।

স্বচক্ষে আমি ইহা দর্শন করিয়া পর্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিয়াছি। দেবি, নিশ্চিন্ত থাকুন, ত্রিভুবনের ন্যায় আপনিও পুনরায় অচিরে আপনার প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবেন, কারণ শুভকারী-দিগকে কখনও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।' বন্ধুমতী সেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিল এবং তাহাকে বহু ধন দান করিয়া কৃতার্থ হইল।

পরদিবস কোনও দূরদেশ হইতে জনৈক খ্যাতিমান দ্বিজ আগমন করিলে বন্ধুমতী স্বামীর নাম ও অভিজ্ঞানাদি ব্যক্ত করিয়া তাহাকে ঔৎসুক্য সহকারে পতির বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'দেবি, আপনার স্বামীকে আমিও কোথাও দেখি নাই। কিন্তু অদ্য আপনার গৃহে আগত এই ব্রাহ্মণের নাম নিরর্থক 'সুমনা' রাখা হয় নাই। আমার মন বলিতেছে অচিরেই আপনার মনোরথ সফল হইবে। দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পরও পুনর্মিলন হইয়া থাকে। দেবি, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি যে কাহিনী বলিব তাহা শ্রবণ করুন—

নল ও দয়মন্তীর আখ্যান

পুরাকালে নিষধাধিপতি নল নামে এক রাজা ছিল। (২২৫-২৩৭) তাহার আকৃতি কামদেব অপেক্ষা এত অধিক সুন্দর ছিল যে এরূপ মনে হয় প্রেমের দেবতা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ক্রুদ্ধ ত্রিপুরারির নেত্রাগ্নিতে স্বীয় দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন। সে ভার্যাবিহীন ছিল এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল যে বিদর্ভরাজ ভীমের দুহিতা দময়ন্তী তাহার ভার্যা হইবার যোগ্যা। ভীমও পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া কন্যার নিমিত্ত নল অপেক্ষা যোগ্যতর নৃপতি পাত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হয় নাই।

ইতোমধ্যে দময়ন্তী জলক্রীড়ার নিমিত্ত স্বনগরীতে একটি দীর্ঘিকায় অবতরণপূর্বক শ্বেত এবং নীলোৎপল ভক্ষণকারী একটি রাজহংস অবলোকনকরতঃ স্বীয় উত্তরীয় উহার উপর নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উহাকে বন্দী করিল। সেই বন্দী দিব্য রাজহংস বোধগম্য ভাষায় বলিল, 'রাজপুত্রি, আমাকে মুক্ত কর, আমি তোমার একটি উপকার করিব। নিষাধাধিপতি নল নামক এক রাজা আছে। তাহাকে দিব্যাঙ্গনাগণও সম্গুণান্বিত সূত্রে রচিত কণ্ঠাহারবৎ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তুমি তাহার যোগ্যা পত্নী এবং সে তোমার যোগ্য পতি। আমি কামদেবের দূত হইয়া তুল্যের সহিত তুল্যের সংযোগ সাধন করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া 'আচ্ছা তাহাই হইবে,' বলিয়া সত্যভাষী বোধে সে দিব্য রাজহংসকে মুক্তি প্রদান করিল এবং কর্ণকুহরে নলের নাম প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয় হরণ করায় সে বলিল, 'নল ব্যতীত আর কাহাকেও পতিরূপে বরণ করিব না।'

রাজহংস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নল যে সরোবরে জলক্রীড়ার্থ অবতরণ করিয়াছিল তথায় গমন করিল। সুন্দর রাজহংসটিকে অবলোকন করিয়া নল ক্রীড়াচ্ছলে সকৌতুকে তাহার উত্তরীয় তাহার উপর নিক্ষেপকরতঃ উহাকে কৌতুকবশতঃ বন্দী করিলে, সেই সুন্দর রাজহংস বলিল, 'দেব, আমাকে মুক্তি প্রদান করুন। আপনার উপকার করিবার নিমিত্ত আমি আগত হইয়াছি। আপনি অবধান করুন, আমি বলিতেছি, বিদর্ভরাজ্যে ভূপতি ভীমের পৃথিবীতে তিলোত্তমা সদৃশ দেবগণেরও বাঞ্ছিতা দময়ন্তী নাম্নী দুহিতা আছে। আমার নিকট হইতে আপনার গুণরাজির বিবরণ শ্রবণকরতঃ সে আপনার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছে ও আপনাকে তাহার ভাবী ভর্তারূপে মনোনীত করিয়াছে। আপনাকে এই বার্তা প্রদান করিবার নিমিত্তই আমি হেথায় আগমন করিয়াছি।' (২৩৮-২৫২) সেই সেই রাজহংসোত্তমের বাক্যে তাহার মনোরথ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইল এবং সে

পুষ্পধন্বার পুষ্পশরে বিদ্ধ হইয়া রাজহংসকে বলিল, 'হে বিহগোত্তম। আমি ধন্য! সে আমাকে মনোনীত করিয়াছে ইহাতে আমার মনোরথের সাফল্য যেন মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই কথা বলিয়া নল রাজহংসকে মুক্তি প্রদান করিলে সে দময়ন্তীর নিকট সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃতিপূর্বক স্বেচ্ছামত স্থানে প্রস্থান করিল।

দময়ন্তী নলের জন্য ব্যাকুল হইয়া একটি কৌশল অবলম্বন করিল। স্বয়ম্বর সভা আয়োজনার্থ সে মাতাকে পিতার নিকট প্রেরণ করিল এবং তাহার পিতা ভীম সম্মত হইয়া দূত প্রেরণপূর্বক পৃথিবীর সমস্ত রাজাদিগকে সেই স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রণ করিল। ঐ বার্তা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর নৃপতিবৃন্দ বিদর্ভে গমন করিল এবং উৎসুকচিত্তে নলও রথারোহণে তথায় উপনীত হইল।

ইতোমধ্যে নারদ প্রমুখাৎ ইন্দ্র এবং অন্যান্য লোকপালেরা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর-বার্তা এবং নলের প্রতি তাহার প্রেমাসক্তির কথা বিদিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে ইন্দ্র, বায়ু, যম এবং বরুণ দময়ন্তীর লাভেচ্ছায় পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া নলের নিকট গমন করিয়া দেখিল যে সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। নল তাহাদিগের সম্মুখে প্রণত হইলে তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, 'নল, তুমি দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্বক তাহাকে আমাদের এই বার্তা প্রদান করিবে,—আমাদের পঞ্চজনের মধ্য হইতে একজনকে মনোনীত কর। নল মর্তবাসী, তাহাকে মনোনীত করিয়া কি লাভ, কারণ মর্ত্যবাসিগণ মৃত্যুর অধীন কিন্তু দেবতারা অমর।' আমাদের প্রসাদে দময়ন্তী যেথায় অবস্থান করিতেছে তুমি তথায় সকলের অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।' 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া নল দেবতাদিগের বার্তা দময়ন্তীসকাশে নীত করিতে প্রতিশ্রুত হইল। (২৫৩-২৬৪) নল সকলের অলক্ষ্যে দময়ন্তীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগের এই আজ্ঞা তাহার নিকট যথাযথ বিজ্ঞাপিত করিলে সেই সাধ্বী রমণী উহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'দেবতাদিগের মতিগতি এই প্রকারই মনে হইতেছে। যাহা হউক, নলই আমার পতি হইবে, দেবতায় আমার প্রয়োজন নাই।' তাহার এই যুক্তিপূর্ণ মহাম্বাক্য শ্রবণ করিয়া নল আত্মপ্রকাশ করিল এবং ইন্দ্রাদির নিকট গমনপূর্বক দময়ন্তীর বাণী যথাযথ বিবৃত করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি বর প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'হে সত্যবন্ধ পুরুষ! এই মুহূর্ত হইতে আমরা তোমার ভৃত্য হইলাম। যখনই স্মরণ করিবে আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইব।'

তখন হৃষ্ট চিত্তে নল বিদর্ভে গমন করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ দময়ন্তীকে

প্রতারণা করিবার নিমিত্ত নলের আকৃতি ধারণপূর্বক মর্ত্য নরের গুণ সমন্বিত হইয়া ভীমের সভায় গমন করিয়া স্বয়ম্বর কার্যাদির উপক্রম হইতেই নলের সমীপে উপবেশন করিল। ভ্রাতা একে একে নরপতিদিগের নাম ঘোষণা করিলে দময়ন্তী ক্রমে ক্রমে নলের সমীপবর্তিনী হইল। তখন দময়ন্তী ছায়া ও নিমেষগুণযুত ষষ্ঠ নলকে দর্শন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল এবং তাহার ভ্রাতাও আশ্চর্যান্বিত হইল। 'নিশ্চয়ই পঞ্চ লোকপাল আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এই মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার ধারণা হইতেছে যে ষষ্ঠ ব্যক্তি নল হইবেন। আমি আর অন্য কোনদিকে গমন করিব না।' এইরূপ চিন্তাকরতঃ সূর্যের দিকে মুখ করিয়া কেবলমাত্র নলের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, 'হে লোকপালগণ, নিদ্রিতাবস্থাতেও যদি নল ব্যতীত আর কাহারও প্রতি আমার হৃদয় আসক্ত না হইয়া থাকে, তবে আপনারা আপনাদের প্রকৃত মূর্তিতে দৃশ্যমান হউন। কুমারীর নিকট তাহার প্রাক্তন বৃত বর ব্যতীত অন্য ব্যক্তিরা পরপুরুষ এবং তাহাদের নিকট সে পরদারবৎ। সুতরাং আপনাদের এই মায়াজাল সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য?' এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ ঐ পঞ্চ দেবতা স্ব স্ব মূর্তি ধারণ করিলে ষষ্ঠজন, প্রকৃত নল, স্বীয় মূর্তিতে প্রকট রহিল। হৃষ্টা রাজপুত্রী তখন নীলোৎপল আঁখি নলের প্রতি আবদ্ধ করিয়া তহাকে বরণমালা অর্পণ করিল। (২৬৫-২৭৭) তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং নৃপতি ভীম, নল ও দময়ন্তীর শুভ বিবাহকার্য সম্পন্ন করিল বিদর্ভরাজ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া অন্যান্য নরপতিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যে পথে আগমন করিয়াছিলেন সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

ইন্দ্র ও তাহার সঙ্গীদিগের সহিত পথিমধ্যে কলি ও দ্বাপরের সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহারা দময়ন্তীর নিমিত্ত গমন করিতেছে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের বিদর্ভে গমন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। স্বয়ম্বর সমাপ্ত হইয়াছে। দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়াছে।' দুরাত্মা কলি এবং দ্বাপর এই কথা শ্রবণ করিয়া সকোপে বলিল, 'আপনাদের ন্যায় দেবতাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া সে একজন মরণশীল মর্তবাসীকে মনোনীত করিয়াছে বলিয়া আমরা ঐ দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইব।' এই কথা বলিয়া তাহারা তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। সফলকাম নল সপ্তদিবস শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া ভার্যা দময়ন্তীর সহিত নিষধরাজ্যে প্রস্থান করিল। তথায় শিব-পার্বতীর প্রেম অপেক্ষাও

তাহাদের ভালবাসা গভীরতর হইয়াছিল। পার্বতী যথার্থই শিবের অর্ধ কিন্তু দময়ন্তী নলের যেন পূর্ণ সত্তাই হইল। কালক্রমে দময়ন্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন নামক পুত্র এবং কিয়ৎকালান্তে ইন্দ্রসেনা নাম্নী দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (২৭৮-২৮৬)

ইতোমধ্যে কলি প্রতিজ্ঞা পালনার্থ যথাশাস্ত্র-আচরণকারী নলের বিরুদ্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করিত যত্নবান হইল। অতঃপর একদা পানোন্মত্ত হইয়া নলের জ্ঞান লুপ্ত হইলে সে পাদ প্রক্ষালনপূর্বক সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন না করিয়া নিদ্রিত হইলে দিবারাত্র ছিদ্রান্বেষণে নিরত কলি এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া নলের দেহে প্রবেশ করিলে নল ধর্মপথ পরিত্যাগপূর্বক যথেচ্ছা আচরণ করিতে লাগিল। সে দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়া দাসীদিগের প্রতি আসক্ত হইল, মিথ্যা ভাষণে রত হইল, দিবসে নিদ্রিত হইয়া রাত্রজাগরণ করিতে আরম্ভ করিল। সে অকারণে ক্রুদ্ধ হইত এবং অধর্মাচরণপূর্বক বিত্ত সংগ্রহ করিত, সদ্ব্যক্তিদিগকে অবমাননা করিয়া দুর্জনদিগকে সম্মানিত করিত।

নলের ভ্রাতা পুষ্করের একটি ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া দ্বাপর তাহার দেহে প্রবেশকরতঃ তাহাকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিল। একদা অনুজ পুষ্করের গৃহে নল দান্ত নামক একটি সুন্দর শ্বেত বৃষ দর্শন করিল। দ্বাপর কর্তৃক শ্রদ্ধাহৃত হওয়ায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা নল উহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও পুষ্কর ঐ বৃষটিকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইল। সে বলিল, 'যদি তুমি এই বৃষটিকে আকাঙ্ক্ষা কর, তবে উহা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অচিরে জয় করিয়া লাভ কর।' নল ইহা শ্রবণ করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিলে দুই ভ্রাতা পরস্পরে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হইল। পুষ্কর বৃষটিকে পণ করিল এবং নল গজাদি পণ করিল। পুষ্কর ক্রমান্বয়ে জয়ী হইতে লাগিল এবং নল পরাজয় বরণ করিতে লাগিল। দুই তিন দিবসের মধ্যেই নল তাহার সৈন্য ও বিত্তহারা হইল এবং কলি কর্তৃক চালিত হইয়া বারিত হইয়াও অক্ষ ক্রীড়া হইতে বিরত হইল না। রাজত্বও হৃত হইবে মনে করিয়া দময়ন্তী একটি অপরূপ সুন্দর রথে তাহার সন্তানদিগকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিল। ইতোমধ্যে নল রাজ্যহারা হইলে বিজয়ী পুষ্কর তাহাকে বলিল, 'অধুনা তুমি সর্বস্বান্ত হইয়াছ, এখন আমার বৃষের পরিবর্তে তুমি দময়ন্তীকে পণ রাখ।' (২৮৭-৩০৩)

পুষ্করের এই অনিলসম বাক্যে নল অনলসম জ্বলিয়া উঠিলেও অনুচিত কোন কার্য করিল না, পত্নীকেও পণস্বরূপ রাখিল না। তখন পুষ্কর

তাহাকে বলিল, 'স্ত্রীকে যদি পণ না রাখ তবে উহার সহিত আমার রাজ্য পরিত্যাগ কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নল দময়ন্তীর সহিত সেই রাজ্য ত্যাগ করিল। রাজপুরুষেরা তাহাকে সীমান্তে বিদায় প্রদান করিল। কলি যদি নলেরই এই অবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় তবে নলের সহিত তুলনায় কীট স্বরূপ অন্যান্য মরদিগের ভাগ্যে কি হইতে পারে? ধর্ম-বর্জিত, স্নেহশূন্য, রাজর্ষিদিগের দুর্ভাগ্যপ্রদ বিপদের আস্পদ কলি ও দ্বাপরের জীবিকা এই দ্যূতক্রীড়াকে ধিক্!

ভ্রাতা কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া নল দময়ন্তীর সহিত দেশান্তরে গমনে উদ্যত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত হইয়া অরণ্যের মধ্যদেশে উপনীত হইল। সে যখন দর্ভাঙ্কুরক্ষতপাদা পত্নীর সহিত একটি নদীর তীরে বিশ্রাম করিতেছিল তখন দুইটি হংস তথায় আগমন করিল। আহার্যের নিমিত্ত উহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য নল তাহার উত্তরীয় উহাদের উপর নিক্ষেপ করিলে হংসদ্বয় উত্তরীয় সহ পলায়ন করিল। তখন নল আকাশ-বাণী শ্রবণ করিল, 'উহারা হংসরূপী দুইটি যক্ষ। উহারা অবতরণপূর্বক তোমার উত্তরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছে।' তখন এক বস্ত্রে বিষণ্ণ চিত্তে নৃপতি উপবিষ্ট হইয়া নল দময়ন্তীকে তাহার পিত্রালয়ের পথ দেখাইয়া বলিতে লাগিল, 'প্রিয়ে, এই পথ বিদর্ভে তোমার পিত্রালয়ের দিকে গিয়াছে।' ইহা শ্রবণ করিয়া দময়ন্তী ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'আর্যপুত্র আমাকে পথের কথা বলিতেছেন কেন? উনি কি আমাকে ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন?' অতঃপর দম্পতি ফলমূলাদি গ্রহণপূর্বক রজনী সমাগমে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া অরণ্যে কুশশয্যায় শায়িত হইল। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে কলি কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া নল তথা হইতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছায় জাগ্রত হইল। নল একবস্ত্রে গাত্রোত্থানপূর্বক দময়ন্তীর উত্তরীয় কর্তন করিয়া উহা পরিধানকরতঃ দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। নিশান্তে দময়ন্তী জাগ্রত হইয়া যে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে অরণ্য মধ্যে তাহাকে দর্শন না করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'হায়! শত্রুর প্রতিও সদয় উদারচেতা আর্যপুত্র! তুমি আমাকে কত ভালবাসিতে! এখন কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইয়াছ? তুমি একাকী পদব্রজে কি প্রকারে অরণ্যে পর্যটন করিবে এবং তোমার শ্রান্তি অপনোদন করিবে? নৃপতিদিগের মস্তকস্থিত মাল্যের ফুলরেণুতে যে পদযুগল রঞ্জিত হইত এখন তাহা কি ধূলি-ধূসারিত হইবে? তোমার যে দেহ

শ্বেত চন্দন রজে লিপ্ত হইলে তুমি সহ্য করিতে পারিতে না, এখন তাহা মধ্যাহ্নের তপন তাপে তপ্ত হইলে তাহার কি দশা হইবে? শিশুপুত্রের নিমিত্ত আমার কোন ভাবনা নাই, দুহিতারই বা আমার কি প্রয়োজন? আমার নিজের জন্যও কেন চিন্তা করিব? আমি যদি সতী সাধ্বী হইয়া থাকি তবে দেবতারা কেবলমাত্র তোমারই মঙ্গল বিধান করুন।' (৩০৪-৩২১) এইরূপে একাকিনী বিলাপ করিতে করিতে দময়ন্তী স্বামীর পূর্ব প্রদর্শিত পথে যাত্রা করিল এবং বহুকষ্টে বন, উপবন, নদী ও পর্বতমালা অতিক্রম করিল কিন্তু তাহার পতির প্রতি ভক্তি অটুট রহিল। পথিমধ্যে সতীতেজ তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। যে লুব্ধক তাহাকে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল সে দময়ন্তীর প্রতি ক্ষণমাত্র আসক্ত হইলে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। পথিমধ্যে এই সার্থবাহের সহিত মিলিত হইয়া সে তাহাদের সহিত নৃপতি সুবাহুর রাজ্যে উপনীত হইল। তথায় প্রাসাদশীর্ষ হইতে রাজকুমারী তাহার দর্শনলাভ করিয়া তাহার সৌন্দর্যে আকৃষ্টা হইয়া তাহাকে মাতার নিকট উপহার স্বরূপ প্রদান করিল। তথায় সসম্মানে রাজ্ঞীরসেবায় নিযুক্ত রহিলে কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে শুধু বলিত, 'আমি স্বামীপরিত্যক্তা।'

ইতোমধ্যে দময়ন্তীর পিতা ভীম নলের দুরবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া ঐ রাজ দম্পতিকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সুষেণ নামক একজন সচিব ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে সুবাহুর প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। অতিথি নির্বাচন করিবার ভার দময়ন্তীর উপর ছিল এবং সেও বিষণ্ণ চিত্তে পিতৃসচিবকে নিরীক্ষণ করিল। পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া তাহারা এত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে তাহা সুবাহুর রাজ্ঞীর শ্রুতিগোচর হইল। রাজ্ঞী তাহাদিগকে আহ্বানকরতঃ তাহাদের নিকট হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবিষ্কার করিল যে দময়ন্তী তাহার ভগিনীর কন্যা। তখন তাহার পতিকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া দময়ন্তীকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সুষেণ ও সৈন্যবাহিনীর সহিত তাহাকে তাহার পিতৃগহে প্রেরণ করিল। সন্তানদ্বয়ের সহিত তথায় পুনর্মিলিত হইয়া সে পিতার উপদেশানুসারে পতির খোঁজ খবর করিতে লাগিল। সুদক্ষ পাচক এবং সারথির অলৌকিক গুণশালী দময়ন্তী-পতির অন্বেষণার্থ তাহার পিতা চর প্রেরণ করিল এবং তাহাদিগকে আদেশ করিল যে কোথাও নলের অবস্থিতির সম্ভাবনা দেখিলে যেন বলিতে থাকে, 'হে কুমুদিনীকান্ত, তুমি শ্বেত পদ্মগুচ্ছ

সম প্রিয় তরুণী ভার্যার বস্ত্রার্ধ হরণ করিয়া অরণ্যে তাহাকে নিদ্রিত রাখিয়া নির্দয়ভাবে কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছ ?' (৩২৪-৩৩৮) ইতোমধ্যে নল বস্ত্রার্ধ পরিধানপূর্বক রজনীতে বহুদূর সেই অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দাবাগ্নির সম্মুখীন হইলে সে শ্রবণ করিল কেহ যেন বলিতেছে, 'হে সহৃদয় ! অগ্নিতে যাহাতে ভস্মীভূত না হই তন্নিমিত্ত অসহায় আমাকে দাবাগ্নির নিকট হইতে দূরে লইয়া যাও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নল ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ দাবানলের নিকট কুণ্ডলীকৃত একটি সর্প দেখিতে পাইল। রত্নপ্রভা জালবেষ্টিত তাহার ফণা বনাগ্নিতে উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, মনে হইল হস্ত দ্বারা সে যেন কোন শিখাময় অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে। উহার সন্নিকটে গমন করিয়া উহাকে স্কন্ধোপরি স্থাপনকরতঃ যখন অনুকম্পাবশতঃ সে তাহাকে বহুদূরে লইয়া গিয়া ভূমির উপর স্থাপিত করিতে উদ্যত হইল তখন সর্পটি তাহাকে বলিল, 'আমাকে এই স্থান হইতে আরও দশপাদ দূরে লইয়া যাও এবং গমন করিতে করিতে, এক, দুই করিয়া গমন করিবে।' তখন নল অগ্রসর হইতে হইতে 'এক, দুই, তিন, চার, পঞ্চ, ষষ্ঠ—ওহে সর্প, শ্রবণ করিতেছ ?—সপ্ত, অষ্ট, নব, দশ' বলিতেই তাহার কথামত স্কন্ধোপরি থাকাতে নলের ললাটের সম্মুখভাগে দংশন করামাত্র ভূপতি খর্ববাহু, কদাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ হইল। তখন সর্পটিকে স্কন্ধ হইতে অবতরণ করাইয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি কে ? আমার অনুকম্পার কি প্রতিদানই না করিলে ?' নলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্প প্রত্যুত্তর করিল, 'রাজন্, আমি কার্কোটক নামক নাগরাজ। তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই তোমাকে দংশন করিয়াছি। তুমি অচিরেই ইহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে। মহৎ ব্যক্তিগণের গূঢ় বাসকালে বৈরাগ্য তাহাদের সিদ্ধির সহায় হয়। অগ্নি শৌচ নামক এই বস্ত্রদ্বয়ও আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। ইহা পরিধান করিলে তুমি তোমার প্রকৃত পূর্বাকৃতি পুনর্প্রাপ্ত হইবে। কার্কোটক বস্ত্র প্রদানকরতঃ এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে নল অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া কালক্রমে কোশলে উপনীত হইল। (৩৩৯-৩৫২)

কোশলরাজ ঋতুপর্ণের গৃহে নল হ্রস্ববাহু নাম গ্রহণপূর্বক পাচকরূপে নিযুক্ত হইল। দিব্য আস্বাদযুক্ত উত্তম ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া এবং রথ চালনা করিয়া সে খ্যাতি লাভ করিল ; হ্রস্ববাহু নামে নল যখন তথায় বাস করিতেছিল তখন বিদর্ভরাজের এক চর তথায় আগমন করিয়া শ্রবণ করিল যে পৌরজনেরা বলাবলি করিতেছে, 'হেথায় একজন নূতন পাচক

আগমন করিয়াছে, যে নলের ন্যায় স্বীয় রন্ধন বিদ্যায় এবং রথচালনায় পটু।' সেই চর, 'ঐ পাচক নিশ্চই নল' ইহা মনে করিয়া এবং সে নৃপতির ধর্মাধিকরণে রহিয়াছে জ্ঞাত হইয়া তথায় গমন করিয়া প্রভুর নিকট হইতে অধিগত আর্যাছন্দে শ্লোক আবৃত্তি করিল, 'হে কুমুদিনীকান্ত, তুমি শ্বেতপদ্ম গুচ্ছসম স্বীয় তরুণী ভার্যার বস্ত্রার্ধ হরণ করিয়া অরণ্যে তাহাকে নিদ্রিতা রাখিয়া নির্দয় ভাবে কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছ?' ধর্মাধিকরণ-স্থিত পৌরজনেরা উহা উন্মাদের প্রলাপ বাক্য মনে করিলেও তথায় পাচকের ছদ্মবেশে দণ্ডায়মান নল প্রত্যুত্তর করিল, 'অম্বরের একাংশ ক্ষয় হওয়াতে অন্য মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকান্ত কি অপরাধ করিয়াছে?'

চর ইহা শ্রবণ করিয়া এই পাচকই প্রকৃত নল, সম্প্রতি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া বৈরাগ্যলাভ করিয়াছে সন্দেহ করিয়া তথা হইতে প্রস্থানপূর্বক বিদর্ভে আগমন করিয়া নৃপতি ভীম, রাজ্ঞী এবং দময়ন্তীর নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছে এবং দর্শন করিয়াছে সমস্তই বিবৃত করিল।

তখন দময়ন্তী স্বেচ্ছাপূর্বক তাহার পিতাকে বলিল, 'ঐ ছদ্মবেশী পাচক নিশ্চই আমার আর্যপুত্র। সুতরাং উহাকে হেথায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করা হউক। নৃপতি ঋতুপর্ণের নিকট জনৈক দূত প্রেরণ করা হউক। উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহাকে নৃপতির নিকট বলিতে হইবে,—নল যেন কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কল্য প্রাতঃকালে দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ম্বরা হইবেন, সুতরাং অদ্যই বিদর্ভে গমন করুন। এই কথা শুনিবামাত্রই নৃপতি একদিনের মধ্যেই আমার সেই দক্ষ সারথিটিসহ হেথায় আগমন করিবেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।' (৩৫৩-৩৬৭) পিতার সহিত এইরূপ আলোচনা করিয়া দময়ন্তী তন্মুহূর্তেই অবিকল ঐ বার্তাসহ একজন দূতকে কোশল নগরীতে প্রেরণ করিলে সেই দূত নৃপতি ঋতুপর্ণের নিকট ঐ বার্তা হুবহু নিবেদন করিলে নৃপতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া স্বীয় অনুচর পাচক ছদ্মবেশী নলকে সাদরে বলিল, 'হ্রস্ববাহো! তুমি বলিয়াছিলে, আমি রথ চালনায় দক্ষ। যদি প্রচুর উৎসাহবোধ কর তবে অদ্যই আমাকে বিদর্ভে লইয়া যাও।' নল এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'বেশ আমি আপনাকে তথায় লইয়া যাইব।' এই কথা বলিয়া সে বেগবান অশ্ব সহ একটি উত্তম রথ প্রস্তুত করিল। সে মনে মনে বলিল, 'আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তই দময়ন্তী এই স্বয়ম্বরের কথা প্রচার করিয়াছে। আমি জানি, নতুবা সে স্বপ্নেও এই প্রকার আচরণ করিত না। সুতরাং আমি

তথায় গমনপূর্বক যাহা ঘটে তাহা দর্শন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রথ প্রস্তুত করিয়া ঋতুপর্ণের নিকট আনয়ন করিলে সে রথারোহণ করিবা-মাত্র নল গরুড়াপেক্ষাও দ্রুততর বেগে রথচালনা করিল। ঋতুপর্ণের বস্ত্র পতিত হইলে উহা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রথ থামাইতে চাহিলে নল তাহাকে বলিল, 'দেব! আপনার বস্ত্র কোথায়? রথ ত উহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া বহু যোজন দূরে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ঋতুপর্ণ বলিল, 'আমাকে তোমার রথচালনার দক্ষতা প্রদান কর, আমি তোমাকে আমার অক্ষক্রীড়ার দক্ষতা প্রদান করিব, তখন তোমার অক্ষজ্ঞান ও সংখ্যাজ্ঞান উভয় জ্ঞানই লাভ হইবে। এখন দেখ, তোমাকে যাহা বলিলাম তাহার সত্যতার প্রমাণ প্রকাশ করিব। আমাদের সম্মুখে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছ উহাতে কত সংখ্যক পত্র এবং ফল আছে তাহা তোমাকে বলিব।' এই কথা বলিয়া সে বৃক্ষের পত্র এবং ফলের সংখ্যা বলিলে নল গণনা করিয়া দেখিল যে উহাতে ঠিক ঐ পরিমাণ পত্র এবং ফলই আছে। তখন নল তাহাকে রথজ্ঞান প্রদান করিল। (৩৬৮-৩৮১)

নল তাহার জ্ঞান অন্য একটি বৃক্ষের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে উহার পত্র এবং ফল সংখ্যা তাহার অনুমান মতই হইয়াছে। যখন সে ইহাতে হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল তখন তাহার দেহ হইতে একটি কৃষ্ণকায় মনুষ্য বাহির হইলে নল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'আমি কলি, দময়ন্তী তোমাকে বরণ করিলে আমি ঈর্ষাবশতঃ তোমার দেহে প্রবেশ করিলে তুমি দ্যূতক্রীড়ায় ভাগ্যহারা হইয়াছিলে। যখন কর্কোটক তোমাকে দংশন করিয়া-ছিল তখন তুমি দগ্ধ হও নাই, কিন্তু তোমার দেহাভ্যন্তরে থাকায়, দেখ, আমিই দগ্ধ হইয়াছিলাম। যে পরের অপকার করে তাহার কি কখনও মঙ্গল হয়? সুতরাং অন্য কাহারও বিরুদ্ধে সুযোগ অবলম্বন করিবার নিমিত্ত আমি প্রস্থান করিতেছি।' এইকথা বলিয়া কলি দৃষ্টি বহির্ভূত হইলে নলের পূর্বের ন্যায় ধর্মে মতি হইল এবং সে স্বতেজ ফিরিয়া পাইল। সে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুনর্বার রথে আরোহণ করিল এবং সেই দিবসের মধ্যেই অতি দ্রুতগতিতে ঋতুপর্ণকে বিদর্ভে আনয়ন করিল। তথায় জনগণ নৃপতির আগমনের কারণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে উপহাস করিল এবং তাহার রথ প্রাসাদের নিকটই স্থাপিত হইল।

তাহার আগমন বার্তা রথের ঘর্ঘর শব্দেই জ্ঞাত হইয়া নলও আগমন করিয়াছে মনে করিয়া দময়ন্তীর হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হইল। সত্য নিরূপণার্থে সে তাহার চেটিকাকে প্রেরণ করিলে সে সমস্ত অবলোকনপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত

হইয়া প্রিয়তমের সংবাদের নিমিত্ত অপেক্ষমানা স্বীয় স্বামিনীকে বলিল, 'দেবি, আমি বিষয়টি অনুধাবন করিয়াছি। কোশলরাজ আপনার স্বয়ম্বরের মিথ্যা বার্তা প্রাপ্ত হইয়া রথবিজ্ঞান-দক্ষ তাহার সারথি এবং পাচক হ্রস্ববাহু কর্তৃক চালিত হইয়া একদিবসের মধ্যেই হেথায় আগমন করিয়াছে। (৩৮২-৩৯৩) আমি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সেই পাচককে দর্শন করিয়াছি। সে কৃষ্ণকায় এবং কুরূপ, কিন্তু তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। আশ্চর্যের কথা, যে পাকপাত্রে জল প্রদান না করা হইলেও স্বতঃই উহাতে জলের আবির্ভাব হইল এবং প্রজ্বলিত না করা হইলেও অগ্নি স্বতঃই প্রজ্বলিত হইয়া উত্তম দিব্যভোজ্য মুহূর্তের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া গেল। এই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দর্শন করিয়া আমি হেথায় প্রত্যাগমন করিয়াছি।' চেটিকার নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই সূপকার, অগ্নি এবং বারি যাহার আজ্ঞাবহ এবং এই রথ বিজ্ঞানজ্ঞ আমার স্বামী ব্যতীত আর কেহ নয়। আমার বিরহে সে কদাকৃতি হইয়াছে। যাহা হউক, উহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি।' এইরূপ সংকল্প করিয়া সে তাহার সন্তানদ্বয়কে ঐ চেটিকার সহিত নলকে দেখাইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে নল তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বহুকাল বিচ্ছেদের পর স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া নীরবে অশ্রুধারা বিসর্জন করিতে লাগিল। সে চেটিকাকে বলিল, 'মাতামহের গৃহে আমার এই প্রকার দুইটি সন্তান আছে। তাহাদের কথা মনে পড়ায়, আমি শোকাকুল হইয়াছি।' চেটিকা সন্তান-দ্বয়ের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে দময়ন্তী অতিশয় আশান্বিতা হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে সে চেটিকাকে এই আদেশ প্রদান করিল, 'তুমি ঋতুপর্ণের সূপকারের নিকট গমন করিয়া আমার এই বার্তা তাহাকে প্রদান কর, এইরূপ শ্রুত হইয়াছি যে তোমার মত দক্ষ পাচক না কি পৃথিবীতে আর নাই। অদ্য আমার নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর।' নলকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া ঋতুপর্ণের সম্মতি লাভকরতঃ দময়ন্তী চেটিকার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইল। দময়ন্তী বলিল, 'আমাকে সত্য করিয়া বল তুমি পাচক ছদ্মবেশে নল নহ কি? আমি বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছি। অদ্য তুমি আমাকে নিরাপদ তীরে উত্তোলন কর।' (৩৯০-৪০৬) এই কথা শ্রবণ করিয়া নল হর্ষে, প্রেমে, বিষাদে লজ্জায় কলোপযোগী অশ্রুপূর্ণ গদ্-গদ স্বরে অধোবদন হইয়া বলিল, 'আমি সত্য সত্যই সেই দুরাত্মা নল যে কর্কশ হইয়া তোমার সহিত উন্মাদের ন্যায় আচরণ করিয়া তোমাকে মোহানলে

সন্তাপিত করিয়াছিল।' সে এই কথা বলিলে দময়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহাই যদি হইবে তবে তুমি কি প্রকারে এইরূপ কদাকৃতি প্রাপ্ত হইলে?' তখন নল তাহাকে কার্কোটকের সহিত সখ্য হইতে আরম্ভ করিয়া কলির বহির্গমন পর্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অচিরে কার্কোটক-প্রদত্ত 'অগ্নি-শৌচ' বস্ত্রদ্বয় পরিধানপূর্বক তথায় স্বীয় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

দময়ন্তী নলের অভিরাম রূপ দর্শন করিলে তাহার কমলানন উদ্ভাসিত হইল এবং মনে হইল যেন সে স্বীয় নেত্রাশ্রু দ্বারা শোকদাবানল নির্বাপিত করিয়া অবর্ণনীয় অতুলনীয় পরম সুখ প্রাপ্ত হইল। বিদর্ভরাজ ভীম উৎফুল্ল পরিচারিকাদিগের নিকট হইতে এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া তথায় আগমন করিয়া নলকে আপ্যায়িত করিলে নলও তাহার প্রতি যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিল এবং তাহার আদেশে নগরী আনন্দোৎসবে মত্ত হইল। নৃপতি ভীম সহাস্যে ভূপতি ঋতুপর্ণকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উপাচার দ্বারা সৎকার করিলে ঋতুপর্ণও নলের সহিত তদ্বৎ আচরণপূর্বক কোশলে প্রত্যাবর্তন করিল। (৪০৭ ৪১৪) নলও তাহার পত্নীর সহিত তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল এবং কলির প্রভাবে যত দুষ্কার্য করিয়াছিল তাহা শ্বশুরের নিকট নিবেদন করিল। কতিপয় দিবসান্তে শ্বশুরের সৈন্যসহ নিষধে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীয় অনুজ পুষ্করকে অক্ষজ্ঞান-প্রভাবে দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া এবং দ্বাপর তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে ধর্ম বুদ্ধি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া অনুজকে রাজ্যের কিয়দংশ প্রত্যার্পণকরতঃ দময়ন্তীকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে যথাবিধি রাজ্যসুখ ভোগ করিতে লাগিল।

প্রোষিতভর্তৃকা রাজকুমারী বন্ধুমতীর নিকট তারাপুরে দ্বিজ সুমূল এই কাহিনী বর্ণনান্তে তাহাকে বলিল, 'দেবি, এই প্রকারে মহদ্ব্যক্তিগণ বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করিয়া পুনরায় কল্যাণ লাভ করে এবং দিবাকারের ন্যায় অস্তগমনপূর্বক পুনরায় উদিত হয়। অতএব হে অনঘ, তুমিও তোমার বিদেশগত পতিকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক দুঃখকে নির্বাসিত কর এবং পতির প্রত্যাগমনে তোমার মনোরথ অচিরে সিদ্ধ হইবে আশায় আশ্বস্ত হও।' ধার্মিক দ্বিজ এই যথোপযুক্ত কথা বলিলে তাহাকে বহু বিত্ত প্রদানকরতঃ সম্মানিত করিয়া বন্ধুমতী তথায় প্রিয়তমের আগমন প্রতীক্ষায় রহিয়া গেল। কতিপয় দিবসের মধ্যেই মাতাকে দূরদেশ হইতে আনয়নপূর্বক তাহার স্বামী মহীপাল পিতার সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইল। সমুদ্রের বারি যেরূপ পূর্ণচন্দ্র সমাগমে উৎফুল্ল হয় বন্ধুমতীও তদ্রূপ

নয়নান্দদায়ী পতির আগমনে প্রফুল্ল হইল। অতঃপর মহীপাল পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া বন্ধুমতীর সহিত নৃপজনোচিত সুখে বিহার করিতে লাগিল।

বৎসরাজতনয় কুমার নরবাহনদত্ত ভার্যার সহিত সচিব মরুভূতির মুখ হইতে এই বিচিত্র অনুরাগপূর্ণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিল। (৪১৫-৪২৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের অলংকারবতী লম্বকের ষষ্ঠ তরংগ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৪২৪
ক্রমিক সংখ্যা—১০,৬৭৩
অলংকারবতী নামক নবম লম্বক সমাপ্ত।

শক্তিযশো লম্বক

মন্দার পর্বত কর্তৃক মন্থনে সমুদ্র হইতে যেরূপ অমৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই সুধারসান্বিত কাহিনীও তদ্রূপ হিমালয়দুহিতার প্রেমে আলোড়িত হইয়া পুরাকালে হরমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত-কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্যলাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপ্রদ লাভ করে।

প্রথম তরঙ্গ

সিন্দূর-রক্ত শত্রুদিগের অপ্রতিরোধ্য অহংকার-বিনাশক অসি স্বরূপ গণেশ শুণ্ডকে আমরা অর্চ্চনা করি। পুরকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত সমপরিমাণ ঘূর্ণমান তিনটি নেত্রের ভিতর যে তৃতীয় নেত্র শিবের জ্যাতে-শর-যোজনার সময় সর্বাধিক দ্যুতিমান হইয়াছিল, সেই নেত্র তোমাদিগকে রক্ষা করুক। শত্রুবধকালে নৃসিংহের কুটিল দৃষ্টি এবং রক্তারুণ নখশ্রেণী তোমাদের সকল বিপদ দূর করুক।

বলয়প্রাপক ভারবাহকের কাহিনী

বৎসরাজ-তনয় নরবাহনদত্ত এই প্রকারে যখন মন্ত্রী এবং ভার্যাদিগের সহিত কৌশাম্বীতে সুখে বাস করিতেছিল তখন একদিন তাহার সমক্ষে সিংহাসীন পিতার নিকট সেই নগরবাসী জনৈক বণিক একটি ব্যাপার নিবেদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। প্রতিহার রত্নদত্ত নামক সেই বণিকের আগমন বার্তা ঘোষণা করিলে সে নৃপতি সমীপে নত হইয়া বলিল, "হেথায় বসুন্ধর নামক জনৈক দরিদ্র ভারবাহকে অকস্মাৎ অধুনা পানাহারে মত্ত এবং দান-করিতে দেখা যাইতেছিল। কুতূহলবশতঃ আমি তাহাকে আমার গৃহে লইয়া প্রচুর পরিমাণে পানভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করিলে সে যখন মত্ত অবস্থায় ছিল তখন তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে প্রত্যুত্তরে আমাকে বলিল, 'আমি প্রাসাদ-দ্বারে একটি অপূর্ব মণিখচিত বলয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার একটি রত্ন নিষ্কাশিত পূর্বক হিরণ্যগুপ্ত নামক বণিকের নিকট লক্ষ দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া সম্প্রতি সুখে বাস করিতেছি।' (১-১০) এই কথা বলিয়া সে ঐ বলয়টি আমাকে প্রদর্শন করাইলে আমি উহা নৃপতির মুদ্রাঙ্কিত দেখিয়া দেব, আপনার নিকট জ্ঞাপন করিতে আগমন করিয়াছি।" বৎসরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভারবাহক এবং রত্নবণিক উভয়কে সসম্মানে আহবানকরতঃ বলয়টি দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এখন আমার স্মরণ হইতেছে, নগর পরিদর্শনের সময় এই বলয়টি আমার বাহুচ্যুত হইয়াছিল।' তখন সভাসদেরা ভারবাহককে জিজ্ঞাসা করিল 'রাজার নামাঙ্কিত বলয়টি প্রাপ্ত হইয়া তুমি উহা গোপন করিয়াছিলে কেন?' সে উত্তর করিল 'আমি ভারবহন করিয়া

জীবিকা উপার্জন করি। নৃপতির নামাঙ্কিত অক্ষর জ্ঞান কি আমার আছে? দারিদ্র্যপ্রপীড়িত হওয়াতে আমি প্রাপ্তিমাত্রই উহা গ্রহণ করিয়াছি।' সে এই কথা বলাতে রত্নবণিক উহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করা হইলে সে বলিল, 'আমি রত্নটি বিপণিতে ক্রয় করিয়াছিলাম এবং উহার উপর রাজার নাম অঙ্কিত ছিল না, যদিও আমি এখন জ্ঞাত হইলাম যে উহা নৃপতির সম্পত্তি। ভারবাহক আমার নিকট হইতে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছে, মূল্যের অবশিষ্ট অংশ আমার নিকট আছে।' হিরণ্যগুপ্ত এই কথা বলিলে তথায় উপস্থিত যৌগন্ধরায়ণ বলিল 'এই বিষয়ে কাহাকেও দোষী করা যায় না। নিরক্ষর ভারবাহকের বিরুদ্ধে কি বলা যাইতে পারে? দারিদ্র্য মানুষ্যকে চৌর্যে প্রবৃত্ত করে। কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে কে উহা ত্যাগ করে? উহার নিকট হইতে যে বণিক ক্রয় করিয়াছিল তাহারও কোন দোষ নাই।' মুখ্যমন্ত্রীর এই বিচার অনুমোদন করিয়া রাজা বণিক হিরণ্যগুপ্তকে পঞ্চ সহস্র দীনার প্রদানপূর্বক ঐ রত্নটি গ্রহণ করিল, যে মুদ্রা ভারবাহক ব্যয় করিয়াছিল, এবং ভারবাহকের নিকট হইতে বলয়টি গ্রহণপূর্বক তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলে সে নিরুদ্বেগে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। বিশ্বাস-ঘাতক বণিক রত্নদত্তের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইলেও তাহাকে এই কার্যের জন্য রাজা পুরস্কৃত করিল। তাহারা সকলে প্রস্থান করিলে বসন্তক ভূপতির সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল 'অহো ভাগ্যহত পুরুষের বিত্তও পলায়ন করে। এই ভারবাহকের ব্যাপারটি অক্ষয় কলসের ন্যায়।' (১১·২৪)

অক্ষয় ঘটের কাহিনী

আপনারা হয়ত জ্ঞাত আছেন পুরাকালে পাটলিপুত্র নগরীতে শুভদত্ত নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। সে প্রত্যহ বন হইতে কাষ্ঠভার আনয়নপূর্বক উহা বিক্রয় করিয়া স্বজন প্রতিপালন করিত। একদা দূর অরণ্যে গমন করিলে সে দিব্যালংকার-পরিচ্ছদ ভূষিত যক্ষচতুষ্টয়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। উহাকে ভীত দেখিয়া যক্ষগণ উহার অবস্থা সম্বন্ধে সদয় প্রশ্নকরতঃ উহার দারিদ্র্যের বিষয় জ্ঞাত হইয়া অনুকম্পা পরবশ তাহাকে বলিল 'আমাদের গৃহে ভৃত্য রূপে অবস্থান কর। আমরা তোমার পরিবার প্রতিপালন করিব। তোমার কোন কষ্ট করিতে হইবে না।' শুভদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মত

হইয়া তাহাদের সহিত অবস্থান করিয়া তাহাদিগের স্নানোপকরণাদির ব্যবস্থা করিত এবং ঐ প্রকার পরিচর্যা কার্যাদি সম্পাদন করিত। ভোজনকাল উপস্থিত হইলে ঐ গুহ্যকেরা তাহাকে বলিল 'এই অক্ষয় ভদ্রঘট হইতে আমাদিগকে ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রদান কর।' ঘটটি শূন্য দেখিয়া সে ইতস্ততঃ করিলে যক্ষগণ সহাস্যে তাহাকে বলিল 'শুভদত্ত তুমি কি জ্ঞাত নও যে এই ঘটের ভিতর হস্ত প্রবেশ করাইয়া এই কামপ্রদ ঘট হইতে তোমার ইচ্ছামত ভোজ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে ঘটের অভ্যন্তরে হস্ত প্রদানপূর্বক প্রয়োজন মতো ভোজ্য এবং পানীয় প্রাপ্ত হইল। (২৫-৩৪) (এই স্থানে অর্ধ শ্লোক লুপ্ত) সেই ভাণ্ডার হইতে শুভদত্ত উহাদিগকে ভোজ্যাদি প্রদানকরতঃ নিজেও আহার করিত।

এই প্রকারে প্রত্যহ ভক্তিভরে ভীত হইয়া যক্ষদিগের পরিচর্যা করিতে থাকিলে শুভদত্ত তাহার স্বজনদিগের নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। যক্ষগণ স্বপ্নদ্বারা তাহার পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করিলে শুভদত্ত প্রীত হইল। মাসান্তে যক্ষগণ তাহাকে বলিল 'তোমার পরিচর্যায় আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, কি বর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, বল।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল 'তবে আমাকে এই অক্ষয় ভদ্রঘট প্রদান করুন।' যক্ষগণ তখন তাহাকে বলিল, 'তুমি ইহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ ভগ্ন হইলেই ইহা অদৃশ্য হয়। সুতরাং অন্য কোনও বর প্রার্থনা কর।' তাহাকে সাবধান করা সত্ত্বেও সে অন্য কোনও বর গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা উহাকে ঐ অক্ষয় ভদ্রঘটটি প্রদান করিল। শুভদত্ত উহাদিগকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘটসহ অচিরে হৃষ্ট চিত্তে গৃহে আগমন করিয়া স্বজনদিগের প্রীতিবর্ধন করিল। সে বিষয়টি গুপ্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে ঘট হইতে ভোজ্যদ্রব্যাদি নিষ্কাশনপূর্বক অন্য পাত্রাদিতে স্থাপন করিয়া স্বজনদিগের সহিত ভক্ষণ করিল। ভারবহন হইতে মুক্ত হইয়া তাহাকে সমস্ত প্রকার আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত দর্শন করিয়া একদিন যখন সে পানমত্ত ছিল তখন তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কি প্রকারে এই সমস্ত সম্ভোগবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছ?' সে এতই গর্বোন্মত্ত হইয়াছিল যে ইহার সরল উত্তর প্রদান না করিয়া ঐ কামপ্রদ ঘট স্কন্ধোপরি ন্যস্ত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অতিমাত্রায় পানজনিত মত্ততার নিমিত্ত তাহার পদস্খলন হইলে ঐ অক্ষয় ভদ্রঘট তাহার স্কন্ধ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অবশ্য তৎক্ষণাৎ উহা সংস্কৃত হইয়া প্রাক্তন অধিকারীর নিকট চলিয়া গেল এবং বিষাদগ্রস্ত শুভদত্ত পূর্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল। (৩৫-৪৭)

(৬৯-৮১) সুন্দরী তাহার প্রতি অতিশয় প্রেমানুরক্ত হইয়াছিল এবং কখনও তাহার পার্শ্বদেশ পরিত্যাগ করিত না। এই নিমিত্ত ঈশ্বরবর্মা পরদিবসও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইল। ঐ দিবসদ্বয়ে বণিকপুত্র সুন্দরীকে পঞ্চবিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং রত্নাদি প্রদান করিল। কিন্তু সুন্দরী মিথ্যা ভান করিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে বলিল 'আমার বহু ধন আছে। তোমার মত পুরুষের সাক্ষাৎলাভ আর করি নাই। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি সুতরাং আমার আর ধনের কি প্রয়োজন আছে?' সে তাহার মাতা মকরকটীর একমাত্র সন্তান ছিল। সে কন্যাকে বলিল 'পুত্রি, এখন হইতে আমাদের যে ধনলাভ হইবে উহা যৌথসম্পত্তি হইবে সুতরাং যৌথসম্পত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিতে কি দোষ থাকিতে পারে?' সুন্দরীর মাতা এই কথা বলিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছার ভান করিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং মূঢ় ঈশ্বরবর্মা মনে করিতে লাগিল যে সুন্দরী বাস্তবিকই তাহার প্রেমে পড়িয়াছে। তাহার রূপে, নৃত্যে এবং গীতে মুগ্ধ হইয়া বণিক মাসদ্বয় তদ্গৃহে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ তাহাকে দুইকোটি মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল।

অতঃপর অর্থদত্ত নামক তাহার এক মিত্র তাহার সমীপে আগমন করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে বলিল 'সখে, কুট্টনীর কাছে কষ্ট স্বীকার করিয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলে তাহা কি সময়কালে কাপুরুষের অস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় নিষ্ফল হইতে চলিল? তুমি কি বেশ্যার প্রেমে বিশ্বাস কর? মরুভূমি-মরীচিকাতে কি জল প্রাপ্ত হওয়া যায়? তোমার সমস্ত ধন ক্ষয় হইবার পূর্বেই চল, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করি, কারণ তোমার পিতা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলে সাতিশয় কোপান্বিত হইবেন।' সখার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্র তাহাকে বলিল 'বারবনিতাকে যে বিশ্বাস করিতে নাই একথা খুবই সত্য। কিন্তু সুন্দরী উহার স্বশ্রেণী ভুক্তদের মত নহে। মুহূর্তকাল আমার অদর্শনে সে প্রাণ ত্যাগ করিবে। যদি আমাদের প্রস্থান করিতেই হয় তবে উহাকে বুঝাইয়া বল।' (৮২-৯৪)

সে অর্থদত্তকে এই কথা বলিলে অর্থদত্ত সুন্দরীকে তাহার মাতা মকরকটী এবং ঈশ্বরবর্মার সমক্ষে বলিল, 'সখি, ঈশ্বরবর্মার প্রতি তুমি অতিশয় অনুরক্ত। কিন্তু বাণিজ্যার্থ ঈশ্বরবর্মাকে অচিরে স্বর্ণদ্বীপে গমন করিতে হইবে। তথায় সে এত বিত্ত লাভ করিবে যে হেথায় প্রত্যাবর্তন-পূর্বক সে তোমার সহিত আজীবন সুখে বাস করিতে পারিবে। তুমি সম্মত হও।' এই কথা শুনিয়া সুন্দরী ঈশ্বরবর্মার আননের দিকে সাশ্রু-

লোচনে দৃষ্টিপাতকরতঃ দুঃখের ভান করিয়া অর্থদত্তকে বলিল 'আমার আর কি বলিবার আছে? কি করা কর্তব্য আপনারাই তাহা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। শেষ পর্যন্ত না দেখিয়া কিছুই বলা যায় না। কিছু মনে করিবেন না। আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।' সেই এই কথা বলিলে তাহার মাতা তাহাকে বলিল, 'শোক করিও না, ধৈর্য ধারণ কর। সিদ্ধকাম হইয়া তোমার প্রেমিক নিশ্চয়ই তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। সে তোমাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিবে না।' এই প্রকার বাক্যে মাতা তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল। কিন্তু গোপনে তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া যে পথ অতিক্রম করিয়া তাহাদের গমন করিতে হইবে সেই পথিমধ্যস্থ একটি কূপে একটি জাল পাতিয়া রাখিল। সুন্দরীর সহিত বিচ্ছেদের প্রাক্কালে ঈশ্বরবর্মার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছিল এবং সুন্দরীও যেন দুঃখাতিশয্যে স্বল্প মাত্রায় ভোজন ও পান করিল। নৃত্য, গীত, বাদ্যে তাহার আর রুচি রহিল না এবং ঈশ্বরবর্মা নানাপ্রকার প্রিয় বাক্যে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিল (৯৫-১৩৩)।

কুট্টনীর মঙ্গলাচারণান্তে বন্ধু কর্তৃক নিরূপিত দিবসে ঈশ্বরবর্মা সুন্দরীর গৃহ হইতে যাত্রা করিল। সুন্দরী বিলাপ করিতে করিতে তাহার মাতার সহিত নগরীর বহির্দেশে যে স্থানে কূপ জাল স্থাপন করা হইয়াছিল সেই পথ পর্যন্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তথায় সুন্দরীকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়া সে অগ্রসর হইতে থাকিলে সুন্দরী সেই কূপ মধ্যে জালের উপর ঝম্প প্রদান করিল এবং তাহার মাতা দাসীগণ ও অন্যান্য সহচরীবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হা পুত্রি, হা স্বামিনি।' এই রব শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরবর্মা ও তাহার মিত্র ফিরিয়া আসিয়া শ্রবণ করিল যে সুন্দরী কূপে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। বণিকপুত্র মুহূর্তকাল শোকে স্তব্ধ হইয়া রহিলে মকরকটীর ক্রন্দনরোলে তাহার অনুরক্ত ভৃত্যেরা, যাহারা গোপন রহস্য জ্ঞাত ছিল, রজ্জুর সাহায্যে কূপ মধ্যে অবতরণপূর্বক, 'ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ! সুন্দরী এখনও জীবিত আছে, এখনও জীবিত আছে,' এই কথা বলিতে বলিতে তাহাকে কূপমধ্যে হইতে উপরে উত্তোলন করিল। উপরে উত্থিত হইয়া সুন্দরী মৃতের ভান করিতে লাগিল এবং প্রত্যাবৃত বণিক-পুত্রের নাম উচ্চারণ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে হৃষ্ট চিত্তে সানুচর সুন্দরীকে তাহার গৃহে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং তথায় গমন করিল। সুন্দরীর প্রেমে আস্থা স্থাপন করা যায় এই বিষয়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার

জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে মনে করিয়া সে পুনর্বার বাণিজ্য-যাত্রার সংকল্প পরিত্যাগ করিল। তথায় অবস্থান করিতে কৃতসংকল্প হইলে তাহার সখা পুনরায় তাহাকে বলিল, 'সখে, মদান্ধ হইয়া তুমি কেন নিজের সর্বনাশ আনয়ন করিতেছে? সুন্দরী তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া নিজেকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল একথা মোটেই বিশ্বাস করিও না, কারণ কুট্টনীদিগের কৃতঘ্নতার পরিমাণ বিধাতাও করিতে সমর্থ নহেন। তোমার সমস্ত ধন যখন ক্ষয় হইয়া যাইবে তখন তোমার পিতাকে কি বলিবে, তুমিই বা কোথায় গমন করিবে? তোমার চিত্ত যদি দৃঢ় থাকে তবে এই অন্তিম মুহূর্তে এই স্থান ত্যাগ কর।' বণিকপুত্র সখার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রাহ্য করিল না এবং আর এক মাসের মধ্যেই অবশিষ্ট তিন কোটি মুদ্রা ব্যয় করিল। এই প্রকারে সর্ব বিত্তহারা হইলে কুট্টনী মকরকটী তাহাকে অর্ধচন্দ্র প্রদানপূর্বক সুন্দরীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিল। (১০৪-১১৮)

কিন্তু অর্থদত্ত এবং অন্যান্য সকলে স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাহার পিতার নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকাকুলিত চিত্তে কুট্টনী যমজিহ্বার নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি আমার নিকট হইতে বহু অর্থ বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমার পুত্রকে এমন কুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলে যে মকরকটী অনায়াসে তাহার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছে।' ইহা বলিয়া সে তাহার পুত্রের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলে বৃদ্ধা কুট্টনী যমজিহ্বা তাহাকে বলিল 'আপনার পুত্রকে হেথায় আনয়ন করুন। আমি তাহার দ্বারা মকরকটীর সমস্ত বিত্ত হরণ করাইব।' কুট্টনী যমজিহ্বার এই সংকল্প শ্রবণ করিয়া রত্নবর্মা তন্মুহূর্তে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্র অর্থদত্তকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া পুত্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বার্তাসহ তাহাকে প্রেরণ করিল।

অর্থদত্ত কাঞ্চনপুর নগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ঈশ্বরবর্মাকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিয়া বলিল 'সখে, তুমি আমার উপদেশে তখন কর্ণপাত না করিয়া বারবনিতার অবিশ্বস্থতা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমার নিকট হইতে পঞ্চকোটি মুদ্রা গ্রহণপূর্বক তোমাকে উহারা অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যা হইতে প্রেম আশা করে অথবা বালুকা হইতে তেল প্রাপ্তি হইবে মনে করে? বস্তু ধর্ম যে এই প্রকার তাহা বিস্মৃত হও কেন? স্ত্রীলোকের প্রলোভনে না পড়া পর্যন্ত মনুষ্য বিদগ্ধ, আত্মসংবৃত ও সুখী থাকে। এখন পিতার

নিকট গমনপূর্বক তাহার ক্রোধ অপনোদন কর।' এই কথা বলিয়া অর্থদত্ত তাহাকে সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে তাহার পিতৃসকাশে আনয়ন করিল। তাহার পিতা একমাত্র পুত্রের প্রতি স্নেহপূর্ণ সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাকে যমজিহ্বার আলয়ে লইয়া গেল। তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে অর্থদত্ত প্রমুখাৎ সুন্দরীর কূপমধ্যে ঝম্পপ্রদান এবং কি প্রকারে তাহার বিত্ত নাশ হইয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত যমজিহ্বার নিকট বিবৃত করিলে যমজিহ্বা বলিল, 'আমার দোষ হইয়াছে। এই কৌশল সম্বন্ধে আমি উহাকে শিক্ষাপ্রদান করি নাই। মকরকটী ঐ কূপের মধ্যে একটি জাল সংরক্ষণ করিয়াছিল এবং সুন্দরী ঝম্পপ্রদানপূর্বক সেই জালের উপর পতিত হওয়াতে তাহার জীবনরক্ষা হইয়াছিল। ইহারও প্রতিকার আছে।' এই কথা বলিয়া কুট্টনী দাসীদিগের দ্বারা স্বীয় মাল নামক একটি মর্কটকে আনয়ন করিয়া উহাকে একসহস্র দীনার প্রদানপূর্বক বলিল 'ইহা গলাধঃ-করণ কর' এবং অর্থ গিলিতে করিতে সমর্থ মর্কট উহা গলাধঃকরণ করিল। (১১৯-১৩৭) অতঃপর সে বলিল 'পুত্র, ইহাকে বিংশতি, উহাতে পঞ্চ বিংশতি, উহাকে ষষ্ঠ এবং অপর জনকে শত দীনার প্রদান কর।' যমজিহ্বার আদেশ মত সেই কপি ঠিক ঐ পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিল। মালের এই কৌশল প্রদর্শন করাইয়া যমজিহ্বা ঈশ্বরবর্মাকে বলিল, 'এই মর্কটশাবক সহ সুন্দরীর গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উহাকে যত অর্থ গোপনে গলাধঃকরণ করাইবে প্রতিদিন উহা প্রদান করিতে বলিবে। সুন্দরী চিন্তামণিবৎ মালকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার নিকট হইতে যত মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিল তৎ সমস্তের বিনিময়ে উহাকে গ্রহণকরতঃ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিবে। তুমি দিবসদ্বয়ের পরিমাণ মুদ্রা কপিকে গলাধঃকরণ করাইয়া সুন্দরীর হস্তে উহাকে প্রদানকরতঃ অবিলম্বে দূরে প্রস্থান করিবে।'

এই কথা বলিয়া যমজিহ্বা ঈশ্বরবর্মার হস্তে মালকে প্রদান করিল এবং পিতাও ঈশ্বরবর্মাকে মূলধন স্বরূপ দুই কোটি মুদ্রা প্রদান করিল। ঐ মর্কট এবং অর্থসহ পুনর্বার কাঞ্চনপুরে গমন করিয়া পূর্বে একজন দূত প্রেরণকরতঃ সুন্দরীর গৃহে প্রবেশ করিল। সর্বসাফল্যপ্রদ অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্তি স্বরূপ সমিত্র ঈশ্বরবর্মাকে কণ্ঠালিঙ্গন এবং অন্যান্য প্রীতিপ্রদ উপচারে অভ্যর্থনা করিলে ঈশ্বরবর্মা সুন্দরীর বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ অর্থদত্তকে বলিলে 'যাও, মালকে আনয়ন কর।' 'আমি তাহাই করিব,' এই কথা বলিয়া সে গমনকরতঃ মর্কট শাবককে আনয়ন করিল।

কপিটি পূর্বে সহস্র দীনার গলাধঃকরণ করিয়াছিল ঈশ্বরবর্মা তাহাকে বলিল, 'পুত্র মাল, পানভোজনার্থ অদ্য আমাদিগকে তিনশত দীনার, তাম্বুলক্রয়ের নিমিত্ত একশত দীনার, আমাদিগের মাতা মকরকটীকে একশত দীনার, ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত একশত দীনার এবং একশত দীনারের অবশিষ্ট মুদ্রা সুন্দরীকে প্রদান কর।' ঈশ্বরবর্মা এই কথা বলিলে কপি পূর্বে যে পরিমাণ দীনার গলাধঃকরণ করিয়াছিল তাহা নিষ্কাশিত করিয়া যাহাকে যত দিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, তাহাকে তত মুদ্রা প্রদান করিল। (১৩৮-১৫১)

এইরূপ কৌশলদ্বারা পক্ষকাল পর্যন্ত মাল দৈনন্দিন ব্যয়ের নিমিত্ত মুদ্রা প্রদান করিতে থাকিলে মকরকটী এবং সুন্দরী চিন্তা করিতে লাগিল 'ঈশ্বরবর্মা চিন্তামণি স্বরূপ এই কপিকে প্রাপ্ত হইয়াছে যে প্রত্যহ সহস্র দীনার প্রদান করে। এই কপিটিকে যদি সে দান করে তবে আমাদের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।' মাতার সহিত একান্তে এই প্রকার আলোচনা করিয়া একদিন ভোজনান্তে ঈশ্বরবর্মা যখন বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল তখন সুন্দরী তাহাকে বলিল, 'আমার প্রতি বাস্তবিকই যদি তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে তবে মালকে আমার হস্তে প্রদান কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরবর্মা সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিল 'মাল আমার পিতার সর্বস্ব, উহাকে দান করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।' সে এই কথা বলিলে সুন্দরী তাহাকে পুনরায় বলিল, 'পঞ্চকোটি মুদ্রার বিনিময়ে উহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর।' তখন ঈশ্বরবর্মা নিশ্চিতভাবে বলিল 'পঞ্চকোটি মুদ্রা কেন, তুমি যদি তোমার সর্বস্বও এমনকি এই নগরীও আমাকে প্রদান কর আমি মালকে তোমায় দিতে পারিব না।' সুন্দরী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'আমার যাহা কিছু আছে সে সমস্তের বিনিময়ে তুমি উহাকে আমার হস্তে অর্পণ কর নতুবা মাতা আমার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইবেন।' এই কথা বলিয়া সে ঈশ্বরবর্মার চরণধারণ করিলে অর্থদত্তাদি বলিল 'উহা সুন্দরীকে প্রদান কর। যাহা হইবার হইবে।' তখন ঈশ্বরবর্মা স্বীকৃত হইয়া সেই দিবস প্রহৃষ্টা সুন্দরীর সহিত যাপন করিল। পরদিবস গোপনে মর্কটকে দ্বিসহস্র দীনার গলাধঃকরণ করাইয়া সুন্দরীর বিশেষ অনুরোধে তাহার গৃহস্থিত সমস্ত বিত্তের বিনিময়ে মালকে সুন্দরীর নিকট অর্পণ করিয়া বাণিজ্যার্থে অচিরাৎ স্বর্ণদ্বীপে প্রস্থান করিল। (১৫২-১৬৪)

দিবসদ্বয় কপিমাল দৈনিক সহস্র দীনার প্রদান করিয়া সুন্দরীর হর্ষোৎপাদন করিল। কিন্তু তৃতীয় দিবসে অনুরুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন মর্কট তাহাকে কিছুই প্রদান করিল না, তখন সুন্দরী তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত

করিলে সেই কপি ক্রুদ্ধ হইয়া তাড়নরতা সুন্দরী ও তাহার মাতার গণ্ড দেশ নখর এবং দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিলে রক্তপ্লুতাননে সুন্দরীর মাতা লগুড়াঘাতে মর্কটটিকে তথায় বধ করিল। উহাকে মৃত দর্শন করিয়া সুন্দরী চিন্তা করিয়া দেখিল যে তাহার সমস্ত বিত্ত নাশ হইয়াছে এবং সে শোকান্বিতা হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যতা হইলে তাহার মাতাও তদ্বৎ করিতে কৃত সংকল্প হইল। পৌরজনেরা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিল 'মকরবাটীজালম্বারা এই ব্যক্তির বিত্ত অপহরণ করিলে এই সুধী মাল কর্তৃক উহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছে। মকরবাটী যখন উহাকে কৌশলে জালবদ্ধ করিয়াছিল তখন অবগত ছিল না যে উহার জন্যও জাল স্থাপন করা হইয়াছে।' দংশনক্ষতাননা এবং হৃতবিত্তা সুন্দরী ও তাহার মাতাকে আত্মীয়স্বজনেরা অতিকষ্টে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিল এবং ঈশ্বরবর্মা সত্বর স্বর্ণদ্বীপ হইতে চিত্রকূটে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। পুত্র বহু বিত্ত উপার্জনান্তে প্রত্যাগমন করিয়াছে দর্শন করিয়া পিতা কুট্টিনী যমজিহ্বাকে বহু ধন প্রদান করিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করিল। বারবিলাসিনীদিগের আচরণে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরবর্মা তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দারগ্রহণপূর্বক স্বীয়গৃহে বাস করিতে লাগিল।

অতএব, দেব, বারবনিতাদিগের হৃদয়ে যেরূপ কৃতঘ্নতা ব্যতীত সত্যের লেশমাত্রও অবস্থান করে না, ঋদ্ধিকামা ব্যক্তিরাই উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে, কেবল ধনীব্যক্তিরাই উহাদের সংসর্গে লাভবান হইতে পারে, তদ্রূপ বিজন অরণ্য কেবলমাত্র সার্থবাহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়।

মরুভূতির মুখ হইতে মাল এবং জালের এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত এবং গোমুখাদি সহাস্যে উহা অনুমোদন করিল। (১৬৫-১৬৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৭৭
ক্রমিক সংখ্যা—১০,৪৫০

মরুভূতি বারবনিতাদিগের অবিশ্বস্ততার উদাহরণ স্বরূপ কাহিনী এই প্রকারে বর্ণনা করিলে গোমুখও তৎবং কুমুদিকার বৃত্তান্ত বিবৃত করিল —

নৃপতি বিক্রমসিংহ, বারবনিতা এবং দ্বিজ যুবকের কাহিনী

প্রতিষ্ঠান নগরীতে বিক্রমসিংহ নামক নরপতি বাস করিত। বিধাতা তাহাকে তাহার নামেরই উপযুক্ত সিংহের বিক্রম প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরী, সুভগা, শশিলেখা নাম্নী পত্নী ছিল, সুন্দর তনুই যাহার একমাত্র ভূষণ ছিল। একদা রাজা যখন নগরীতে অবস্থান করিতেছিল তখন তাহার পঞ্চষট্‌জন স্বজন একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে প্রাসাদে বেষ্টন করিয়াছিল। উহাদের নাম ছিল মহাভট, বীরবাহু, সুবাহু, সুভট এবং প্রতাপাদিত্য, উহারা সকলেই পরাক্রান্ত ভূপতি ছিল। নৃপতির মন্ত্রী উহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত হইলে রাজা তাহাতে সম্মত না হইয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। সৈন্যদলের ভিতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে স্বীয় বলের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া ভূপতি গজারোহণে রণক্ষেত্রে স্বয়ং প্রবেশ করিল। মহাভট ইত্যাদি পঞ্চনৃপতি উহাকে কেবলমাত্র ধনুকহস্তে শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলে একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিল। পঞ্চ নরপতির প্রবল সৈন্যসমূহের সমবেত প্রচণ্ড আক্রমণে বিক্রমসিংহের হীনতর সৈন্যবল বিপর্যস্ত হইলে পার্শ্বস্থিত তাহার মন্ত্রী অনন্তগুণ তাহাকে বলিল 'সম্প্রতি আমাদের সৈন্যবল বিধ্বস্ত হইয়াছে। অদ্য জয়ের কোনও আশা নাই। আমার উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া আপনি এই মহাপরাক্রান্ত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইষ্টলাভার্থে শেষ মুহূর্তে মৎপ্রদত্ত উপদেশানুসারে কার্য করুন। গজ হইতে অবতরণপূর্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া চলুন আমরা দেশান্তরে প্রস্থান করি। যদি জীবিত থাকেন তবে ভবিষ্যতে শত্রু জয় করিতে সমর্থ হইবেন।' মন্ত্রী এই কথা বলিলে নৃপতি তৎক্ষণাৎ হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া স্বসৈন্য পরিত্যাগ-পূর্বক অশ্বারোহণে মন্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিল। কালক্রমে ভূপতি ছদ্মবেশে মন্ত্রীর সহিত উজ্জয়িনী নগরীতে উপনীত হইল। তথায় সে

মন্ত্রীসহ প্রখ্যাত বিত্তশালিনী বারবনিতা কুমুদিকার গৃহে প্রবেশ করিল। কুমুদিকা তাহাকে অকস্মাৎ গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোন খ্যাতিমান বীরপুরুষ আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ইঁহার দেহে রাজলক্ষণাদি দেখিয়া মনে হইতেছে ইনি কোন মহারাজা হইবেন। ইঁহাকে যন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিয়া আমার মনোভিলাষ সফল হইতে পারে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া কুমুদিকা গাত্রোত্থানপূর্বক তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সংকারান্তে বিভ্রান্ত নরপতিকে বলিল 'আমি ধন্য, অদ্য আমার পূর্বজন্মের সুকৃতি ফলপ্রসূ হইয়াছে—মহারাজা স্বয়ং আমার গৃহে আগমন করিয়া আমার গৃহ পবিত্র করিয়াছেন। এইরূপ কৃপাপ্রদর্শন করিয়া মহারাজ আমাকে তাঁহার দাসী করিয়াছেন, আমার একশত হস্তী, দুই অযুত অশ্ব এবং রত্নপূর্ণ আমার এই গৃহ সমস্তই আপনার অধীন।' এই কথা বলিয়া সে নৃপতি ও তাহার মন্ত্রীকে স্নানাদির মহার্ঘ উপকরণ প্রদান করিল। (১-২২)

কুমুদিকা তাহার সমস্ত বিত্ত নৃপতিকে প্রদান করিয়াছিল এবং খিন্ন নরপতি তাহার প্রাসাদে সুখে বাস করিতে লাগিল। কুমুদিকার ধন অর্থীদিগকে প্রদান করিলে রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং সে সুখীই হইত। কুমুদিকা তাহার প্রতি বাস্তবিকই আসক্তা এই কথা মনে করিয়া রাজা হৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহার মন্ত্রী অনন্তগুণ তাহাকে গোপনে বলিল 'দেব, বারবনিতাদিগের উপর নির্ভর করিতে নাই, যদিও আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে কুমুদিকা আপনার প্রতি এত অনুরক্ত কেন তাহার কারণ আমি জ্ঞাত নহি।' তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি উত্তর করিল 'এইরূপ উক্তি করিও না। কুমুদিকা আমার নিমিত্ত প্রাণদান করিতে প্রস্তুত। যদি তোমার বিশ্বাস না হয় আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিব।' মন্ত্রীকে এইরূপ বলিয়া রাজা এই কৌশল অবলম্বন করিল। স্বল্পাহার ও স্বল্পপান করিয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার দেহ খিন্ন করিয়া অবশেষে নিস্পন্দ হইয়া ভূমিতলে শায়িত হইয়া মৃতকল্প হইলে তাহার অনুচরেরা তাহাকে শিবিকাতে স্থাপনপূর্বক বিলাপ করিতে করিতে তাহা শ্মশানে লইয়া গেলে অনন্তগুণও কৃত্রিমশোকের ভান করিল। শোকান্বিতা কুমুদিকা তাহার সহিত চিতায় আরোহণ করিলে তাহার পরিজনেরা তাহাকে বারণ করিতে উদ্যত হইল। চিতাতে অগ্নিসংযোগের পূর্ব মুহূর্তে কুমুদিকা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া সে হাই তুলিয়া গাত্রোত্থান করিলে অনুচরবর্গ 'আমাদের কি সৌভাগ্য! আমাদের নৃপতি জীবন

ফিরিয়া পাইয়াছেন' এই কথা বলিতে বলিতে কুমুদিকাসহ তাহাকে গৃহে আনয়ন করিল। (২৩-৩৩)

রাজা হৃত স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে উৎসবের আয়োজন করা হইল। সে মন্ত্রীকে একান্তে বলিল 'আমার প্রতি কুমুদিকা কিরূপ অনুরক্ত তাহা অবলোকন করিলে ত ?' মন্ত্রী বলিল 'আমার এখনও প্রত্যয় হইতেছে না। উহার এই প্রকার আচরণের নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। ইহার মূলোদ্ঘাটন পর্যন্ত আমাদিগকে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। উহার নিকট আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করা হউক, কারণ তাহা করিলে উহার নিকট হইতে এক-প্রস্থ বল প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য মিত্রবলের সাহায্যে যুদ্ধে আমাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করা যাইবে।' মন্ত্রী যখন এইরূপ বলিতেছিল তখন গোপনে প্রেরিত গুপ্তচর আগমন করিলে পৃষ্ট হইয়া সে প্রত্যুত্তর করিল 'শত্রুগণ আপনার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং রাজ্ঞী শশিলেখা লোকমুখে আপনার মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া বহ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি শোকে বজ্রাহত হইয়া 'হা দেবি! হা সতি সাধ্বি!' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

অবশেষে প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া কুমুদিকা বিক্রমসিংহকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, 'নৃপতি বহুপূর্বেই কেন আদেশ প্রদান করেন নাই ? আমার বিত্ত এবং বল দ্বারা এখন আপনার শত্রুবর্গকে শাস্তি প্রদান করুন।' এই কথা বলিলে তাহার বিত্তদ্বারা বলবৃদ্ধি করিয়া নৃপতি তাহার এক প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি মিত্রের নিকট গমন করিয়া তাহার বল এবং স্বীয় বলের সাহায্যে ঐ পঞ্চশত্রু নৃপতিদিগকে যুদ্ধে নিধন করিয়া উহাদের রাজ্য উদ্ধার করিল। নৃপতি হৃষ্ট হইয়া সহগামিনী কুমুদিকাকে বলিল 'আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। তোমার তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত কি কার্য সাধন করিতে হইবে বল।' তখন কুমুদিকা কহিল 'প্রভো, আমার প্রতি আপনি যদি সত্যই প্রীত হইয়া থাকেন তবে আমার হৃদয়ে বহুকাল যাবৎ স্থিত একটি শল্য মোচন করুন। উজ্জয়িনীর শ্রীধর নামক দ্বিজপুত্রের প্রতি আমি অনুরক্ত। স্বল্প অপরাধের শাস্তি স্বরূপ নৃপতি তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহাকে নৃপতির হস্ত হইতে মুক্ত করুন। আপনার রাজলক্ষণ দৃষ্টে আপনি মহাপরাক্রান্ত সফলবীর হইবেন এবং আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এই জ্ঞানে আমি ভক্তি সহকারে আপনার সেবা করিয়াছি। আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে না এবং ঐ দ্বিজপুত্র বিহীনে আমার জীবন বৃথা—এই কথা চিন্তা করিয়া আমি চিতা আরোহণও

করিয়াছিলাম। বারবনিতা কুমুদিকা এই কথা বলিলে রাজা তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল 'সুবদনে, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আমি তোমার নিমিত্ত এই কার্য সম্পাদন করিব।' এই কথা বলিয়া তাহার মন্ত্রীর বাক্য স্মরণপথে উদিত হইলে সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'অনন্তগুণ ঠিকই বলিয়াছিল যে বারবিলাসিনীদিগের উপর নির্ভর করা যায় না। কিন্ত আমি এই শোকগ্রস্তার দুঃখ দূর করিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া সে সসৈন্যে উজ্জয়িনীতে গমনপূর্বক শ্রীধরের মুক্তি সাধন করিয়া তাহাকে বহু বিত্ত প্রদানকরতঃ সেই নগরীতেই কুমুদিকার সহিত তাহার পুনর্মিলন সংঘটিত করিয়া কুমুদিকাকে সুখী করিল। স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক আর কখনও মন্ত্রীর উপদেশ অগ্রাহ্য না করিয়া সে কালক্রমে নিখিল পৃথিবীভোগ করিতে সমর্থ হইল। (৩৪-৫৩)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেশ্যাদিগের হৃদয় গভীর এবং অজ্ঞেয়। (এই স্থানে ৫৪ নং শ্লোকার্ধ লুপ্ত।) এই কাহিনী বলিয়া গোমুখ নীরব হইলে তপন্তক নরবাহনদত্তের সমক্ষে বলিল 'দেব, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, পিতৃগৃহবাসিনী অথবা বারবনিতা, কোনপ্রকার স্ত্রীলোকের প্রতিই আস্থা স্থাপন করিবেন না, কারন তাহারা সকলেই চপলমতি। এইস্থানেই যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল আমি তাহা বিবৃত করিব।

স্বামীদেহ সহ ভস্মীভূতা অসতী নারীর কাহিনী

এই নগরীতেই বলবর্মা নামক এক বণিক বাস করিত। তাহার চন্দ্রশ্রী নামক ভার্যা ছিল। একদা গবাক্ষ হইতে শীলহর নামক সুন্দর বণিকপুত্রকে দর্শন করিয়া সে তাহার সখীকে অচিরে প্রেরণকরতঃ তাহাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রিত করিল এবং তাহার সহিত গোপনে বিহার করিতে লাগিল। সে যে প্রত্যহ শীলহরের সহিত সম্ভোগ করিত একথা তাহার সখী স্বজনেরা সকলেই জ্ঞাত হইল। কেবলমাত্র তাহার পতি বলবর্মাই জানিতে পারিল না যে সে অসতী। প্রায়শঃই অনুরাগান্ধজনেরা তাহাদের পত্নীর অসতীত্বের কথা জ্ঞাত হইতে পারে না।

অতঃপর দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া বলবর্মার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিলে তাহার ভার্যা প্রত্যহ সখীগৃহে তাহার উপপতির সহিত মিলিত হইত। পরদিবস সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তাহার পতির মৃত্যু হইল। এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সে উপপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-

পূর্বক সত্বর প্রত্যাবর্তন করিল। পতিশোকে সে দৃঢ় সংকল্পের সহিত পতিদেহ সহিত চিতায় আরোহণ করিল, যদিও তাহার সহচরীগণ, যাহারা তাহার চরিত্রের কথা জ্ঞাত ছিল, তাহাকে বারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। স্ত্রীচিত্তের গতি এই প্রকার দুরবজ্ঞেয়। তাহারা অন্যের প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু পতির বিয়োগ হইলে মৃত্যু বরণ করে।' তপন্তক এই কথা বলিলে হরিশিখ বলিল 'এ বিষয়ে তোমরা কি দেবদাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহ?' (৫৪-৬৭)

পতিহননকারী অসতী নারীর কাহিনী

পুরাকালে এক গ্রামে দেবদাস নামক গৃহস্থ বাস করিত। তাহার সার্থকনাম্নী দুঃশীলা নামা পত্নী ছিল। প্রতিবেশীরা জ্ঞাত ছিল যে সে অন্যপুরুষের প্রতি আসক্ত। একদিন দেবদাস কার্যব্যপদেশে রাজদ্বারে গমন করিলে সে সেই সুযোগে পতিকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার উপপতিকে আনয়ন করিয়া গৃহের উপরিভাগে তাহাকে লুকায়িত রাখিল। নিশীথে ভোজনান্তে পতি দেবদাস যখন সুপ্ত ছিল তখন দুঃশীলা উপপতি দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইল। উপপতিকে বিদায় প্রদানপূর্বক প্রাতঃকাল পর্যন্ত তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া পরে বহির্গত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'তস্করেরা আমার পতিকে হত্যা করিয়াছে।' তাহার বলিল 'তস্করেরাই যদি উহাকে বধ করিয়া থাকিবে তবে কোন দ্রব্য তাহারা অপহরণ করে নাই কেন?' এই কথা বলিয়া তাহারা তত্রস্থ দেবদাসের বালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার পিতাকে কে বধ করিয়াছে?' তখন সে স্পষ্ট উত্তর করিল 'দিবাভাগে এক ব্যক্তি গৃহের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া নিশীথে নিম্নে অবতরণপূর্বক আমার চক্ষের উপর আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু প্রথমে আমার মাতা আমাকে লইয়া পিতার পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছিল।' তখন মৃত ব্যক্তির স্বজনেরা পত্নীর উপপতিদ্বারা দেবদাস হত হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া অন্বেষণপূর্বক তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তথায় তাহাকে অচিরে নিধন করিল এবং দুঃশীলাকে নির্বাসিত করিয়া বালকটিকে গ্রহণ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পরপুরুষাসক্ত নারী নিঃসংশয়ে ভুজঙ্গীর ন্যায় দংশন করে।' হরিশিখ এই কথা বলিলে গোমুখ পুনরায় বলিল 'অন্য

কাহিনীতে কি প্রয়োজন? বৎসরাজ, ভৃত্য বজ্রসারের কপালে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা শ্রবণ কর—(৬৮-৭৯)

পত্নী কর্তৃক নাসাকর্ণ ছিন্ন বজ্রসারের কাহিনী

সেই সাহসী এবং সুপুরুষের মালবদেশজা স্বদেহাপেক্ষা প্রিয়তমা সুরূপা পত্নী ছিল। কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত একদা তাহার শ্বশুর স্বয়ং সপুত্র মালব হইতে বজ্রসার ও তাহার পত্নীকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল। বজ্রসার তাহাকে আপ্যায়িত করিল এবং নৃপতিকে নিমন্ত্রণের কথা জ্ঞাত করিয়া শ্বশুর এবং ভার্যার সহিত মালবে গমন করিল। শ্বশুরালয়ে মাসমাত্র অবস্থান করিয়া সে ভূপতির সেবার্থ প্রত্যাবর্তন করিল কিন্তু তাহার ভার্যা মালবেই রহিয়া গেল। কিয়দ্দিবসান্তে ক্রোধন নামক তাহার এক মিত্র তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল 'পত্নীকে তাহার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিয়া স্বীয় পরিবারের ধ্বংসসাধন করিতেছ কেন? ঐ পরিত্যক্তা রমণী তথায় পরপুরুষ সঙ্গ করিতেছে। তথা হইতে আগত জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তি অদ্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে। এই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া মনে করিও না। উহাকে শাস্তিপ্রদান করিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ কর।' ক্রোধন এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে বজ্রসার কিয়ৎকাল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল 'এই কথা সত্য হইতে পারে। অন্যথা তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেও সে কেন আগমন করিল না? আমি তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি।' (৮০-৮৮)

এইরূপ সংকল্প করিয়া সে মালবে গমন করিল এবং শশুর এবং শ্বাশুড়ীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক ভার্যার সহিত যাত্রা করিল। বহুদূরে গমন করিয়া সে কৌশলপূর্বক অনুচরদিগকে এড়াইয়া ভুলপথে ভার্যাসহ গভীর বনে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সে বিজনে পত্নীকে বলিল 'আমি আমার জনৈক বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে তুমি কোন পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হইয়াছ। যখন আমি গৃহ হইতে তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিয়াছিলাম তখনও তুমি আগমন কর নাই। আমাকে সত্য কথা বল, নতুবা তোমাকে আমি শাস্তি প্রদান করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তাহাকে বলিল 'ইহাই যদি তোমার মনোগত অভিপ্রায় হইয়া থাকে তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর।' তাহার

এই ঘৃণাপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া সে ক্রুদ্ধ হইল এবং উহাকে এক বৃক্ষে বন্ধন করিয়া লতাদ্বারা তাড়না করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে নগ্ন করিতে করিতে সেই মূর্খ তাহাকে আলিঙ্গন করিলে তাহার পত্নী অনিচ্ছা প্রকাশপূর্বক বলিল 'আমি সম্মত হইতে পারি যদি তুমি আমাকে যে রূপ করিয়াছিলে তদ্রূপ তোমাকে বন্ধনপূর্বক লতাদ্বারা তাড়না করিতে সমর্থ হই।' কামদেব কর্তৃক তাহার হৃদয় কদলীবৎ হওয়াতে বজ্রসার সম্মত হইলে সে উহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া বজ্রসারেরই অসিদ্বারা তাহার নাসিকা এবং কর্ণ ছেদন করিয়া উহার খড়্গ এবং বস্ত্র গ্রহণপূর্বক পুরুষের ছদ্মবেশে যথেচ্ছা গমন করিল।

কর্ণ এবং নাসিকা ছিন্নাবস্থায় বজ্রসার প্রচুর রক্তমোক্ষণ হইলে আত্ম-সম্মানহারা হইয়া নতবদনে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তথায় তখন ওষধিসন্ধানে আগত জনৈক দয়ালু ভিষক তাহার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার বন্ধন উন্মোচনকরতঃ স্বীয়গৃহে আনয়ন করিলেন। বজ্রসার তাহার চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া ধীরে ধীরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ বহু অন্বেষণ সত্ত্বেও তাহার দুষ্টা ভার্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতে অসমর্থ হইল। সে সমস্ত ঘটনা ক্রোধনের নিকট বিবৃত করিল এবং ক্রোধন তাহা বৎসরাজ সমক্ষে নিবেদন করিলে সকল ব্যক্তি উহাকে এই কথা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল যে তাহার পুরুষের পরিচ্ছদ হরণ করিয়া এবং যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করিয়া উহার স্ত্রী উত্তম কার্যই করিয়াছে, কারণ সে পৌরুষহারা হইয়া স্ত্রীলোক হইয়া গিয়াছিল। এতৎ সত্ত্বেও বজ্রসার বজ্রবৎ হৃদয় সহ লজ্জাহারা হইয়া এই স্থানেই বাস করিতেছে। এতএব, দেব ! স্ত্রীলোককে কি বিশ্বাস করিতে আছে ?' গোমুখ এই কথা বলিলে মরুভূতি পুনরায় বলিল, 'স্ত্রীচিত্ত অস্থির। উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন।'

সিংহবল এবং তাহার চপলা স্ত্রীর কাহিনী

পুরাকালে দক্ষিণাপথে সিংহবল নামক নরপতি বাস করিত। (৮৯-১০৮) অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মালবরাজ নন্দিনী কল্যাণবতী তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ভার্যা ছিল এবং সেই মহিষীর সহিত নৃপতি রাজ্যশাসন করিত। একদা তাহার গোত্রজ পরাক্রান্ত স্বজনেরা সম্মিলিত হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলে সে কতিপয় অনুচর, রাজ্ঞী এবং অস্ত্রসহ মালবরাজ্যে শ্বশুর গৃহে যাত্রা করিল।

সেই পথে বনমধ্যে একটি সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিলে সেই বীর অনায়াসে খড়্গের এক আঘাতে উহাকে দ্বিখণ্ড করিল। এই বন্য গজ বৃংহিতনাদ করিতে করিতে উহার সমীপে আগমন করিলে সে উহাকে পরিক্রমাপূর্বক খড়্গ দ্বারা উহার শুণ্ড এবং পাদচ্ছেদন করিয়া গজমুক্তা হরণকরতঃ উহাকে হত্যা করিল। বন্য রাজহস্তী যেরূপ কমলিনী মথিত করে সেও তদ্রূপ একাকী তস্কর চমূদিগকে পদ্মের ন্যায় বিদলিত করিয়াছিল। এইরূপে অদ্ভুত শৌর্যপ্রদর্শনান্তে পথ পর্যটন সমাপ্ত করিয়া সেই সত্ত্বসাগর মালবদেশে আগমনপূর্বক ভার্যাকে বলিল 'পথে যাহা ঘটিয়াছে পিতৃগৃহে গমন করিয়া তুমি তাহা কাহাকেও বলিও না, কারণ দেবি! উহাতে আমি লজ্জা পাইব। সাহস প্রদর্শন করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এমন কি প্রশংসার্হ হইতে পারে?' তাহাকে এই আদেশ প্রদানপূর্বক তাহার সহিত শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিয়া শ্বশুর কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিল। তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক শ্বশুর তাহাকে বহু গজ এবং অশ্বপ্রদান করিলে সে গজনীক নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট গমন করিল। শত্রু-বিজয় মানসে সে পত্নী কল্যাণবতীকে তাহার পিতার নিকটেই রাখিয়াছিল। (১০৯-১১৯)

তাহার গমনের কিয়দ্দিবসান্তে তাহার স্ত্রী যখন বাতায়নে দণ্ডায়মান ছিল তখন জনৈক পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল। তাহাকে দর্শন মাত্রই তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া সে কামশরাঘাতে আহত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল 'আমি জ্ঞাত আছি আমার আর্যপুত্র অপেক্ষা অধিকতর সুরূপ অথবা শৌর্যশালী আর কেহ নাই। কিন্তু হায়! আমার হৃদয় এই পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হইবার তাহা হউক। আমি অদ্যই উহার সহিত বিহার করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে কৃতসংকল্প হইয়া রহস্যধারিণী নাম্নী তাহার এক সখীর নিকট মনোবাঞ্ছাব্যক্ত করিয়া সে রজনীতে রণজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে বাতায়নপথে অন্তঃপুরে আনয়ন করিলে সেই পুরুষের এমন সাহস হইল না যে সে কল্যাণবতীর সহিত একই পর্যঙ্কে উপবেশন করে। সে দূরে পৃথক আসন গ্রহণ করিল। এতদৃষ্টে রাজ্ঞী তাহাকে হীন পুরুষ বলিয়া মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইল। সেই মুহূর্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরমান একটি সর্প উপর হইতে নিম্নে আগমন করিলে সেই ব্যক্তি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক হইতে একটি বাণদ্বারা ভুজঙ্গটিকে হত্যা করিয়া বাতায়ন পথে বহির্দেশে নিক্ষেপকরতঃ বিপন্মুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া সানন্দে কাপুরুষের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। কল্যাণবতী উহাকে

নৃত্য করিতে দেখিয়া বারংবার চিন্তা করিতে লাগিল 'হায়! হায়! এই হীন অধর্ম কাপুরুষের দ্বারা কোন্ কার্য সাধিত হইবে?' তাহার চিত্তজ্ঞ সখী তাহাকে বিরক্ত দেখিয়া বহির্দেশে গমন করিয়া সত্বর প্রত্যাবর্তনপূর্বক শঙ্কিত হইয়া বলিল 'দেবি! আপনার পিতা আগমন করিতেছেন, সুতরাং এই যুবক যে পথে আগমন করিয়াছে সেই পথে সত্বর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করুক,' সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া সে রজ্জুর সাহায্যে গবাক্ষপথে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় পতিত হইলেও সৌভাগ্যক্রমে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল না। (১২০-১৩২)

সে প্রস্থান করিলে কল্যাণবতী সখীকে বলিল 'এই হীন পুরুষটিকে বহিষ্কৃত করিয়া তুমি উত্তম কার্যই সাধন করিয়াছ। তুমি আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া আমার বিরক্তি জ্ঞাত হইয়াছিলে। আমার ভর্তা সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হত্যা করিয়া বিনয়বশতঃ উহা গোপন করেন, আর এই কাপুরুষ একটি সর্প নিহত করিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। আমি এইরূপ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া কি এই অতি সাধারণ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইব? আমার চপল মনকে অথবা স্ত্রীজাতিকেই ধিক্, যাহারা মক্ষিকার ন্যায় কর্পূর ত্যাগ করিয়া অশুচি দ্রব্যে আকৃষ্ট হয়।' এই প্রকারে আত্মধিক্কারে রজনী যাপন করিয়া সে পিতৃগৃহে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সিংহবল গজানীক-প্রদত্ত সৈন্যবলে বলীয়ান হইয়া ঐ পঞ্চস্বজনকে বধকরতঃ স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারপূর্বক শ্বশুরকে বহুবিত্ত দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে ভার্যাকে আনয়নপূর্বক নিষ্কণ্টকে বহুকাল পৃথিবী শাসন করিয়াছিল।

সুতরাং দেব, এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে বীর ও রূপবান্ স্বামী থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্না নারীদিগের চিত্ত চঞ্চল হয়। বিশুদ্ধচেতা স্ত্রীলোক বিরল।'

বৎসরাজ তনয় নরবাহনদত্ত মরুভূতি বর্ণিত এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া গভীর সুখনিদ্রায় সেই রজনী যাপন করিল। (১৩৩-১৪১)

ইতি মহাকবি শ্রী সোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৪১
ক্রমিক সংখ্যা—১০,৯৯১

তৃতীয় তরঙ্গ

অতঃপর প্রাতঃকালে অবশ্য কর্তব্যকর্ম সমাপনান্তে নরবাহনদত্ত সচিবদিগের সহিত স্বীয় উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিলে প্রথমে তথায় আকাশ হইতে বহু বিদ্যাধরী সহ একটি প্রভাপুঞ্জ অবতীর্ণ হইতে দর্শন করিল। সেই দীপ্তিমতীদিগের মধ্যে নক্ষত্রপুঞ্জস্থিত শশিকলার ন্যায় একটি লোচনহারিণী কন্যার দর্শন লাভ করিল। তাহার বদন ছিল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়, লোচন ছিল সঞ্চরমান ভ্রমরের ন্যায়, গমন ছিল বারিতে চলমান মরালের ন্যায়, গাত্রে ছিল নীলোৎপলের সৌরভ এবং ত্রিবলী, কটিদেশ ছিল মুক্তাহারে শোভিত। মনে হইল যেন কন্দর্পের উদ্যানস্থিত সরোবর হইতে তত্রস্থ মূর্তিমতী দেবী উত্থিত হইয়া দর্শন প্রদান করিতেছেন। স্মর-সঞ্জীবনী সেই আকর্ষণীয়া যুবতীকে দর্শন করিয়া নরবাহনদত্তের চিত্ত চন্দ্রদৃষ্ট সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইল। সচিবদিগের সহিত তাহার সমীপে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিতে লাগিল, 'সুন্দরী নির্মাণে বিধাতার কত বৈচিত্র্য!' সেই রমণী তাহার দিকে সপ্রেম তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নরবাহনদত্ত তাহাকে শুধাইল 'কল্যাণি, তুমি কে এবং কি নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছ?' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই যুবতী বলিল, 'আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন।'

হিমালয়ে কাঞ্চনশৃঙ্গ নামক একটি হৈমপুরী আছে। (১-৯) তথায় ধার্মিক শরণাগত অনাথবৎসল স্ফটিকযশ নামক বিদ্যাধরাধিপতি বাস করেন। গৌরীদেবীর বরে তাহার রাজ্ঞী হেমপ্রভার গর্ভজাতা আমি তাহার শক্তিযশা নামা কন্যা বলিয়া জানিবেন। আমার পঞ্চভ্রাতা বিদ্যমান, এবং আমি পিতার প্রাণপ্রিয়া কনিষ্ঠা সন্তান। তাহার উপদেশে ব্রত স্তবাদি দ্বারা গৌরীদেবীর অর্চনা করিলে তিনি হৃষ্ট হইয়া আমাকে যাদুবিদ্যা শিক্ষাপ্রদান করিয়া অনুগ্রহপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'তোমার যাদুবল তোমার পিতার যাদুবল অপেক্ষা দশগুণ বেশী শক্তিশালী হইবে এবং বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্তী বৎসরাজ-তনয় নরবাহনদত্ত তোমার পতি হইবে।' শর্বাণী এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলে আমি তাহার প্রসাদে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে যৌবনপ্রাপ্তা হইলাম। গত রজনীতে দেবী আগমনকরতঃ আদেশ করিয়াছেন, 'বৎস, আগামীকল্য তুমি তোমার পতি সন্দর্শনে গমন করিয়া সেই দিবসই প্রত্যাবর্তন করিবে, কারণ মাসান্তে তোমার পিতা তোমার বিবাহ কার্য সম্পাদন করিবে; সে বহুকাল যাবৎ এই আশা হৃদয়ে পোষণ

করিতেছে।' দেবী আমাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলে রজনীও অবসান হইল। আর্যপুত্র আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে প্রস্থান করিব।' এই কথা বলিয়া শক্তিযশা সহচরীদিগের সহিত আকাশমার্গে পিতৃনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল

কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে উৎসুক নরবাহনদত্ত বিষণ্ন হইয়া এক-মাসকে একযুগ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহাকে এই প্রকার বিষণ্ন দেখিয়া গোমুখ বলিল, 'আমি একটি চিত্তবিনোদিনী আখ্যায়িকা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন।' (১০-২১)

নৃপতি সুমনা, নিষাদ কন্যা এবং বিজ্ঞ শুকের কাহিনী।

পুরাকালে কাঞ্চনপুরী নামা নগরী ছিল এবং তথায় মহান্ নরপতি সুমনা বাস করিত। প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি দুর্গম কান্তার অতিক্রম করিয়া শত্রুদিগের বহু দুর্গ জয় করিয়াছিল। একদিন যখন সে রাজসভায় সমাসীন ছিল তখন প্রতিহার আসিয়া তাহাকে বলিল, 'দেব! নিষাদরাজ-দুহিতা মুক্তালতা ভ্রাতা বীরপ্রভের সহিত শুকহস্তে দ্বারের বহির্দেশে মহারাজের দর্শনার্থী হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।' 'উহাকে প্রবেশ করিতে দাও', নৃপতি এই কথা বলিলে সে প্রতিহার কর্তৃক তথায় আনীত হইল। ভিল্লকন্যা রাজসভা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ সকলে উহার রূপ দর্শনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই কন্যা মানবী নহে, নিশ্চয়ই কোন দিব্যাঙ্গনা হইবে।' সে রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'দেব! এই শুক চতুর্বেদজ্ঞ। ইহার নাম শাস্ত্রজ্ঞ। এই কবি শুক সমস্ত বিদ্যায় এবং কলায় সুশিক্ষিত।' নৃপতি ময়ের আদেশে আমি ইহাকে অদ্য হেথায় আনয়ন করিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুন।' এই কথা বলিয়া সে শুকটিকে প্রদান করিল এবং প্রতিহার উহাকে দর্শনোৎসুক রাজার নিকট আনয়ন করিলে শুক বক্ষ্যমান শ্লোকটি আবৃত্তি করিল, 'রাজন, ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, আপনার ধূম্রশ্যাম শৌর্য শত্রু বিধবাদিগের দীর্ঘ নিঃশ্বাস-বাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা অদ্ভুত যে আপনার প্রতাপানল শিখা তাহাদের পরাজয়জনিত প্রচুর অশ্রুপাতে দশদিক আলোকিত করিয়া আরও প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত হইতেছে।' (২২-৩১)

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুক চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় বলিল,

'আপনি কি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন ? বলুন, কোন্ শাস্ত্র হইতে আবৃত্তি করিব।'

নৃপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইলে তাহার মন্ত্রী বলিল, 'দেব ! আমার ধারণা, ইনি পূর্বকালের কোন ঋষি, শাপগ্রস্ত হইয়া শুক হইয়াছেন। কিন্তু সুকৃতি বলে ইনি জাতিস্মর হওয়াতে পূর্বে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা উঁহার স্মরণে আছে।' মন্ত্রীরা ভূপতিকে এইকথা বলিলে সে শুককে বলিল, 'হে ভদ্র, আপনার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। আপনার কোথায় জন্ম হইয়াছিল ? শুকাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াও আপনার কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞান রহিয়াছে ? আপনি কে ?' তখন সাশ্রুনয়নে শুক ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, 'দেব ? আমার বৃত্তান্ত খুবই দুঃখের। কিন্তু আপনার আদেশানুসারে উহা বিবৃত করিব। আপনি শ্রবণ করুন।'

শুকের আত্মজীবনী

দেব, হিমালয়ের সন্নিকটে বেদ তুল্য একটি রোহিণী বৃক্ষ আছে। দ্বিজেরা যেরূপ উহার বহুশাখা আশ্রয় করেন, তদ্রূপ পক্ষিগণ উহার আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত বহুশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তথায় একটি শুক শুকীর সহিত নীড় নির্মাণ করিয়াছিল এবং পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির নিমিত্ত আমি ঐ দম্পতির সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি জন্মিবামাত্রই আমার মাতা শুকী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে আমার বৃদ্ধপিতা আমাকে তাহার পক্ষাশ্রয়ে সযত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী শুকদিগের কর্তৃক আনীত ফলাবশেষ গ্রহণকরতঃ এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ আমাকে প্রদান করিয়া আমার পিতা তথায় বাস করিতে লাগিলেন। (৩২-৪০)

একদা তথায় ভয়ংকর একদল ভীল্ল উচ্চ গোশৃঙ্গনাদে তুর্যধ্বনি করিতে করিতে মৃগয়ার্থে আগত হইলে সেই মহারণ্যযুদ্ধে পলায়নপর সৈন্যবাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। যখন পুলিন্দগণ জীবিত পশুদিগকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল তখন ভীত কৃষ্ণসারগণ মনে হইল যেন ধূলিধূসরিত পতাকা, সভয়ে আন্দোলিত চমরী মৃগগণের পুচ্ছ চামর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্ত দিবস এই কৃতান্ত ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া শবরবৃন্দ ভার ভার মাংস লইয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু জনৈক বৃদ্ধ শবর মাংস প্রাপ্ত না হইয়া সায়ংকালে ঐ বৃক্ষ দর্শন করিয়া ক্ষুধিতাবস্থায় উহার নিকট

আগমনপূর্বক সত্বর বৃক্ষারোহণকরতঃ শুক এবং অন্যান্য পক্ষীদিগকে নীড় হইতে আকর্ষণ করিয়া উহাদিগকে বধান্তে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। কৃতান্ত কিংকরের ন্যায় তাহাকে সমীপবর্তী হইতে দেখিয়া আমি সভয়ে পিতার পক্ষপুটে আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। ইতোমধ্যে ঐ পাতকী আমাদের নীড়ের নিকট আগমনকরতঃ আমার পিতাকে নিষ্ক্রান্তপূর্বক তাহার গ্রীবাদেশে পিষ্ট করিয়া তাহাকে বৃক্ষমূলে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। পিতার সহিত আমিও ভূমিতলে পতিত হইয়া তাহার পক্ষাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে তৃণ ও পত্রাদির ভিতর লুক্কায়িত রহিলাম। সেই দুরন্ত ভীল্ল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কতক শুক ভর্জিত করিয়া আহার করিল এবং কতক স্বগ্রামে লইয়া গেল।

তখন আমি নির্ভয়ে দীর্ঘ দুঃখময় রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে যখন প্রদীপ্ত জগৎ-চক্ষু আকাশে ঊর্ধ্ব আরোহণ করিলেন তখন তৃষ্ণার্ত হইয়া পক্ষদ্বারা ভর করিতে করিতে কম্পমান অবস্থায় প্রস্ফুটিত কমলপূর্ণ নিকটস্থ এক সরোবর সমীপে আগমন করিলাম। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই যেন আমি তথায় সদ্যস্নাত মরিচীমুনির দর্শন লাভ করিলাম। আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি জলবিন্দু দ্বারা আমার মুখ প্রক্ষালন করিয়া একটি পত্রপুটে আমাকে স্থাপনকরতঃ তাহার আশ্রমে আনয়ন করিলেন। তথায় আমাকে দর্শন করিয়া কুলপতি পুলস্ত্য হাস্য করিলে অন্যান্য মুনিগণ তাহার হাস্যের কারণ জানিতে চাহিলে সেই দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষি বলিলেন, 'এই অভিশপ্ত শুকটিকে দেখিয়া আমি হাস্য করিয়াছিলাম, আহ্নিকান্তে তোমাদিগের নিকট ইহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে পূর্ব পূর্বজন্মের কথা ইহার স্মরণে উদিত হইবে।' আহ্নিক সমাপনান্তে পুলস্ত্য ঋষি উত্থান করিলে অন্যান্য ঋষিগণ কর্তৃক পুনরায় পৃষ্ট হইয়া মহর্ষি মদ্বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। (৪১-৫৮)

শুকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত সংক্রান্ত সোমপ্রভ, মনোরথপ্রভা এবং মকরন্দিকার কাহিনী

রত্নাকর নগরীতে আসমুদ্র ক্ষিতিতল শাসক জ্যোতিষ্প্রভা নামক পরাক্রান্ত নরপতি ছিল। তাহার হর্ষবতী রাজ্ঞীর গর্ভে কঠোর তপশ্চর্যান্তে শিবের প্রসাদে তাহার একপুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বপ্নে রাজ্ঞী তাহার মুখে চন্দ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম

রাখিলেন সোমপ্রভ। প্রজাদিগের নয়নানন্দ বর্ধন করিয়া সোভপ্রভ অমৃত গুণরাজি সহ ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পিতা জ্যোতিঃপ্রভা পুত্রকে বীর, প্রজাপ্রিয় এবং রাজ্যভার বহনে সক্ষম যুবক দেখিয়া তাহাকে সানন্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। স্বীয় সচিব প্রভাকরের পুত্র ধার্মিক প্রিয়ংকরকে সে তাহার মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিল। তৎকালে মাতলি একটি দিব্য অশ্বসহ স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্বক সোভপ্রভের সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি ইন্দ্রের সখা একজন বিদ্যাধর, ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার সহিত পূর্ব মৈত্রীর কথা স্মরণ করিয়া তিনি উচ্চৈঃশ্রবার সুত আশুশ্রবা নামক উত্তম অশ্ব তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করিলে তুমি শত্রুদিগের অজেয় হইবে।' এই কথা বলিয়া বাসব-সারথি যথাবিধি সম্মানিত হইয়া ঐ ঘোটকরত্ন সোমপ্রভকে প্রদানপূর্বক পুনরায় ব্যোমমার্গে প্রস্থান করিল।

সেই দিবস উৎসবানন্দে অতিবাহিত করিয়া সোমপ্রভ পর দিবস নৃপতি পিতাকে কহিল, 'দিগ্বিজয় ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদিত হয় না, সুতরাং আপনি আমাকে দেশজয় করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন।' পিতা জ্যোতিঃপ্রভা সানন্দে সম্মতি প্রদান করিয়া তাহার দিগ্বিজয় যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। অতঃপর সোমপ্রভ পিতাকে প্রণাম করিয়া এক শুভ দিনে ইন্দ্র প্রদত্ত হয়ারোহণে সৈন্যসহ দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিল। তাহার উত্তম অশ্বের সহায়তায় দুর্বার বিক্রমে সে পৃথিবীর প্রতিটি নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের রত্নাদি হরণ করিল। সে তাহার ধনুক এবং শত্রুদিগের মস্তক একই সঙ্গে নমিত করিলে তাহার ধনুক পুনর্বার উন্নমিত হইয়াছিল কিন্তু শত্রুদিগের শির আর উন্নমিত হয় নাই।

বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে সে হিমালয়ের সন্নিকটে আগমনকরতঃ তথায় সৈন্যদিগকে রাখিয়া বনান্তরে মৃগয়ার্থ গমন করিল। তথায় দৈবাৎ এক রত্নভূষিত কিন্নরকে দর্শন করিয়া উহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত সে ইন্দ্রপ্রদত্ত অশ্বপৃষ্ঠে উহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে কিন্নর পর্বত গুহায় অদৃশ্য হইল। কিন্তু ঘোটক তাহাকে বহুদূরে লইয়া গিয়াছিল। (৫৯-৭৭)

চতুর্দিকে তেজ বিস্তার করিয়া সূর্যদেব পশ্চিম অস্তাচলে আগমনপূর্বক সন্ধ্যার সহিত সংগত হইলে সে বহুকষ্টে প্রত্যাবর্তনপূর্বক একটি বিশাল সরোবর দর্শনকরতঃ ক্লান্ত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক সেই রজনী ঐ সরোবর তটে অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিল। অশ্বকে তৃণোদক প্রদানপূর্বক সে স্বয়ং ফল ও জল গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি অপনোদন

করিলে দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিল। কৌতূহলবশতঃ শব্দাভিমুখে গমনকরতঃ সে নাতিদূরে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে জনৈকা দিব্যাঙ্গনাকে সঙ্গীতে রত দৃষ্টি সবিস্ময়ে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই সুন্দরী ললনা কে হইতে পারেন?' সেই দিব্যাঙ্গনাও তাহার সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া আতিথ্য সম্পাদনান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে এবং কি প্রকারে এই দুর্গম স্থানে উপনীত হইয়াছেন আমাকে বলুন।' এই কথা শ্রবণে সে স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাকে শুধাইল, 'এখন বল, তুমি কে এবং এই অরণ্যে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ?' সে এইরূপ প্রশ্ন করিলে দিব্যাঙ্গনা বলিল, 'আমার কাহিনী শ্রবণ করিতে যদি ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তবে আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।' এইরূপ ভূমিকা করিয়া সে বাষ্পপূর্ণ নেত্রে বলিতে লাগিল। (৭৮-৮৫)

মনোরথপ্রভা এবং রশ্মিমতের বৃত্তান্ত

এইস্থানে হিমালয়ের অধিত্যকায় কাঞ্চনাভ নাম্না নগরীতে বিদ্যাধররাজ পদ্মকূট বাস করেন। তাহার রাজ্ঞী হেমপ্রভার গর্ভে তাহার কন্যা, আমার জন্ম হয়। আমার নাম মনোরথপ্রভা এবং পিতা আমাকে তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। বিদ্যাবলে আমি সখীদিগের সহিত দ্বীপ, প্রধান প্রধান পর্বতসমূহ, বন এবং উপবনাদি সানন্দে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যহ দিবসে তৃতীয় প্রহরে পিতার ভোজনের সময় স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিতাম। একদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এইস্থানে আগত হইয়া সমিত্র জনৈক মুনিপুত্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। দূতীর ন্যায় তাহার রূপশোভায় আকৃষ্ট হইয়া আমি তাহার সমীপে আগমন করিলে সেও আকূতি দৃষ্টিতে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। আমি সেখানে উপবেশন করিলে আমার সখী উভয়ের মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া মুনিপুত্রের সখা প্রমুখাৎ তাহাকে প্রশ্ন করিল 'ভদ্রের পরিচয় আমাকে প্রদান করিবেন কি?' তাহার মিত্র প্রত্যুত্তর করিল, 'সখি, এই স্থান হইতে নাতিদূরে এক তপোবনে দীধিমান নামক মুনি বাস করেন। সেই ব্রহ্মচারী একদা এইস্থানে স্নানার্থ আগমন করিলে ঠিক একই সময়ে লক্ষ্মীদেবীও হেথায় আগত হইলেন। সেই প্রশান্ত, দৃঢ়তপা ঋষির দেহ প্রাপ্ত হইতে অসমর্থ হইয়া কিন্তু মনে মনে তাহাকে অতিমাত্রায় কামনা করাতে লক্ষ্মীদেবীর এক মানসপুত্রের জন্ম হইল। তিনি সেই পুত্রটিকে দীধিমানের নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন,

'তোমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি এই পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাকে গ্রহণ কর।' মুনিকে পুত্র প্রদান করিয়া শ্রীদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। ঋষি অনায়াসলব্ধ পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইল এবং তাহার রশ্মিমান নামকরণ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিতে লাগিল ও উপবীত সংস্কারান্তে স্নেহবশতঃ তাহাকে সর্ববিদ্যায় শিক্ষিত করিল। আপনাদের সম্মুখে যে যুবক মুনি দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাকেই শ্রীদেবীর পুত্র আমার সহিত আনন্দভ্রমণে রত, রশ্মিমান বলিয়া জানিবেন।' মুনিযুবকের সখার নিকট হইতে আমার সখী এই কথা শুনিয়া তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আপনাকে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আমার পরিচয় প্রদান করিল। (৮৬-১০০)

অতঃপর আমি এবং মুনিপুত্র পরস্পরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও আসক্ত হইলাম। তথায় যখন অবস্থান করিতেছিলাম তখন আমার দ্বিতীয় সখী আমাদের গৃহ হইতে আগমন করিয়া বলিল, 'মুগ্ধে! গাত্রোত্থান কর। তোমার পিতা তোমার নিমিত্ত প্রাসাদে তাঁহার কক্ষে অবস্থান করিতেছেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া, 'আমি শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করিব', এই কথা বলিয়া মুনিযুবককে তথায় পরিত্যাগপূর্বক সভয়ে পিতৃসকাশে উপস্থিত হইলাম। স্বল্পাহারান্তে আমি তথা হইতে বহির্গত হইলে প্রথমা সখী আমার নিকট আগমন করিয়া স্বেচ্ছায় বলিল, 'সখি, সেই মুনিপুত্রের মিত্র দ্বারপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে সত্বর বলিয়াছে, পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত আকাশ-ভ্রমণ বিদ্যায় আমাকে শিক্ষিত করিয়া রশ্মিমান আমাকে মনোরথপ্রভার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হেথায় প্রেরণ করিয়াছে। দারুণ মদনবাণে প্রপীড়িত হইয়া সে প্রাণেশ্বরীর দর্শন প্রাপ্ত না হইলে আর এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করিতে পারিবে না।' এই কথা শ্রবণমাত্র মুনিপুত্র-সখার সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে আমার সখীর সহিত হেথায় আগমন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে মুনিপুত্র আমার বিরহে চন্দ্রোদয়ের সহিত তাহার অমৃতোপম প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। তাহার বিয়োগে আর্ত হইয়া আমি আমার তনুকে নিন্দা করিতে করিতে তাহার কলেবরসহ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু এই মুহূর্তে তেজঃপুঞ্জাকৃতি জনৈক পুরুষ আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক তাহার দেহ গ্রহণ করিয়া আকাশপথেই প্রস্থান করিয়াছে।

অতঃপর আমি স্বীয় দেহ এককভাবে অগ্নিতে বিসর্জন করিতে উদ্যত হইলে হেথায় আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছে, 'মনোরথপ্রভে,তুমি এই কার্য করিও না। যথাকালে তুমি মুনিপুত্রের সহিত পুনর্মিলিত হইবে।'

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহত্যার সংকল্প ত্যাগ করিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে এইস্থানে অপেক্ষাকরতঃ শিবার্চনায় ব্রতী হইয়াছি। মুনিপুত্রের সখা কোথাও অন্তর্ধান করিয়াছে।"

বিদ্যাধর-কন্যা এই কথা বলিলে সোমপ্রভ তাহাকে শুধাইল, 'তুমি এখানে একাকিনী অবস্থান করিতেছ কেন? তোমার সখী কোথায়?' বিদ্যাধর-কন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'সিংহবিক্রম নামক এক বিদ্যাধরাধিপ আছেন। তাঁহার মকরন্দিকা নাম্নী অতুলনীয়া কন্যা আছে। সে আমার প্রাণসমা সখী, আমার দুঃখে দুঃখিতা হয়। অদ্য আমার বার্তা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহার সখীকে প্রেরণ করিয়াছে। তাহার সখীর সহিত আমার সখীকেও প্রেরণ করিয়াছি এবং তন্নিমিত্তই আমি সম্প্রতি একাকিনী আছি।' সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন আকাশ হইতে অবতীর্ণমানা তাহার সখীকে সোমপ্রভকে দর্শন করাইল। সখীর নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া সে তাহার সখীর দ্বারা সোমপ্রভের নিমিত্ত পত্রশয্যা রচনা করাইল এবং সোমপ্রভের অশ্বকেও ঘাস প্রদান করাইল। (১০১-১২১)

সেই রজনী তথায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে তাহারা দেখিতে পাইল যে আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক একজন বিদ্যাধর উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ-প্রভাকে বলিল, 'মনোরথপ্রভে, নৃপতি সিংহবিক্রম তোমাকে বলিতে আদেশ করিয়াছেন যে তোমার সখী, তাহার কন্যা মকরন্দিকা, তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তুমি পতি প্রাপ্ত না হইলে সে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং তুমি আগমনকরতঃ তাহাকে বুঝাইয়া বল যাহাতে সে বিবাহ করিতে সম্মত হয়।' বিদ্যাধরকন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া সখী সন্দর্শনে গমন করিতে উদ্যত হইলে রাজা সোমপ্রভ তাহাকে বলিল, 'হে অনঘে, বিদ্যাধর রাজ্য দর্শন করিতে আমার ঔৎসুক্য হইতেছে। আমাকেও তথায় লইয়া যাও। আমার অশ্বের নিমিত্ত এখানে যথেষ্ট ঘাস থাকিবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সম্মত হইলে সোমপ্রভকে দেবজয়ের উৎসঙ্গে স্থাপন করিয়া সে সখী সহ তাহাকে লইয়া ব্যোমপথে গমন করিল।

তথায় উপনীত হইলে মকরন্দিকা তাহাকে সংবর্ধনা করিল এবং সোমপ্রভকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কে?' মনোরথপ্রভা তখন সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে মকরন্দিকার হৃদয় তৎক্ষণাৎ সোমপ্রভের প্রতি আকৃষ্ট হইল। সোমপ্রভও লক্ষ্মীস্বরূপা তাহার প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোন্ সৌভাগ্যশালী পুরুষ ইহার বর হইবে?' (১২২-১৩১)

তখন বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে মনোরথপ্রভা মকরন্দিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সুন্দরি, তুমি বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক কেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, 'তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়। তুমি পতিগ্রহণ না করিলে আমি কি প্রকারে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইব?' স্নেহপূর্ণ বচনে মকরন্দিকা এই কথা বলিলে মনোরথপ্রভা কহিল, 'সুন্দরি, আমি বর মনোনীত করিয়াছি, এবং তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত হেথায় অপেক্ষা করিতেছি।' সে এই কথা বলিলে মকরন্দিকা বলিল 'তুমি যেরূপ বলিবে আমি তদ্রূপ করিব।'

তখন মনোরথপ্রভা তাহার চিত্তের প্রকৃত ভাব অনুমান করিয়া বলিল, 'সখি, ভুবন ভ্রমণ করিয়া সোমপ্রভ তোমার অতিথিরূপে হেথায় আগমন করিয়াছে। সুতরাং তোমার যথাবিধি অতিথি সৎকার করা কর্তব্য।' এই কথা শ্রবণ করিয়া মকরন্দিকা বলিল, 'আমি তাঁহার প্রতি আতিথ্য প্রদর্শন করিতে নিজেকে ব্যতীত আর সমস্ত বস্তুই তাহাকে অর্পণ করিয়াছি। উনি যদি আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা করিতে পারেন।' সে এই কথা বলিলে মনোরথপ্রভা মকরন্দিকার পিতৃসকাশে তাহাদের উভয়ের পরস্পরের ভালবাসার কথা ব্যক্ত করিয়া উহাদের পরিণয় সুস্থির করিল। তখন মনোবল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সানন্দে তাহাকে বলিল, 'আমি অধুনা তোমার তপোবনে গমন করিব, কারণ মন্ত্রী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমার সৈন্যদল আমার অন্বেষণে তথায় আগমন করিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া আমার কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে মনে করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। সুতরাং আমি সম্প্রতি গমনপূর্বক সৈন্যদিগের বার্তা জ্ঞাত হইয়া হেথায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক কোন শুভদিনে মকরন্দিকাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া মনোরথপ্রভা উহাকে দেবজয়ের ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল। (১৩২-১৪৩)

ইতোমধ্যে তাহার মন্ত্রী প্রিয়ঙ্কর তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সসৈন্যে তথায় আগমন করিল। সোমপ্রভ তাহার দর্শন লাভ করিয়া যখন হৃষ্টচিত্তে নিজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছিল তখন পিতার নিকট হইতে তাহাকে সত্বর আগমন করিতে আদেশ করিয়া লিখিত লিপিসহ দূত তাহার সমীপে আগমন করিল। মন্ত্রীর উপদেশানুসারে পিতার আজ্ঞা অমান্য না করিয়া সে সসৈন্যে স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং যাত্রাকালে মনোরথপ্রভা ও দেবজয়কে বলিল, 'পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই আমি প্রত্যাবর্তন করিব।'

দেবজয় গমন করিয়া মকরন্দিকাকে এই সংবাদ প্রদান করিলে সে

বিরহাতুরা হইয়া পড়িল। উদ্যানে, গীতে, সখীসঙ্গে সে আর সুখপ্রাপ্ত হইত না এবং শুকপক্ষীদিগের সুমধুর বাক্যও সে শ্রবণ করিত না, খুব অল্পই আহার করিত এবং নিজের প্রসাধনের দিকেও মনোযোগ প্রদান করিত না। পিতামাতার প্রবোধদান সত্ত্বেও সে ধৈর্য ধারণ করিতে অপারগ হইল। মৃণালশয্যা পরিত্যাগপূর্বক সে পিতামাতার উদ্বেগ জন্মাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। পিতামাতা তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলে সে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিত না। ইহাতে পিতা-মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, 'তোর এই দেহ গ্রহণ করিয়াই তুই পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হইয়া দুর্ভাগা নিষাদ জাতির মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবি।' এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া মকরন্দিকা এক নিষাদ গৃহে প্রবেশ করিয়া অচিরে নিষাদ নারীতে পরিবর্তিত হইল। তাহার পিতা বিদ্যাধরাধিপ সিংহবর্মা ও তাহার পত্নী অনুতপ্ত হইয়া দুঃখে মৃত্যুবরণ করিল। সেই বিদ্যাধর নৃপতি পূর্বজন্মে সর্বশাস্ত্র পারঙ্গম ঋষি ছিল কিন্তু অধুনা পূর্ব পাপকর্মের ফলে এই শুক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং উহার ভার্যাও বন্য শূকরী হইয়া জন্মিয়াছে। এই শুক পূর্বজন্মের তপস্যার ফলে তখন যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল তাহা সমস্তই উহার স্মরণ আছে।

তাহার অদ্ভুত কর্মফল দর্শন করিয়াই আমি হাস্য করিয়াছিলাম। কোন রাজসভায় স্বীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেই তাহার শাপমুক্তি হইবে। বিদ্যাধর-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সোমপ্রভ সম্প্রতি নিষাদ নারীতে রূপান্তরিত শুককন্যা মকরন্দিকাকে প্রাপ্ত হইবে এবং মনোরথপ্রভাও সম্প্রতি নৃপতি-রূপে পরিণত ঋষিপুত্র রশ্মিমানকে প্রাপ্ত হইবে। সোমপ্রভ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মকরন্দিকা আশ্রমে প্রত্যাবর্তনকরতঃ প্রিয়তমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শিবের আরাধনা করিতেছে। পুলস্ত্য ঋষি এই পর্যন্ত বলিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে আমি জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া হর্ষে এবং শোকে পরিপ্লুত হইলাম। ঋষি মরীচি আমাকে অনুকম্পা-বশতঃ স্বীয় তপোবনে আনয়নপূর্বক লালন-পালন করিতে লাগিলেন। আমার পক্ষোদ্গম হইলে আমার বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া পক্ষিসুলভ চাপল্যবশতঃ ইতস্ততঃ উড্ডয়ন করিতে করিতে নিষাদ হস্তে পতিত হইয়া কালক্রমে আপনার রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছি।' ইদানীং আমার পক্ষি-জন্মের পাপ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। (১৪৪-১৬৬)

সেই প্রাজ্ঞ সুবক্তা শুক রাজসভায় এই কাহিনী সমাপ্ত করিলে নৃপতি

সুমনা অকস্মাৎ প্রমোদ তরঙ্গে আত্মবিস্মৃত হইল। ইতোমধ্যে শিব তুষ্ট হইয়া সোমপ্রভকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'রাজন্, উত্থিত হও নৃপতি সুমনার নিকট গমন করিয়া তোমার প্রিয়তমাকে লাভ কর সেই রমণী মকরন্দিকা পিতৃশাপে এখন নিষাদবালা মুক্তিলতা হইয়া শুকরূপে রূপান্তরিত স্বীয় পিতার সহিত রাজসভায় গমন করিয়াছে তোমাকে দর্শন করিলে তাহার শাপমুক্তি হইবে। তখন তাহার বিদ্যাধর রমণীত্বের কথা স্মরণে আসিবে এবং তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পারিয়া মিলিত হইয়া অপার আনন্দ লাভ করিবে।' ভক্তবৎসল শম্ভু ভূপতিকে এই কথা বলিয়া তাহার আশ্রমবাসিনী মনোরথপ্রভাকে বলিলেন, 'সুন্দরি মুনিপুত্র রশ্মিমান যাহাকে তুমি বররূপে গ্রহণ করিয়াছ, এখন সুমনা নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে লাভ কর তোমার দর্শন লাভ করিলেই অবিলম্বে তাহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইবে।' সোমপ্রভ এবং বিদ্যাধরতনয়া শিব কর্তৃক স্বপ্নে পৃথকভাবে আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে সুমনার রাজসভায় গমন করিল। তথায় সোমপ্রভকে দর্শন করিয়া মকরন্দিকার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইল এবং সে দীর্ঘকাল পরে শাপমুক্ত হইয়া দিব্য দেহ প্রাপ্তপূর্বক সোমপ্রভের কণ্ঠালিঙ্গন করিল। সোমপ্রভও গিরিজাপতির প্রসাদে দিব্য ভোগলক্ষ্মী স্বরূপা বিদ্যাধর রাজপুত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল এবং তাহার মনে হইল সে যেন সফলকাম হইয়াছে। ভূপতি সুমনা মনোরথপ্রভার দর্শনে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া আকাশ হইতে পতিত পূর্ব শরীরে প্রবেশ করিয়া মুনীন্দ্রপুত্র রশ্মিমান হইয়া বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং সোমপ্রভ স্বীয় প্রিয়তমার সহিত স্বনগরীতে গমন করিল। শুকও পক্ষিদেহ বর্জন করিয়া স্বীয় তপঃ দ্বারা অর্জিতধামে প্রস্থান করিল।

সুতরাং এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে যে নরদিগের সহিত মিলন দূরান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও এই পৃথিবীতেই ঘটিয়া থাকে।" স্বীয় মন্ত্রী গোমুখের মুখ হইতে নিঃসৃত এই অদ্ভুত, বিচিত্র, সরস কাহিনী শ্রবণ করিয়া শক্তিযশঃ লাভেচ্ছু নরবাহনদত্ত পরমপ্রীতি লাভ করিল। (১৬৭-১৭৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা— ১৭৯
ক্রমিকসংখ্যা—১১১৭০

চতুর্থ তরঙ্গ

অতঃপর মুখ্যসচিব গোমুখ বিদ্যাধর কন্যাদ্বয়ের কাহিনী বিবৃত করিয়া নরবাহনদত্তকে বলিল 'দেব, ত্রিলোকহিতৈষী সামান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ কামাদি রিপুকে দৃঢ়ভাবে দমিত রাখে।

অসতী ভার্যাব্রতা শূরবর্মার কাহিনী

কোন সময়ে নৃপতি কলধরের শূরবর্মা নামক শৌর্যশালী উচ্চকুলোদ্ভব ভৃত্য ছিল। একদা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে সে দৈবাৎ স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পত্নীকে স্বীয় মিত্রের সহিত একাকিনী অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রোধ দমনপূর্বক সংযমী হইয়া ভাবিতে লাগিল 'এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু-দ্রোহী জন্তুটিকে হত্যা করিয়া কি হইবে? অথবা এই অসতী স্ত্রীলোকটিকেই বা শাস্তি প্রদান করিয়া কি লাভ? আমার হৃদয়কে পাপভারে পীড়িত করিব কেন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া উভয়কে নিষ্কৃতিদানপূর্বক তাহাদিগকে বলিল 'পুনর্বার তোমাদের কেহ আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহাকে আমি বধ করিব। তোমাদের কেহ আমার চক্ষুর সম্মুখে আগমন করিও না।' সে এই কথা বলিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে উহারা কোনও দূরদেশে গমন করিল এবং শূরবর্মাও অন্য এক পত্নী গ্রহণ করিয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিল।

এইরূপে দেব! যে ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ হয় সে কখনও অসুখী হয় না এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির কখনও কোন অমঙ্গল ঘটে না। জন্তুদিগের বেলায়ও পরাক্রম নহে, প্রজ্ঞাই সফলতা আনয়ন করে। প্রমাণস্বরূপ সিংহ বৃষাদি জন্তুর উপাখ্যান শ্রবণ করুন—

অরণ্যে পরিত্যক্ত বলীবর্দের কাহিনী

কোন নগরীতে এক ধনী বণিকপুত্র বাস করিত। (১-১১) একদা বাণিজ্য ব্যপদেশে মথুরা গমনকালে সঞ্জীবক নামক তাহার একটি ভারবাহী বলীবর্দ সজোরে জোয়াল টানিতে টানিতে গিরি নির্ঝরিণী কর্তৃক কর্দমাক্ত পথে

পদস্খালন করিয়া জোয়াল ভগ্ন হওয়াতে পতিত হইল এবং তাহার সর্বাঙ্গ চূর্ণ হইল। বৃষটিকে আহত দেখিয়া এবং উহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়া বণিকপুত্র নিরাশ হইয়া উহাকে তথায় পরিত্যাগকরতঃ প্রস্থান করিল। ভাগ্যক্রমে বৃষটি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া গাত্রোত্থানকরতঃ নরম তৃণ ভোজন করিয়া পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। যমুনাতীরে গমনপূর্বক তথায় হরিৎ তৃণ ভক্ষণ করিয়া ইচ্ছামত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সে পুষ্ট এবং বলবান হইল। হরের বৃষের ন্যায় শৃঙ্গ দ্বারা বল্মীক উৎপাটনকরতঃ ঘন ঘন নাদ করিয়া ককুদ সহ সে যথেচ্ছ বিরচণ করিতে লাগিল।

তৎকালে নিকটস্থ অরণ্যে পিঙ্গলক নামক সিংহ শৌর্য বলে ঐ অরণ্য অধিকার করিয়া তথায় বাস করিত। ঐ পশুরাজের দুইটি শৃগাল মন্ত্রী ছিল। একটির নাম ছিল দমনক এবং অন্যটির নাম ছিল করটক। একদা ঐ সিংহ যমুনা নদীর বারিপানার্থ গমন করিলে নিকটে সেই বৃষ সঞ্জীবকের উচ্চনাদ শ্রবণ করিল। অশ্রুতপূর্ব সেই নাদ বায়ুতাড়িত হইয়া তাহার কর্ণগোচর হইলে সে চিন্তা করিতে লাগিল 'কোন্ প্রাণী এই উচ্চনাদ করিতেছে? নিশ্চয়ই হেথায় কোন মহাশক্তিশালী প্রাণী বাস করে। সুতরাং আমি এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব। নতুবা আমার দর্শন লাভ করিলে সে আমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা বন হইতে বিতাড়িত করিতে পারে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া পশুরাজ জলপান না করিয়াই সত্বর তথা হইতে স্বীয় অরণ্যে প্রস্থান করিল এবং নিজের মনের কথা অনুচরদিগের নিকট ব্যক্ত না করিয়া শঙ্কাকুলিত চিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিল।

তখন দমনক নামক পশুরাজের প্রাজ্ঞ জম্বুক মন্ত্রী দ্বিতীয় মন্ত্রী করটককে গোপনে বলিল 'আমাদের প্রভু বারিপানার্থ গমন করিয়া বারিপান না করিয়াই কেন সত্বর প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? ইহার কারণ তাহার নিকট হইতে আমাদের জ্ঞাত হওয়া আমাদের উচিত।' তখন করটক বলিল, 'এই ব্যাপারে আমাদের উৎসুক্য দেখাইবার কি প্রয়োজন আছে? তুমি কি কীলোৎপাটী বানরের কথা শ্রবণ কর নাই?' (১২-২৬)

কীলোৎপাটী বানরের কাহিনী।

কোন নগরে এক বণিক দেবায়তন নির্মাণ করিবার বহুকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়াছিল। তত্রস্থ কর্মীরা একটি কাষ্ঠফলকের উপরার্ধ করাতদ্বারা ছেদন

করিয়া উহার মধ্যে একটি কীলক স্থাপনকরতঃ গৃহে গমন করিয়াছিল। ইতোমধ্যে অনিষ্টকারী একটি মর্কট কীলক দ্বারা অর্ধবিভক্ত যমের আনন স্বরূপ কাষ্ঠফলকের অংশদ্বয়ের অভ্যন্তরে উপবেশন করিয়া চাপল্যবশতঃ অপ্রয়োজনে হস্তদ্বারা কীলক উৎপাটন করিলে দ্বিধাবিভক্ত কাষ্ঠের দুই ভাগ একত্রিত হইল এবং সে কাষ্ঠফলকসহ পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল।

যাহার যে কর্ম নয় তাহা করিতে গিয়া লোকেরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মৃগরাজের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে?' ধীর দমনক করটকের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল 'প্রাজ্ঞ মন্ত্রীদিগের প্রভুর বিশেষ বিশেষ কার্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা উচিত। কেবলমাত্র উদর পূর্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কি হইবে?' দমনক এই কথা বলিলে সাধু কটরক বলিল 'স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত গোপন রহস্য অনুসন্ধান করা ভৃত্যের কর্তব্য নহে।' দমনককে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল 'প্রত্যেকেই আত্মানুরূপ ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করে। কুকুর অস্থিখণ্ড মাত্রে তৃপ্ত হয় কিন্তু সিংহ গজকে আক্রমণ করে।' (২৭-৩৬)

এই কথা শ্রবণ করিয়া করটক বলিল 'মনে কর প্রভু যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ক্রুদ্ধ হন, তবে তোমার বিশেষ ফল কোথায় রহিবে? প্রভুরা পর্বতের ন্যায় অত্যন্ত কর্কশ, দৃঢ়, দুরধিগম্য এবং সর্বদা হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া দমনক বলিল 'ইহা অতীব সত্য, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে প্রভুর স্বভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে।'

তখন করটক বলিল 'তুমি তবে তাহাই কর।' তখন দমনক তাহার প্রভুর নিকট গমন করিলে এবং সিংহ তাহাকে সাদর আপ্যায়ন করিলে দমনক প্রণাম করিয়া উপবেশনপূর্বক তাহাকে অবিলম্বে বলিল 'দেব, আমি আপনার বংশানুক্রমিক ভৃত্য। যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি অপরিচিত হইলেও তাহাকে গ্রহণ করা উচিত। অহিতকারী ব্যক্তি সর্বদা পরিত্যাজ্য। প্রয়োজনীয় বিধায় বহুদূরে হইতে আনীত মার্জার মূল্যদ্বারা ক্রীত হইয়া পালিত হয়, কিন্তু গৃহে জাত এবং গৃহে বর্ধিত মূষিককে অনিষ্টকারী হওয়ায় সযত্নে বধ করা হইয়া থাকে। সমৃদ্ধকামী নরপতি হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যের বচন মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করিবেন এবং তাহারাও পৃষ্ট না হইয়াও উপযুক্ত সময়ে প্রভুকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিবে। অতএব দেব! আপনার যদি আমার উপর বিশ্বাস থাকিয়া থাকে, যদি ক্রুদ্ধ না হন, আমার নিকট হইতে আপনার মনের কথা গোপন করিতে না চাহেন

এবং আমার সাহস দর্শন করিয়া আপনার চিত্ত যদি উদ্বিগ্ন না হয়, তবে আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করি।' দমনক এই কথা বলিলে সিংহ পিঙ্গলক প্রত্যুত্তর করিল, 'তুমি বিশ্বস্ত এবং আমার প্রতি অনুরক্ত। সুতরাং নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার যাহা বলিবার আছে বল।' (৩৭-৪৬)

পিঙ্গলক এই কথা বলিলে দমনক কহিল, 'দেব, আপনি তৃষ্ণার্ত হইয়া বারিপান করিতে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু জলপান না করিয়া হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্তন করিলেন কেন?' ইহা শ্রবণ করিয়া সিংহ মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমাকে যখন লক্ষ্য করিয়াছে তখন এই ভক্ত ভৃত্যের নিকট হইতে সত্য কেন গোপন করিব?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তাহাকে বলিল, 'তবে শ্রবণ কর। তোমার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করিতে ইচ্ছা করি না। জলপানার্থ গমন করিয়া আমি এক অশ্রুতপূর্ব নাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল উহা আমার অপেক্ষা অধিকতর শৌর্যশালী কোনও প্রাণীর গর্জন হইবে। প্রায়শঃই প্রাণিগণের শৌর্য শব্দানুরূপ হইয়া থাকে এবং ইহা সুপরিজ্ঞাত যে বিধাতা ক্রমানুসারে জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন সে এ স্থানে প্রবেশ করাতে আমি স্বীয় দেহ অথবা স্বীয় অরণ্য স্বকীয় বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হইতেছি না। সুতরাং আমাকে এই স্থান হইতে অন্য কোন বনে গমন করিতেই হইবে।' সিংহ এই কথা বলিলে দমনক উত্তর করিল, 'দেব, আপনি পরাক্রান্তশালী, এই স্বল্প কারণে কেন এই বন পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? জল সেতু ভগ্ন করে, কানাকানিতে মিত্রতা নষ্ট হয়, অধিক কথায় উপদেশের মূল্য থাকে না। যন্ত্রাদি হইতে অনেক সময় এরূপ শব্দ উত্থিত হয় যে প্রকৃত কারণ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত উহা ভয়ংকর বলিয়া মনে হয়। প্রভো! আপনি ভীত হইবেন না। উদাহরণ স্বরূপ আমি গোমায়ু এবং ভেরীর কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ করুন—

ভেরী-শৃগাল কথা

বহুপূর্বে এক অরণ্য প্রদেশে একটি শৃগাল বাস করিত। (৪৭-৫৬) একদিন যখন সে খাদ্যান্বেষণে ব্যাপৃত ছিল তখন রণক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত একটি ভূমিখণ্ডে উপনীত হইয়া কোন দিক হইতে একটি গম্ভীর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভূমির উপর একটি ভেরী দেখিতে পাইল। সে পূর্বে কখনও ভেরী দেখে নাই। সে চিন্তা করিতে

লাগিল, 'এইরূপ শব্দকারী জন্তু কীদৃশ ?' তখন সে লক্ষ্য করিল যে উহা নিস্পন্দ এবং উহার সমীপে আগত হইয়া উহার প্রতি ভীত দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া স্থির নিশ্চয় হইল যে উহা কোন প্রাণী নহে, বায়ুতাড়িত হইয়া শরদ্বারা চর্মপটহ হইতে ঐ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। শৃগাল বিগতভয় হইয়া খাদ্যদ্রব্য লাভার্থে উহা ছিন্নকরতঃ উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে চর্ম ও কাষ্ঠ ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই নাই।

সুতরাং প্রভো! আপনার ন্যায় প্রাণী শব্দমাত্র শ্রবণেই কেন ভীত হইবে? যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি স্বয়ং উহার অনুসন্ধান করিব।' দমনক এই কথা বলিলে সিংহ প্রত্যুত্তর করিল, 'যদি তোমার সাহস থাকে তবে তথায় গমন কর।' সিংহ এই কথা বলিলে দমনক যমুনা তটে উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিল যে একটি বৃষ তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহার নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পিঙ্গলক হৃষ্ট হইয়া তাহাকে বলিল 'যদি ঐ মহাবৃষকে তুমি বাস্তবিকই দেখিয়া থাক এবং উহার সহিত সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাক তবে কোন কৌশলে উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। ঐ বৃষভ কিরূপ আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি।' সে এইরূপে দমনককে সেই বৃষের নিকট পুনরায় প্রেরণ করিলে দমনক তাহার সমীপে গমন করিয়া বলিল 'চল, আমাদের প্রভু পশুরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন।' কিন্তু বৃষভ ভীত হইয়া তথায় গমন করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন দমনক অরণ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীয় প্রভু সিংহের নিকট হইতে অভয়ের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া সঞ্জীবককে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদানকরতঃ সিংহের সম্মুখে আনয়ন করিল। তাহকে আগত হইয়া তাহার সম্মুখে নত হইতে দেখিয়া সিংহ বৃষকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল 'এখন হইতে তুমি সর্বদা আমার পার্শ্বে থাকিবে। কোন ভয়ের কারণ নাই।' বৃষভ সম্মত হইয়া কালে কালে তাহার উপর এতই প্রভাব বিস্তার করিল যে সিংহ অনুচরদিগের প্রতি বিমুখ হইয়া বৃষের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে লাগিল। তখন দমনক বিরক্ত হইয়া কর্কটককে গোপনে বলিল, 'দেখ, সঞ্জীবক সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রভুকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাঁহার আর এখন আমাদের জন্য মাথা ব্যথা নাই। তিনি স্বয়ং মাংস ভোজন করেন, আমাদিগকে অংশ প্রদান করেন না, বৃষ এখন ঐ মূঢ়কে তাহার কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিতেছে ইহা আমারই দোষ। আমিই ঐ বৃষকে আনয়ন করিয়াছিলাম। আমি এখনই বৃষের মৃত্যুসংঘটন করাইয়া

প্রভুকে অস্থানে স্থাপিত ব্যসন হইতে মুক্ত করিব।' দমনকের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া করটক বলিল 'সখে. তুমিও এখন আর ইহা করিতে সমর্থ হইবে না।' তখন দমনক বলিল 'বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহা নিশ্চয়ই করিতে সমর্থ হইব। বিপদে যাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, সে কোন্ কার্য করিতে অসমর্থ হয়? উদাহরণস্বরূপ বক হত্যাকারী মকরের কাহিনী শ্রবণ কর—(৫৭-৭৮)

বক-মকর-কথা

পুরাকালে মৎস্যপূর্ণ একটি সরোবরে একটি বক বাস করিত। তাহার দর্শন মাত্রেই মৎস্যগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া তাহার দৃষ্টি বহির্ভূত হইত। মৎস্য ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া বক তাহাদিগের নিকট একটি মিথ্যা ভাষণ করিল, 'এই স্থানে জাল হস্তে একজন মৎস্যঘাতী পুরুষ আগমন করিয়াছে। সে তোমাদিগকে সত্বর জালদ্বারা ধৃত করিয়া বধ করিবে। সুতরাং যদি আমার উপর তোমাদের বিশ্বাস থাকিয়া থাকে তবে আমার উপদেশ মত কার্য কর। এই স্থানে একান্তে ধীবরদিগের অজ্ঞাত স্থানে একটি স্বচ্ছ বারি-পূর্ণ তড়াগ আছে। আমি তোমাদিগকে তথায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া নিক্ষেপ করিব যাহাতে তোমরা তথায় বাস করিতে সমর্থ হও।' জড়-বুদ্ধি মৎস্যগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল 'তুমি তাহাই কর, তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস আছে।' তখন সেই বিশ্বাসঘাতক বক এক একটি করিয়া মৎস্য লইয়া শিলাতলে তাহাদিগকে পিষ্ট করিয়া বহু মৎস্যকে এই প্রকারে আহার করিয়াছিল।

সেই সরোবর নিবাসী একটি মকর মৎস্যদিগকে লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি এই মৎস্যগুলিকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?' তখন বক মৎস্যদিগকে যাহা বলিয়াছিল মকরকেও অনুরূপ কথা বলিলে ভীত মকর কহিল 'আমাকেও তথায় লইয়া যাও।' তাহার মাংসের গন্ধে বকের প্রজ্ঞা অন্ধ হইলে তাহাকে সেই শিলাতলের দিকে উড্ডীন হইয়া লইয়া যাইবার সময় মকর শিলার নিকটবর্তী হইয়া বকভক্ষিত মৎস্যদিগের অস্থি-চূর্ণ দৃষ্টে বুঝিতে পারিল যে বক, তাহার উপর যাহারা আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। তখন শিলাতলে নীত হইবামাত্রই মকর সম্পূর্ণরূপে অবিচল থাকিয়া বকের শিরচ্ছেদন করিল। মকর প্রত্যাগমনপূর্বক অবশিষ্ট মৎস্যগণের নিকট যাহা ঘটিয়াছিল আদ্যোপান্ত

তাহা বিবৃত করিলে হৃষ্ট হইয়া তাহারা তাহাকে প্রাণদাতা বলিয়া সম্বর্ধিত করিল।

প্রজ্ঞাই প্রকৃত বল। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি বলম্বারা কি করিবে? সিংহ ও শশকের কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর—(৭৯-৮১)

সিংহ-শশক-কথা

কোন অরণ্যে একটি অপরাজেয় প্রতিম্বন্দিহীন সিংহ বাস করিত। কোন বন্যপশুকে দেখামাত্র সে হত্যা করিত। তখন মৃগাদি সমস্ত পশুগণ একত্রে পরামর্শ করিয়া পশুরাজকে অভ্যর্থনাপূর্বক তাহার নিকট নিবেদন করিল 'আমাদিগকে যুগপৎ হত্যা করিয়া আপনি স্বীয় স্বার্থহানি করিতেছেন কেন? আপনার ভোজনের নিমিত্ত আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া জন্তু প্রেরণ করিব।' সিংহ ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, সিংহ আহারার্থ প্রত্যহ এক একটি করিয়া জন্তু প্রাপ্ত হইতে অভ্যস্ত হইল। একদা একটি শশকের পালা আগত হইলে প্রাণিবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া তাহাকে সিংহের নিকট প্রেরণ করিলে সেই বুদ্ধিমান পশু পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিতে লাগিল 'যে বিপদকালে বুদ্ধিহারা হয় না সে-ই প্রকৃত সাহসী। এখন মৃত্যু যখন উপস্থিত হইয়াছে তখন আমাকে একটি কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সিংহের নিকট বিলম্বে আগমন করিল। সময় অতিক্রান্ত করিয়া আগত হওয়ায় সিংহ বলিল, 'অরে হতভাগা! আমার ভোজনের সময় অতিক্রান্ত হইবার পর তুই কেন আগমন করিয়াছিস? মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কি শাস্তি আমি তোকে দিতে পারি?' সিংহ এই কথা বলিলে শশক তাহার নিকট প্রণত হইয়া বলিল, 'প্রভো, আমার কোন দোষ নাই। অদ্য আমি আমাতে ছিলাম না। পথিমধ্যে দ্বিতীয় একটি সিংহ আমাকে ধৃত করিয়া বহুবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহ ক্রোধে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে করিতে রক্তারুণ নয়নে বলিল, 'ঐ দ্বিতীয় সিংহটি কে? আমাকে দেখাও।' শশক বলিল 'প্রভো, আমার সহিত আগমন করিয়া উহাকে দর্শন করুন।' সিংহ সম্মত হইয়া তাহার পশ্চাদানুসরণ করিলে শশক তাহাকে একটি দূরস্থিত কূপের নিকট লইয়া গিয়া বলিল, 'সে এইখানে বাস করে, দর্শন করুন।' শশক এই কথা বলিলে সিংহ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গর্জন করিতে করিতে কূপের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তথায় স্বচ্ছ বারিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া এবং স্বীয় গর্জনের

প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে মনে করিল যে প্রতিদ্বন্দ্বী সিংহ তাহাপেক্ষাও উচ্চনাদে গর্জন করিতেছে। তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত কুপিত হইয়া কূপে ঝম্প প্রদান করিয়া সেই মূঢ় তথায় নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল। স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য প্রাণীদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়া সেই শশক স্বীয় দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের প্রীতি বিধান করিল।

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে পরাক্রম নহে, বুদ্ধিই পরম বল, যাহার প্রভাবে শশকও সিংহকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমিও আমার বুদ্ধিদ্বারা আমার উদ্দেশ্য সফল করিব।' দমনক এই কথা বলিলে করটক তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। (৯২-১০৮)

অতঃপর দমনক পশুরাজ পিঙ্গলকের নিকট গমনপূর্বক উদ্বিগ্ন হইবার ভান করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকিলে এবং পিঙ্গলক কারণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে সে তাহাকে গোপনে একান্তে বলিল 'প্রভো! আমি আপনার নিকট সমস্তই নিবেদন করিব। কারণ কোন বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহা গোপন করা অনুচিত। প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আদিষ্ট না হইয়াও তাহা প্রকাশ করিবে। সুতরাং আমার এই আবেদন শ্রবণ করুন, আমাকে সন্দেহ করিবেন না। এই বৃষ সঞ্জীবক আপনাকে হত্যা করিয়া আপনার রাজ্য অধিকার করিতে চায়। আপনার মন্ত্রীত্ব করিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে যে আপনি ভীরু। আপনাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সে নিজের অস্ত্র শৃঙ্গদ্বয় সঞ্চালন করিতেছে এবং সে বনে বনে পশুদিগকে এই প্রকার বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেছে কোন কৌশলে এই মাংসাশী পশুরাজকে হত্যা করিলে তোমরা তৃণভোজী আমার আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করিতে পারিবে। সুতরাং এই বৃষের কথা ভাবুন। যতদিন সে জীবিত থাকিবে ততদিন আপনার কোন নিরাপত্তা থাকিবে না।' দমনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া পিঙ্গলক প্রত্যুত্তর করিল 'এই তৃণভোজী হীন বলীবর্দ কি ক্ষতি সাধন করিতে পারে? উপরন্তু যে শরণাগতকে অভয় প্রদান করিয়াছি তাহাকে আমি কি প্রকারে হত্যা করিব?' এই কথা শ্রবণ করিয়া দমনক বলিল বলিল 'আপনি ঐ রূপ উক্তি করিবেন না। নৃপতি যখন কাহকেও নিজের সমতুল্য করেন তখন ভাগ্যলক্ষ্মী পূর্ববৎ আচরণ করেন না। সেই চঞ্চলা দেবী যুগপৎ দুইজনের উপর বহুক্ষণ পাদ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হন না। দুইজনের মধ্যে একজনকে তাঁহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৈদ্য যেরূপ দুষ্ট রোগীকে ত্যাগ করে তদ্রূপ যে নৃপতি হিতাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যকে ত্যাগ করিয়া

দুষ্ট ভৃত্যকে প্রশ্রয় প্রদান করে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহাকে বর্জন করেন। যে উপদেশ প্রথমে অপ্রিয় এবং পরে হিতকর বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার বক্তা এবং শ্রোতার নিকট সৌভাগ্যলক্ষ্মী অধিষ্ঠান করেন। যে ব্যক্তি সজ্জনের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া অসজ্জনের উপদেশ গ্রহণ করে সে অচিরে বিপদ-গ্রস্ত হইয়া শোকসন্তপ্ত হয়। প্রভো! আপনার এই বলীবর্দপ্রীতির কি অর্থ থাকিতে পারে? যদি সে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনি যে তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং অথবা সে যে আপনার শরণার্থী হইয়াছে তাহার কি মূল্য থাকিতে পারে? উপরন্তু, এই বৃষভটি সতত আপনার সান্নিধ্যে অবস্থান করে তবে তাহার মূত্র এবং পুরীষজাত কীট আপনার দন্তাহত দেহে প্রবেশ করিবে। সে আপনাকে কৌশল প্রয়োগে হত্যা করিতেছে না কেন? বুদ্ধিমান দুর্জন স্বয়ং ক্ষতি সাধন না করিলেও তাহার সাহচর্যে ক্ষতি সাধিত হয়। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন—(১০৯-১২৫)

মৎকুণ এবং ছারপোকার বৃত্তান্ত

কোন এক নৃপতির শয্যায় মন্দবিসর্পিনী নামক মৎকুণ কোন স্থান হইতে আগত হইয়া বহুকাল যাবৎ অলক্ষ্যে বাস করিতেছিল। একদা অকস্মাৎ বায়ুদ্বারা শয্যা উত্তোলিত হইলে টিটিভ নামক ছারপোকা কোন স্থান হইতে আগত হইয়া সেই শয্যায় প্রবেশ করিলে মন্দবিসর্পিনী তাহাকে দর্শন করিয়া বলিল, 'তুমি আমার বাসস্থান কেন আক্রমণ করিয়াছ, অন্য কোথাও প্রস্থান কর।' টিটিভ প্রত্যুত্তর করিল 'আমি কখনও পূর্বে রাজরক্ত পানরূপ সৌভাগ্য লাভ করি নাই! সুতরাং আমাকে এই স্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রদান কর।' তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত মৎকুণ বলিল 'তবে তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, কিন্তু সখে যখন তখন রাজাকে দংশন করিও না। তিনি নিদ্রিত হইলে ধীরে তাহাকে দংশন করিবে।' টিটিভ এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মত হইল এবং তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু রজনীতে শয্যাগ্রহণ করিলে এবং তাহাকে তীক্ষ্ণ দংশন করিলে নৃপতি জাগ্রত হইয়া 'আমাকে কিসে যেন দংশন করিয়াছে' এই কথা বলিলে টিটিভ সত্বর পলায়ন করিল ও রাজভৃত্যেরা শয্যা অন্বেষণপূর্বক মৎকুণটিকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে হত্যা করিল।

এইরূপে মন্দবিসর্পিনী টিটিভের সংসর্গে পতিত হইয়া নিহত হইল।

সুতরাং সঞ্জীবকের সংসর্গ আপনার মঙ্গলপ্রদ হইবে না। আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে সত্বরই দেখিতে পাইবেন যে সে তাহার শূলসম তীক্ষ্ণ শৃঙ্গের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া উহাদিগকে ঘূর্ণন করিতে করিতে আপনার সমীপে আগমন করিতেছে।'

এইরূপ বাক্য দ্বারা বৃষভের প্রতি পিঙ্গলকের ভাব বিকৃত করিয়া দমনক তাহার হৃদয়ে এই ভাব সঞ্জাত করিতে সমর্থ হইল যে বলীবর্দকে হত্যা করিতেই হইবে। দমনক সিংহের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ সঞ্জীবকের সমীপে আগমনপূর্বক নিরাশ হৃদয়ে তাহার সমক্ষে উপবিষ্ট হইল। বৃষভ তাহাকে বলিল, 'বয়স্য, তোমাকে বিরস দেখাইতেছে কেন? তোমার কুশল ত?' তখন জম্বুক প্রত্যুত্তর করিল 'ভৃত্যের আবার কুশল কি? নৃপতির কাছে চিরকাল কে প্রিয় রহিতে সমর্থ হয়? কোন্ অর্থী ঘৃণ্য না হয়? কে কালের বশ নয়?' শৃগাল এইরূপ বলিলে বৃষ তাহাকে পুনরায় বলিল 'সখে, বল, অদ্য তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন?' তখন দমনক বলিল 'তবে শ্রবণ কর। আমি সখ্যতাবশতঃ তোমাকে এই কথা বলিতেছি। অদ্য পশুরাজ পিঙ্গলক তোমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। তাঁহার অনুরাগ এতই চপল যে তিনি দুরাত্মা পার্শ্বচরদিগের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া তোমাকে হত্যা করিয়া ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।' শৃগালের প্রতি পূর্বপ্রত্যয়বশতঃ সরল হৃদয় বলীবর্দ তাহার বাক্য সত্য মনে করিয়া হতাশ চিত্তে তাহাকে বলিল 'ধিক্ ধিক্, ক্ষুদ্রচেতা প্রভু ক্ষুদ্রচেতা পরিজনসহ অবস্থান করিয়া সেবাদ্বারা বিশ্বাস অর্জনকারী ভৃত্যের প্রতিও বৈরীভাবাপন্ন হন। প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর। (১২৬-১৪৪)

সিংহ, দ্বীপী, বায়স এবং শৃগালের কাহিনী

একদা কোনও অরণ্যে মদোৎকট নামক সিংহ বাস করিত। তাহার তিনটি অনুচর ছিল—দ্বীপী, বায়স এবং জম্বুক। সেই সিংহ একদা সার্থবাহ হইতে বিচ্যুত হাস্যাকৃতি একটি উষ্ট্রকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল। পূর্বে কখনও দেখে নাই বলিয়া উষ্ট্র তাহার নিকট অপরিচিত জন্তু ছিল। পশুরাজ সবিস্ময়ে বলিল, 'এটি আবার কোন্ প্রাণী।' তখন দেশদ্রষ্টা বায়স বলিল, 'ইহা একটি উষ্ট্র।' তখন সিংহ কৌতূহলবশতঃ উষ্ট্রকে আহবানকরতঃ অভয় প্রদান করিয়া উহাকে পার্ষদরূপে নিজের কাছে রাখিল।

একদা গজের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া স্বাস্থ্যহীন হইয়া সে বহুকাল

উপবাস করিল, যদিও সে সুস্থ পার্শ্বচরদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তখন ক্লান্ত সিংহ ভক্ষ্য দ্রব্য সন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কোন দ্রব্য প্রাপ্ত না হইয়া উষ্ট্র ব্যতীত তাহার অন্যান্য পরিষদদিগকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কি করা কর্তব্য ?' তখন তাহারা তাহাকে বলিল, 'প্রভো ! এই বিপদের সময় আপনাকে কালোপযোগী উপদেশ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। উষ্ট্রের সহিত আবার কিসের সখ্যতা ? উহাকে ভোজন করেন না কেন ? সে তৃণভোজী এবং আমাদের ন্যায় মাংসভোজীদিগের আহার্য। এতগুলি প্রাণীর আহারের নিমিত্ত একটি মাত্র প্রাণীকে কেন বলি প্রদান করা হইবে না ? যাহাকে অভয় প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে হত্যা করিতে প্রভুর যদি আপত্তি থাকে তবে আমরা এমন কৌশল অবলম্বন করিব যাহাতে ঐ উষ্ট্র স্বয়ং স্বীয় দেহ উৎসর্গ করে।' তাহারা এই কথা বলিলে সিংহের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বায়স চক্রান্ত অনুসারে উষ্ট্রের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমাদের এই প্রভু ক্ষুধার্ত হইয়া আমাদিগকে কিছুই বলিতেছেন না। অতএব তাহার নিকট প্রিয় হইবার নিমিত্ত আমরা আমাদের দেহ প্রদান করিতে উদ্যত হইব। তুমিও তাহার প্রিয় হইবার নিমিত্ত তদ্রূপ আচরণ করিতে পার।' বায়স উষ্ট্রকে এই কথা বলিলে উষ্ট্র বায়সের সহিত সিংহের নিকট আগমন করিল এবং বায়স সিংহকে বলিল, 'প্রভো। আমাকে ভক্ষণ করুন। আমার দেহ-ত আমার নিজেরই আয়ত্তে।' তখন সিংহ বলিল, 'তোমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে ভক্ষণ করিয়া কি লাভ ?' তখন জম্বুক বলিল, 'আমাকে ভক্ষণ করুন।' সিংহ একই ভাবে তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে, দ্বীপী বলিল, 'তবে আমাকেই আহার করুন।' কিন্তু তথাপি সিংহ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে না দেখিয়া উষ্ট্র যখন বলিল, 'আমাকে ভোজন করুন।' তখন সিংহ বায়সাদির বাক্যছলে এই প্রকারে আবদ্ধ করিয়া তাহার কথামত তাহাকে হত্যাকরতঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিল।

এইরূপে কোন পিশুন অকারণে আমার বিরুদ্ধে পিঙ্গলককে উত্তেজিত করিয়াছে। এখন বিধাতা ইহার বিচার করিবেন। গৃধ্র পারিষদযুক্ত হংসরাজের ভৃত্য হওয়া অপেক্ষা বরং হংস পারিষদযুক্ত গৃধ্র নৃপতির ভৃত্য হওয়া শ্রেয়। এরূপ নৃপতি এবং এরূপ পারিষদের কথা বরং না বলাই ভাল।' সঞ্জীবকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধার্মিক দমনক প্রত্যুত্তর করিল, 'ধৈর্য দ্বারাই সমস্ত কার্য সুসমাধিত হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৪৫-১৬৩)

টিট্টিভ দম্পতির কথা

সমুদ্রতীরে পত্নীসহ একটি টিট্টিভ বাস করিত। আসন্নপ্রসবা সাধ্বী টিট্টিভী তাহার স্বামীকে বলিল, 'চল, আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করি, কারণ এই স্থানে ডিম্ব প্রসব করিলে সাগর-ঊর্মি কর্তৃক উহা হৃত হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া টিট্টিভ বলিল 'সমুদ্র আমার সহিত বিরোধ করিবে না।' ইহা শ্রবণ করিয়া টিট্টিভী বলিল 'তোমার ও সমুদ্রের মধ্যে কি কোন তুলনা হইতে পারে, সদুপদেশ সর্বদা অনুসরণ করা উচিত, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য।'

কূর্ম এবং হংসদ্বয়ের কাহিনী

কোনও সরোবরে কম্বুগ্রীব নামক কচ্ছপ বাস করিত। তাহার বিকট এবং সংকট নামক দুই হংস মিত্র ছিল। একদা সরোবরের বারি শুষ্ক হইলে তাহারা অন্য কোনও তড়াগে গমন করিতে ইচ্ছা করিল। তখন কূর্ম তাহাদিগকে বলিল 'তোমরা যে সরোবরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ আমাকেও তথায় লইয়া যাও।' হংসদ্বয় এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের কচ্ছপ বন্ধুকে বলিল, 'যে তড়াগে আমরা গমন করিতে ইচ্ছুক উহা বহুদূরে অবস্থিত। তুমিও যদি তথায় গমন করিতে ইচ্ছা কর তবে আমরা যেরূপ বলিব তদ্রূপ করিবে। আমরা যে যষ্টি ধারণ করিব উহা তুমি দন্ত দ্বারা ধৃত করিবে এবং আমরা যখন গগনপথে গমন করিব তখন সম্পূর্ণ নীরব থাকিবে নতুবা তুমি পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।' কূর্ম স্বীকৃত হইয়া দন্তদ্বারা যষ্টি ধৃত করিলে হংসদ্বয় যষ্ঠির দুই প্রান্ত চঞ্চুদ্বারা ধারণ করিয়া আকাশে উড্ডীন হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই তড়াগের নিকটবর্তী হইতে লাগিল নিম্নস্থ জনপদবাসিগণ উহা দেখিতে পাইয়া 'হংসদ্বয় কি বস্তু বহন করিতেছে?' পরস্পর যখন কলকল স্বরে এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল তখন অবিবেচক চপল কূর্ম হংসদিগের নিকট ঐ কোলাহলের কারণ জানিতে চাহিলে যষ্টি মুখচ্যুত হওয়ায় নিম্নে পতিত হইয়া পুরবাসিগণ কর্তৃক নিহত হইল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি যষ্ঠিচ্যুত কচ্ছপের ন্যায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। টিট্টিভী এই কথা বলিলে টিট্টিভ প্রত্যুত্তর করিল,

"প্রিয়ে, তুমি যাহা বলিলে তাহা অতীব সত্য। তথাপি এই কাহিনীটিও শ্রবণ কর—

মৎস্যত্রয়ের কাহিনী

পুরাকালে নদীর সন্নিকটে একটি হ্রদে তিনটি মৎস্য বাস করিত—অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং তৃতীয়টি যদ্‌ভবিষ্য, এবং তাহারা তিনটি একত্রে থাকিত। (১৬৪-১৭৯) একদা সেই পথ দিয়া গমন করিবার সময় ধীবরদিগের পরস্পরের কথোপকথন তাহারা শ্রবণ করিল 'নিশ্চয়ই এই হ্রদে মৎস্য আছে।' ইহা শ্রবণ করিয়া সাবধানী অনাগতবিধাতা নামক মৎস্যটি ধীবরদিগের কর্তৃক নিহত হইবার ভয়ে নদীর স্রোতে প্রবেশকরতঃ অন্যত্র গমন করিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নির্ভয়ে তথায় অবস্থান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল 'যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই।' অতঃপর ঐ ধীবরেরা তথায় আগমন করিয়া হ্রদে জাল নিক্ষেপ করিলে বুদ্ধিমান প্রত্যুৎপন্নমতি জালদ্বারা আকর্ষিত হইবার সময় মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিল এবং ধীবরেরা তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে মৎস্যটি নিজেই মৃত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে আর আঘাত করিল না। সে নদীস্রোতে ঝম্প প্রদানপূর্বক দ্রুত কোথাও প্রস্থান করিল। কিন্তু যদ্‌ভবিষ্য মূর্খ মৎস্যের ন্যায় জলমধ্যে লম্ফ ঝম্প করিতে থাকায় ধীবরেরা তাহাকে ধৃত করিয়া বধ করিল।

সুতরাং সময়কালে আমিও কোন কৌশল অবলম্বন করিব, সমুদ্রের ভয়ে পলায়ন করিব না।' পত্নীকে এই কথা বলিয়া তাহার নীড়েই অবস্থান করিতে লাগিল এবং সমুদ্র তাহার সাহংকার বাক্য শ্রবণ করিল। কিয়দ্দিবসান্তে টিট্টিভী অণ্ড প্রসব করিলে, সমুদ্র মনে মনে বলিল 'দেখি, টিট্টিভ আমার কি করিতে পারে?' কুতূহলবশতঃ সমুদ্র ঊর্মির সাহায্যে সেই অণ্ডসমূহ হরণ করিল। তখন টিট্টিভী বিলাপ করিতে করিতে তাহার পতিকে বলিল 'আমি তোমার নিকট যে বিপদের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম এখন তাহাই ঘটিল।' তখন সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিট্টিভ ভার্যাকে বলিল 'আমি এই সমুদ্রকে কি করি এইবার দেখিতে পাইবে।' নিখিল পক্ষিবর্গকে আহ্বানকরতঃ স্বীয় অবমাননার কথা তাহাদিগের নিকট নিবেদন করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া তাহাদের প্রভু গরুড়ের নিকট

গমন করিয়া তাঁহার স্মরণ লইয়া তাঁহাকে বলিল, 'যদিও আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা তথাপি আমাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে সমুদ্র আমাদের কতিপয় অণ্ড হরণ করিয়াছে।' গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি অগ্নিবাণে বারিধি শুষ্ক করিলে সমুদ্র টিট্টিভীকে অণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইল।

সুতরাং আপৎকালে ধৈর্যচ্যুত হইবে না। সম্প্রতি পিঙ্গলকের সহিত তোমার সংগ্রাম সমাগত প্রায়। যখন সে চতুষ্পদ একত্রিত করিয়া লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত করিবে তখনই তোমার বোধগম্য হইবে যে, সে তোমাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। তুমিও তোমার মস্তক উন্নত করিয়া তাহার উদরে শৃঙ্গাঘাত করিয়া শত্রুকে পরাভূতকরতঃ তাহার অন্ত্র নিষ্কাশন করিবে।'

বৃষ সঞ্জীবকে এই কথা বলিয়া সে করটকের নিকট গমন করিয়া কহিল যে সে উহাদিগের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। (১৮০-১৯৮)

পশুরাজের মুখ ও অঙ্গ বিকার হইতে তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সঞ্জীবক ধীরে ধীরে পিঙ্গলকের নিকটবর্তী হইয়া দেখিতে পাইল যে সিংহ চতুষ্পদে ভর করিয়া লাঙ্গুল উদ্যত করিয়াছে এবং সিংহও দেখিতে পাইল যে বৃষভ ভয়ে শির উন্নত করিয়াছে। তখন সিংহ লম্ফ প্রদানপূর্বক বৃষের উপর পতিত হইয়া উহাকে নখরাঘাতে জর্জরিত করিল এবং বৃষও শৃঙ্গ দ্বারা তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এতদ্দৃষ্টে সাধু করটক দমনককে বলিল, 'স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের প্রভুর এই বিপদ কেন সংঘটন করাইয়াছ? প্রজাপীড়ন দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়, শঠতা দ্বারা যে মৈত্রী অর্জন করা যায় এবং পৌরুষ প্রদর্শন দ্বারা যে প্রেমাস্পদকে লাভ করা যায় তাহা চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু আর অধিক বলার প্রয়োজন নাই। হিতোপদেশ লঙ্ঘনকারীকে বহু কথা বলিলে বিপদে পতিত হইতে হয়; যেরূপ বানরের নিকট হইতে সূচীমুখের শিক্ষা হইয়াছিল।

বানর, খদ্যোত এবং পক্ষীর কাহিনী

একদা কতিপয় কপি যূথবদ্ধ হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। শীত-কালে একটি খদ্যোত দর্শন করিয়া তাহারা মনে করিল উহারা প্রকৃত

অগ্নিপিণ্ড। সুতরাং তাহারা উহার উপর তৃণপত্রাদি স্থাপনপূর্বক নিজেদের দেহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিতে প্রয়াস পাইল এবং একজন ফুৎকার দ্বারা খদ্যোতের উপর বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। সূচীমুখ নামক একটি পক্ষী উহা দর্শন করিয়া তাহাকে বলিল, 'ইহা অগ্নি নহে খদ্যোত মাত্র, এত কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।' উহা শ্রবণ করিয়াও কপিটি প্রতিনিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সূচীমুখ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাকে বারংবার বারণ করিলে বানর বিরক্ত হইয়া লোষ্ট্র দ্বারা সূচীমুখকে হত্যা করিল।

যে সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কি লাভ? আমার আর বলিবার কি আছে? তুমি জ্ঞাত আছ যে, অসৎ উদ্দেশ্যে তুমি এই কলহের সৃষ্টি করিয়াছিলে। দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যাহা করা যায় তাহার ফল কখনই শুভ হয় না। প্রমাণ স্বরূপ—(১৯৯-২১০)

ধর্মবুদ্ধি-দুষ্টবুদ্ধি কথা।

বহু প্রাচীনকালে কোনও গ্রামে এক বণিকের ধর্মবুদ্ধি এবং পাপবুদ্ধি নামক দুই পুত্র বাস করিত। তাহারা অর্থোপার্জনার্থ, পিতৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক দূর দেশে গমন করিয়া অতিকষ্টে দুই সহস্র সুবর্ণ দীনার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ঐ অর্থ সহিত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। একশত মুদ্রা দুইজনের মধ্যে সমভাগে ভাগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ তাহারা একটি বৃক্ষমূলে প্রোথিত করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিল। অমিতব্যয়ী এবং দুষ্ট চরিত্র দুষ্টবুদ্ধি স্বেচ্ছায় তথায় একদিবস গমন করিয়া বৃক্ষমূলে প্রোথিত ঐ দীনাররাজি খনন করিয়া গ্রহণ করিল এবং মাসান্তে ধর্মবুদ্ধিকে বলিল, 'দাদা, চল, ঐ দীনারগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই, আমরা খরচ করিতে পারিব।' ধর্মবুদ্ধি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সহিত যেখানে ঐ মুদ্রা প্রোথিত করা হইয়াছিল তথায় গমন করিয়া ঐ স্থান খনন করিয়া যখন কোন মুদ্রা দেখিতে পাইল না তখন দুষ্টবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধিকে বলিল, 'তুমি ঐ দীনার লইয়া গিয়াছ, উহার অর্ধেক আমাকে প্রদান কর।' ধর্মবুদ্ধি উত্তর করিল, 'আমি উহা গ্রহণ করি নাই, তুমিই লইয়াছ।' এই প্রকারে কলহ আরম্ভ হইলে দুষ্টবুদ্ধি ধর্মবুদ্ধির মস্তকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে

নৃপতির ধর্মাধিকরণে লইয়া গেল। সেখানে উভয়ে অভিযোগ করিলে রাজপুরুষেরা কোন প্রকার বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া উভয়কে দৈব দ্বারা বিচার করিবার নিমিত্ত রাখিয়া দিতে উদ্যত হইলে দুষ্টবুদ্ধি রাজপুরুষদিগকে বলিল, 'যে বৃক্ষমূলে দীনার প্রোথিত করা হইয়াছিল সেই বৃক্ষই সাক্ষ্য দিবে যে ধর্মবুদ্ধি ঐ দীনারসমূহ হরণ করিয়াছে।' তাহারা অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল, 'বেশ, আগামীকল্য বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।' তখন তাহারা ধর্মবুদ্ধি এবং দুষ্টবুদ্ধিকে জামিনে মুক্তি দিলে উহারা বিভিন্নভাবে স্বগৃহে প্রস্থান করিল। (২১১-২২৪)

দুষ্টবুদ্ধি তাহার পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদানকরতঃ বলিল, 'বৃক্ষকোটরে লুক্কায়িত রহিয়া আমার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।' পিতা সম্মত হইলে রজনীতে বৃক্ষের বিশাল কোটরাভ্যন্তরে পিতাকে স্থাপন করিয়া দুষ্টবুদ্ধি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। প্রাতঃকালে দুই ভ্রাতা রাজপুরুষদিগের সহিত তথায় গমন করিয়া 'কে দীনার অপহরণ করিয়াছে?' বৃক্ষকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বৃক্ষকোটরে লুক্কায়িত তাহাদের পিতা উচ্চৈঃস্বরে পরিষ্কার বলিল 'ধর্মবুদ্ধি দীনারসমূহ অপহরণ করিয়াছে।' এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজপুরুষদিগের ধারণা হইল যে নিশ্চয়ই দুষ্টবুদ্ধি কাহাকেও বৃক্ষকোটরে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। তখন তাহারা বৃক্ষকোটরে ধূম্রসংযোগ করিলে দুষ্টবুদ্ধির পিতা ধূম্রাহত হইয়া বৃক্ষকোটর হইতে নির্গত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। রাজপুরুষেরা এতদৃষ্টে সমস্ত বিষয়টি অনুধাবনপূর্বক দুষ্টবুদ্ধিকে ধর্মবুদ্ধির হস্তে সমস্ত দীনার প্রদান করিতে বাধ্য করিয়া দুষ্টবুদ্ধির হস্ত এবং জিহ্বা কর্তনকরতঃ তাহাকে নির্বাসিত করিল, এবং ধর্মবুদ্ধি স্বীয় নামের সম্মান রক্ষা করিয়াছে দেখিয়া তাহাকে সম্মানিত করিল।

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে দুষ্টাভিলাষ-প্রণোদিত কর্ম বিপদ আনয়ন করে। সর্বদা ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কার্য করা কর্তব্য, যেরূপ বক সর্পের সহিত আচরণ করিয়াছিল—

বক-সর্প-নকুল-কথা

একদা একটি ভুজঙ্গ আগমনপূর্বক বক শাবক প্রসব করিতে না করিতেই তৎসমূহ ভক্ষণ করায় বক অতিশয় শোকান্বিত হইল। এক কুলীর কর্তৃক

উপদিষ্ট হইয়া সে এক নকুলের অবাসস্থল হইতে সর্পের বিবর অবধি মৎস্য-খন্ডসমূহ বিকীর্ণ করিয়া রাখিলে নকুল বহির্গত হইয়া বিকীর্ণ মৎস খন্ড-সমূহ ভোজন করিতে করিতে সর্পবিবর দৃষ্টে উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সন্তানসহ সেই সর্পকে হত্যা করিল।

এইরূপ বুদ্ধি কৌশলে সফলতা লাভ করা যায়। অন্য আর একটি কাহিনী শ্রবণ কর—

তুলাভক্ষণকারী মূষিকের কাহিনী

একদা এক বণিকপুত্র পিতার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিলে অবশেষে তাহার একটি লৌহনির্মিত তুলাদন্ডমাত্র অবশিষ্ট রহিল। (২২৫-২৩৭) সহস্র পল লৌহে প্রস্তুত ঐ তুলা সে একটি বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দেশান্তরে গমন করিল। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সে বণিকের নিকট ঐ তুলাদন্ড প্রার্থনা করিল তখন বণিক তাহাকে বলিল, 'মূষিকেরা উহা ভক্ষণ করিয়াছে।' সে আরও বলিল, 'ইহা অতীব সত্য, কারণ যে লৌহ দ্বারা উহা নির্মিত হইয়াছিল, তাহা অতিশয় সুমিষ্ট ছিল এবং সেই জন্যই মূষিকেরা উহা ভক্ষণ করিয়াছে।' সে বাহিরে খুবই দুঃখ প্রকাশ করিল, কিন্তু মনে মনে হাস্য করিতে লাগিল। বণিকপুত্র ভোজন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে সে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইল। অতঃপর বণিকপুত্র সেই বণিকের শিশুপুত্রকে আমলকী দ্বারা প্রলোভিত করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গমন করিল। স্নানান্তে সেই বুদ্ধিমান বণিকপুত্র শিশুটিকে কোন বন্ধুর গৃহে রাখিয়া স্বয়ং একাকী বণিকের গৃহে আগমন করিলে বণিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার শিশুপুত্র কোথায়?' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'একটি শ্যেনপক্ষী আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক তাহাকে হরণ করিয়াছে।' বণিক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, 'তুমি নিশ্চয়ই তাহাকে কোথাও গোপনে রাখিয়াছ।' তাহাকে সে রাজার ধর্মাধিকরণে লইয়া গেলে বণিকপুত্র রাজপুরুষদিগের নিকট একই কথা বলিল। তখন রাজপুরুষেরা বলিল, 'শ্যেনপক্ষী কি প্রকারে শিশুকে হরণ করিবে? ইহা অসম্ভব।' বণিকপুত্র প্রত্যুত্তর করিল, 'যে দেশে লৌহ নির্মিত বৃহৎ তুলাদন্ড মূষিকে ভক্ষণ করিতে পারে, সে দেশে একটি শ্যেনপক্ষী শিশু কেন, একটি হস্তীকেও হরণ করিতে পারে।' রাজপুরুষেরা কুতূহলবশতঃ এই বাক্যের

তাৎপর্য জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা বণিককে সেই তুলাদন্ড প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিল এবং বণিকপুত্রও সেই শিশুকে অর্পণ করিল।

সুতরাং এইরূপ দৃষ্ট হইতেছে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কৌশল প্রয়োগ দ্বারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। কিন্তু তুমি তোমার দুষ্কর্ম দ্বারা প্রভুকে বিপদে পাতিত করিয়াছ। করটকের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া দমনক সহাস্যে বলিল, 'এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও না। বৃষের সহিত সংগ্রামে সিংহ কেন জয়ী হইবে না? মত্ত গজদন্তাহত ভূষণশালী সিংহের সহিত চাবুকাহত বৃষের অনেক পার্থক্য আছে।' জম্বুকেরা যখন এই প্রকার কথোপকথনে রত ছিল, সিংহ বৃষ সঞ্জীবককে হত্যা করিল। তাহার মৃত্যুর পর দমনক প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া পূর্বের মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইয়া পশুরাজের পার্শ্বে বহুকাল অধিষ্ঠিত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী গোমুখের নিকট হইতে এই নীতিগর্ভ বুদ্ধি-বিভব সম্পন্ন-বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া বৎসরাজপুত্র পরম সন্তোষ লাভ করিল। (২৩৮-২৫৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৫৪।
ক্রমিক সংখ্যা—১১,৪২৪।

নরবাহনদত্তকে শক্তিযশঃ এর নিমিত্ত উদ্বিঘ্ন দেখিয়া গোমুখ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ পুনরায় বলিল, 'বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন একজন মূর্খের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

অগুরু কাষ্ঠকে অঙ্গারে পরিণতকারী মূর্খ বণিকের কাহিনী

একজন ধনীবণিকের একটি মূর্খ পুত্র ছিল। সে একদা কটাহ দ্বীপে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়াছিল। তাহার দ্রব্যাদির মধ্যে সুগন্ধি অগুরু কাষ্ঠ ছিল। সমস্ত দ্রব্য সে বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিন্তু তত্রস্থ অধিবাসিগণ অগুরু কাষ্ঠের সহিত পরিচিত না থাকায় তদ্রূপ বহু কাষ্ঠের ক্রেতা সে প্রাপ্ত হইল না। তখন সেই মূর্খ কাঠুরিয়াদিগের নিকট হইতে অধিবাসীদিগকে অঙ্গার ক্রয় করিতে দেখিয়া ঐ অগুরু কাষ্ঠ অঙ্গারে পরিণত করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নিজের বুদ্ধির গর্ব করিয়া সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াছিল।

আপনাকে অগুরু কাষ্ঠদহনকারীর বৃত্তান্ত বলিয়াছি, এখন তিলচাষীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

ভাজিত তিলবীজ রোপণকারীর কাহিনী

মূর্খোপম গ্রামবাসী এক কৃষক ছিল। একদিবস ভাজিত তিল আহার করিয়া উহা ভক্ষণ করিতে সুস্বাদু অনুভব করিয়া সে ঐ প্রকার তিলবীজ প্রাপ্ত হইবার আশায় বহু পরিমাণ তিলবীজ রোপণ করিয়াছিল। ভাজিত হওয়ায় ঐ বীজ যখন অংকুরিত হইল না তখন তাহার ক্ষতি দর্শন করিয়া সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

তিলচাষীর বৃত্তান্ত বলিয়াছি, এখন জলে অগ্নি নিক্ষেপকারীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—(১-৯)

অগ্নি এবং বারি মিশ্রণকারী মূর্খের কাহিনী

জনৈক মূর্খ পরদিবস দেবার্চনা করিতে হইবে বলিয়া রাত্রিবেলা চিন্তা করিল, স্নান ও ধূপাদি জ্বালিবার নিমিত্ত আমার জল এবং অগ্নির

প্রয়োজন হইবে। সুতরাং সত্বর যাহাতে উহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই তন্নিমিত্ত উহাদিগকে একত্রে সংগ্রহ করা যাউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বারিকুম্ভে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। প্রাতঃকালে সে দেখিতে পাইল যে অনল নির্বাপিত হইয়াছে এবং জল নষ্ট হইয়াছে। অঙ্গারে জল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখিয়া তাহার মুখও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল এবং তত্রস্থ সকলের আনন আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

বারিকুম্ভ খ্যাতিমান ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন নাসিকা রোপণকারীর আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন—

ভার্যার নাসিকা উন্নতকারীর কাহিনী

কোনস্থানে এক মূঢ়মতি ব্যক্তি বাস করিত। তাহার ভার্যার নাসিকা চেপ্‌টা থাকায় সে তাহার নিদ্রিত গুরুর উন্নত নাসিকা ছেদন করিয়া পত্নীর নাসিকাও কর্তনপূর্বক তাহার মুখে গুরুর নাসিকা স্থাপন করিয়া দেখিল যে উহা তথায় বর্ধিত হইতেছে না। এই প্রকারে সে পত্নী এবং গুরু উভয়কেই নাসিকাহীন করিয়াছিল।

এখন বনবাসী পশুপালকের কাহিনী শ্রবণ করুন—

মূঢ় পশুপালক কথা

এক অরণ্যে জনৈক ধনী অথচ মূর্খ পশুপালক বাস করিত। কতিপয় ধূর্ত একত্রে পরামর্শ করিয়া তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিল, 'আমরা তোমার বিবাহের নিমিত্ত একজন বিত্তবান নাগরিকের কন্যা মনোনীত করিয়াছি এবং তাহার পিতা স্বীকৃত হইয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিল। কিয়ৎ দিবসান্তে তাহারা তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, 'তোমার বিবাহ কার্যতঃ সম্পাদিত হইয়াছে।' সে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিল। কতিপয় দিবসান্তে তাহারা পুনরায় আগমন করিয়া বলিল, 'তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' সেই মূঢ় আনন্দাতিশয্যে তাহাদিগকে তাহার অবশিষ্ট ধনপ্রদান করিয়া 'আমি আমার পুত্রকে দর্শন করিতে আশা করি' এই কথা বিলাপ করিতে লাগিলে গবাদি

সংস্পর্শে অবস্থান করিয়া ধূর্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া সকলের উপহাসাস্পদ হইয়াছিল।

পশুপালকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, এখন অলংকারসজ্জকের কাহিনী শ্রবণ করুন—

মূর্খ এবং অলংকারের কাহিনী

কোন গ্রামে একব্যক্তি রজনীতে চৌরগণ কর্তৃক রাজপ্রাসাদ হইতে হৃত এবং প্রোথিত স্বর্ণালংকার ভূমি খনন করিতে করিতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সেই ভূষণাবলি দ্বারা তাহার পত্নীকে সজ্জিত করিয়াছিল—মেখলা মস্তকে বন্ধন করিল, হার কটিদেশে, নূপুর হস্তদ্বয়ে এবং কঙ্কণ দ্বারা তাহার কর্ণযুগল ভূষিত করিয়াছিল। (১০-২৬) গ্রামবাসীরা হাস্য করিতে লাগিল এবং লোকপ্রমুখাৎ ইহা অবগত হইয়া নৃপতি ঐ গ্রামবাসীর নিকট হইতে স্বীয় অলংকারসমূহ গ্রহণ করিলেন কিন্তু পশুসদৃশ ঐ মূর্খকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না।

দেব, আপনাকে অলংকার প্রাপকের কাহিনী বলিয়াছি, এখন তূলা উৎপাদনকারীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন--

মূর্খ এবং তূলার কাহিনী

এক মূর্খ তূলা বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বিপণিতে গমন করিলে তাহার তূলা অপরিষ্কার বলিয়া কেহ ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল না। ইতোমধ্যে সে দেখিল যে কোন স্বর্ণকার অগ্নিতে স্বর্ণ শোধনপূর্বক তাহা একজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিল। উহা দর্শন করিয়া ঐ মূর্খ শোধনার্থ তাহার তূলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উহা ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

তূলা উৎপাদকের কাহিনী শ্রবণ করিলেন, এইবার, দেব, খর্জুর বৃক্ষ ছেদকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

খর্জুর বৃক্ষছেদক মূর্খ গ্রামবাসীদিগের বৃত্তান্ত

রাজপুরুষগণ নৃপতির আদেশানুসারে খর্জুর সংগ্রহার্থ কতিপয় মূর্খ গ্রামবাসীকে আহবান করিয়াছিল। স্বয়ং ভূমিতলে পতিত একটি খর্জুর

বৃক্ষ হইতে সহজেই খর্জুর সংগ্রহ করা যাইতেছে দেখিয়া তাহারা গ্রামস্থ সমস্ত খর্জুর বৃক্ষ ছেদন করিয়া ভূপাতিতপূর্বক সমস্ত খর্জুর সংগ্রহ করিয়া পুনরায় বৃক্ষসমূহকে উত্থাপনপূর্বক রোপণ করিল, কিন্তু ঐ বৃক্ষসমূহ আর জীবিত হইল না। তাহারা ঐ খর্জুর আনয়ন করিলে রাজা তাহাদিগকে সম্মানিত ত করিলেনই না বরং খর্জুর বৃক্ষ ছেদন করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিলেন।

আপনাকে খর্জুর বিষয়ক হাস্যোদ্দীপক কাহিনী বলিয়াছি এখন আপনাকে বিত্তান্বেষণের একটি ঘটনা বলিব—

অন্ধীভূত বিত্তান্বেষকের কাহিনী

কোন নরপতি একজন বিত্তান্বেষক নিযুক্ত করিয়াছিল। (২৭-৩৬) নৃপতির দুষ্ট মন্ত্রী সেই ব্যক্তি বিত্ত প্রাপ্তির স্থানসমূহ আবিষ্কার করিয়া যাহাতে কোথাও পলায়ন করিতে সমর্থ না হয় তন্নিমিত্ত তাহার নয়নোৎপাটন করিয়াছিল। ইহার ফলে সে অন্ধাবস্থায় তথায় অবস্থান করিয়া অথবা পলায়ন করিয়া ভূমিতে বিত্তস্থিতির লক্ষণাদি দর্শন করিতে অসমর্থ হইল এবং সকলে ঐ মূর্খ মন্ত্রীকে উপহাস করিতে লাগিল।

আপনি বিত্তান্বেষণের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এখন লবণ ভক্ষণের কথা শ্রবণ করুন—

মূর্খ এবং লবণের কাহিনী

একটি গ্রামে জনৈক অতিশয় মূর্খ বাস করিত। নগরবাসী তাহার এক মিত্র তাহাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া লবণ স্বাদু ব্যাঞ্জনাদি তাহাকে ভক্ষণ করিতে প্রদান করিলে সেই মূর্খ জিজ্ঞাসা করিল, 'খাদ্য দ্রব্যাদি এত সুস্বাদু হইল কি প্রকারে?' তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল, 'প্রধানতঃ লবণ সংযোগ দ্বারা এই ভোজ্য দ্রব্যাদি সুস্বাদু করা হইয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই মূর্খ মুখ গহ্বরে এক মুষ্টি চূর্ণ লবণ গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলে তাহার ওষ্ঠাধর এবং শ্মশ্রু শ্বেত বর্ণ ধারণ করিল এবং সকলে তাহাকে উপহাস করিলে তাহার আননও শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইল।

দেব, আপনি লবণ খাদকের কথা শুনিয়াছেন, এখন দুগ্ধবতী গাভীর প্রভুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

মূর্খ এবং দুগ্ধবতী গাভীর কথা

কোনও এক মূর্খ গ্রামবাসীর একটি গাভী ছিল। সেই গাভীটি প্রত্যহ তাহাকে শতপল দুগ্ধ প্রদান করিত। একদা উৎসব আসন্ন হইলে, 'উৎসবের দিন ইহার সমস্ত দুগ্ধ দোহন করিব' এই কথা চিন্তা করিয়া মাসাবধি গোদোহন করিল না। উৎসব দিবসে গোদোহন আরম্ভ করিলে দুগ্ধ না পাওয়াতে সে সকলের উপহাসাস্পদ হইল।

আপনি দুগ্ধবতী গাভীর মূর্খ প্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, অধুনা দুই মূর্খের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

কেশহীন মূর্খ এবং লোষ্ট্র নিক্ষেপকারী মূর্খের কাহিনী

একজন কেশহীন ব্যক্তির তাম্রকুম্ভের ন্যায় মস্তক ছিল। (৫৭-৪৮) একদা যখন একটি ক্ষুধার্ত্ত যুবক কপিত্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিল তখন সে উহাকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উহার মস্তকে কপিত্থ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ কেশহীন ব্যক্তি ধৈর্য-ধারণপূর্বক উহাকে কিছুই বলিল না! তখন ঐ যুবক অবশিষ্ট কপিত্থ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ কেশহীন ব্যক্তি ধৈর্য ধারণপূর্বক উহাকে কিছুই বলিল না। তখন ঐ যুবক অবশিষ্ট কপিত্থসমূহ একটির পর একটি তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলে রক্তপাত হওয়া সত্ত্বেও সেই কেশহীন ব্যক্তি নীরব রহিল। তখন ঐ যুবক নিষ্ফল তারুণ্য ক্রীড়া দ্বারা কপিত্থসমূহ ঐ কেশহীন ব্যক্তির মস্তকে বিচূর্ণিত করিয়া ক্ষুধাক্রান্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ঐ কেশহীন ব্যক্তি রক্তাপ্লুত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই সুস্বাদু কপিত্থের আঘাত কেন সহ্য করিব না?' রক্তপট্টি বন্ধনে মূর্খদিগের নরপতিরূপে বৃত সেই কেশহীনকে দর্শন করিয়া তত্রস্থ কেহ হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল না।

দেব, দেখা যাইতেছে যে মূর্খেরা এই জগতে উপহাসাস্পদ হয় এবং সিদ্ধি-লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সম্মান অর্জন করেন।

গোমুখের নিকট হইতে এই সকল সরস আনন্দপ্রদ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত গাত্রোত্থানপূর্বক আহ্নিকাদি সমাপন করিল এবং রজনী সমাগত হইলে রাজকুমারও কাহিনী শ্রবণ করিতে উৎসুক হইলে গোমুখ তাহাকে বুদ্ধিমানদিগের এই কাহিনী বর্ণনা করিল—

বায়স-কপোতরাজ-কচ্ছপ-মৃগ কথা।

এক অরণ্যে একটি বৃহৎ শাল্মলীবৃক্ষ ছিল। তথায় লঘুপাতী নামক বায়স নীড় রচনা করিয়া বাস করিতেছিল। একদা সে নীড় হইতে অধোদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লগুড় ও জলহস্তে একটি ভীমাকৃতি পুরুষকে আগমন করিতে দেখিল। বায়স নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল যে ঐ ব্যক্তি ভূমির উপর জাল বিস্তৃত করিয়া উহার উপর কিয়ৎ পরিমাণ ধান্য নিক্ষেপকরতঃ স্বয়ং লুক্কায়িত রহিল।

ইতোমধ্যে কপোতরাজ চিত্রগ্রীব শত শত পারাবতসহ তথায় আগত হইয়া ভূমির উপর ধান্য বিকীর্ণ দেখিয়া আহারার্থ জালের উপর অবতরণ করিলে সপরিবারে জালপাশে আবদ্ধ হইল। এতদ্দৃষ্টে চিত্রগ্রীব তাহার অনুচরদিগকে বলিল, 'তোমাদের চঞ্চু দ্বারা জাল ধৃত করিয়া যত শীঘ্র পার আকাশে উড্ডীন হও।' সমস্ত ভীত কপোত 'আমরা তাহাই করিব' এই কথা বলিয়া জাল সহ ত্বড়িৎ গতিতে আকাশ পথে যাত্রা করিল। লুব্ধকও গাত্রোত্থান করিল। তখন চিত্রগ্রীব ভয়শূন্য হইয়া তাহার অনুচরদিগকে বলিল, 'চল, আমরা সত্বর আমার মূষিক বন্ধু হিরণ্যের নিকট গমন করি। সে দন্ত দ্বারা জাল ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিবে।' এই কথা বলিয়া সে জালবাহী পারাবতদিগের সহিত গমন করিয়া মূষিকের বিবরের প্রবেশদ্বারে অবতরণকরতঃ কপোতরাজ মূষিককে আহ্বান করিল, 'হিরণ্য, বহির্গত হও, আমি চিত্রগ্রীব আগমন করিয়াছি।' বিবর পথে উহা শ্রবণ করতঃ বন্ধুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সে শত ছিদ্রযুক্ত বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চিত্রগ্রীবের নিকট আগমনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সে শত ছিদ্রযুক্ত বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। চিত্রগ্রীবের নিকট আগমন-পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কপোতরাজ এবং তাহার অনুচরদিগকে আবদ্ধকারী সেই জাল সোৎসুক্যে ছেদন করিলে কপোতরাজ চিত্রগ্রীব প্রিয় বাক্য দ্বারা বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক সানুচর আকাশ পথে প্রস্থান করিল। (৪৯-৭১)

কপোতদিগের পশ্চাদানুসরণকারী বায়স বিবর দ্বারে আগমন করিয়া পুনঃ প্রবিষ্ট মূষিককে বলিল, 'আমি লঘুপাতী নামক বায়স। তোমার বন্ধুবাৎসল্য দৃষ্টে আমি তোমাকে মিত্ররূপে বরণ করিব, কারণ এই প্রকার বিপদ হইতে তুমি রক্ষা করিতে সমর্থ।' বিবরাভ্যন্তর হইতে বায়সকে দর্শন করিয়া সে বলিল, 'তুমি দূর হও। ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ভিতর কি প্রকারে

মিত্রতা সম্ভব ? তখন বায়স বলিল, 'শান্ত হও, তোমাকে ভক্ষণ করিলে এক মুহূর্তের নিমিত্ত আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু যদি তোমার মিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হই তবে যাবজ্জীবন তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।' বায়স এইরূপ বাক্যাদি দ্বারা শপথ করিয়া মূষিকের বিশ্বাস অর্জন করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইল। মূষিক তণ্ডুল এবং মাংস খণ্ড আনয়ন করিলে উহারা উভয়ে তাহা পরম প্রীতি সহকারে ভোজন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

একদিন বায়স তাহার মিত্র মূষিককে বলিল, 'এইস্থান হইতে বহুদূরে অরণ্যের মধ্যে একটি নদী আছে। তথায় আমার বন্ধু মন্থরক নামক কূর্ম বাস করে। আমি তাহার নিকট গমন করিব। কারণ তথায় মাংস এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যাদি সহজ লভ্য। এখানে খাদ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য এবং আমাকে সর্বদা লুব্ধকের ভয়ে ভীত থাকিতে হয়।' বায়স তাহাকে এই কথা বলিলে মূষিক প্রত্যুত্তর করিল, 'তবে আমাকেও তথায় লইয়া যাও। আমরা উভয়ে একত্রে বাস করিব। এস্থানে একটি বিরক্তিকর ব্যাপার আছে। আমি তথায় গমন করিয়া তোমার নিকট সমস্ত বলিব।' হিরণ্য এই কথা বলিলে লঘুপাতী তাহাকে চঞ্চু দ্বারা ধারণ করিয়া উড্ডীয়নপূর্বক সেই অরণ্য নদী-তটে আগমন করিল। তথায় তাহার মিত্র মন্থরককে প্রাপ্ত হইয়া এবং তৎকর্তৃক সম্বর্ধিত হইয়া সে মূষিকের সহিত তাহার সমীপে উপবেশন করিল। কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া বায়স তাহার নিকট তাহার আগমনের কারণ বিবৃত করিল এবং হিরণ্যের সহিত তাহার কি প্রকারে মিত্রতা হইয়াছিল তাহাও বর্ণনা করিল। তখন কূর্ম মূষিককেও বায়সের ন্যায় বন্ধুত্বে বরণ করিয়া কোন্ বিরক্তিবশতঃ সে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছে তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মূষিক, বায়স এবং কূর্মের সমক্ষে তাহার স্বকীয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিল—(৭২-৮৬)

মুনি-মূষিক-কথা

নগরীর নিকট আমি একটি বৃহৎ বিবরে বাস করিতাম। এক রজনীতে আমি প্রাসাদ হইতে একটি হার অপহরণ করিয়া আমার বিবরে লুক্কায়িত রাখিয়া-ছিলাম। ঐ হারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি শক্তি লাভ করিলে, বহু মূষিক আমার সমীপে আগমন করিল। কারণ তাহাদিগের নিমিত্ত প্রচুর খাদ্য হরণ করিতে পারিতাম। ইতোমধ্যে জনৈক মুনি আমার বিবর সমীপে

তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সায়ংকালে তিনি ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য একটি শলাকায় ঝুলাইয়া রাখিতেন। প্রত্যহ রজনীতে তিনি নিদ্রিত হইলে আমি বিবর পথে প্রবেশ করিয়া উপর হইতে উহা হরণ করিতাম।

একদা তাঁহার একজন বন্ধু মুনি তথায় আগমন করিয়া আহারান্তে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে থাকিলে আমি যখন খাদ্য অপহরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম তখন শ্রবণরত প্রথম মুনি বেত্রখণ্ড দ্বারা ভিক্ষাপাত্রে মহুর্মুহু আঘাত করিতেছিলেন। তাঁহার অতিথি মুনি, 'আমার কথোপ-কথনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে কেন' এই কথা বলিলে সেই মুনি বলিলেন, 'মূষিক রূপে আমার একটা শত্রু হেথায় বাস করে। সে সর্বদা ঐ উচ্চস্থানে লম্ফপ্রদানপূর্বক আমার খাদ্য অপহরণ করে। একটি বেত্রদ্বারা ভাণ্ডটি আন্দোলিত করিয়া আমি উহার ভীতি উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।' তখন ঐ মুনি উত্তর করিলেন, 'বাস্তবিক এই লোভই জনগণের একটি পরম দোষ। উদাহরণ স্বরূপ একটি কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

ব্রহ্মাণী-তিল কথা

তীর্থ পর্যটন করিবার সময় আমি একটি নগরীতে একজন ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছিলাম। তথায় আমার অবস্থিতিকালে সেই বিপ্র তাহার গৃহিনীকে বলিল, 'তোমার মতো নির্ধন কি প্রকারে ইহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?' তখন বিপ্র বলিল, 'প্রিয়ে, সঞ্চয় করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু অত্যাধিক সঞ্চয় করা উচিত নহে, এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শ্রবণ কর—(৮৭-১০০)

লোভী জম্বুক-কথা

কোন অরণ্যে একজন ব্যাধ মৃগয়াকালে একটি স্বয়ংক্রিয় ধনুতে শর যোজনা করিয়াছিল। তদুপরি কিঞ্চিৎ মাংস স্থাপন করিয়া সে একটি বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সে ঐ বন্য শূকরটিকে বল্লমাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার দন্ত দ্বারা আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। দূর হইতে একটি শৃগাল তাহা দর্শন করিয়া তথায় আগমনকরতঃ ক্ষুধিত হওয়া সত্ত্বেও

সঞ্চয়াভিলাষে ব্যাধ কিংবা শূকরের প্রচুর মাংস ভোজন না করিয়া ধনুকের উপর স্থাপিত মাংস প্রথমে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্পর্শমাত্রেই তীর উৎক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে বিদ্ধ করিল এবং শৃগাল পাঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সুতরাং অধিক সঞ্চয় করিতে যাইও না।—বিপ্র এই কথা বলিলে তাহার পত্নী সম্মত হইয়া কিঞ্চিৎ তিল রৌদ্রে দিল। সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে একটি কুক্কুর আগমনকরতঃ উহাতে মুখ দিলে কেহ ঐ অপবিত্র তিলান্ন ক্রয় করিল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লোভ সুখ প্রদান করে না, উহা কেবলমাত্র লোভীর বিরক্তি উৎপাদন করে।—অতিথি মুনি এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিল 'মূষিকের এই উপদ্রব নিবারণার্থ যদি তোমার খনিত্র থাকে আমাকে দাও।' তত্র নিবাসী মুনি অতিথিকে একটি খনিত্র প্রদান করিলে আমি আমার গুপ্ত স্থান হইতে উহা দর্শন করিয়া স্বীয় বিবরে প্রবেশ করিলাম। তখন ঐ আগন্তুক শঠ মুনি আমার প্রবেশের বিবর দর্শন করিয়া উহা খনন করিতে আরম্ভ করিল। আমি যতই ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম সেও খনন করিতে করিতে সেই হার এবং আমার সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়া আমার সমক্ষেই ঐ মুনিকে বলিল এবং আমি তাহা শ্রবণ করিলাম, 'এই হারের বলেই ঐ মূষিক এত বলীয়ান হইয়াছে।' অতঃপর উহারা আমার সঞ্চিত ভাণ্ডার হরণকরতঃ হারটি মস্তকে স্থাপন করিয়া তত্র নিবাসী মুনি এবং আগন্তুক মুনি প্রশান্ত মনে নিদ্রিত হইল। তাহারা সুপ্ত হইলে এবং আমি পুনরায় হরণ করিতে আগমন করিলে ঐ নিবাসী মুনি জাগ্রত হইয়া আমার মস্তকে লগুড়াঘাত করিল। কিন্তু আহত হইলেও আমার মৃত্যু হইল না এবং আমি স্ববিবরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু তখন আর আমার খাদ্য হরণ করিবার মত লম্ফঝম্প প্রদান করিবার শক্তি রহিল না, কারণ ধনই প্রাণীদিগকে যৌবন প্রদান করে এবং নির্ধনতা জরা উৎপাদন করে। ধন বিহনে বল, রূপ, উৎসাহ সমস্তই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমি কেবল নিজের জন্য আহার সংগ্রহ করি দেখিয়া আমার মূষিক অনুচরবৃন্দ আমাকে পরিত্যাগ করিল। বহুকালাবধি একত্রে বাস করা সত্ত্বেও প্রভু পালন করিতে সমর্থ না হইলে ভৃত্যেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, ভ্রমর পুষ্পহীন তরুকে পরিত্যাগ করে। (১০১-১১৮)

বহুকাল আমি নিরাশ অবস্থায় থাকিয়া সম্প্রতি লঘুপাতীকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া হে কচ্ছপশ্রেষ্ঠ, আমি তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হিরণ্য

এইকথা বলিলে কূর্ম মন্থরক উত্তর করিল, 'সখে, তুমি হতাশ হইও না। এই স্থানেই তোমার গৃহ। ধার্মিক ব্যক্তির নিকট কোন দেশই বিদেশ নহে, সন্তোষশীল ব্যক্তি কদাচ অসুখী হয় না। ধীর ব্যক্তির নিকট বিপদ আগমন করে না এবং সাহসিকের নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে।' কচ্ছপ যখন এই কথা বলিতেছিল তখন ব্যাধদিগের ভয়ে ভীত হইয়া চিত্রাঙ্গ নামক মৃগ বহুদূর হইতে সেই অরণ্যে আগমন করিল। কোন ব্যাধ তাহাকে অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া সেই কচ্ছপ ও তাহার সঙ্গিগণ তাহার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল এবং সেই মৃগ তাহার বল এবং সাহস পুনঃপ্রাপ্ত হইল। পরস্পরের সহিত সখ্যপূর্ণ আচরণ করিয়া বায়স, কচ্ছপ, মূষিক এবং মৃগ চতুষ্টয় তথায় বহুকাল সুখে সুহৃদ্‌ভাবে বাস করিয়াছিল।

একদা চিত্রাঙ্গের বহু বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লঘুপাতী বৃক্ষশীর্ষে উড্ডীন হইয়া অরণ্যের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল যে চিত্রাঙ্গ একটি নদীতীরে পাশবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক সে মূষিক ও কচ্ছপকে এই সংবাদ প্রদান করিল। তখন তাহারা পরস্পর আলোচনান্তে লঘুপাতী চঞ্চুদ্বারা মূষিককে বহন করিয়া চিত্রাঙ্গের নিকট লইয়া গেল। তখন পাশবদ্ধ হতাশ মৃগকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক সে দন্ত দ্বারা পাশ ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিল। ইতোমধ্যে মিত্রানুরক্ত কচ্ছপ মন্থরক নদীতটে পর্যটন করিতে করিতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন স্থান হইতে সেই পাশ স্থাপনকারী লুব্ধক তথায় আগমন করিলে মৃগ এবং অন্যান্য সকলে পলায়ন করিল কিন্তু কচ্ছপ ধৃত হইল। সে উহাকে একটি জালমধ্যে স্থাপন করিয়া মৃগটিকে ধরিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিল। ইতোমধ্যে বন্ধুরা এই ঘটনা দর্শন করিলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মূষিকের উপদেশানুসারে মৃগ বহুদূর গমনপূর্বক মৃতবৎ পতিত রহিল এবং বায়স তাহার মস্তকোপবিষ্ট হইয়া তাহার চক্ষু উৎপাটন করিবার ভাণ করিল। ইহা দেখিয়া লুব্ধকের ধারণা হইল, সে যেন মৃগটি মৃত হওয়াতে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নদীতীরে কচ্ছপটিকে নামাইয়া রাখিয়া মৃগটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মূষিক তাহাকে মৃগের নিকট গমন করিতে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দন্ত দ্বারা জালে একটি ছিদ্র করিলে কচ্ছপ মুক্ত হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। মৃগ যখন দেখিতে পাইল কচ্ছপটিকে না লইয়াই ব্যাধ তাহার সমীপে অগ্রসর হইতেছে তখন সে উত্থিত হইয়া পলায়ন করিল এবং বায়স উড্ডীন

হইয়া একটি বৃক্ষোপরি উপবেশন করিল। তখন লুব্ধক প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিতে পাইল যে জালটি ছিন্ন হইয়াছে। কচ্ছপটিকে আর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না দেখিয়া সে বিষণ্ণচিত্তে দৈবকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১৯-১৩৬)

তখন বন্ধু চতুষ্টয় সোৎসাহে একত্রিত হইলে মৃগ প্রীত হইয়া অপর তিন বন্ধুকে বলিল, 'তোমাদের মত মিত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তোমরা অদ্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছ।' এইরূপ বাক্যে মৃগ, বায়স, কচ্ছপ এবং মূষিককে প্রশংসা করিলে তাহারা পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ রহিয়া কাক, কূর্ম এবং মূষিক পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে হীন প্রাণীরাও প্রজ্ঞাবলে সিদ্ধি লাভ করে এবং জীবন বিপন্ন হইলেও বিপদে বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করে না। বন্ধুদের পরস্পরের প্রতি আসক্তি ভালবাসা দ্বারা লব্ধ হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি অসূয়া উৎপাদন করে বলিয়া উহার অনুমোদন করা যায় না। প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন—

ভিল্ল হত্যাপরাধে পতিকে মিথ্যাদোষারোপকারিণী পত্নীর কাহিনী।

দেব, পুরাকালে কোন নগরীতে একজন ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষ বাস করিত। তাহার সুন্দরী ভার্যাকে সে অতিশয় ভালবাসিত। পটে অঙ্কিত পুরুষও হয়ত তাহাকে প্রলোভিত করিবে এই আশঙ্কায় সেই সন্দেহশীল ব্যক্তি কখনও তাহার পত্নীকে একাকিনী রাখিত না। একদা কার্য ব্যপদেশে তাহাকে বিদেশে গমন করিতেই হইল এবং সে তাহার ভার্যাকে তাহার সহিত লইল। পথে একটি ভিল্ল অধ্যুষিত পল্লী দর্শন করিয়া সে একজন গ্রামবাসী বৃদ্ধ বিপ্রের গৃহে পত্নীকে রাখিয়া যাত্রাপথে অগ্রসর হইল। সেই রমণী তথায় অবস্থিতিকালে কতিপয় ভিল্লের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া একজন তরুণ ভিল্লকে দর্শন করিয়া তাহার সহিত পলায়ন করিল। ঈর্ষালু পতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সে স্বেচ্ছায় সেতুভঙ্গকারী নদীর ন্যায় সেই ভিল্লের সহিত তাহার পল্লীতে আগমন করিল। (১৩৭-১৪৭)

ইতোমধ্যে কার্য সম্পাদনান্তে তাহার পতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গ্রামবাসী বিপ্রের নিকট স্বীয় ভার্যাকে প্রার্থনা করিলে সে বলিল, 'তোমার ভার্যা

কোথায় গমন করিয়াছে আমি তাহা জ্ঞাত নহি, তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে কতিপয় ভিল্ল হেথায় আগমন করিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহারা তোমার পত্নীকে হরণ করিয়াছে। ভিল্লপল্লী সন্নিকটেই অবস্থিত। তুমি সত্বর তথায় গমন করিলে নিশ্চয়ই তোমার ভার্যার দর্শন লাভ করিবে।' ব্রাহ্মণ তাহাকে এই কথা বলিলে সে বিলাপ করিতে করিতে নিজের বুদ্ধিকে দোষ প্রদানপূর্বক সেই ভিল্লপল্লীতে গমন করিয়া তাহার পত্নীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে সেই দুষ্টা রমণী তাহার সমীপে সভয়ে আগমনপূর্বক বলিল, 'আমার কোনই দোষ নাই, ভিল্ল আমাকে জোর করিয়া হেথায় আনয়ন করিয়াছে।' তাহার কামান্ধ পতি তাহাকে বলিল, 'চল, আমরা দৃষ্ট হইবার পূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করি।' কিন্তু সে তাহার ক্রোধান্ধ পতিকে বলিল, 'ভিল্লের শিকার হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তোমার এবং আমার পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক আমাদের উভয়কে হত্যা করিবে। অতএব এই গুহায় প্রবেশকরতঃ সম্প্রতি গোপনে অবস্থান কর। রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হত্যা করিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে এই স্থান পরিত্যাগ করিব। শঠ রমণী এই কথা বলিলে সে গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কামান্ধচিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে বিবেকের স্থান আছে কি ?

দিনান্তে ভিল্ল প্রত্যাগমন করিলে সেই কুস্ত্রী যে কামান্ধ পতিকে প্রলোভিত করিয়া তথায় আনয়ন করিয়াছিল, ভিল্লের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার করাইল এবং সেই নিষ্ঠুর, পরাক্রমশালী ভিল্ল, পতিকে আকর্ষণপূর্বক পরদিবস ভবানীদেবীর নিকট বলি প্রদান করিবার নিমিত্ত তাহাকে একটি তরুর সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিল। (১৪৮-১৫৮)

ভোজনান্তে সেই ভিল্ল পতির সম্মুখেই সেই অসতী রমণীর সহিত সম্ভোগান্তে তাহার পার্শ্বে নিদ্রিত হইলে সেই বৃক্ষে আবদ্ধ ঈর্ষালু পতি ভবানীদেবীকে আকুল হইয়া স্তব দ্বারা আরাধনা করিলে তিনি উপস্থিত হইয়া বর প্রদান করিলেন এবং সে বন্ধন মুক্ত হইয়া স্বীয় খড়্গ দ্বারা ঐ ভিল্লের মস্তক ছেদন করিল। অতঃপর সে পত্নীকে জাগ্রত করিয়া বলিল, 'চল, আমি ঐ দুরাত্মাকে হত্যা করিয়াছি।' সে শোকাকুলচিত্তে উত্থিত হইল। সেই অসতী রমণী গোপনে ভিল্লের মস্তক গ্রহণ করিয়া রজনীতে পতির সহিত যাত্রা করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে একটি নগরীতে উপনীত হইলে সেই নারী ছিন্নশির সকলকে প্রদর্শন করাইয়া স্বামীকে দেখাইয়া

বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'এই ব্যক্তি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে।' নগরপাল তাহাকে এবং তাহার পতিকে রাজার নিকট লইয়া গেলে সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণ পতি পৃষ্ট হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। নৃপতি অনুসন্ধানান্তে সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া নগরপালকে ঐ দুষ্টা রমণীর নাসিকা এবং কর্ণদ্বয় ছেদন করিতে আদেশ করিয়া তাহার পতিকে মুক্তি প্রদান করিল এবং সে ঐ অসতী রমণীর প্রতি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া স্বগৃহে গমন করিল।

কুমার, স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাপূর্ণ ব্যবহার করিলে স্বামীর ঈর্ষা পত্নীকে অন্য ব্যক্তির প্রতি আসক্ত করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঈর্ষা পরবশ না হইয়া স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি কখনও কোন স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্ত রহস্য বিবৃত করিবে না। এই প্রসঙ্গে একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন—
(১৫৯-১৬৯)

স্ত্রীলোকের নিকট গুপ্তরহস্য নিবেদনকারী সর্পের কাহিনী।

কোন নাগ গরুড়-ভয়ে ভীত হইয়া পৃথিবীতে পলায়নপূর্বক একটি গণিকালয়ে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। নাগ স্বীয় শক্তি বলে প্রত্যহ পঞ্চশত হস্তী সংগ্রহপূর্বক ঐ গণিকাকে ভাড়াস্বরূপ প্রদান করিত। সেই রমণী কি প্রকারে সর্প অত সংখ্যক হস্তী প্রত্যহ সংগ্রহ করে এবং তাহার কি পরিচয় বারংবার তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিত। প্রেমান্ধ হইয়া সে বলিল, 'আমি গরুড়-ভয়ে ভীত একটি সর্প, এখানে অবস্থান করিতেছি। কাহাকেও এই কথা বলিও না।' কিন্তু সেই বারবিলাসিনী গোপনে কুট্টিনীকে এই কথা বলিয়াছিল।

গরুড় নরাকৃতিতে সমস্ত জগৎ সর্পের অন্বেষণে ভ্রমণ করিয়া কুট্টিনীকে বলিল, 'আমি অদ্য তোমার কন্যার গৃহে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি, আমি ভাড়া প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর।' কুট্টিনী তাহাকে বলিল, 'হেথায় এক নাগ বাস করে, সে প্রত্যহ আমাদিগকে পঞ্চশত হস্তী প্রদান করে। একদিনের ভাড়া লইয়া কি হইবে?' নাগটি তথায় বাস করিতেছে জ্ঞাত হইয়া গরুড় সেই গণিকালয়ে অতিথিরূপে প্রবেশ করিয়া গৃহশীর্ষে সেই নাগের দর্শন লাভকরতঃ স্বমূর্তি প্রকাশ করিয়া তথায় আরোহণপূর্বক তাহাকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিল।

সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গুপ্তকথা অনর্গল স্ত্রীলোকদিগকে বলিবে না।' এই কথা বলিয়া গোমুখ অন্য একটি মূর্খের কথা বিবৃত করিল। (১৭০—১৭৯)

কেশহীন ব্যক্তি এবং কেশোৎপাদকের কাহিনী

তাম্রকুম্ভোপম মস্তকযুক্ত একটি কেশহীন ব্যক্তি ছিল। সেই জড়বুদ্ধি ধনী হওয়া সত্ত্বেও কেশহীন হওয়াতে লজ্জিত ছিল। জীবিকার্থে অন্যের উপর নির্ভরকারী একটি ধূর্ত তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বলিল 'আমি এক বৈদ্যকে জানি যে কেশোৎপাদনকারী ঔষধের বিষয় জ্ঞাত আছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'যদি তুমি তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর তবে তোমাকে এবং সেই বৈদ্য উভয়কেই অর্থ প্রদান করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বহুকালাবধি ঐ মূর্খের বিত্ত নাশ করিল এবং একটি শঠ বৈদ্যকে আনয়ন করিল। সেই বৈদ্যও বহুকাল তাহার অর্থ নিষ্কাশন করিয়া একদিবস স্বীয় মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার কেশহীন মস্তক দেখাইল। এতৎ সত্ত্বেও সেই জড়বুদ্ধি কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তাহার নিকট কেশ উৎপাদনকারী ঔষধ প্রার্থনা করিলে বৈদ্য তাহাকে বলিল, 'আমি স্বয়ং কেশহীন। অন্যের মস্তকে কি প্রকারে কেশোৎপাদন করিব? ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই আমি আমার কেশহীন মস্তক তোমাকে দেখাইয়াছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, এখনও তুমি তাহা অনুধাবন কর নাই।' এই কথা বলিয়া বৈদ্য প্রস্থান করিল।

সুতরাং দেব, দেখিতে পাইতেছেন যে ধূর্তেরা সর্বদা জড়বুদ্ধিদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে। আপনি মূর্খ এবং তাহার কেশের কাহিনী শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে মূর্খ এবং তৈলের কথা শ্রবণ করুন—

মূর্খ ভৃত্যের কাহিনী

কোন ব্যক্তির একটি মূর্খ ভৃত্য ছিল। তাহার প্রভু একদা তাহাকে কোন বণিকের নিকট হইতে তৈল আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলে সে একটি পাত্র সহিত ঐ তৈল প্রাপ্ত হইল। সে যখন ঐ তৈলপাত্রহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল তখন তাহার এক বন্ধু তাহাকে বলিল, 'এই তৈলাধারটি সাবধানে লইয়া যাইবে, ইহার তলদেশ হইতে তৈল নির্গত হইতেছে।' সেই মূর্খ

ইহা শ্রবণ করিয়া তলদেশ দেখিবার নিমিত্ত উহা উল্টাইলে সমস্ত তৈল নিম্নে ভূমিতে পতিত হইল। তাহার প্রভু এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই সর্বলোকের উপহাসাস্পদ মূর্খ ভৃত্যটিকে তাহার গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

কাহারও উপদেশ গ্রহণ না করিয়া মূর্খের স্বকীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই শ্রেয়ঃ।

মূর্খ এবং তৈলের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন মূর্খ এবং অসতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

স্বীয় শ্রাদ্ধে উপস্থিত অসতী ভার্যার কাহিনী

একটি মূর্খের অসতী স্ত্রী ছিল। (১৮০—১৯৩) একদা তাহার স্বামী কার্যব্যপদেশে বিদেশে গমন করিলে সে তাহার এক অনন্যা বিশ্বস্ত দাসীকে কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং অনাবিল সুখ সম্ভোগার্থ তাহার উপপতির গৃহে একাকী প্রস্থান করিল। সেই রমণীর স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সুশিক্ষিতা দাসী অশ্রু গদ্‌গদ বাক্যে তাহাকে বলিল, 'আপনার পত্নী মৃতা এবং তাহাকে দাহ করা হইয়াছে।' অতঃপর সে তাহাকে শ্মশানে লইয়া অন্য কোন চিতায় দগ্ধ ব্যক্তির অস্থি তাহাকে প্রদর্শন করাইলে সেই মূঢ় বিলাপ করিতে করিতে অস্থিসমূহ গৃহে আনয়নপূর্বক পুণ্য তীর্থস্থানে সেই অস্থিসমূহ বিসর্জন করিয়া তাহার শ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। দাসী তাহার পত্নীর উপপতিকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহার নিকট পরিচয় প্রদান করিলে সে তাহাকেই শ্রাদ্ধের পুরোহিত নিযুক্ত করিল। প্রত্যেক মাসে তাহার পত্নী উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের সহিত আগমন করিয়া মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিত এবং সেই দাসী তাহাকে বলিত, 'প্রভো, অবলোকন করুন, সতীত্বের প্রভাবে আপনার পত্নী পরলোক হইতে আগমন করিয়া বিপ্রের সহিত ভোজন করেন।' সেই মূর্খশিরোমণি এই কথা বিশ্বাস করিত।

এইরূপে দুষ্টা নারী কর্তৃক জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনায়াসেই বঞ্চিত হয়। আপনি অসতী এবং মূর্খের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছেন, অধুনা চণ্ডালকন্যার কথা শ্রবণ করুন—

উচ্চাকাঙ্ক্ষিনী চণ্ডালকন্যার কাহিনী

একদা এক সরলা সুন্দরী চণ্ডালকন্যা সংকল্প করিল যে সে একজন সার্বভৌম নরপতিকে বর রূপে প্রাপ্ত হইবে। একদা সে সার্বভৌম নরপতিকে নগর পরিক্রমায় গমন করিতে দেখিয়া তাহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। সেই মুহূর্তে জনৈক মুনি সেই পথে আগমন করিলে নৃপতি গজারূঢ় হওয়া সত্ত্বেও তাহার চরণে প্রণত হইয়া প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতদ্দৃষ্টে তাহার ধারণা হইল যে মুনি নৃপতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সে রাজাকে পরিত্যাগপূর্বক মুনির পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। মুনি গমন করিতে করিতে তাহার সম্মুখে একটি শিবের শূন্য মন্দির দর্শন করিয়া ভূমিতে নতজানু হইয়া শিব পূজান্তে প্রস্থান করিলেন। তখন চণ্ডালকন্যার ধারণা হইল যে শিব মুনি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সে মুনিকে পরিত্যাগ করিয়া শিবকে বিবাহার্থ তাহার অর্চনা করিতে লাগিল। তন্মুহূর্তে একটি কুকুর তথায় প্রবেশ-করতঃ মূর্তির পাদপীঠের উপর আরোহণকরতঃ একটি পদ উত্তোলনপূর্বক স্বজাতিসুলভ কর্ম সম্পাদন করিলে চণ্ডালকন্যা মনে করিল যে কুক্কুর শিব হইতে উত্তম এবং বিবাহমানসে সেই প্রস্থানরত কুক্কুরের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। কুক্কুরটি একটি চণ্ডালগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পরিচিত এক চণ্ডাল যুবকের পদতলে প্রণয়বশতঃ লুণ্ঠিত হইল। এতদ্দৃষ্টে তাহার ধারণা হইল যে ঐ চণ্ডালযুবক কুক্কুর হইতেও উত্তম এবং স্বজাতিতে তুষ্টা হইয়া ঐ চণ্ডাল যুবককে বিবাহ করিল।

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে মূর্খগণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হইয়া অবশেষে তাহাদের উপযুক্ত স্থানই প্রাপ্ত হয়। আমি এখন স্বল্প কথায় একটি মূর্খ নরপতির কাহিনী বর্ণনা করিব, তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন—(১৯৪-২১৪)

কৃপণ নৃপতির কাহিনী

একদা এক মূর্খ রাজা ছিল। বহু ধন থাকা সত্ত্বেও সে অতিশয় কৃপণ ছিল। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রিবর্গ একদা তাহাকে বলিল, 'ইহলোকে দান করিলে পরলোকে কষ্ট হয় না। দানে ধন ব্যয় করুন। জীবন এবং

ধন ক্ষণভঙ্গুর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিল, 'যখন আমি মৃত হইব তখন ধন দান করিয়া ইহলোকে কষ্টভোগ করিব।' মন্ত্রীরা এই কথা শ্রবণ করিয়া নীরবে হাস্য করিতে লাগিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মূর্খ কখনও ধন ত্যাগ করে না যে পর্যন্ত না ধন তাহাদিগকে ত্যাগ করে। দেব, আপনি মূর্খ নৃপতির কথা শ্রবণ কয়িয়াছেন। এই মূর্খদিগের কাহিনীর মধ্যে বন্ধুদ্বয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

ধবলমুখ, তাহার বণিক বন্ধু এবং রণমত্ত বন্ধুর কাহিনী

কান্যকুব্জে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজা ছিল এবং তাহার ধবলমুখ নামক একটি ভৃত্য ছিল। সেই ভৃত্য যখন গৃহে আসিত তখনই পান ভোজন করিয়া আসিত। একদিন তাহার পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি গৃহে আসিবার পূর্বে কোথায় পান ভোজন কর?' ধবলমুখ প্রত্যুত্তর করিল, 'গৃহে আগমন করিবার পূর্বে আমি আমার বন্ধুদিগের সহিত পান ভোজন করি। এই পৃথিবীতে আমার দুইজন মিত্র আছে, একজন কল্যাণবর্মা, যে আমাকে ভোজনাদি প্রদান করে এবং দ্বিতীয় জন বীরবাহু যে তাহার প্রাণ দ্বারাও সতত আমার উপকার করিতে প্রস্তুত।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ধবলমুখের ভার্যা বলিল, 'তবে তুমি তোমার ঐ মিত্রদ্বয়কে আমাকে প্রদর্শন করাও।'

অতঃপর সে পত্নীর সহিত কল্যাণবর্মার ভবনে গমন করিলে সে বহু উপাচার দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিল। পরদিবস সে পত্নীর সহিত বীরবাহুর নিকট গমন করিলে সে দ্যূতক্রীড়ায় রত থাকায় তাহাকে কেবলমাত্র সম্বর্ধনা করিল। তখন ধবলমুখের ভার্যা কৌতূহলবশতঃ স্বামীকে বলিল, 'কল্যাণবর্মা তোমাকে সাদরে আপ্যায়িত করিয়াছিল আর বীরবাহু তোমাকে কেবলমাত্র সম্বর্ধনা করিয়াছিল, তথাপি তুমি বীরবাহুকে তোমার অন্য মিত্র হইতে শ্রেষ্ঠ মনে কর কেন?' এই কথা কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'তুমি পর পর দুইজনের নিকট গমন করিয়া তাহাদের মিথ্যা করিয়া বল যে রাজা অকস্মাৎ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন তুমি স্বয়ং অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবে।' সে সম্মত হইয়া কল্যাণবর্মার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সেই অলীক কথা বলিলে সে

কহিল, 'ভদ্রে, আমি বণিকপুত্র মাত্র। রাজার বিরুদ্ধে কি আর করিতে পারি?' তাহার এই উত্তর শ্রবণান্তে সে বীরবাহুর সমীপে গমন করিয়া, রাজা তাহার স্বামীর প্রতি কুপিত হইয়াছেন, এই কথা বলিলে সে উহা শ্রবণমাত্র সেই মুহূর্তে ঢাল ও খড়্গ হস্তে নিষ্ক্রান্ত হইলে মন্ত্রীদিগ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, 'রাজা ক্রোধ সংবরণ করিয়াছেন' এই কথা বলিয়া ধবলমুখ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিল। সে তখন তাহার পত্নীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমার দুই বন্ধুর মধ্যে ইহাই পার্থক্য' এবং তাহার স্ত্রী সম্পূর্ণ তুষ্ট হইল। (২১৫-২৩৪) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে মিত্র উপাচারাদি দ্বারা মাত্র বিশেষভাবে আপ্যায়িত করে প্রকৃত বন্ধুর সহিত তাহার পার্থক্য আছে। তৈল এবং ঘৃত উভয়েই স্নেহজাতীয় পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও তৈল হইতেছে তৈল এবং ঘৃত হইতেছে ঘৃত। গোমুখ এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদনার্থ মূর্খদিগের কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল—

তৃষ্ণার্ত মূর্খের কাহিনী

একটি মূর্খ পথিক তৃষ্ণায় তাড়িত হইয়া বহুকষ্টে অরণ্য মধ্যে নদীর সমীপবর্তী হইয়া জলপান না করিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিল। 'তুমি তৃষ্ণার্ত তথাপি জলপান করিতেছ না কেন?' কেহ তাহাকে এই কথা বলিলে সেই মূর্খ প্রত্যুত্তর করিল, 'এত পরিমাণ বারি আমি কি প্রকারে পান করিব?' তখন অপর ব্যক্তি উপহাস করিয়া বলিল, 'তুমি যদি সমস্ত বারি পান কর তবে রাজা কি তোমাকে শাস্তি প্রদান করিবেন?' তথাপি সে বারিপান করিল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এই পৃথিবীতে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইলেই আংশিক কার্য সম্পাদন করিবে না। মূর্খ এবং বারির কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন পুত্রঘাতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

পুত্রঘাতী মূর্খের কাহিনী

এক দরিদ্র মূর্খের বহু পুত্র সন্তান ছিল। একটি পুত্র মৃত হইলে সে পুত্র একাকী কি প্রকারে অতদূর গমন করিবে, এই কথা চিন্তা করিয়া

তাহার আর একটি পুত্রকে বধ করিলে সে মূর্খ এবং পাপী বিধায় জনগণ তাহাকে নির্বাসিত করিল।

মূর্খগণ পশুর ন্যায় বিবেকবুদ্ধিহীন। পুত্রঘাতী মূর্খের কথা শ্রবণ করিলেন, এখন মূর্খ এবং তাহার ভ্রাতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

মূর্খ এবং তাহার ভ্রাতার কাহিনী

একটি মূর্খ জনতার মধ্যে কথোপকথন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে একজন ভব্য পুরুষকে দেখিয়া বলিল, 'উনি আমার ভ্রাতা, আমি উঁহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইব কিন্তু উঁহার ঋণ আমি গ্রহণ করিব না, কারণ উনি আমার আত্মীয় নহেন।' মূর্খের এই কথা শ্রবণ করিয়া তথাকার প্রস্তরও তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে স্বার্থান্ধ হইয়া মূর্খেরা বিচিত্র আচরণ করে। মূর্খ এবং তাহার ভ্রাতার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, এখন ব্রহ্মচারী পিতার পুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—(২৩৫-২৪৭)

ব্রহ্মচারীসূতের বৃত্তান্ত

কোন মূর্খ তাহার বন্ধুদিগের নিকট পিতার গুণাবলীর বর্ণনা করিতে করিতে বলিল, 'আমার পিতা আবাল্য ব্রহ্মচারী, তাহার সহিত কাহারও তুলনা করা যায় না।' তাহার বন্ধুরা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'তবে তোমার কি প্রকারে জন্ম হইল?' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি আমার পিতার মানসপুত্র।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ জনগণ তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে মূর্খগণ নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথা বলে। ব্রহ্মচারীসূতের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এখন গণকের কাহিনী শ্রবণ করুন—

স্বপুত্রঘাতী গণকের কাহিনী

বিবেকবুদ্ধিহীন এক গণক স্বদেশে জীবিকা উপার্জন করিতে অসমর্থ হইয়া পত্নী এবং পুত্রের সহিত দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। তথায় সে নানাপ্রকারে তাহার মিথ্যা জ্ঞানের ভাণ করিতে থাকিল। জনগণের

সম্মুখে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া সে ক্রন্দন করিত। জনগণ ইহার কারণ জ্ঞাত হইতে চাহিলে সেই শঠ বলিত, 'আমি, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানজ্ঞ। আমার এই পুত্র অদ্য হইতে সপ্ত দিবসের মধ্যে মৃত হইবে জ্ঞাত হইয়া আমি রোদন করিতেছি।' এইপ্রকারে সে জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া সপ্তম দিবস আগত হইলে প্রাতঃকালে ঘুমন্ত পুত্রকে হত্যা করিল। তাহার পুত্রকে মৃত দেখিয়া জনগণের বিশ্বাস উৎপাদন-করতঃ সে বহু উপাচার প্রাপ্ত হইল এবং যথেষ্ট বিত্ত অর্জনান্তর স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

মূর্খেরা বিত্ত অর্জনার্থ জ্ঞানের মিথ্যা ভাণ করিয়া পুত্রকেও পর্যন্ত হত্যা করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাদের সহিত মিত্রতা করিবে না। এখন ক্রোধান্ধ মূর্খ ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করুন—

ক্রোধান্ধ ব্যক্তির কাহিনী

একদিবস গৃহভ্যন্তরে যখন কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুদিগের নিকট গৃহের বহির্দেশে অবস্থিত এক ব্যক্তির গুণগান করিতেছিল তখন তত্রস্থ এক ব্যক্তি বলিল, 'সখে, ইহা অতীব সত্য যে এই ব্যক্তির বহু সদ্‌গুণ আছে কিন্তু তাহার দুইটি দোষ আছে, সে দুর্দান্ত এবং কোপন স্বভাবগ্রস্ত। বাহির হইতে তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি সত্বর গৃহাভ্যন্তরে আগমনকরতঃ তাহার বস্ত্রদ্বারা উহার গলদেশ আবেষ্টন করিয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বলিল, 'রে মূর্খ, আমার দুর্দান্ত প্রকৃতির অথবা ক্রোধের কোন নিদর্শন কখনও দর্শন করিয়াছিস?' তখন উপস্থিত সকলে হাস্য করিয়া তাহাকে বলিল, 'উহা বলিবার আর কি আছে? তুমি স্বয়ং তোমার ক্রোধ এবং দুরন্তপনার চাক্ষুষ উদাহরণ প্রদান করিয়াছ।'

অন্যদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইলেও মূর্খেরা নিজেদের দোষ সম্বন্ধে অবহিত হয় না। এখন কন্যাবর্ধনকারী মূর্খ নৃপতির কাহিনী শ্রবণ করুন—

কন্যাবর্ধনকারী মূর্খ রাজার কাহিনী

কোন এক নৃপতির একটি সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (২৪৮-২৬৫) স্নেহবশতঃ তাহাকে সত্বর বর্ধিত করিবার মানসে সে বৈদ্যগণকে আহ্বানপূর্বক বিনীতভাবে তাহাদিগকে বলিল, 'উত্তম ওষধি

দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আমার কন্যাকে সত্বর বর্ধিত কর, আমি তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে চাই।' বৈদ্যরা নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ মূর্খ রাজার নিকট হইতে জীবিকালাভার্থে বলিল, 'ইহার নিমিত্ত ঔষধ আছে কিন্তু তাহা বহুদূর দেশ হইতে আনয়ন করিতে হইবে। আমরা যখন লোক প্রেরণ করিব আপনার কন্যাকে তখন গোপনে থাকিতে হইবে, কারণ চিকিৎসার পদ্ধতিই এইপ্রকার।' এই কথা বলিয়া তাহারা ঔষধ আনিবার ছল করিয়া বহু বৎসর ঐ রাজকুমারীকে গোপনে লুক্কায়িত রাখিল। কুমারী যৌবন প্রাপ্ত হইলে, ঔষধের গুণেই ইহা হইয়াছে, রাজাকে এই কথা বলিয়া কন্যাকে দর্শন করাইলে নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া উহাদিগকে বহু বিত্ত প্রদান করিল।

এই প্রকারে মূর্খ নরপতিদিগকে বঞ্চনা করিয়া শঠেরা সম্পদ লাভ করে। অধুনা বুদ্ধিবলে অর্ধপণ আদায়কারী ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করুন—

ভৃত্যের নিকট হইতে অর্ধপণ আদায়কারী ব্যক্তির কাহিনী

একদা জনৈক নগরবাসী স্বীয় বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিত। কোনও গ্রামবাসী বৎসরাবধি তাহার গৃহভৃত্যের কার্য করিয়া উপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সেই নগরবাসী তাহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রিয়ে, আশা করি ভৃত্যটি প্রস্থান করিবার সময় তুমি উহাকে কিছু প্রদান কর নাই।' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি উহাকে অর্ধপণ প্রদান করিয়াছি।' অতঃপর পর্যটনে দশ পণ ব্যয় করিয়া সে নদীতীরে ঐ ভৃত্যের দর্শন লাভকরতঃ তাহার নিকট হইতে অর্ধপণ উদ্ধার করিয়াছিল। যখন সে তাহার এই অর্ধপণ উদ্ধার করিবার কৌশল সকলের নিকট ব্যক্ত করিল তখন সে সকলের উপহাসাস্পদ হইল। কিন্তু লোভান্ধ ব্যক্তিগণ এই প্রকারে স্বল্প লাভের আশায় বহু বিত্ত ব্যয় করিয়া থাকে। এখন অভিজ্ঞান চিহ্নিতকারীর কাহিনী শ্রবণ করুন—

সমুদ্রবক্ষে অভিজ্ঞান চিহ্ন প্রদানকারীর কাহিনী

এক মূর্খ সমুদ্র ভ্রমণকালে তাহার হস্ত হইতে একটি রৌপ্যপাত্র সমুদ্র জলে পতিত হইয়াছিল। জলের ঘূর্ণাবর্তাদি দর্শন করিয়া সে ঐ স্থানটির

অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'প্রত্যাবর্তনের পথে সমুদ্রগর্ভ হইতে আমি উহা উত্তোলন করিব।' সমুদ্রের অপর তীরে গমন করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে ঘূর্ণাবর্তাদি দর্শন করিয়া তাহার মনে হইল সে ঐ স্থানটি চিনিতে সমর্থ হইয়াছে। তখন রৌপ্যপাত্রটি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সে তথায় নিমজ্জিত হইতে অন্যান্য ব্যক্তিগণ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যখন তাহা বিবৃত করিল তখন সকলে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং তাহার কষ্টের জন্য ধিক্কার দিতে লাগিল। (২৬৬-২৮১)

এক্ষণে মাংস প্রতিদানকারী নৃপতির কাহিনী শ্রবণ করুন—

মাংস প্রতিদানকারী নৃপতির কাহিনী

জনৈক মূর্খ নরপতি প্রাসাদ হইতে নিম্নে দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পাইল। (এইস্থানে ২৮০ সংখ্যক শ্লোক লুপ্ত) তাহাদের মধ্যে একজন রন্ধনশালা হইতে মাংস হরণ করিয়াছে দেখিতে পাইয়া সে উহার গাত্র হইতে পঞ্চম পল পরিমাণ মাংস কর্তন করিয়া রাখিল। ঐ মাংস কর্তন করিবার সময় ঐ ব্যক্তি চিৎকার করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে দেখিয়া রাজা অনকম্পাবশতঃ প্রতিহারকে বলিল, 'পঞ্চ পল মাংস উহার দেহ হইতে কর্তিত হওয়াতে ঐ ব্যক্তি শোকাকুলিত হইয়াছে, উহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পঞ্চ পলের অধিক মাংস প্রদান কর।' তখন প্রতিহার বলিল, 'কাহারও শিরচ্ছেদন করিলে শত শির প্রদান করিলেও কিসে পুনরুজ্জীবিত হয় ?' এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে করিতে সে বহির্দেশে গমনপূর্বক যাহার দেহ হইতে মাংস কর্তন করা হইয়াছিল তাহাকে প্রবোধদানান্তে বৈদ্যদিগের হস্তে সমর্পণ করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে মূর্খ নৃপতি শাস্তি প্রদান করিতে সমর্থ, কিন্তু কি প্রকারে অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে হয় তাহা জ্ঞাত নহে। অন্য পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষী মূর্খ রমণীর কাহিনী শ্রবণ করুন—

অন্য পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষী রমণীর কাহিনী

একটিমাত্র পুত্র সন্তানের মাতা অন্য একটি পুত্র লাভার্থে এক পাষন্ডী তাপসীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। সেই তাপসী তাহাকে বলিল যে এই শিশুপুত্রটিকে দেবতার নিকট বলি প্রদান করিলে তাহার নিশ্চয়ই আর

একটি সন্তান লাভ হইবে। যখন সে এই উপদেশানুসারে কার্য করিতে উদ্যত হইল তখন অপর একজন আর্যা রমণী একান্তে বলিল, 'দুষ্টা রমণি, তুই অন্য একটি পুত্র লাভার্থে যে পুত্র আছে তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। যদি তোর দ্বিতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ না করে তখন তুই কি করিবি ?' এই প্রকারে সেই বৃদ্ধা রমণী তাহাকে পাপকার্য হইতে বিরত করিয়াছিল।

ডাকিনীদিগের সংসর্গে আসিয়া রমণীরা পাপ কার্য করিতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধাদিগের উপদেশে ঐ কার্য হইতে বিরত হয়। এখন দেব আমলকী আনয়নকারী ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করুন—

ফল আস্বাদনকারী ভৃত্যের কাহিনী

কোনও গৃহস্থের একটি মূর্খ ভৃত্য ছিল। আমলকী গৃহস্থের প্রিয় ফল হওয়ায় সে ভৃত্যকে বলিল, 'উদ্যান হইতে কতিপয় সুমিষ্ট আমলকী আনয়ন কর।' সেই মূর্খ ভৃত্য মিষ্টত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেকটি আমলকী কামড়াইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'প্রভো, আমি এই ফলগুলি আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি যে ইহারা সুমিষ্ট।' তাহার প্রভু অর্ধ উচ্ছিষ্ট আমলকীগুলিসহ তাহার মূর্খ ভৃত্যকে দূরে অপসৃত করিল।

এই প্রকারে মূর্খ ব্যক্তি তাহার প্রভুর এবং তাহার নিজের অর্থ নাশ করে। এখন ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী এই প্রসঙ্গে শ্রবণ করুন—(২৮২-২৯৯)

ভ্রাতৃদ্বয় যজ্ঞ সোম এবং কীর্তি সোমের কাহিনী

পাটলীপুত্র নগরীতে দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা বাস করিত। জ্যেষ্ঠের নাম ছিল যজ্ঞসোম এবং কনিষ্ঠের নাম ছিল কীর্তিসোম। এই দুই ভ্রাতা পিতার নিকট হইতে বহু ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যবসার দ্বারা কীর্তিসোম তাহার ভাগ বর্ধিত করিয়াছিল, কিন্তু যজ্ঞসোম দান ও সম্ভোগে তাহার অংশ ব্যয় করিয়াছিল। দারিদ্র্যবশতঃ যজ্ঞসোম তাহার পত্নীকে বলিল, 'প্রিয়ে, ধনী হইতে দারিদ্র্যে পতিত হইয়া আমি স্বজনদিগের সহিত কি প্রকারে বাস করিব ? চল, আমরা বিদেশে গমন করি।' তাহার পত্নী বলিল, 'পাথেয় ব্যতীত কি প্রকারে গমন করা যাইবে ?' এতদ্‌সত্ত্বেও তাহার স্বামী পীড়াপীড়ি

করিলে সে তাহাকে বলিল, 'যদি গমন করিতেই হয় তবে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কীর্তিসোমের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ কর।' সুতরাং পাথেয় সংগ্রহার্থ সে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট গমন করিলে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপত্নী তাহাকে বলিল, 'স্বীয় বিত্ত ক্ষয়কারী ইহাকে স্বল্পমাত্র মুদ্রাও কি প্রকারে দান করা যাইতে পারে? যে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আমাদের নিকট আগমনকরতঃ ধন যাচঞা করিবে।' যদিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিত তথাপি এই কথা শ্রবণ করিয়া সে তাহাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছুক হইল না। কুস্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করা মহাপাপ। (৩০০-৩০৮)

তখন যজ্ঞসোম নীরবে প্রস্থান করিয়া স্ত্রীকে এই কথা বলিল এবং কেবলমাত্র ভগবানের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া পত্নীর সহিত যাত্রা করিল। তাহারা একটি অরণ্যে উপনীত হইলে একটি অজগর সর্প যজ্ঞসোমকে গলাধঃকরণ করিল এবং উহা দর্শন করিয়া তাহার স্ত্রী ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন অজগর মানুষের ভাষায় ঐ রমণীকে বলিল, 'ভদ্রে, তুমি রোদন করিতেছ কেন?' তখন সেই বিপ্র রমণী অজগরকে প্রত্যুত্তর করিল, 'মহাশয়! বিলাপ না করিয়া আমি কি করিব? এই দূরদেশে আমার একমাত্র ভিক্ষাসংগ্রহকারীকে আপনি হরণ করিয়াছেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া অজগর একটি স্বর্ণপাত্র উদ্গীরণ করিয়া বলিল, 'এই ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ কর।' তখন সেই উত্তম বিপ্ররমণী বলিল, 'আমি নারী, এই ভিক্ষাপাত্রে আমাকে কে ভিক্ষা প্রদান করিবে?' তখন অজগর বলিল, 'তোমাকে যে ভিক্ষা প্রদান করিবে না তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। আমি যাহা বলিতেছি তাহা ধ্রুব সত্য।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধর্মশীলা বিপ্ররমণী বলিল, 'তাহাই যদি হয় তবে ভিক্ষা স্বরূপ আমার পতিকে দান করুন।' সেই উত্তম রমণী এই কথা বলিবামাত্র অজগর তাহার স্বামীকে জীবিতাবস্থায় অক্ষত দেহে তাহার মুখ হইতে বাহির করিল। সর্পটি ইহা করিবামাত্র দিব্যপুরুষের দেহ ধারণ করিয়া ঐ সুখী দম্পতিকে বলিল, 'আমি কাঞ্চননাগ নামক বিদ্যাধরাধিপতি। গৌতমের শাপে আমি সর্পে পরিণত হইয়াছিলাম। তখন এইরূপ কথা ছিল যে, কোন সাধ্বী রমণীর সহিত কথোপকথন করিলে আমি শাপমুক্ত হইব।' বিদ্যাধররাজ এই কথা বলিয়া ঐ পাত্রটি রত্নাদি দ্বারা পূর্ণকরতঃ হৃষ্ট চিত্তে আকাশপথে প্রস্থান করিল এবং ঐ দম্পতীও বহু রত্নসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে যজ্ঞসোমও অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

বিধাতা নর ও নারীকে তাহাদের চরিত্রানুযায়ী দান করেন। নাপিত প্রার্থী মূর্খ ব্যক্তির কাহিনী শ্রবণ করুন—

নাপিতপ্রার্থী মূর্খের কাহিনী

রণে শৌর্য প্রদর্শন করিয়া জনৈক কর্ণাটবাসী নৃপতিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাহাকে তাহার ইচ্ছামত দ্রব্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং সেই নপুংসক যোদ্ধা নৃপতির ক্ষৌরকারকে প্রার্থনা করিয়াছিল।

নিজের বুদ্ধিতে ভাল কিংবা মন্দ পছন্দ করা হইয়া থাকে। এখন সেই মূর্খের কাহিনী শ্রবণ করুন যে কিছুই প্রার্থনা করে নাই— (৩০৯-৩২৫)

অপ্রার্থী ব্যক্তির কাহিনী

একটি মূর্খ যখন পথ দিয়া গমন করিতেছিল তখন একজন শকটচালক তাহাকে তাহার শকটটিকে সমভারান্বিত করিতে বলিলে সে বলিল, 'যদি আমি কার্যটি সম্পাদন করিতে সমর্থ হই তবে তুমি আমাকে কি দিবে?' তখন শকটচালক বলিল, 'আমি তোমাকে কিছুই দিব না।' তখন মূর্খ শকটটিকে সমভার করিয়া বলিল, 'তুমি যে আমাকে কিছুই দিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলে, তাহা দান কর।' তখন শকটচালক তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। সুতরাং দেব, দেখা যাইতেছে যে মূর্খেরা মনুষ্যসমাজে ঘৃণা এবং ভর্ৎসনার পাত্র হইয়া দুর্ভাগ্যে পতিত হয় এবং সদ্ব্যক্তিগণ সম্মানিত হন।

গোমুখের নিকট হইতে রজনীতে স্বসচিব নরবাহনদত্ত এই প্রীতিপদ কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া অখিল ভুবনত্রয়ের শান্তি বিনাশক নিদ্রা উপভোগ করিল। (৩২৬-৩৩০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৩৩০।
ক্রমিক সংখ্যা—১১,৭৫৪।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক নরবাহনদত্ত পিতা বৎসেশ্বরের নিকট গমন করিয়া দেখিল যে রাজ্ঞী পদ্মাবতীর ভ্রাতা মগধরাজের পুত্র সিংহবর্মা স্বগৃহ হইতে তথায় আগমন করিয়াছেন। আপ্যায়নাদি এবং নানাপ্রকার মিত্রসুলভ কথোপকথনে দিবস অতিবাহিত করিয়া নরবাহনদত্ত ভোজনান্তে স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তথায় শক্তিযশের সঙ্গে নরবাহনদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত সে এই কাহিনীটি রজনীতে বিবৃত করিয়াছিল।

কাক-পেচক দ্বন্দ্ব কথা

কোন স্থানে একটি বিশাল ছায়াপ্রদ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ ছিল। পক্ষীদিগের কলস্বরে মনে হইত যেন পথিকদিগকে বিশ্রামার্থ আহ্বান করা হইতেছে, তথায় বায়সরাজ মেঘবর্ণ নীড় নির্মাণ করিয়াছিল এবং তাহার শত্রু ছিল অবমর্দ নামক পেচকরাজ। পেচকরাজ রজনীতে বায়সরাজকে অকস্মাৎ আক্রমণপূর্বক বহু কাক হত্যাকরতঃ তাহাকে পরাজিত করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। পরদিবস প্রাতঃকালে বায়সরাজ আপ্যায়নান্তে উড্ডীবী, আভীকী, সঞ্জীবী, প্রজীবী এবং চিরঞ্জীব নামক পঞ্চ সচিবকে বলিল, 'সেই পরাক্রান্ত রিপু যে আমাদিগকে এই প্রকারে পরাজিত করিয়াছে, লক্ষ সৈন্য একত্রিত করিয়া সে পুনরায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। ইহার কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।' উড্ডীবী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'দেব, পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে হয় দেশান্তরে গমন করা উচিত অথবা তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা কর্তব্য।' আভীকী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'বিপদ ত এখনই আসিতেছে না। শত্রুর মনোগত অভিপ্রায় কি এবং আমাদের বলই বা কত, নির্ণয় করিয়া আমাদের যথাসাধ্য কার্য করিতে হইবে।' তখন সঞ্জীবী বলিল, 'দেব, শত্রুর অনুগত হওয়া অথবা দেশান্তরে গমনাপেক্ষা মৃত্যুই বরং শ্রেয়ঃ। ঐ হীন শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে। সাহসী এবং

উৎসাহী নরপতি মিত্রের সহায়তায় শত্রুদিগকে পরাজিত করে।' তখন প্রজীবী বলিল, 'ঐ শত্রু অতিশয় পরাক্রমশালী। যুদ্ধে উহাকে পরাস্ত করা কষ্টসাধ্য। উহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহাকে হত্যা করা যাইবে।' তখন চিরঞ্জীব বলিল, 'কিসের সন্ধি? কে দূত হইবে? আবহমানকাল হইতেই কাক এবং পেচকদিগের ভিতর কলহ চলিয়াছে, কে তাহাদিগের সমীপবর্তী হইবে? নীতি অবলম্বন দ্বারাই এই বিষয়ের সমাধান করিতে হইবে। নীতিই রাজত্বের মূল স্তম্ভ বলিয়া কথিত আছে।' বায়সরাজ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'তুমি বৃদ্ধ, কাক ও পেচকদিগের কলহের মূল কারণ জ্ঞাত থাকিলে বল। নীতির কথা পরে হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া চিরঞ্জীব প্রত্যুত্তর করিল, 'একটি কথার দোষই ইহার মূল কারণ, আপনি কি গর্দভের কাহিনী শ্রবণ করেন নাই?' (১-১৮)

দ্বীপিচর্মাবৃত গর্দভ-কথা

কোন রজকের একটি কৃশকায় গর্দভ ছিল। উহাকে স্থূল করিবার নিমিত্ত দ্বীপিচর্মাবৃত করিয়া উহাকে সে প্রতিবেশীর শস্য ক্ষেত্রে চরিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিত। সে যখন শস্য ভক্ষণ করিত উহাকে দ্বীপিজ্ঞানে জনগণ বিতাড়িত করিতে ভীত হইত। একদা ধনুক হস্তে এক কৃষক উহাকে দেখিতে পাইয়া দ্বীপী মনে করিয়া ভীত হইয়া দেহ কম্বলাবৃত করিয়া ন্যুব্জ হইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে গর্দভ উহাকে ঐ প্রকারে গমন করিতে দেখিয়া মনে করিল যে উহা অন্য একটি গর্দভ এবং শস্য ভক্ষণজনিত আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে গর্দভোচিত চিৎকার করিলে 'উহা অন্য একটি গর্দভ' কৃষক এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক শরাঘাতে ঐ মূর্খ জন্তুটিকে হত্যা করিল। নিজের শব্দই উহার শত্রু হইয়াছিল। এইরূপ বাক্যদোষেই পেচকদিগের সহিত আমাদের বৈরিতা আরম্ভ হইয়াছিল।

পেচককে নৃপতি পদে বৃত করা হইতে পক্ষিগণকে কি প্রকারে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল

কোন সময়ে পক্ষিগণ নৃপতিবিহীন ছিল। তাহারা সমবেত হইয়া একটি ছত্র এবং চামর আনয়নপূর্বক পেচককে নৃপতি পদে বৃত করিতে উদ্যত

হইলে আকাশপথে উড্ডীন একটি বায়স উহা দর্শন করিয়া বলিল, 'রে মূর্খের পাল, হংস-কোকিলাদি অন্য পক্ষী কি নাই যে তোরা ক্রূরনেত্র, অপ্রিয়দর্শী এই দুষ্টকে রাজা করিতেছিস ? এই অমঙ্গলসূচক পেচককে দূর করিয়া একটি সমৃদ্ধিআনয়নকারী বীরকে রাজপদে নির্বাচিত কর্। তোদের একটি কাহিনী বলিতেছি শ্রবণ কর্।'

হস্তী-শশক কথা

চন্দ্রসরঃ নামক প্রচুর বারিপূর্ণ একটি সরোবর আছে। উহার তীরে শশকরাজ শিলীমুখ বাস করিত। অনাবৃষ্টিতে অন্যান্য জলাধারাদি শুষ্ক হওয়ায় চতুর্দন্ড নামক হস্তী যূথপতি তথায় বারি পান করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে সরোবরে প্রবেশরত চতুর্দন্তের যূথের পাদপিষ্ট হইয়া শশকরাজের বহু প্রজা বিনষ্ট হইল। হস্তীযূথপতি প্রস্থান করিলে শশকরাজ শিলীমুখ শোকাকুলিত চিত্তে বিজয় নামক একটি শশককে অন্যান্য শশকদিগের উপস্থিতিতে বলিল, 'হস্তীরাজ এই সরোবরের জল আস্বাদন করিয়া এখন পুনঃপুনঃ হেথায় আগমন করিয়া আমাদিগের সকলকে বিনাশ করিবে। এখন কোন প্রতিরোধের উপায় চিন্তা করিতে হইবে। তাহার নিকট গমনপূর্বক এই বিষয়ে কোন কৌশল উদ্ভাবন করা যায় কি না দেখ। তুমি কর্মদক্ষ, যুক্তিবিদ্ এবং বাকপটু। এ যাবৎ তোমাকে যাহা কিছু করিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা তুমি সুসম্পাদিত করিয়াছ।' এইরূপ বাক্যে প্রেরিত হইয়া সে হৃষ্ট চিত্তে মন্থর গতিতে হস্তীযূথের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গমন করিতে করিতে হস্তীরাজের দর্শন লাভ করিল। সেই পরাক্রান্ত পশুর সহিত কোন প্রকারে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সে একটি শিলাপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তীরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আমি চন্দ্রের দূত। চন্দ্রদেব আমার প্রমুখাৎ তোমাকে আদেশ করিতেছেন। আমি চন্দ্রসরঃ নামক একটি শীতল সরোবরে বাস করি। আমি শশকদিগের রাজা এবং তাহারা আমার অতিশয় প্রিয়। পৃথিবীতে আমি 'শীতাংশু' এবং 'শশী' নামে অভিহিত। তুমি আমার শশকদিগকে হত্যা করিয়া ঐ সরোবর কলঙ্কিত করিয়াছ। পুনর্বার যদি এইরূপ আচরণ কর তবে আমার নিকট তন্নিমিত্ত তোমায় ফলভোগ করিতে হইবে।' শঠ শশকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তিরাজ ভীত হইয়া বলিল, 'আমি কদাপি আর এই

প্রকার আচরণ করিব না। ভগবান শশধরকে সম্মান করিতেই হইবে।' শশক বলিল, 'সখে, আমার সহিত আগমন করিয়া তাহার দর্শন লাভ কর।' এই কথা বলিয়া শশক গজরাজকে সরোবরে আনয়নকরতঃ উহার বারিতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দর্শন করাইল। যূথপতি উহা দর্শন করিয়া দূরে হইতে প্রণাম করিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে প্রস্থান করিল এবং পুনরায় তথায় আগমন করে নাই। শশকরাজ শিলীমুখ তথায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং ঐ শশক দূতকে যথোচিত সম্মান করিয়া তথায় নিরাপদে বাস করিতে লাগিল।

এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া বায়স পক্ষীদিগকে বলিতে লাগিল, 'প্রকৃত রাজা এই প্রকারই যাহার নামেই প্রজারা উৎপীড়িত হয় না। এই ক্ষুদ্র দিবান্ধ পেচক কি প্রকারে রাজা হইতে পারে? ক্ষুদ্র জন্তুদিগের উপর আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। ইহার সমর্থনে একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর'— (১৯-৪৬)

পক্ষী-শশক-মার্জার কথা

'কোন একসময় আমি একটি বৃক্ষে বাস করিতাম। সেই বৃক্ষেরই অধঃশাখে কপিঞ্জল নামক একটি পক্ষী নীড় নির্মাণপূর্বক বাস করিত। একদা সে কোন স্থানে গমন করিয়া বহু দিবস অনুপস্থিত ছিল। ইতোমধ্যে একটি শশক তথায় আগমনকরতঃ তাহার নীড় অধিকার করিল। কতিপয় দিবসান্তে কপিঞ্জল প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার ও ঐ শশকের ভিতর কলহ উপস্থিত হইল এবং উভয়েই নীড়টি দাবি করিয়া বলিল, 'ইহা তোমার নহে আমার।' তখন উভয়ে একজন মধ্যস্থের অন্বেষণ করিতে লাগিলে আমি কুতূহলবশতঃ কি হইবে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অলক্ষ্যে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিতেই তাহারা সরোবর তীরে মিথ্যা অহিংসাব্রতধারী এক মার্জারকে অর্ধ নিমীলিত চক্ষে ধ্যানস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। তাহারা উভয়ে বলাবলি করিতে লাগিল, 'এই সাধু মার্জারের নিকট আমরা ন্যায় বিচার প্রার্থনা করি না কেন?' তখন উভয়ে মার্জারের সমীপে আগমন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনি ধার্মিক তপস্বী, আমাদিগের অভিযোগ শ্রবণ করুন।' মার্জার এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি নিম্ন স্বরে তাহাদিগকে বলিল, 'আমি তপঃক্লিষ্ট, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, দূর হইতে কোন কথা শ্রবণ করিতে সমর্থ নই, তোমরা আমার

আরও নিকটে আগমন কর। কোন বিবাদের সুবিচার না করিলে ইহলোকে এবং পরলোকে মৃত্যু বরণ করিতে হয়।' এই বাক্য দ্বারা উহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া সম্মুখে আনয়নকরতঃ এক লম্ফে ঐ দুরাত্মা পশু শশক এবং কপিঞ্জল উভয়কেই হত্যা করিল।

সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে যে পাপকর্মী দুরাত্মাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। অতএব তোমরা এই মহাপাপী পেচককে রাজা করিও না।' পক্ষিগণকে এই কথা বলিলে তাহারা ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া পেচককে নৃপতিরূপে অভিষেক করিবার বাসনা পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে প্রস্থান করিল, তখন পেচক বায়সকে বলিল, 'স্মরণ রাখিও, অদ্য হইতে তুমি এবং আমি পরস্পর শত্রু। এখন আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতেছি।' ইহা বলিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রস্থান করিলে যুক্তিযুক্ত কথা বলা সত্ত্বেও বায়স বিষাদগ্রস্ত হইল। কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা বিষম কলহের সৃষ্টি করিয়া কে না বিষণ্ণ হয়?

সুতরাং দেখিতে পাইতেছেন যে পেচকদিগের সহিত আমাদের কলহ কেবল মাত্র বাক্য দোষোদ্ভূত। —নৃপতিকে এই কথা বলিয়া চিরঞ্জীব বলিতে লাগিল, 'পেচকেরা সংখ্যায় অনেক এবং প্রভূত বলশালী। সুতরাং উহাদিগকে পরাজিত করা যাইবে না। পৃথিবীতে সংখ্যাবলে অনেক কিছু সম্পাদিত হয়। ইহার উদাহরণ শ্রবণ করুন'—(৪৭-৬১)

ব্রাহ্মণ-ছাগ-দুর্জন কথা

'একজন ব্রাহ্মণ একটি ছাগ ক্রয় করিয়া উহাকে স্কন্ধোপরি ন্যস্তকরতঃ যখন গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল, তখন পথে কতিপয় ধূর্ত ছাগটিকে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে হরণ করিতে মনস্থ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বিপ্রের সমীপে আগমন করিয়া অতিশয় ব্যস্ততার ভান করিয়া বলিল, 'বিপ্রবর, আপনি স্কন্ধে একটি কুক্কুর বহন করিতেছেন কেন? উহাকে নামাইয়া রাখুন।' এই বাক্যে কোন প্রকার মনোযোগ প্রদান না করিয়া ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিল। অতঃপর দুইজন আগমনপূর্বক তাহাকে একই কথা বলিল। তখন তাহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে সে যখন ছাগটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতেছিল তখন আরও তিনজন শঠ তৎসমীপে আগমনপূর্বক বলিল, 'আপনি একই সঙ্গে যজ্ঞোপবীত এবং

সারমেয় বহন করিতেছেন কেন ? আপনি ব্রাহ্মণ নহেন, ব্যাধ হইবেন, এবং এই কুক্কুরটির সহায়তায় শিকার করেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্র বলিল, 'নিশ্চয়ই কোন অপদেবতা আমার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিতেছে। এত সংখ্যক ব্যক্তির কি আর দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছে ?' অতঃপর ব্রাহ্মণ ছাগটিকে নিক্ষেপকরতঃ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল এবং ঐ দুর্জনেরা ছাগটিকে লইয়া গিয়া পরম পরিতোষ সহকারে উহাকে ভক্ষণ করিল।'

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া চিরঞ্জীব বায়সরাজকে বলিল, 'অতএব দেব, দেখিতে পাইতেছেন যে অসংখ্য পরাক্রান্ত শত্রু জয় করা দুরূহ। সুতরাং শক্তিশালী শত্রুর সহিত বিগ্রহকালে আমি যে কৌশলের কথা বলিতে যাইতেছি তাহা অবলম্বন করুন। আমার কতক পালক উন্মোচনকরতঃ আমাকে এই বৃক্ষের নিম্নে স্থাপন করিয়া ঐ পর্বতে গমন করুন এবং আমি কার্য সিদ্ধ-করতঃ আগমন না করা পর্যন্ত আপনি তথায় অবস্থান করুন।' বায়সরাজ সম্মত হইয়া যেন ক্রোধবশতঃ তাহার কতিপয় পালক উন্মোচনপূর্বক তাহাকে বৃক্ষের নিম্নে স্থাপনকরতঃ সানুচর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং চিরঞ্জীব তাহার আবাসস্থল সেই বৃক্ষের নিম্নে পড়িয়া রহিল। (৬২-৭২)

অতঃপর পেচকরাজ অবমর্দ রাত্রিতে সানুচর তথায় আগমন করিয়া সেই বৃক্ষে একটিও কাককে দেখিতে পাইল না। তন্মুহূর্তে চিরঞ্জীব নিম্নে মৃদু শব্দ করিতে থাকিলে পেচকরাজ উহা শ্রবণ করিয়া নিম্নে অবতরণপূর্বক তাহাকে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সাশ্চর্যে তাহার পরিচয় এবং কেন সে ঐ অবস্থায় ঐ স্থানে পতিত রহিয়াছে জানিতে চাহিলে, চিরঞ্জীব বেদনাহত হইবার মিথ্যা ভান করিয়া তাহাকে দুর্বল স্বরে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি বায়সরাজের মন্ত্রী চিরঞ্জীব, তাহার অন্যান্য মন্ত্রীদিগের প্ররোচনায় সে আপনাকে অক্রমণ করিতে মনস্থ করিলে আমি সেই মন্ত্রীদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া রাজাকে বলিয়াছিলাম, যদি আপনি আমার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়া উহার মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হন তবে আপনি ঐ পরাক্রান্ত পেচক-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না। বরঞ্চ আপনি যদি নীতিবিদ হইয়া থাকেন তবে পেচকরাজকে অনুনয় করুন।—মূর্খ বায়সরাজ ইহা শ্রবণ করিয়া, 'চিরঞ্জীব আমাদের শত্রুপক্ষীয়' এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সে ও তাহার অনুচরবর্গ চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিতে করিতে আমার এই অবস্থা করিয়াছে। তিনি আমাকে এই বৃক্ষের আধোদেশে নিক্ষেপ করিয়া সানুচর কোথাও প্রস্থান

করিয়াছেন। —চিরঞ্জীব এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ভূমিতে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রহিল। তখন পেচকরাজ তাহার সচিবদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, চিরঞ্জীবের কি ব্যবস্থা করা যায়। দীপ্তনয়ন নামক তাহার মন্ত্রী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'যদিও সচরাচর তস্করকে মুক্তি দেওয়া উচিত নহে তথাপি যদি তাহাকে উপকারী বলিয়া মনে হয় তবে সজ্জনেরা তাহাও করিয়া থাকেন। (৭৩-৮২)

বৃদ্ধ বণিক এবং তরুণী ভার্যার উপাখ্যান

পুরাকালে কোনও নগরীতে একটি বণিক বাস করিত। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অর্থ প্রভাবে সে একটি তরুণী বণিকদুহিতাকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পুষ্পকাল অতীত হইলে বনের তরুতে যেরূপ ভ্রমর আর আগমন করে না সেই তরুণীও বৃদ্ধের সহিত শয়নে পরাঙ্মুখ ছিল। একদা রজনীতে একটি চোর তাহার গৃহে প্রবেশ করিলে বৃদ্ধ এবং তাহার ভার্যা যখন শায়িত ছিল তখন সেই তরুণী চোরের ভয়ে ভীত হইয়া পার্শ্ব পরিবর্তনপূর্বক তাহার স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার এই সৌভাগ্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে বণিক গৃহকোণে চোরকে দেখিতে পাইয়া বলিল, 'তুমি আমার মহদুপকার করিয়াছ, সুতরাং ভৃত্যদিগের দ্বারা তোমাকে বধ করিব না।' এইরূপে জীবন রক্ষা পাইলে সেই চোর প্রস্থান করিল।

সুতরাং চিরঞ্জীব আমাদের উপকারক বলিয়া উহার প্রাণ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। —মন্ত্রী দীপ্তনয়ন এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পেচকরাজ অপর মন্ত্রী বক্রনাসাকে শুধাইল, 'আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ প্রদান কর।' তখন বক্রনাসা বলিল, 'চিরঞ্জীবকে বধ না করাই উচিত। কারণ সে আমাদের শত্রুর গুপ্তরহস্য জ্ঞাত আছে, শত্রুদিগের রাজা ও মন্ত্রীর ভিতর বিরোধ আমাদের পক্ষে শুভপ্রদ। ইহার উদাহরণস্বরূপ একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন'—

ব্রাহ্মণ-চোর-রাক্ষস-কথা

জনৈক উত্তম দ্বিজ দানস্বরূপ দুইটি গাভী প্রাপ্ত হইয়াছিল। একটি তস্কর উহা দেখিতে পাইয়া কি প্রকারে গাভীদ্বয়কে হরণ করা যাইতে পারে চিন্তা

করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে একটি রাক্ষস ঐ বিপ্রকে ভোজন করিবার জন্য ইচ্ছা করিল। তাহাদের কার্য সম্পাদনার্থ ঐ রাক্ষস এবং তস্কর যখন দ্বিজের গৃহে গমন করিতেছিল তখন পরস্পরের ভিতর পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কথা হইল। চোর এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। তস্কর বলিল, 'আমি গাভীদ্বয়কে প্রথমে হস্তগত করিব, কারণ তুমি ব্রাহ্মণকে ধৃত করিলে সে জাগ্রত হইবে, তখন কি প্রকারে আমি গাভীদ্বয়কে প্রাপ্ত হইব?' রাক্ষস বলিল, 'তাহা হইতেই পারে না। আমিই প্রথমে ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিব, নতুবা গোক্ষুর শব্দে ব্রাহ্মণ জাগ্রত হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে।' তাহারা যখন এইরূপ কলহ করিতেছিল তখন ব্রাহ্মণ জাগ্রত হইয়া খড়্গ হস্তে রাক্ষস বধার্থে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলে, চোর এবং রাক্ষস, উভয়েই পলায়ন করিল।

সুতরাং চোর এবং রাক্ষসের কলহ দ্বিজের পক্ষে যে প্রকার শুভপ্রদ হইয়াছিল তদ্রূপ চিরঞ্জীব এবং বায়স রাজের অন্তর্দ্বন্দ্বও আমাদের পক্ষে শুভ হইবে। —বক্রনাসা এই কথা বলিলে উলূকেশ্বর প্রাকারকর্ণ নামক তদীয় সচিবের মতামত জানিতে চাহিলে সে বলিল, 'চিরঞ্জীব বিপদগ্রস্ত এবং আমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে, তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত। পুরাকলে শিবি আশ্রয়ার্থীর নিমিত্ত স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিলেন।' পেচকরাজ প্রাকারকর্ণের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তদীয় সচিব ক্রূরলোচনের উপদেশ চাহিলে সেও একই কথা বলিল। (৮৩-১০১)

তখন উলূকাধিপতি রক্তাক্ষ নামক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে সেই প্রাজ্ঞ মন্ত্রী কহিল, 'প্রভো, আপনার এই মন্ত্রিবর্গ কু-উপদেশ প্রদান করিয়া আপনার অনেক অনর্থসাধন করিয়াছেন। নীতিজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞাতিশত্রুকে বিশ্বাস করে না। মূর্খগণ দোষ দৃষ্ট সত্ত্বেও চাটুবাদে সন্তুষ্ট হয়।'

সূত্রধর এবং তাহার পত্নীর কাহিনী

একদা এক সূত্রধর বাস করিত। সে তাহার ভার্যাকে অতিশয় ভালবাসিত। প্রতিবেশী প্রমুখাৎ সূত্রধর শ্রবণ করিয়াছিল যে, তাহার পত্নী পরপুরুষে আসক্ত। পত্নীর সততা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদিন সে তাহাকে বলিল, 'প্রিয়তমে, নৃপতির আদেশে কোন কার্য সম্পাদনার্থে আমাকে অদ্য বহুদূরে গমন করিতে হইবে। সুতরাং আমাকে শক্তু ইত্যাদি পাথেয় প্রদান কর।' তাহার পত্নী তাহাকে পাথেয়াদি প্রদান করিলে সে গৃহ হইতে

নির্গত হইয়া পুনরায় গোপনে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক শিষ্যের সহিত শয্যাতলে লুক্কায়িত রহিল। তাহার পত্নী উপপতিকে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত খট্বার উপরে অবস্থানপূর্বক বিহার করিবার সময় তাহার পদদ্বারা সূত্রধরকে স্পর্শ করিয়া দুষ্টা বুঝিতে পারিল যে, তাহার পতি তথায় অবস্থান করিতেছে। মুহূর্তকাল পরে তাহার প্রেমিক ব্যাকুল চিত্তে 'কে তাহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সে না তাহার পতি' এই প্রশ্ন করিলে সেই কূট-কুশলা অবিশ্বস্তা রমণী তাহার উপপতিকে বলিল, 'আমার পতি আমার সর্বাধিক প্রিয়, তাহার নিমিত্ত আমি আমার জীবনদান করিতে পারি। আমার অসতীজনক আচরণ ত রমণীর পক্ষে প্রকৃতিগত। নাসিকা না থাকিলে তাহারা অমেধ্যও ভক্ষণ করিত।'

কুলটার এই কৃত্রিম বাক্য শ্রবণ করিয়া খট্বাতল হইতে বহির্গত হইয়া সে শিষ্যকে বলিল, 'তুমি নিজেই ইহার সাক্ষী যে যদিও আমার স্ত্রী উপপতি গ্রহণ করিয়াছে তথাপি সে আমাকে ভালবাসে। অতএব আমি তাহাকে শিরোপরি ধারণ করিব।' মূর্খ এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ শিষ্যের সাহায্যে খট্বায় উপবিষ্ট উভয়কে মস্তকোপরি ধারণ করিয়া বহন করিতে লাগিল। (১০২-১১৫)

বিবেকবুদ্ধিহীন মূর্খ চক্ষুর উপর পাপকার্য সম্পাদিত হইতে দেখিলেও মিথ্যা চাটুবাক্যে তুষ্ট হইয়া নিজেকে উপহাসাস্পদ করে। সুতরাং আপনার শত্রুর অনুচর চিরঞ্জীবকে নিস্তার দিবেন না, উহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন নতুবা রোগের ন্যায় মুহূর্তমধ্যে প্রভুর বিনাশ সাধন করিতে পারে।' উলূকরাজ রক্তাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'আমাদের উপকার করিতে গিয়াই উহার এই দশা হইয়াছে সুতরাং ইহার প্রাণদান ব্যতীত আর কি করণীয় থাকিতে পারে? বিশেষতঃ একাকী সে আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিতে পারে?' রক্তাক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া পেচকরাজ বায়স চিরঞ্জীবকে আশ্বস্ত করিল। অতঃপর চিরঞ্জীব পেচকরাজকে বলিল, 'এই অবস্থাতে উপনীত হইয়া আমার আর জীবনের কি প্রয়োজন আছে? আমার নিমিত্ত কাষ্ঠ আনয়ন করুন, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি। অগ্নিদেবের নিকট আমি এই বর প্রার্থনা করিব যেন পরজন্মে পেচক হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক বায়সরাজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।' তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া রক্তাক্ষ সহাস্যে তাহাকে বলিল, 'আমাদের প্রভুর কৃপায় তুমি বেশ ভালই থাকিবে।

অগ্নির আর কি প্রয়োজন আছে ? কাকভাবাপন্ন থাকা পর্যন্ত তুমি কস্মিনকালেও পেচক হইতে পারিবে না। বিধাতা যাহাকে যে রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন সে সেই প্রকারই থাকিবে।' (১১৬-১২৪)

যুবতী রূপে রূপান্তরিত মূষিকের কাহিনী

পুরাকালে কোন ঋষি শ্যেন-নখচ্যুত মূষিক-শাবককে দর্শন করিয়া অনুকম্পাবশে স্বীয় তপোবলে উহাকে একটি যুবতীতে রূপান্তরিত করিয়া আশ্রমেই তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে উপযুক্ত প্রতাপশালী বরের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সূর্যদেবকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'এই যুবতীকে বিবাহ কর, আমি ইহাকে কোন বলশালী পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।' তখন সূর্যদেব কহিলেন, 'মেঘ আমাপেক্ষাও বলশালী, মুহূর্ত মধ্যেই সে আমাকে আবৃত করে।' তখন সূর্যকে বিদায় প্রদানপূর্বক মেঘকে আহ্বান করিয়া একই প্রস্তাব করিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'বায়ু আমাপেক্ষাও শক্তিশালী, সে আমাকে গগনের যত্রতত্র ইচ্ছামত বিক্ষিপ্ত করে।' এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ঋষি বায়ুকে আহ্বানকরতঃ একই প্রস্তাব করিলে বায়ু বলিল, 'পর্বত আমাপেক্ষাও বলশালী, কারণ আমি উহাকে নড়াইতে সক্ষম নই।' মহর্ষি এই কথা শ্রবণ করিয়া হিমালয়কে আহ্বানকরতঃ তাহার নিকট সেই প্রস্তাব করিলে সে বলিল, 'মূষিকেরা আমাপেক্ষাও শক্তিশালী। কারণ তাহারা আমার গাত্রে বিবর নির্মাণ করে।'

এই প্রাজ্ঞ দেবতাদিগের নিকট হইতে পরপর এই প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি একটি অরণ্যমূষিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি এই যুবতীকে বিবাহ কর।' তখন মূষিক বলিল, 'কি প্রকারে এই যুবতী আমার বিবরে প্রবেশ করিবে দেখাইয়া দিন।' তখন ঋষি বলিলেন, 'এই যুবতীর পুনরায় মূষিক হওয়াই শ্রেয়ঃ।' সুতরাং তাহাকে পুনরায় মূষিকে রূপান্তরিত করিয়া ঐ পুরুষ মূষিকের হস্তে প্রদান করিলেন। (১২৫-১৩৫)

বহুবার ভ্রমণান্তেও অবশেষে জীব যে প্রকার ছিল সেই প্রকারই থাকে। সুতরাং, চিরঞ্জীব, তুমি কখনও পেচক হইতে সমর্থ হইবে না।' রক্তাক্ষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বিশ্বাস করিল, 'এই নৃপতি

তাহার এই নীতিজ্ঞ মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, অন্য মন্ত্রীরা ত মূর্খ। যাক্, আমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।' সে যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন উলূকরাজ অবমর্দ রক্তাক্ষের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় শক্তির উপর আস্থা স্থাপনকরতঃ চিরঞ্জীবকে তাহার সহিত স্বীয় দুর্গাভ্যন্তরে লইয়া গেল। তথায় সর্বদা উলূকরাজের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তৎকর্তৃক প্রদত্ত মাংসাদি সুখাদ্য ভোজন করিয়া সে ময়ূরের মত উৎকৃষ্ট পক্ষলাভ করিল। একদিন চিরঞ্জীব পেচকরাজকে বলিল, 'দেব, আমি বায়সরাজের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে পুনরায় তাহার নীড়ে আনয়ন করিব, যাহাতে অদ্য রজনীতেই উহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিতে পারেন। ইহাতে আপনার অনুকম্পার কিঞ্চিৎ প্রতিদান করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু আপনারা আপনাদের দ্বার সমূহ তৃণাদি দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া গুহামধ্যে নিজেদের নীড়ে অবস্থান করিবেন যাহাতে দিবসে উহারা আপনাদিগকে আক্রমণ না করিতে সমর্থ হয়।' এইরূপ বলিয়া চিরঞ্জীব পেচকদিগকে তাহাদের গুহায় প্রবেশ করাইল এবং গুহাদ্বারসমূহের প্রবেশপথ তৃণপত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া স্বীয় নরপতির নিকট পুনরায় গমন করিল। তাহার সহিত প্রত্যাগত হইবার সময় সে চিতা হইতে একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড চঞ্চুতে বহন করিলে প্রত্যেকটি কাক যাহারা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের চঞ্চুতে এক এক খণ্ড কাষ্ঠ বহন করিল। পুনরাগত হইয়াই সে দিবান্ধ পেচকদিগের শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত গুহাদ্বারে অগ্নিসংযোগ করিল।

তখন প্রত্যেকটি কাক যুগপৎ তাহাদের কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ নিক্ষেপকরতঃ অগ্নি প্রজ্বলনপূর্বক রাজা-প্রজাসহ সমস্ত পেচকদিগকে দগ্ধ করিল। কাকরাজ তখন চিরঞ্জীবের সাহায্যে শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বায়সকুলসহ পুনরায় স্বীয় ন্যগ্রোধ বৃক্ষে আগমন করিল। তখন চিরঞ্জীব বায়সরাজ মেঘবর্ণের নিকট কি প্রকারে শত্রুদিগের মধ্যে বাস করিয়াছিল তাহার বিবরণ নিবেদন করিয়া বলিল, 'দেব, আপনার শত্রুর রক্তাক্ষ নামক জনৈক উত্তম মন্ত্রী ছিল। স্বীয় শক্তিমদে মত্ত হইয়া পেচকরাজ সেই মন্ত্রীর উপদেশ অগ্রাহ্যপূর্বক আমার কোনও অনিষ্ট না করিয়া আমাকে তথায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল। রক্তাক্ষের উপদেশ ভিত্তিহীন মনে করায় আমি ঐ নীতিজ্ঞানহীন শঠের বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ তাহাকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সর্প অনুগত হইবার মিথ্যা ভান করিয়া মণ্ডূকদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া হত্যা করিয়াছিল—

সর্প-মণ্ডূক-কথা

মনুষ্যের সমাগম হওয়াতে কোনও সরোবরতীরে ভেক ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া কোন বৃদ্ধ সর্প নিশ্চল হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। সে যখন তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন নিরাপদ দূরত্ব হইতে ভেকগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! আপনি পূর্বের ন্যায় আর ভেক ভক্ষণ করিতেছেন না কেন, বলুন।' ভেকগণ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, 'একদা ভেকের অনুসরণ করিতে করিতে আমি ভুলবশতঃ একটি ব্রাহ্মণ সন্তানের অঙ্গুষ্ঠে দংশন করিলে সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন তাহার পিতার অভিশাপে আমি এখন ভেকবাহী হইয়াছি। সুতরাং তোমাদিগকে আর কি প্রকারে ভক্ষণ করিব বরং আমার পৃষ্ঠে তোমাদিগকে বহন করিব।' (১৩৬-১৫৬)

মণ্ডুকরাজ এই কথা শুনিয়া বাহিত হইতে ইচ্ছুক হইয়া ভয় দূরে নিক্ষেপকরতঃ জল হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সচিবদিগের সহিত তাহাকে এই প্রকারে বহন করিয়া সে ভেক-রাজের শুভেচ্ছা অর্জনকরতঃ শ্রান্ত হইবার ভাণ করিয়া শঠতাপূর্বক বলিল, 'আমি খাদ্য বিনা আর একপদও অগ্রসর হইতে সমর্থ নই। সুতরাং আমাকে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যসামগ্রী প্রদান করুন। খাদ্য বিনা ভৃত্য কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে?' বাহনপ্রিয় ভেকপতি তখন তাহাকে বলিল, 'তবে আমার কতিপয় অনুচরকে ভক্ষণ কর।' এই প্রকারে সেই সর্প একে একে ইচ্ছামত সমস্ত ভেক ভক্ষণ করিলেও সর্পবাহনজনিত গর্বে অন্ধ হইয়া সে কিছু বলিল না।

এই প্রকারে বুদ্ধিমানেরা মূর্খদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করে। আমিও অনুরূপ আপনার শত্রুবর্গের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি। সুতরাং নৃপতিকে নীতিজ্ঞ এবং আত্মসমাহিত হইতে হইবে। ভৃত্যেরা মূর্খের সম্পদ হরণ করে এবং সেই মূর্খদিগকে তাহার শত্রুরা বিনাশ করে। দেব, ভাগ্যলক্ষ্মী দ্যূত ক্রীড়ার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিকনী, বীচিমালার ন্যায় চপলা এবং মদের মত চিত্তবিমোহিনী। কিন্তু সে আত্মসমাহিত, সদুপদিষ্ট, পাপবর্জিত এবং চরিত্রজ্ঞ ভূপতির নিকট দৃঢ় রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে। সুতরাং আপনি এখন জ্ঞানীদিগের উপদেশ গ্রহণপূর্বক শত্রুবিনাশজনিত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে থাকুন।' বায়সরাজ

মেঘবর্ণকে মন্ত্রী চিরঞ্জীব এই কথা বলিলে কাকরাজ তাহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাহার উপদেশানুসারে রাজত্ব করিতে লাগিল।

গোমুখ এই কথা বলিয়া বৎসরাজতনয়কে কহিল, 'অতএব দেব, জন্তুরাও প্রজ্ঞাবলে রাজ্যভোগপূর্বক সমৃদ্ধ হয় কিন্তু জড়বুদ্ধিগণ বিনষ্ট হইয়া সকলের উপহাসাস্পদ হয়। যথা—

মূর্খ ভৃত্যের কাহিনী

একজন ধনী ব্যক্তির একটি মূর্খ ভৃত্য ছিল। (১৫৭-১৬৯) একদা প্রভুকে মর্দন করিতে করিতে অজ্ঞতা সত্ত্বেও 'কি প্রকারে অঙ্গ পরিবাহন করিতে হয় আমি জ্ঞাত আছি' এই গর্বে সে প্রভুর অঙ্গে এত জোরে আঘাত করিল যে তাহার চর্ম বিদীর্ণ হইয়া গেল। প্রভু তাহাকে বিদায় প্রদান করিলে সে অতীব দুঃখিত হইল। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, অনভিজ্ঞ নিজেকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া হঠকারিতাবশতঃ কোন কার্য করিলে বিনষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ অপর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন—

সম্পত্তি বিভাগকারী ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী

মালবদেশে দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা ছিল। তাহারা উভয়ে পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা ভাগ করিবার সময় তাহারা একজন অধিক ধন প্রাপ্ত হইতেছে এবং অপর-জন কম ধন প্রাপ্ত হইতেছে, পরস্পরে এইরূপ কলহে লিপ্ত হইয়া এক বেদজ্ঞকে মধ্যস্থ মানিলে সে তাহাদিগকে বলিল, 'প্রত্যেকটি বস্তু তোমরা অর্ধেক করিয়া গ্রহণ করিলে অসমভাগের বিরোধ থাকিবে না।' মূর্খদ্বয় এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের গৃহ, শয্যা, সমস্ত ধন, এমনকি গবাদি পশু পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তুকে দুই ভাগ করিল। তাহাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাহাকেও দুই ভাগে বিভক্ত করিলে নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্তি প্রদানপূর্বক তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন। অপর মূর্খদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া মূর্খদিগের ইহলোক এবং পরলোক দুইই বিনষ্ট হয়। সুতরাং প্রাজ্ঞব্যক্তি কখনও মূর্খদিগের সেবা করিবে না, তাহারা সতত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগেরই সেবা করিবে। অসন্তোষও দোষাবহ—এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন—

অসন্তুষ্টিজনিত কৃশ প্রব্রাজকদিগের কাহিনী

ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া কতিপয় প্রব্রাজক স্থূলতা প্রাপ্ত হইল। (১৭০-১৭৯) কতিপয় মিত্রবর্গ উহা দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'এই প্রব্রাজকেরা কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ বস্তু গ্রহণ করিয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।' তখন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি তোমাদিগকে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করাইব। পূর্ববৎ আহার গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমি ঐ প্রব্রাজকদিগকে কৃশকায় করিব।' এই কথা বলিয়া সে একদিন ঐ প্রব্রাজকদিগকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে ষড়রস সমন্বিত উত্তম ভোজ্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলে অবশেষে ঐ মূর্খবৃন্দ এই ভোজের কথা স্মরণ করিয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে আর তাহাদের রুচি রহিল না এবং তাহারা কৃশ হইয়া গেল। তখন প্রব্রাজকদিগকে ভোজন প্রদানকারী সমীপস্থ উহাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া বন্ধুদিগকে বলিল, 'পূর্বে ইহারা ভিক্ষালব্ধ বস্তুতে তুষ্ট থাকিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদিতে অসন্তুষ্টি বিধায় উহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সুখেচ্ছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্বদা তাহাদিগের হৃদয়ে সন্তোষ পোষণ করিবে, কারণ অসন্তুষ্টিই ইহলোকে এবং পরলোকে অসহ্য ক্লেশের সৃষ্টি করে।' বন্ধুদিগকে এই উপদেশ প্রদান করিলে তাহারা সর্ব দোষের আকর অসন্তুষ্টি পরিত্যাগ করিল। সৎসঙ্গে কাহার না মঙ্গল হয়? এখন দেব, মূর্খ এবং সুবর্ণের কাহিনী শ্রবণ করুন—

জলে স্বর্ণদ্রষ্টা মূর্খের কাহিনী

কোনও যুবক একটি তড়াগে বারিপানার্থ গমন করিয়াছিল। তথায় সেই মূর্খ জলে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট একটি স্বর্ণচূড় পক্ষীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিল। স্বর্ণাভ হওয়াতে উহাকে প্রকৃত স্বর্ণ বিবেচনা করিয়া সে তড়াগে প্রবেশ করিয়া উহা ধৃত করিতে চেষ্টা করিলে বারি আন্দোলিত হওয়ায় উহা মুহুর্মুহু দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইতে লাগিল এবং সে উহা ধৃত করিতে অসমর্থ হইল। যতবারই সে তীরে আরোহণ করিল ততবারই ঐ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া সে তড়াগে অবতরণ করা সত্ত্বেও কিছুই প্রাপ্ত হইল না। তখন উহাকে দর্শন করিয়া উহার পিতা উহাকে প্রশ্ন করিয়া পক্ষীটিকে তাড়াইয়া দিলে যুবক জলে আর কোন প্রতিবিম্ব দর্শন করিল না। তখন সমস্ত বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া উহার পিতা ঐ মূর্খকে গৃহে লইয়া গেল।

ঐ প্রকারে বিবেচনাহীন মূর্খগণ মিথ্যা ভ্রমে বঞ্চিত হইয়া তাহার শত্রুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হয় এবং তাহার মিত্রদিগের দুঃখ উৎপাদন করে। এমন কপিতয় মহামূর্খের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

বৃষ্টি হইতে পেটিকারক্ষাকারী ভৃত্যাদিগের কাহিনী

কোনও এক বণিকের উষ্ট্র পথিমধ্যে ভার বহনে অসমর্থ হইয়া পড়িলে সে ভৃত্যাদিগকে বলিল, 'এই উষ্ট্রের অর্ধেক ভার বহন করিবার নিমিত্ত আমি অপর একটি উষ্ট্র ক্রয় করিতে গমন করিতেছি। তোমরা হেথায় অবস্থানপূর্বক বিশেষ যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ করিবে যে বস্ত্রাদিপূর্ণ এই পেটিকাসমূহের চর্ম বৃষ্টিতে আর্দ্র না হয়।' (১৮০-১৯৫) ইহা বলিয়া বণিক উষ্ট্রের পার্শ্বে ভৃত্যাদিগকে রাখিয়া প্রস্থান করিলে সহসা মেঘের আবির্ভাব হইয়া ধারা বর্ষণ আরম্ভ হইলে ঐ মূর্খেরা বলাবলি করিতে লাগিল, 'প্রভু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন পেটিকাসমূহের চর্মে যেন বৃষ্টিধারা পতিত না হয়।' এই-রূপ চিন্তা করিয়া তাহারা পেটিকার চর্মসমূহ আবৃত করিল। তখন বণিক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সক্রোধে ভৃত্যাদিগকে বলিল, 'রে পাপাধমগণ, বৃষ্টিতে আমার সমগ্র বস্ত্র নষ্ট হইয়াছে।' তখন তাহারা প্রত্যুত্তর করিল, 'আপনি তো আমাদিগকে পেটিকার চর্ম যাহাতে আর্দ্র না হয় তাহাই দেখিতে বলিয়া-ছিলেন। আমরা কি অপরাধ করিয়াছি?' বণিক বলিল, 'আমি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম চর্ম আর্দ্র হইলে বস্ত্রসমূহ নষ্ট হইবে। বস্ত্রের রক্ষার্থে উহা বলিয়াছিলাম চর্ম রক্ষার্থে নহে।' অতঃপর সে অন্য একটি উষ্ট্রোপরি ভার স্থাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভৃত্যাদিগের সর্বস্ব দণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিল।

এই প্রকারে অবিবেচক মূর্খগণ বিপর্যয় আনয়নপূর্বক তাহাদিগের নিজের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বার্থ নষ্ট করিয়া এই জল প্রতিদান করে। এখন স্বল্প কথায় মূর্খ এবং পিষ্টকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন—

মূর্খ-পিষ্টক কথা

একজন পথিক এক পণের বিনিময়ে অষ্ট পিষ্টক ক্রয় করিয়াছিল। উহাদের ছয়টি আহার করিয়াও তাহার তৃপ্তি না হওয়াতে সপ্তমটি আহার করিয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইল। তখন সেই জড়বুদ্ধি বলিল, 'আমি প্রতারিত

হইয়াছি। যে পিষ্টকটি ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল প্রথমেই কেন সেইটিকে গ্রহণ করি নাই? অন্য পিষ্টকগুলি রক্ষা না করিয়া কেন নষ্ট করিলাম?' তাহার ক্রমশঃ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে এবং এইরূপ কথা বলিয়া অনুশোচনা করাতে সকালে তাহাকে তাহার জড়বুদ্ধির জন্য উপহাস করিল। (১৯৬-২০৭) (এই স্থানে ২০৮ সংখ্যক একটি শ্লোক লুপ্ত।)

দ্বাররক্ষী ভৃত্যের কাহিনী

কোন বণিক তাহার ভৃত্যকে বলিল, 'আমার বিপণি-দ্বারের দিকে লক্ষ্য রাখিও। আমি স্বল্পকালের নিমিত্ত গৃহে গমন করিতেছি,' এই কথা বলিয়া বণিক প্রস্থান করিলে ভৃত্য বিপণিদ্বার স্কন্ধে বহন করিয়া কোন মঠের অভিনয় দর্শন করিতে গমন করিল। প্রত্যাবর্তনকালে তাহার প্রভু তাহাকে দর্শন করিয়া প্রচুর ভর্ৎসনা করিলে সে বলিল, 'আমি ত আপনার আদেশমত দ্বারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।' যে মূর্খ আদেশের শব্দার্থ মাত্র অনুধাবন করে, আদেশের তাৎপর্য বুঝিতে পারে না সে অনর্থ ঘটায়। সম্প্রতি মহিষ এবং মূর্খদিগের কাহিনী শ্রবণ করুন—

মহিষ ভক্ষণকারী মূর্খদিগের বৃত্তান্ত

কয়েকজন গ্রামবাসী এক ব্যক্তির মহিষ গ্রামের বহির্দেশে একটি বেষ্টিত-স্থানে বটবৃক্ষতলে বধ করিয়া মাংস ভাগ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিল। মহিষস্বামী নৃপতির নিকট অভিযোগ করিতে মহিষ ভক্ষণকারী গ্রামবাসিগণ তাহার সম্মুখে আনীত হইলে মহিষস্বামী তাহাদের সমক্ষে নৃপতিকে বলিল, 'এই মূর্খেরা তড়াগ সমীপে বটবৃক্ষতলে আমার মহিষকে লইয়া গিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে ভক্ষণ করিয়াছে।' এই কথা বলিলে গ্রামবাসীদিগের মধ্য হইতে একটি মূর্খ বৃদ্ধ বলিল, 'আমাদের গ্রামে বটবৃক্ষ অথবা তড়াগ নাই। সে যাহা বলিতেছে উহা সত্য নহে। আমরা কোথায় উহার মহিষকে হত্যা করিলাম অথবা ভক্ষণ করিলাম।'

মহিষস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'কি বলিতেছ? গ্রামের পূর্ব-দিকে একটি বটবৃক্ষ এবং তড়াগ নাই কি; উপরন্তু তোমরা শুক্লাষ্টমী তিথিতে আমার মহিষটিকে ভক্ষণ করিয়াছিলে।' মহিষস্বামী এই কথা বলিলে বৃদ্ধ মূর্খ প্রত্যুত্তর করিল, 'আমাদের গ্রামের পূর্বদিক অথবা অষ্টমী

তিথি নাই।' নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্বক মূর্খকে উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিলেন, 'তুমি ত বেশ সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা কথা বল না। অতএব সত্য করিয়া আমাকে বল তোমারা মহিষটিকে ভক্ষণ করিয়াছিলে কিংবা কর নাই?' এই কথা শ্রবণ করিয়া মূর্খ বলিল, 'আমার পিতার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আমার জন্ম হইয়াছিল। তিনিই আমাকে কথা বলিবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি কখনই মিথ্যা কথা বলি না। আমরা যে উহার মহিষটিকে ভক্ষণ করিয়াছি, কেবলমাত্র এই কথাটাই সত্য। মহিষস্বামী অন্যান্য যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি এবং তাহার সভাসদবৃন্দ, কেহই হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহিষের মূল্য বাদীকে প্রদান করাইয়া রাজা গ্রামবাসীদিগকে দণ্ডিত করিলেন। (২০৮-২২৪)

মূর্খগণ মূর্খাভিমানবশতঃ নিজেদের উপর আস্থা অর্জন করিবার নিমিত্ত যাহা অস্বীকার করা উচিত নহে তাহা অস্বীকার করিয়া স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা গোপন করা উচিত তাহা প্রকাশ করে।

চক্রবাকের ন্যায় আচরণকারী মূর্খের কাহিনী

কোন মূর্খের কোপনস্বভাবা ভার্যা ছিল। সেই রমণী তাহাকে বলিল, 'আগামীকল্য নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছি। সুতরাং যদি তুমি আমার নিমিত্ত একটি নীলোৎপলের মাল্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হও তবে তুমি আমার পতি থাকিবে না এবং আমিও তোমার পত্নী রহিব না।' সেই জন্য সে রজনীতে উহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত নৃপতির সরোবরে গমন করিয়া উহাতে অবতরণ করিতে উদ্যত হইলে রক্ষিগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিল, 'তুমি কে?' সে বলিল 'আমি চক্রবাক'। তথাপি তাহাকে বন্দী করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে নৃপতির সমীপে আনীত হইলে সে পৃষ্ট হইয়া চক্রাবাকের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলে রাজা স্বয়ং তাহাকে আহ্বানকরতঃ বারংবার প্রশ্ন করিয়া তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন না।

কুজকে আরোগ্যকারী বৈদ্যের কাহিনী

কোন বিপ্র এক মূর্খ বৈদ্যকে বলিল, 'আমার কদাকার পুত্রের পৃষ্টদেশের কুব্জ নিরাকরণ করিয়া দাও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈদ্য বলিল

'আমাকে দশ পণ প্রদান কর, যদি আমি ইহা করিতে সমর্থ না হই, তবে আমি তোমাকে উহার দশগুণ প্রত্যার্পণ করিব।' এইরূপ পণ করিয়া সে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দশ পণ গ্রহণ করিয়া সেই কুব্জকে স্বেদাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ক্লেশ প্রদান করিতে লাগিল। ককুদ নিবারণে অসমর্থ হইয়া সে শতপণ প্রদান করিল। এই পৃথিবীতে কে কুব্জকে ঋজু করিতে সমর্থ হয়?

অসাধ্য সাধন করিবার পণ মনুষ্যদিগকে কেবলমাত্র উপহাসাস্পদ করে। সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মূর্খের ন্যায় আচরণ করা উচিত নহে।'

বুদ্ধিমান রাজপুত্র নরবাহনদত্ত রজনীতে ভদ্র মন্ত্রী গোমুখের মুখ-নিঃসৃত এই মূর্খদিগের কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপর অতিশয় প্রীত হইলেন। শক্তিযশঃ প্রাপ্তেচ্ছু হইয়াও গোমুখ বর্ণিত কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া তিনি শয্যা গ্রহণপূর্বক সমবয়স্ক বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া নিদ্রা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। (২২৫-২৩৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃলম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২৩৭
ক্রমিক সংখ্যা—১১,৯৯১

সপ্তম তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক প্রিয়া শক্তিযশের কথা চিন্তা করিয়া নরবাহনদত্ত উন্মনা হইলেন। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত মাসের অবশিষ্টাংশ তাহার নিকট এক যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নববধূ লাভের প্রত্যাশায় তিনি আর কোন মতেই সুখ পাইতেছিলেন না। গোমুখের নিকট হইতে বৎসরাজ এই কথা জ্ঞাত হইয়া পুত্রবাৎসল্য হেতু বসন্তকপ্রমুখ সচিবদিগকে আহ্বান করিলে বৎসরাজ তাহাদিগের সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হইলেন। বিদগ্ধ মন্ত্রী গোমুখ বসন্তককে বলিল, 'আর্য বসন্তক, রাজকুমারের চিত্তবিনোদনার্থ আপনি একটি বিচিত্র অভিনব আখ্যায়িকা বর্ণনা করুন।' তখন প্রাজ্ঞ বসন্তক এই কাহিনী বলিল—

যশোধর, লক্ষ্মীধর এবং জলদৈত্যের ভার্যাদ্বয়ের কাহিনী

মালবদেশে শ্রীধর নামক প্রখ্যাত দ্বিজোত্তম বাস করিত। তাহার দুইটি সদৃশ যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জ্যেষ্ঠটির নাম যশোধর এবং কনিষ্ঠ অনুজের নাম লক্ষ্মীধর রাখা হইল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দুই ভ্রাতা পিতার অনুমতিক্রমে বিদ্যাশিক্ষার্থে একত্রে বিদেশ গমন করিল। পর্যটন করিতে করিতে তাহারা জলবিহীন, ছায়াতরুশূণ্য, তপ্ত বালুকাপূর্ণ একটি মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আতপতাপে ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া সায়ংকালে একটি ফলভারাবনত ছায়াতরুর সমীপে উপনীত হইল। নাতিদূরে বৃক্ষমূলে তাহারা শীতল স্বচ্ছ বারিপূর্ণ পদ্মগন্ধী সরোবর দেখিতে পাইল। তথায় স্নান ও আহারান্তে শীতল বারি পানপূর্বক একটি শিলাতলে উপবেশন করিয়া উভয়ে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল। সূর্য অস্তমিত হইলে তাহারা সান্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্বক রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত বন্য পশুর ভয়ে উভয়ে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। নিশারম্ভে বহু পুরুষ তাহাদের চক্ষুর সমক্ষে অধঃস্থিত সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া একজন সম্মার্জনী দ্বারা ভূমি পরিষ্কার করিল, একজন তাহার উপর চিত্র অঙ্কিত করিল এবং অন্য একজন উহা পঞ্চবর্ণ পুষ্প দ্বারা আবৃত করিল। একজন একটি কনক পর্যঙ্ক আনয়নপূর্বক তথায় স্থাপিত করিল। অন্য একজন উহার

উপর তোষক এবং আচ্ছাদন বিস্তৃত করিল। অপর এক ব্যক্তি বৃক্ষের নিম্নে একটি স্থানে উত্তম খাদ্য, পানীয়, পুষ্প এবং অঙ্গরাগাদি স্থাপিত করিলে ঐ সরোবরের অভ্যন্তর হইতে দিব্যাভরণভূষিত, মন্মথ হইতেও অধিকতর সুন্দর একটি পুরুষ খড়্গ হস্তে উত্থিত হইল। সে পর্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলে তাহার অনুচরেরা তাহার গলদেশে মাল্য নিক্ষেপকরতঃ অঙ্গরাগাদি দ্বারা তাহার দেহ লিপ্ত করিল। অতঃপর তাহারা সকলে পুনরায় ঐ সরোবরে নিমজ্জমান হইল। (১-১৯) অতঃপর সে মুখ হইতে মঙ্গল মাল্যাভরণ-ভূষিতা বিনীতবেশা এক ভব্যা রমণীকে বাহির করিল এবং দ্বিতীয়া একটি দিব্যাঙ্গানাও উত্তম বস্ত্র ও উজ্জ্বল আভরণে ভূষিতা হইয়া তথা হইতে নির্গত হইল। উভয়েই উহার ভার্যা, কিন্তু দ্বিতীয়াই তাহার অধিকতর প্রিয় ছিল। তখন উত্তমা প্রথমা ভার্যা রত্নপাত্র স্থাপনকরতঃ দুইটি পাত্রে তাহার পতি এবং সপত্নীকে আহার্য প্রদান করিল। উহাদের ভোজন সমাপনান্তে সে নিজেও আহার করিল। তাহার পতি পর্যঙ্কে সপত্নীর সহিত বিহার করিয়া নিদ্রিত হইল। প্রথমা পত্নী পতির পাদ-সংবাহন করিতে লাগিল এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী শয্যার উপর বিনিদ্র অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল।

বৃক্ষোপরিস্থিত বিপ্রপুত্রদ্বয় উহা দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইহারা কে? চল, আমরা অবতরণপূর্বক পাদসংবহনকারী রমণীটিকে জিজ্ঞাসা করি। ইহারা স্বর্গের অমর বলিয়া মনে হইতেছে।' তাহারা অবতরণপূর্বক প্রথমার নিকট গমন করিলে দ্বিতীয়া যশোধরকে দেখিতে পাইল। কামার্তা হইয়া শয্যাত্যাগপর্বক স্বামীকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া সে ঐ সুরূপ যুবকের নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'তুমি আমার প্রিয়তম হও।' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'পাপীয়সি, তুমি পরদার এবং আমি তোমার অপরিচিত, তুমি এইরূপ কথা বলিতেছ কেন?' তখন সে বলিল, 'আমার একশত প্রেমিক আছে। তুমি ভীত হইতেছ কেন? যদি বিশ্বাস না হয় তবে এই একশত অঙ্গুরীয় দর্শন কর। আমি প্রত্যেকের নিকট হইতে একটি করিয়া অঙ্গুরীয়ক সংগ্রহ করিয়াছি।' এই কথা বলিয়া সে তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে অঙ্গুরীয়কসমূহ নির্গত করিয়া তাহাকে প্রদর্শন করাইলে যশোধর বলিল, 'তোমার শত অথবা লক্ষ প্রেমিক থাকিলেও আমার কিছু আসে যায় না। তুমি আমার জননীর ন্যায়। আমি ঐ প্রকার পুরুষ নহি।' সেই দুষ্টা রমণী এই প্রকারে নিবারিতা হইলে ক্রোধাবিষ্টা হইয়া

পতিকে জাগ্রত করিয়া যশোধরকে দেখাইয়া সাশ্রু নয়নে বলিল, 'তুমি যখন নিদ্রিত ছিলে তখন এই পাপাত্মা আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছিল।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পতি খড়্গ নিষ্কাশন করিলে প্রথমা সাধ্বী পত্নী তাহার পদালিঙ্গন করিয়া বলিল, "মিথ্যা অভিযোগের উপর পাপ কার্য করিও না। আমার বাক্য শ্রবণ কর। এই দুষ্টা রমণী উহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তোমার পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়া উহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এই ধার্মিক ব্যক্তি, 'তুমি আমার জননী' এই কথা বলিয়া উহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে তাহা অসহ্য হওয়াতে ক্রোধাবিষ্টা হইয়া উহাকে বধার্থে তোমাকে জাগ্রত করিয়াছে। আমার চক্ষের সমক্ষেই বহু রজনীতে একশত প্রেমিককে উপভোগ করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গুরীয়ক সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু অপ্রিয় দ্বেষের উৎপত্তি হইবে বলিয়া আমি তোমার নিকট তাহা ব্যক্ত করি নাই। কিন্তু যাহাতে তোমার পাপ না হয় সেইজন্য আমি বাধ্য হইয়া এই গোপন রহস্য ব্যক্ত করিতেছি। যদি বিশ্বাস না কর তবে উহার বস্ত্রাঞ্চলস্থিত অঙ্গুরীয়কসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি সতী, ধর্ম আমাকে আমার পতির নিকট মিথ্যা বলিতে প্ররোচিত করিবে না। আমার সতীত্বের প্রভাব যাহাতে অবগত হও তন্নিমিত্ত আমার শক্তির নিদর্শন দেখাইতেছি।" এই কথা বলিয়া সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দ্বারা বৃক্ষটিকে ভস্মসাৎ করিয়া সদয় দৃষ্টি দ্বারা পুনরায় উহাকে পূর্ব হইতে অধিকতর সুন্দর তরুতে পরিণত করিল। সে তখন হতাশ দ্বিতীয়া অসতী স্ত্রীর নাসিকা কর্তন করিয়া উহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে অঙ্গুরীয়কসমূহ গ্রহণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। (২০-৪৩)

শাস্ত্রপাঠক যশোধরকে ভ্রাতার সহিত দর্শন করিয়া ক্রোধ সংবরণপূর্বক বিষণ্ণ চিত্তে তাহাকে বলিল, 'ঈর্ষাবশতঃ আমি আমার ভার্যাদিগকে সর্বদা আমার বক্ষের অভ্যন্তরে রক্ষা করি তথাপি আমি এই অসতী রমণীটিকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই। বিদ্যুৎকে কে ধৃত করিতে সমর্থ হয়? অসতী রমণীকে কে রক্ষা করিতে পারে? সাধ্বী রমণীকে তাহার নিষ্কলুষ চরিত্রই রক্ষা করে। সে তাহার পতিকে ইহলোক এবং পরলোক, উভয় লোকেই রক্ষা করে, যেমন এই রমণী অদ্য আমাকে রক্ষা করিয়াছে। ইহার অভিশপ্ত করিবার ক্ষমতা হইতে ধৈর্য অধিকতর প্রশংসনীয়। উহার কৃপাতে আমি একটি অসতী পত্নীর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি এবং একটি ধার্মিক ব্রাহ্মণ বধের পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।' এই

কথা বলিয়া সে যশোধরকে উপবিষ্ট করাইয়া শুধাইল, 'কোথা হইতে তোমরা আগমন করিয়াছ এবং কোথায় গমন করিতেছ, আমাকে বল।' তখন যশোধর স্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদনকরতঃ কুতূহলবশতঃ তাহাকে বলিল, 'ভদ্র, বিষয়টি যদি গোপন রহস্য না হইয়া থাকে তবে আমাকে বলুন এত ভোগ-বিলাসের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনি কি কারণে বারিমধ্যে বাস করেন ? তখন বারিবাসী ব্যক্তি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।' 'এই কথা বলিয়া সে নিম্নোক্ত রূপে স্বীয় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল—(৪৪-৫২)

জলদৈত্যের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত

হিমালয়ের দক্ষিণে কাশ্মীর নামক দেশ আছে। নরগণ যাহাতে স্বর্গের কামনা না করে সেই জন্যই যেন বিধাতা উহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৈলাস এবং শ্বেত দ্বীপের সুখাবাসের কথা বিস্মৃত হইয়া স্বয়ম্ভু শিব ও বিষ্ণু তথায় শত দেবায়তনে বাস করেন। উহা বিতস্তা জল দ্বারা পূত এবং বীর ও বিদ্বদ্জন সমাকীর্ণ। উহা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু, ছল এবং পাপের অজেয়। পূর্বজন্মে আমি তথায় ভব শর্মা নামক ব্রাহ্মণ রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আমার দুই পত্নী ছিল। কতিপয় বৌদ্ধ শ্রমণের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমি শাস্ত্রসম্মত উপোষণ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম। ব্রত প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে আমার একটি দুষ্টা ভার্যা অকস্মাৎ আমার শয্যায় শয়ন করিতে আসিলে রাত্রির চতুর্থ পক্ষে নিদ্রা এবং মোহবশে তাহার সহিত বিহার করিয়া আমার ব্রত ভঙ্গ হইল। অল্পের জন্য ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমি জলদৈত্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার দুই ভার্যা হেথায় পত্নী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমা ভার্যা কুলটা ও পাপীয়সী হইয়াছে এবং দ্বিতীয়া পতিব্রতা হইয়াছে। আমার ব্রতের প্রভাব এতাদৃশ যে যদিও ব্রত পূর্ণ হয় নাই তথাপি আমি জাতিস্মর হইয়াছি এবং প্রতি রজনীতে এবম্প্রকার বিলাস ভোগ করিয়া থাকি। যদি আমার ব্রত ভঙ্গ না হইত তবে আমার এই প্রকার জন্ম হইত না।

এই প্রকারে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সে উত্তম খাদ্য এবং দিব্য পরিচ্ছদাদি দ্বারা উভয় ভ্রাতার অতিথি সৎকার করিলে তাহার সাধ্বী ভার্যা পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভূমিতে জানু ন্যস্তপূর্বক চন্দ্রের

দিকে দৃষ্টিবন্ধ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে লোকপাল-গণ, আমি যদি সতীসাধ্বী এবং পতিব্রতা হইয়া থাকি তবে আমার পতি যেন বারিবাস হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন।' সে এই বাণী উচ্চারণ করামাত্র স্বর্গ হইতে একটি রথ অবতরণ করিল এবং উহাতে আরোহণপূর্বক স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে স্বর্গারোহণ করিল। এই ত্রিজগতে প্রকৃত সাধ্বী রমণীর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। বিপ্রদ্বয় ইহা দর্শণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইল। যশোধর এবং লক্ষ্মীধর রজনীর অবশিষ্টাংশ তথায় যাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় যাত্রাকরতঃ সায়ংকালে নির্জন অরণ্যে বৃক্ষমূলে উপনীত হইল। যখন তাহারা বারি আনয়ন করিতে উদ্যত হইল তখন বৃক্ষ হইতে এই বাণী তাহারা শ্রবণ করিল, 'হে বিপ্রগণ, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আপনারা আমার গৃহে অদ্য আগত হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে স্নান এবং ভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করিব।' বাণী নীরব হইলে তথায় একটি জলপূর্ণ তড়াগের উৎপত্তি হইল এবং উহার তীর দেশে অপূর্ব পানভোজনের আয়োজন হইল। বিপ্র যুবকদ্বয় সাশ্চর্যে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'ইহার কি তাৎপর্য ?' তড়াগে স্নানান্তে তাহারা পানভোজন সমাধান করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন-করতঃ বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে সেই বৃক্ষ হইতে একটি সুন্দরকান্তি পুরুষ অবতরণ করিলে তাহারা তাহাকে প্রণাম করিল এবং সেও তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিল। সে উপবিষ্ট হইলে দ্বিজ যুবকদ্বয় তাহার পরিচয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই পুরুষ বলিতে লাগিল—(৫৩-৭৩)

যক্ষে পরিণত দ্বিজের কাহিনী

বহু পূর্বে আমি এক দুর্গত ব্রাহ্মণ ছিলাম। তখন কতিপয় বৌদ্ধ শ্রমণের সহিত আমার মিত্রতা হইয়াছিল। যখন তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আমি উপোষণ ব্রত পালন করিতেছিলাম তখন একজন শঠ সায়ংকালে বলপূর্বক আমাকে আহার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাহাতে আমার ব্রত ভঙ্গ হইলে আমি গুহ্যক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যদি ব্রত সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম তবে আমি স্বর্গে দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতাম।

আমার বৃত্তান্ত তোমাদিগকে বলিলাম এখন তোমরা কে এবং কেন এই মরুদেশে আগমন করিয়াছ তাহা আমাকে বল। —এই কথা শ্রবণ করিয়া যশোধর তাহাদের কাহিনী বিবৃত করিলে যক্ষ বলিতে লাগিল, 'তাহাই যদি হয় তবে আমি নিজ শক্তিবলে তোমাদিগকে সর্ববিদ্যা প্রদান করিব। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। বিদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া কি লাভ হইবে ?' এইকথা বলিয়া সে তাহাদিগকে সমস্ত বিদ্যা অর্পণ করিলে তাহারা উহার শক্তিপ্রভাবে ঐ বিদ্যাসমূহ আয়ত্ত করিল। তখন সেই যক্ষ বলিল, 'এখন আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। আমার নিমিত্ত তোমরা উপোষণ ব্রত পালন কর। ব্রহ্মচারী হইয়া সর্বদা সত্যভাষণ করিতে হইবে। দেবমূর্তি প্রদক্ষিণ করিয়া মন সুস্থিরপূর্বক ধৈর্য ধারণ করিবে এবং বৌদ্ধ শ্রমণেরা যখন আহার্য গ্রহণ করে তখন ভোজন করিবে। একটি রাত্র এই ব্রত সম্পাদন করিয়া উহার ফল আমাকে অর্পণ করিবে যাহাতে সুসম্পাদিত ব্রত সমাপনান্তে আমি দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই।' যক্ষ এই কথা বলিলে তাহারা বিনীত হইয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইল এবং যক্ষ সেই বৃক্ষাভ্যন্তরে অন্তর্ধান করিল। (৭৫-৮৫)

বিনা শ্রমে কার্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় সেই রজনী তথায় যাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় পিতামাতাকে তাহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাহাদের প্রীতিবর্ধনকরতঃ যক্ষের হিতার্থে উপষোণ ব্রত উদ্‌যাপন করিল। তখন তাহাদের গুরু যক্ষ বিমানযোগে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের দয়ায় আমি যক্ষত্ব হইতে মুক্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন নিজেদের হিতার্থে যাহাতে মৃত্যুর পর দেবত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হও সেজন্য ঐ ব্রত পালন কর। আমি তোমাদিগকে বর প্রদান করিতেছি, তোমরা অক্ষয় ধনের অধিকারী হইবে।' সেই কামাচারী দেব এই বলিয়া বিমানযোগে স্বর্গে প্রস্থান করিল এবং যশোধর ও লক্ষ্মীধর ভ্রাতৃদ্বয় ঐ ব্রত উদ্‌যাপনকরতঃ সম্পদ এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ধর্মপথে থাকিয়া কদাচ কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও নীতি বিগর্হিত কর্ম না করিলে দেবতারা মনুষ্যদিগকে রক্ষা করেন এবং তাহাদের অভীষ্ট সাধন করেন। শক্তি-যশঃ প্রাপ্তেচ্ছু বৎসরাজসুত নরবাহনদত্ত বসন্তকের নিকট হইতে এই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পিতা কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি সপারিষদ ভোজনার্থ তাঁহার

প্রাসাদে গমন করিলেন এবং আহারান্তে স্বীয় প্রাসাদে গোমুখ ও অন্যান্য মন্ত্রীদিগের সহিত প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার চিত্ত বিনোদনার্থ গোমুখ তাঁহাকে পুনরায় বলিল, 'কুমার, আমি আপনাকে কতিপয় আখ্যান নিবেদন করিব, শ্রবণ করুন— (৮৬-৯৬)

বানর-শিশুমার কথা

সমুদ্র তীরস্থ উদুম্বর বনে যূথভ্রষ্ট কপিরাজ বলীমুখ বাস করিত। সে যখন উদুম্বর ফল ভক্ষণ করিতেছিল তখন একটি ফল হস্তচ্যুত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইলে সমুদ্র বারি-বাসী একটি শিশুমার উহা ভক্ষণ করিয়া প্রীতি-প্রদ শব্দ করিলে বানর তাহার নিকট আরও কতিপয় ফল নিক্ষেপ করিল। সেই শিশুমার প্রত্যহ সমুদ্রতীরস্থ বানরের নিকট দিবস যাপন করিয়া সায়ংকালে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিত।

শিশুমার-পত্নী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বানর এবং পতি শিশুমারের মৈত্রী অনুমোদন করিতে পারিল না, কারণ তাহার পতিকে সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিতে হইত। তখন সে পীড়িত হইবার ভাণ করিল। শোকাকুলিত চিত্তে শিশুমার তাহার কি পীড়া হইয়াছে এবং কিসে সে আরোগ্য লাভ করিবে, পুনঃ পুনঃ পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বারং-বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাহার পত্নী কিছুই বলিল না। কিন্তু অবশেষে তাহার এক সখী বলিল, 'যদিও তুমি করিবে না এবং তোমার পত্নীরও ইচ্ছা নয় যে তুমি কর, তথাপি আমাকে বলিতে হইবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রদিগের নিকট হইতে দুঃখের কথা কেন গোপন রাখিবে? তোমার পত্নীর এমন একটি কঠিন পীড়া হইয়াছে যে বানরের বাম হৃদয়ের রস ব্যতীত উহা আরোগ্য হইবার নহে।' (৯৭-১০৬) ভার্যার সখীর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! বানরের হৃদপদ্ম কি প্রকারে সংগ্রহ করিব? আমার মিত্র বানরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা কি আমার উচিত হইবে? আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমার জীবন রক্ষাই বা কি প্রকারে হইবে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তাহার ভার্যাকে বলিল, 'আমি একটি সমগ্র বানর তোমার নিকট আনয়ন করিব। তুমি দুঃখ করিও না।' এই এই কথা বলিয়া সে তাহার বন্ধু কপির নিকট গমনপূর্বক কথা প্রসঙ্গে তাহাকে বলিল, 'অদ্যাবধি তুমি আমার গৃহ এবং আমার পত্নীকে দেখ নাই।

সুতরাং একদিন তথায় বিশ্রাম করিতে আগমন কর। অনায়াসে একে অন্যের গৃহে গমন করিয়া আহারাদি না করিলে অথবা পরস্পরে ভার্যাদিগের সহিত পরিচিত না হইলে সেই বন্ধুত্বের কোন মূল্য থাকিতে পারে না।' এইরূপ কথাদ্বারা বানরের হৃদয় হরণ করিয়া শিশুমার তাহাকে জলে অবতরণ করাইয়া, স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল। গমন করিতে করিতে শিশুমারকে উন্মনা এবং বিষণ্ণ দর্শন করিয়া বানর বলিল,'সখে, অদ্য তোমাকে অন্য প্রকার দেখিতেছি কেন?' বারংবার বানর কারণ জানিতে চাহিলে, বানর নিজের আয়ত্তের মধ্যেই আছে মনে করিয়া সেই মূর্খ শিশুমার তাহাকে বলিল, 'প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, আমার পত্নী অসুস্থ এবং সে বানরের হৃদ্‌পদ্ম ঔষধ রূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে। এই নিমিত্তই অদ্য আমাকে বিমনা দেখিতেছ।' জ্ঞানী বানর তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'এইজন্যই দুরাত্মা আমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে। স্ত্রীর প্রতি আসক্তিবশতঃ সে মিত্রদ্রোহী হইতেও প্রস্তুত। ভূতাবিষ্ট হইয়া মানুষ কি দন্ত দ্বারা স্বীয় মাংস ছেদন করে না?' এই প্রকার চিন্তা করিয়া বানর শিশুমারকে বলিল, 'সখে, তাহাই যদি হয় তবে পূর্বেই আমাকে এই কথা কেন বল নাই? তোমার পত্নীর নিমিত্ত আমি আমার হৃদয় আনয়ন করিব। আমি যে উদুম্বর বৃক্ষে বাস করি উহা ত তথায় রাখিয়া আসিয়াছি।' তখন দুঃখিত চিত্তে শিশুমার তাহাকে বলিল, 'তবে সখা, উদুম্বর বৃক্ষ হইতে উহা আনয়ন কর।' শিশুমার তাহাকে পুনরায় সমুদ্রতীরে লইয়া গেলে সে যেন মৃত্যুর আলিঙ্গন হইতে এই মাত্র রক্ষা পাইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া এক লম্ফে তীর হইতে উদুম্বর বৃক্ষ শীর্ষে আরোহণপূর্বক শিশুমারকে বলিল, 'রে মূঢ়, শীঘ্র প্রস্থান কর। কোনও প্রাণী কি তাহার হৃদয় দেহের বহির্দেশে রক্ষা করে? যাহা হউক, এই কৌশল অবলম্বনপূর্বক আমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছি। আমি আর তোমার নিকট গমন করিব না। বন্ধো! তুমি কি গর্দভের কাহিনী শ্রবণ কর নাই?' (১০৭-১২৪)

পীড়িত সিংহ-জম্বুক-গর্দভ কথা

কোন অরণ্যে শৃগাল-সচিব সহ এক গর্দভ বাস করিত। (এই স্থানে ১২৫ সংখ্যক শ্লোকের অর্ধাংশ লুপ্ত) কোন নৃপতি মৃগয়ার্থ তথায় গমন করিয়া সিংহকে অস্ত্রাদি দ্বারা এমন আহত করিয়াছিল যে সে অতি কষ্টে জীবিতাবস্থায় গুহায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নৃপতি প্রস্থান করিলেও

সিংহ গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলে পশুরাজভুক্ত মাংসাবশিষ্ট প্রাপ্ত না হইয়া শৃগাল ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলে সিংহকে বলিল, 'প্রভো! আপনি বহির্দেশে গমন করিয়া যথাসাধ্য আহার অন্বেষণ না করাতে নিজের দেহ এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুচরদিগের দেহও দুর্বল করিতেছেন কেন?' শৃগাল সিংহকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'সখে, আঘাতে জর্জরিত হইয়া আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, গুহার বহির্দেশে বিচরণ করিবার শক্তি নাই। যদি কোনও গর্দভের হৃদয় এবং কর্ণ ভক্ষণ করিতে পারিতাম তবে আমার ক্ষতসমূহ আরোগ্য লাভ করিলে আমি পূর্বের স্বাস্থ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইতাম। সুতরাং শীঘ্র গমন করিয়া কোন স্থান হইতে একটি গর্দভ আনয়নকরতঃ আমাকে প্রদান কর।' জম্বুক সম্মত হইয়া প্রস্থানকরতঃ পর্যটন করিতে করিতে একটি নির্জন স্থানে কোনও রজকের একটি গর্দভ দর্শন করিয়া তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে বন্ধুভাবে বলিল, 'তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাইতেছে কেন?' গর্দভ বলিল, 'এই রজকের বস্ত্রভার বহন করিতে করিতে আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।' জম্বুক বলিল, 'এত পরিশ্রম সহ্য কর কেন? আমার সহিত আগমন কর। আমি তোমাকে স্বর্গতুল্য এমন একস্থানে লইয়া যাইব যেথায় তুমি গর্দভিদিগের সহিত আনন্দে বিহার করিয়া স্থূলকায় হইবে।' (১২৫-১৩৪) এই কথা শ্রবণ করিয়া সুখসম্ভোগেচ্ছু গর্দভ শৃগালের সহিত সিংহ-অধ্যুষিত সেই অরণ্যে গমন করিল। প্রাণবৈক্লব্যহেতু সেই দুর্বল গর্দভকে সিংহ পশ্চাদ্দেশে নখরাঘাত করিতেই গর্দভ আহত ও ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল এবং পুনর্বার আর সিংহের নিকট আগমন করিল না। সিংহও হতাশ এবং বিভ্রান্ত হইয়া উদ্দেশ্য সফল না হওয়াতে সত্বর গুহায় প্রত্যাবর্তন করিল। তাহার মন্ত্রী শৃগাল তখন ভৎর্সনার সুরে তাহাকে বলিল, 'প্রভো, আপনি ঐ হতভাগা গর্দভকেই হত্যা করিতে পারিলেন না, তখন মৃগাদি পশু কি প্রকারে বধ করিবেন?' সিংহ বলিল, 'তাহাই যদি অবগত হইতে ইচ্ছা কর, তবে পুনরায় ঐ গর্দভকে হেথায় আনয়ন কর। আমি প্রস্তুত হইয়া রহিব এবং উহাকে বধ করিব।'

সিংহ জম্বুককে এই কথা বলিয়া পুনরায় প্রেরণ করিলে শৃগাল গর্দভের সমীপে আগমন করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনি পলায়ন করিলেন কেন?' গর্দভ প্রত্যুত্তর করিল, 'কোন জন্তু আমাকে আঘাত করিয়াছিল।' তখন শৃগাল সহাস্যে বলিল, 'আপনি ভুল করিয়াছেন। এরূপ কোনও

জন্তু এই স্থানে নাই। আমার মত দুর্বল প্রাণীও হেথায় নিরাপদে বাস করে। আমার সহিত অরণ্যে আগমন করিয়া তথায় অবারিত সুখ ভোগ করুন।' তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভ্রান্ত গর্দভ অরণ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে সিংহ তাহাকে দর্শন করিয়া গুহাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া তাহার উপর এক লম্ফে পতিত হইয়া নখরাঘাতে তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিল। গর্দভকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগালকে তথায় রক্ষক রূপে নিযুক্ত-করতঃ ক্লান্ত সিংহ স্নানার্থ গমন করিল। ইতোমধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত শঠ শৃগাল গর্দভের হৃদয় এবং কর্ণ ভক্ষণ করিল। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সিংহ গর্দভকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া উহার কর্ণ এবং হৃদয় কোথায় শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিলে শৃগাল প্রত্যুত্তর করিল, 'গর্দভটির কর্ণ এবং হৃদয় ছিল না, তাহা যদি থাকিত তবে সে একবার মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আগমন করিল কেন?' সিংহ তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে অবশিষ্টাংশ শৃগাল উদরসাৎ করিল।' (১৩৫-১৫০)

বানর শিশুমারকে ইহা বলিয়া পুনরায় কহিল, 'আমি আর গমন করিব না। গর্দভের ন্যায় আচরণ কেন করিব?' শিশুমার এই কথা শ্রবণ করিয়া 'মূর্খতার নিমিত্ত স্ত্রীর কর্মও সম্পাদন করা হইল না এবং মিত্রভেদ হইল' মনে ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু বানরের সহিত পতির মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে শিশুমার-ভার্যা তাহার পূর্বের শান্তি ফিরিয়া পাইল এবং বানর সুখে সমুদ্র তীরে বাস করিতে লাগিল।

অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুরাত্মাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। দুর্জন এবং কৃষ্ণসর্পের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কে সমৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়? গোমুখ এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া পুনরায় চিত্তবিনোদনার্থ নরবাহনদত্তকে বলিল, 'এখন উপহাসাস্পদ কয়েকজন মূর্খের কাহিনী শ্রবণ করুন। প্রথমে যে মূর্খ গায়ককে পুরস্কৃত করিয়াছিল তাহার কাহিনী বিবৃত করিব— (১৫১-১৫৬)

মুখের ভাষায় গায়ককে পুরস্কৃতকারী মূর্খের কাহিনী

কোন সঙ্গীতজ্ঞ গীতবাদ্যাদি দ্বারা এক ধনী ব্যক্তিকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। গায়কের সম্মুখে সে ভাণ্ডাগারিককে আহ্বান করিয়া বলিল, 'এই ব্যক্তিকে দুই সহস্র পণ প্রদান কর।' ভাণ্ডাগারিক, 'তাহাই করিব'

এই কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। গায়ক যখন তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ অর্থ প্রার্থনা করিল তখন প্রভুর সহিত পূর্ব ব্যবস্থামত ভাণ্ডাগারিক উহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিল।

তখন গায়ক ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট আগমনকরতঃ পণ যাচঞা করিলে সে বলিল, 'তুমি আমাকে এমন কি প্রীতি দান করিয়াছ যে তাহার প্রতিদান দিতে হইবে? তুমি বীণাবাদনপূর্বক আমার কর্ণকে ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান করিয়াছিলে, আমিও ঐ অর্থ প্রদান করিবার কথা উচ্চারণ করিয়া তোমার কর্ণকে ক্ষণস্থায়ী সুখ প্রদান করিয়াছিলাম।' গায়ক এই কথা শ্রবণকরতঃ অর্থপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করিয়া সহাস্যে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

কৃপণের এই কথায় প্রস্তরও কি হাস্য করিবে না? কুমার, এখন দুই মূর্খ শিষ্যের কাহিনী শ্রবণ করুন—

গুরু এবং তাহার ঈর্ষাপরায়ণ শিষ্যদ্বয়ের কাহিনী

এক গুরুর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত দুই শিষ্য ছিল। একজন শিষ্য প্রত্যহ গুরুদেবের দক্ষিণ চরণ ধৌতপূর্বক তাহাতে অঙ্গরাগ লেপন করিত এবং অপর শিষ্য বাম চরণ সম্বন্ধে তদ্রূপ করিত। একদিন এইরূপ ঘটিল যে, যে শিষ্য দক্ষিণ চরণ ধৌত করিত তাহাকে গ্রামান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল। অতএব গুরু তাহার বাম পদ মর্দনকারী দ্বিতীয় শিষ্যকে বলিল, 'অদ্য, তুমি আমার দক্ষিণ পদেও অনুলেপনাদি করিবে।' মূর্খ শিষ্য গুরুর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে বলিল, 'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে চরণের ভার লইয়াছে আমি সেই চরণের সেবা করিতে পারিব না।' কিন্তু গুরুর নির্বন্ধাতিশয্যে অর্বাচীন শিষ্য সক্রোধে সেই পদের উপর সজোরে চাপ দিয়া উহা ভগ্ন করিল। গুরু ব্যথায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলে অন্যান্য শিষ্যেরা তথায় আগমন করিয়া ঐ কুশিষ্যকে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলে গুরু সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই শিষ্যকে উহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিল।

পর দিবসে অপর শিষ্য গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক গুরুর ভগ্ন চরণ দর্শনকরতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সক্রোধে বলিল, 'আমার শত্রু যে পদের সেবা করে আমি তাহা ভঙ্গ করিব না কেন'? এই কথা বলিয়া সে গুরুর দ্বিতীয় চরণ ধৃত করিয়া উহা ভগ্ন করিল। তখন অপর শিষ্যেরা ঐ কুশিষ্যকে তাড়না করিলে দ্বিপাদ ভগ্ন গুরু অনুকম্পাভরে

তাহাকে উহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিল। তখন সকলের উপহাসাস্পদ হইয়া ঐ শিষ্যদ্বয় প্রস্থান করিলে সেই ধৈর্যশীল গরু ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

এইপ্রকারে মূর্খ সেবকগণ পরস্পর কলহ করিয়া প্রভুর স্বার্থ নষ্ট করিয়া নিজেরাও কিছু লাভ করে না। দ্বিশির সর্পের কাহিনী শ্রবণ করুন—

দ্বিশির সর্পের কাহিনী

একটি সর্পের দুইটি মস্তক ছিল। একটি মস্তক যে স্থানে থাকিবার কথা তথায়ই ছিল এবং অন্য মস্তকটি তাহার পুচ্ছে ছিল। পুচ্ছস্থিত মস্তকটি চক্ষুহীন ছিল এবং স্বস্থানে স্থিত মস্তকটির চক্ষু ছিল। 'আমিই মুখ্য শির' এই কথা লইয়া দুইটির ভিতর কলহ হইত। সর্পটি সাধারণতঃ প্রকৃত মস্তক অগ্রে করিয়া বিচরণ করিত। একদা পুচ্ছস্থিত মস্তক একখণ্ড কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া সজোরে উহা ধৃত করাতে সর্প আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। সম্মুখস্থ মস্তককে পরাজিত করিয়াছে বলিয়া সে পুচ্ছস্থিত মস্তকটিকে অধিকতর শক্তিশালী মনে করিয়া অন্ধ মস্তককে পুরোবর্তীকরতঃ বিচরণ করিতে করিতে পথদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া একটি অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্মসাৎ হইল।

এইপ্রকার বহু মূর্খ আছে যাহারা একটি ক্ষুদ্র গুণের প্রতি আসক্তি-বশতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (১৭০-১৮০)

সম্প্রতি তণ্ডুলভোজী মূর্খের কাহিনী শ্রবণ করুন—

তণ্ডুলভোজী মূর্খের কাহিনী

কোন মূর্খ ব্যক্তি শ্বশুরালয়ে প্রথমবার গমন করিয়া শ্বশ্রূ কর্তৃক রন্ধনার্থ শ্বেত তণ্ডুল কণা দর্শন করিয়া আহারার্থ উহার এক মুষ্টি মুখে স্থাপন করিলে তন্মুহূর্তে তাহার শ্বশ্রূদেবী তথায় আগমন করিল। তখন সে লজ্জায় উহা গলাধঃকরণ করিতে অথবা উদ্গীরণ করিতে অসমর্থ হইল। জামাতার গণ্ডদেশ স্ফীত এবং জামাতাকে বাক্যহীন দর্শন করিয়া সে পীড়িত হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া শশ্রূদেবী পতিকে আহবান করিল। শ্বশুর জামাতার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া বৈদ্য আনয়ন করিলে স্ফোটক হইয়াছে

আশঙ্কা করিয়া বৈদ্য তাহার মস্তক ধৃত করিয়া গণ্ডদেশ বিস্ফারিত করিলে তণ্ডুল কণাসমূহ নির্গত হইতে লাগিল তখন তত্রস্থ সকলে হাস্য করিতে লাগিল।

এই প্রকারে অকার্য করিয়া কেহ উহা গোপন করিতে সমর্থ যয় না।

গর্দভ দোহনকারী বালকদিগের কাহিনী

কতিপয় মূর্খ বালক গোদোহন করিতে অবলোকন করিয়া একটি গর্দভকে ধৃত করিয়া সকলে উহাকে বেষ্টনকরতঃ সজোরে দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হইল। একজন দোহন করিতে আরম্ভ করিলে অন্য একজন দোহন পাত্র ধারণ করিল। সকলের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল কে প্রথম দুগ্ধ পান করিবে। কিন্তু শত পরিশ্রম সত্ত্বেও একবিন্দু দুগ্ধ নির্গত হইল না।

প্রকৃত কথা হইতেছে যে অকর্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মূর্খ ব্যক্তি সকলের উপহাসাস্পদ হয়।

বিনা কার্যে গ্রামে গত মূর্খ বালকের কাহিনী

এক বিপ্রের এক মূর্খ পুত্র ছিল। একদিন সায়ংকালে তাহার পিতা তাহাকে বলিল, 'আগামীকল্য প্রাতঃকালে তোমাকে গ্রামে গমন করিতে হইবে।' কি করিতে হইবে, পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সে উদ্দেশ্যহীনভাবে গ্রামে গমন করিয়া সায়ংকালে শ্রান্ত হইয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক পিতাকে বলিল, 'আমি গ্রামে গমন করিয়াছিলাম।' তাহার পিতা প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহাতে ত কাহারও কোন ইষ্ট সাধন হয় নাই।'

এই প্রকারে মূর্খ উদ্দেশ্যহীন হইয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। ইহাতে কাহারও কোন ইষ্ট সিদ্ধি হয় না এবং সে সকলের উপহাসাস্পদ হয়। মুখ্যমন্ত্রী গোমুখের নিকট হইতে এই উপাদেশপ্রদ আখ্যায়িকাবলী শ্রবণ করিয়া শক্তি-যশঃ প্রাপ্তেচ্ছু বৎসরাজপুত্র অনেক রাত্র হইয়াছে উপলব্ধি করিয়া সচিবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া চক্ষু নিমীলনপূর্বক নিদ্রিত হইলেন। (১৮১-১৯৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৯৪
ক্রমিক সংখ্যা—১২,১৮৫

অষ্টম তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে প্রিয়মিলনাকাঙ্ক্ষায় নরবাহনদত্ত স্বগৃহে অবস্থান করিতে থাকিলে তাহার অনুরোধে তাহাকে আনন্দ প্রদান করিবার নিমিত্ত গোমুখ নিম্নোক্ত আখ্যায়িকাবলী বর্ণনা করিয়াছিল—

ব্রাহ্মণ-নকুল কথা

কোন গ্রামে দেবশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার সম উচ্চকুলোদ্ভবা যজ্ঞদত্তা নাম্নী ভার্যা ছিল। সে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে পুত্র সন্তান প্রসব করিলে দারিদ্র্য সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ মনে করিল সে একটি রত্ন লাভ করিয়াছে। প্রসবান্তে যজ্ঞদত্তা স্নানার্থে নদীতে গমনকরিলে দেবশর্মা শিশুর পরিচর্যার্থ গৃহে রহিয়া গেল। ইতোমধ্যে রাজান্তঃপুর হইতে চেটিকা বিপ্রকে আহ্বান করিতে সত্বর আগমন করিল। সেই ব্রাহ্মণ স্বস্তি বচনাদি পাঠ করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিত। দক্ষিণার লোভে আবাল্যপালিত নকুলকে শিশুর রক্ষার্থ তথায় রাখিয়া সে প্রাসাদে গমন করিল। সে প্রস্থান করিলে সহসা একটি সর্প শিশুর সমীপে আগত হইলে প্রভুভক্তিবশতঃ নকুল উহাকে দেখিতে পাইয়া বধ করিল। অতঃপর নকুল দূরে ব্রাহ্মণকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া সর্পরক্তে রঞ্জিত হইয়া সানন্দে তাহার নিকট ধাবিত হইল। দেবশর্মা উহার রক্তাক্ত কলেবর দর্শনে 'নিশ্চয়ই শিশুটিকে হত্যা করিয়াছে' মনে করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উহাকে লোষ্ট্রাঘাতে বধ করিল। কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সর্পকে মৃত এবং শিশুকে জীবিত দেখিয়া সে কৃতকর্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইল। তাহার ভার্যা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিল 'তুমি কেন অবিবেচকের মত নকুলটিকে হত্যা করিলে?' (১-১২)

অতএব কুমার, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির হঠকারী কার্য করা বিধেয় নয়। হঠকারী ব্যক্তি উভলোকেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অবিধেয় কর্ম করে সে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে না।

মূর্খের নিজের চিকিৎসা ও বৈদ্যের কাহিনী

এক ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়াছিল। বৈদ্য তাহাকে ঔষধ প্রদানপূর্বক 'তুমি গৃহে গমন করিয়া উহা পেষণ কর এবং আমার আগমনাবধি অপেক্ষা

কর' তাহাকে এই কথা বলিল। তাহার গমন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। ইত্যাবসরে সেই মূর্খ উহা চূর্ণকরতঃ বারি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতিশয় পীড়িত হইল। বৈদ্য আগমনকরতঃ উহাকে বমনের ঔষধ প্রদান করিয়া অতিকষ্টে মৃতকল্প রোগীকে আরোগ্য করিয়া ভর্ৎসনা করিল, 'ঐ ঔষধ সেবন করিবার নিমিত্ত নহে বহির্দেশে লেপন করিবার নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল। আমার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা কর নাই কেন?'

সুতরাং ইষ্টকার্যও নিয়মানুসারে না করিলে অশুভ ফলপ্রসূ হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ নিয়মবিরুদ্ধ কার্য করিবেন না। অবিবেচনাপ্রসূত দুষ্কর্ম সাধন করিয়া মানুষ নিন্দার্হ হয়। উদাহরণ স্বরূপ—

তাপসদিগকে কপিভ্রমকারী মূর্খের কাহিনী

কোন মূর্খ সপুত্র বিদেশ গমনকালে তাহার বালক পুত্র বিহারার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং বানরগণ কর্তৃক আহত হইয়া কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া বহির্গত হইল। পিতা যখন কি ঘটিয়াছে জানিতে চাহিল তখন মর্কটানভিজ্ঞ বালক বলিল, 'আমি ফলাহারী লোমশ জন্তুগণ কর্তৃক আহত হইয়াছি।' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া খড়্গ নিষ্কাষণপূর্বক বনে প্রবেশকরতঃ ফল সংগ্রহকারী কতিপয় জটাজুটসমন্বিত তাপসকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই লোমশ দুরাত্মাগণই আমার পুত্রকে আহত করিয়াছে' এবং তাহাদিগের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু কোনও পথিক উহাকে তাপস-হত্যা হইতে বিরত করিয়া বলিল, 'কতিপয় মর্কট তোমার পুত্রকে নখরাঘাত করিয়াছে আমি দর্শন করিয়াছি। তাপসদিগকে হত্যা করিও না।' এইরূপে সে সৌভাগ্যবশতঃ পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া স্বীয় স্বার্থবাহের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি চিন্তা না করিয়া কদাচ কোন কার্য করিবে না। (১৩-১৯) চিন্তা করিয়া কার্য করিলে কি দোষে লিপ্ত হওয়া যায়? মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি দুষ্কর্ম করিয়া লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হয়। যথা—

ক্ষুদ্র পেটিকা-প্রাপক মূর্খের কাহিনী

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি কোনও স্বার্থবাহ প্রধানের হস্তচ্যুত স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ ক্ষুদ্র চর্মপেটিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা প্রাপ্ত হওয়া মাত্র কোথাও প্রস্থান না

করিয়া তথায় স্থিরভাবে দন্ডায়মান হইয়া সে মুদ্রারাজি গণনা করিতে আরম্ভ করিল। ইতোমধ্যে অশ্বারূঢ় বণিক স্বীয় ক্ষতির কথা অবগত হইয়া তথায় পুনরাগমনপূর্বক ঐ দরিদ্র ব্যক্তির হস্তে পেটিকাটি দর্শন করিয়া উহা লইয়া গেল। সেই মূর্খ তখন প্রাপ্তিমাত্রই বিত্তহারা হইয়া অধোমুখে বিষণ্ণচিত্তে প্রস্থান করিল।

মূর্খেরা ধনপ্রাপ্তি মাত্রই উহা হারাইয়া ফেলে।

চন্দ্রাকাঙ্ক্ষী মূর্খের কাহিনী

প্রতিপদ চন্দ্রদর্শনেচ্ছু কোন মূর্খ নবেন্দুদর্শী জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে তাহার অঙ্গুলি অভিমুখে দৃষ্টি নিবন্ধ করিতে বলিলে সে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বন্ধুর অঙ্গুলির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া চন্দ্র দর্শন করিতে অসমর্থ হইল এবং দেখিতে পাইল যে লোকেরা তাহাকে উপহাস করিতেছে।

প্রজ্ঞা দ্বারা অসাধ্য সাধ্য হয়, ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন—

গোপালক এবং বানর-হস্ত হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত রমণীর কাহিনী

কোনও রমণী একাকিনী গ্রামান্তরে গমন করিতে উদ্যত হইলে পথিমধ্যে অকস্মাৎ বানর কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ একটি বৃক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতে লাগিলে ঐ মূর্খ বানর বৃক্ষটিকে জড়াইয়া ধরিল। সেই রমণী স্বীয় হস্ত দ্বারা উহার হস্ত ধৃত করিয়া বৃক্ষের সহিত সজোরে চাপিয়া ধরিল। (২০-৩৬)

সজোরে ধৃত মর্কট ক্রুদ্ধ হইলে রমণী সেই মুহূর্তে তৎস্থানে গমনরত একজন আভীরকে বলিল, 'ভদ্র, আপনি ক্ষণকাল এই বানরের হস্ত ধারণ করুন। আমি আমার অবিন্যস্ত কেশ এবং বস্ত্র সংযত করিয়া লই।' সে বলিল, 'আপনি যদি আমাকে ভালবাসিতে প্রস্তুত থাকেন তবে আমি তাহা করিব।' সেই রমণী সম্মত হইলে গোপালক বানরটিকে ধরিয়া রাখিল। অতঃপর আভীর খড়্গ দ্বারা বানরকে হত্যা করিয়া তাহাকে বলিল, 'চলুন, আমরা কোন নির্জন স্থানে গমন করি।' তাহাকে বহুদূর পর্যন্ত লইয়া গিয়া কতিপয় পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই

রমণী গোপালককে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত নির্দিষ্ট গ্রামে গমনপূর্বক প্রজ্ঞাবলে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে বুদ্ধিই মানবের একমাত্র সহায়। বিত্তহীন কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, কিন্তু বুদ্ধিহীন বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কুমার এখন একটি বিচিত্র অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করুন—

ঘট ও কর্পর নামক চৌরদ্বয়ের কাহিনী

কোনও নগরীতে ঘট এবং কর্পর নামক তস্করদ্বয় বাস করিত। (৩৭-৪৩) এক রজনীতে কর্পর ঘটকে রাজপ্রাসাদের বহির্দেশে স্থাপিত করিয়া প্রাকার ভগ্নকরতঃ রাজকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নিদ্রাহীনা রাজপুত্রী উহাকে গৃহকোণে দর্শন করিয়া সহসা কামাসক্ত হইয়া উহাকে আহ্বান করিল। সম্ভোগান্তে তাহাকে অর্থ প্রদান করিয়া বলিল, 'তুমি যদি পুনর্বার আগমন কর তবে তোমাকে আমি অধিকতর অর্থ প্রদান করিব।' কর্পর বহির্গত হইয়া ঘটের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনাপূর্বক তাহাকে রাজসম্পদ প্রদান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিল। কিন্তু সে স্বয়ং পুনরায় রাজান্তঃপুরিকাদের কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রেমার্ত ও লোভার্ত হইয়া কে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে? তথায় কামাসক্ত হইয়া মদ্যপানকরতঃ রাজপুত্রীর সহিত অবস্থান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল এবং নিশা যে শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিল না। প্রাতঃকালে প্রতিহারবৃন্দ পুরস্ত্রীদিগের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া নৃপতিকে বিজ্ঞাপিত করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদান করিলেন! যখন সে বধ্যভূমিতে নীত হইতেছিল তখন ঘট তাহার বন্ধু সে রজনীতে প্রত্যাবর্তন না করায় তাহার অন্বেষণে তৎপর হইয়াছিল। কর্পর ঘটের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে রাজকন্যার যত্ন লইতে ইঙ্গিত করিলে সেও ইঙ্গিত দ্বারা তাহার সম্মতি জানাইল। তখন কর্পর জল্লাদগণ কর্তৃক নীত হইয়া একটি বৃক্ষে লম্বমান হইয়া হত হইল।

তখন ঘট মিত্রের নিমিত্ত অনুশোচনা করিতে করিতে গৃহে গমন করিল এবং রজনী আগত হইলে একটি সুরঙ্গ খনন করিয়া রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তথায় তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় একাকিনী দর্শন করিয়া তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, 'তোমার নিমিত্ত অদ্য যাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে আমি সেই কর্পরের বন্ধু। তাহার সহিত সখ্যবশতঃ

তোমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমি হেথায় আগমন করিয়াছি। অতএব পিতা তোমার কোন অপকার করিবার পূর্বেই আমার সহিত গমন কর।' রাজকুমারী হৃষ্ট চিত্তে সম্মত হইলে সে তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া আত্মসমর্পণকারিণী রাজকুমারীকে লইয়া সেই সুরঙ্গ পথে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (৪৪-৫৮)

পরদিবস প্রাতঃকালে স্বীয় কন্যা গুপ্ত সুরঙ্গ পথে অপহৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন 'যে দুরাত্মার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছি নিশ্চয়ই তাহার কোন সাহসী বন্ধু আমার কন্যাকে এই প্রকারে হরণ করিয়াছে।' সুতরাং তিনি ভৃত্যাদিগকে কর্পূরের দেহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 'যদি কেহ শোকান্বিত হইয়া মৃতদেহের দাহাদি কার্য সম্পাদন করিতে আগমন করে তাহা হইলে তোমরা তাহাকে বন্দী করিবে এবং আমি সেই কুলকলঙ্কিনী কন্যাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইব।' রক্ষকগণ এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বলিল, 'আমরা তাহাই করিব,' এবং তাহারা সতত কর্পূরের মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

তখন অনুসন্ধান করিয়া ঘট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজকুমারীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমার সখা কর্পূর আমার অতিশয় প্রিয় ছিল। তাহার প্রসাদেই আমি তোমা-সহ এবং এই অমূল্য ধনরত্নরাজির অধিকারী হইয়াছি। যে পর্যন্ত মিত্রতার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ না হই সে পর্যন্ত আমার শান্তি নাই। আমি তাহার শব দেখিতে যাইব এবং কোন কৌশলে শোক প্রকাশপূর্বক তাহার দেহ সংকার করিয়া কোনও তীর্থস্থানে উহার অস্থি নিক্ষেপ করিব। তুমি ভীত হইও না, আমি কর্পূরের ন্যায় হঠকারী নহি।' তাহাকে এই কথা বলিয়া সে শৈব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক একটি পাত্রে দধি এবং অন্ন গ্রহণ করিয়া (পুস্তকান্তরে এই স্থানে অর্ধ শ্লোক আছে 'গান করিতে করিতে এবং হাসিতে হাসিতে') কর্পূরের শবের নিকট গমন-করতঃ যেন এই পথ দিয়াই গমন করিতেছে এইরূপ ভাণ করিয়া শবদেহের নিকটবর্তী হইবামাত্র তথায় পদস্খলিত হইলে দধি মিশ্রিত অন্নপাত্র তাহার হস্তচ্যুত হইল এবং সে 'হায়! অমৃতোষধি পাত্র, হায় কর্পূর (পাত্র)' বলিয়া শোক করিতে লাগিল। (৫৯-৬৯) রক্ষীরা মনে করিল যে সে ভিক্ষান্নপূর্ণ পাত্রের নিমিত্তই শোক করিতেছে। অবিলম্বে সে গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক রাজকুমারীকে এই বার্তা প্রদান করিল। পরদিবস সে

একটি ভৃত্যাকে বধূবেশে সজ্জিত করিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপিত করিল এবং একটি ধুতুরা মিশ্রিত মিষ্টান্নপাত্র লইয়া পশ্চাতে মত্ত গ্রামবাসীর বেশে সায়ংকালে টলিতে টলিতে কর্পূরের শবরক্ষকদিগের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় তাহারা বলিল, 'সখে, তুমি কে এবং এই রমণীই বা কে? তোমরা কোথায় গমন করিতেছ?' তখন সেই শঠ স্খলিত-কণ্ঠে উত্তর দিল, 'আমি একজন গ্রামবাসী, এই রমণী আমার পত্নী। আমি এই মিষ্টান্ন উপহারস্বরূপ সঙ্গে করিয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছি। কিন্তু আমার সহিত আলাপ করিয়া তোমরা এখন আমার বন্ধু হইয়াছ। সুতরাং এই মিষ্টান্নের অর্ধাংশমাত্র আমি তথায় লইয়া যাইব, অপর অর্ধাংশ তোমরা গ্রহণ কর।' এই কথা বলিয়া সে প্রত্যেক রক্ষীকে কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করিলে উহারা সহাস্যে তাহা ভক্ষণ করিল। এইরূপে ধুতুরা প্রয়োগে রক্ষীদিগকে সম্মোহিত করিয়া সে রজনীতে কাষ্ঠ আনয়নপূর্বক কর্পূরের দেহ দাহ করিল। (৭০-৭৭)

পরদিন প্রাতঃকালে তাহার প্রস্থানের পর রাজা সমস্ত শ্রবণ করিয়া সম্মোহিত রক্ষীদিগকে তথা হইতে অপসৃত করিয়া অন্য রক্ষীদিগকে তথায় স্থাপিত করিয়া বলিল, 'এই অস্থিরাজির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিবে। কেহ উহা সংগ্রহ করিতে আগমন করিলে তাহাকে বন্দী করিবে। কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য গ্রহণ করিবে না।' নৃপতি কর্তৃক এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া রক্ষিগণ দিবারাত্র সতর্ক রহিল এবং ঘট উহা শ্রবণ করিল। চণ্ডিকাদেবীর নিকট হইতে ঘট মোহমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত সে একজন প্রব্রাজককে সঙ্গে নিল। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই প্রব্রাজক তাহার সহিত গমন করিলে সে রক্ষীদিগকে সম্মোহিত করিয়া কর্পূরের অস্থি সংগ্রহ করিল এবং উহা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া প্রব্রাজকসহ প্রত্যাবর্তনপূর্বক যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বিবৃত করিয়া রাজকন্যার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল।

নৃপতি অস্থি হরণের ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া সম্মোহিত রক্ষীদিগকে দর্শন করিয়া রাজপুত্রীর হরণ হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিয়া স্থির নিশ্চিত হইল যে ইহা কোনও যাদুকরের কার্য। তখন তিনি নগরীতে ঘোষণা করিলেন, 'যে যাদুকর আমার কন্যাকে হরণ করিয়া তৎসহ অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করিয়াছে সে আত্মপ্রকাশ করিলে আমি তাহাকে রাজ্যার্ধ প্রদান করিব।' ঘট সেই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে উদ্যত

হইলে রাজকুমারী তাহাকে বারণ করিয়া বলিল, 'এইরূপ কার্য করিও না। যে নরপতি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় মনুষ্যদিগের প্রাণ হরণ করে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।' অতঃপর তথায় অবস্থান করিলে প্রকৃত কথা প্রকাশ হইবার আশংকা করিয়া সে রাজকন্যা এবং প্রব্রাজক সহ দেশান্তরে যাত্রা করিল।

পথিমধ্যে রাজকন্যা প্রব্রাজকে গোপনে বলিল, 'ইহাদের মধ্যে একজন আমাকে বিপথে আনয়ন করিয়াছে, অপর তস্কর আমাকে উচ্চকুল চ্যুত করিয়াছে। একজন চৌর ত এখন মৃত। ঘটকে আমি একটুও ভালবাসি না। তুমিই আমার প্রিয়তম।' এই কথা বলিয়া সে প্রব্রাজকের সহিত মিলিত হইয়া গভীর রজনীতে ঘটকে বধ করিল। (৭৮-৯০) অতঃপর দুষ্টা রাজকন্যা প্রব্রাজকের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে পথিমধ্যে ধনদেব নামক এক বণিকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে বলিল, 'এই কাপালিক কে? তুমিই আমার প্রিয়তম।' এই কথা বলিয়া প্রব্রাজক যখন নিদ্রিত ছিল তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বণিকের সহিত গমন করিল। প্রাতঃকালে প্রব্রাজক জাগ্রত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'স্ত্রীলোকদিগের ভিতর প্রেম বলিয়া কোন পদার্থ নাই, এবং চাপল্য ব্যতীত কোন প্রকার ভদ্রতা নাই। আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া এই পাপীয়সী আমাকে হৃতসর্বস্ব করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহা হউক, ঘটের ন্যায় যে আমাকে হত্যা করে নাই তাহা আমার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে।' এই প্রকার চিন্তা করিয়া প্রব্রাজক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল।

ধনদেব-পত্নীর কাহিনী

বণিকের সহিত পর্যটন করিতে করিতে রাজকন্যা বণিকের দেশে উপনীত হইলে ধনদেব চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি এই দুশ্চরিত্রা রমণীকে আচম্বিতে কেন আমার গৃহে প্রবেশ করিতে দিব?' তখন সায়ংকাল উপস্থিত হওয়াতে সে রাজপুত্রীর সহিত তত্রস্থ এক বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করিল। সেই বৃদ্ধা বণিককে চিনিতে পারে নাই। রজনীতে বণিক তাহাকে শুধাইল, 'মাতঃ, ধনদেব-পরিবার সম্বন্ধে কোন খবর রাখ কি?' বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'ধনদেবের পত্নী সতত নূতন প্রেমিকের সঙ্গ কামনা করে, ইহা ব্যতীত আর কি সংবাদ থাকিতে পারে? (৯১৯৯)

প্রত্যহ রজনীতে একটি পেটিকা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার গবাক্ষ হইতে রজ্জু দ্বারা নিম্নে নিক্ষেপ করা হয়। যে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ঊর্ধ্বদেশে লইয়া যাওয়া হয় এবং রাত্রি শেষে ঐরূপে তাহাকে বিদায় করা হয়। সর্বদা পানোন্মত্ত হইয়া সেই নারী বিবেকবুদ্ধি বর্জিত হইয়া থাকে। সমস্ত নগরীতেই এই কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পতি বহুদিন যাবৎ বিদেশে রহিয়াছে, এখনও প্রত্যাবর্তন করে নাই।'

ধনদেব বৃদ্ধার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিষাদে দোদুল্যমান চিত্তে কোন ছল করিয়া অবিলম্বে স্বগৃহে আগমন করিল। দাসী রজ্জুর সাহায্যে চর্মপেটিকা নিম্নে নিক্ষেপ করিলে সে উহাতে প্রবেশ করিল। তাহার মদ্যপানমত্ত ভার্যা তাহাকে না চিনিয়াই গভীর প্রেমভরে আলিঙ্গন করিল। গৃহিণীর অধঃপতন দর্শন করিয়া সম্ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া সে গভীর নিদ্রামগ্ন হইল। নিশান্তে দাসী কর্তৃক পুনরায় রজ্জুবদ্ধ চর্ম-পেটিকায় গবাক্ষ পথে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া সে বিষণ্ণ চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, 'গৃহের মোহ দ্বারা আর কি হইবে ? স্ত্রীলোক নাগপাশ স্বরূপ। তাহাদের মতি-গতি সর্বদাই এবম্প্রকার। ইহা হইতে অরণ্যে জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া ধনদেব রাজপুত্রীকেও পরিত্যাগপূর্বক দূর বনান্তরে গমন করিল। বহুকাল বিদেশে অনুপস্থিতির পর প্রত্যাবৃত্ত রুদ্রসোম নামক এক বিপ্রযুবকের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সে তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইল। উহাকে তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণযুবক স্বীয় পত্নীর নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সায়ংকালে বণিকের সহিত স্বগ্রামে উপনীত হইল। (১০০-১১১)

তথায় আগমন করিয়া গৃহসমীপস্থ নদীতীরে সে দেখিতে পাইল যে একটি গোপ নিজেকে বিস্মৃত হইয়া সানন্দে গান করিতেছে।

বিপ্র রুদ্রসোম-ভার্যার কাহিনী

তখন সে তাহাকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, 'হে গোপালক, কোনও রমণী কি তোমার প্রেমে পড়িয়াছে, তুমি জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ চিত্তে এই প্রকার গান করিতেছ কেন ?' গোপালক এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে বলিল, 'আমার একটি দারুণ গোপন কথা আছে। রুদ্রসোম নামক

এই গ্রামের অধিপতি বহুকাল যাবৎ বিদেশে আছেন এবং আমি প্রতি রজনীতে তাঁহার পত্নীর সহিত বিহার করি। তাঁহার দাসী আমাকে রমণীর বেশে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্রসোম ক্রোধ দমনপূর্বক সত্য তথ্য জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত গোপালককে বলিল, 'এই স্থানে অতিথিদিগকে এই প্রকারে সৎকার করা হইয়া থাকে, তবে তোমার ছদ্মবেশ আমাকে প্রদান কর। অদ্য রজনীতে আমি তথায় গমন করিব, আমার দারুণ কৌতূহল জন্মিয়াছে।' তখন গোপালক বলিল, 'তবে তাহাই হউক। আমার এই কৃষ্ণ কম্বল এবং লগুড় গ্রহণ কর এবং দাসী না আসা পর্যন্ত হেথায় অপেক্ষা কর। সে তোমাকে আমি মনে করিয়া রমণীর পরিচ্ছদ প্রদানকরতঃ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিলে তুমি সাহসপূর্বক রাত্রিকালে তথায় গমন করিও। অদ্য রজনীতে আমি বিশ্রাম করিব।' গোপালক তাহাকে এই কথা বলিলে বিপ্র রুদ্রসোম তাহার নিকট হইতে কম্বল এবং লগুড় গ্রহণ করিয়া গোপালককে অনুসরণ করিয়া তথায় দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিল। গোপালক বণিক ধনদেবের সহিত নাতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিল। দাসী তথায় আগমনকরতঃ অন্ধকারে ব্রাহ্মণকে গোপালক মনে করিয়া নীরবে তাহাকে নারীবেশে সজ্জিত করিয়া 'আমার সহিত আগমন কর,' এই কথা বলিয়া তাহাকে তাহার পত্নীর সমীপে লইয়া গেল। রুদ্রসোমকে দর্শনমাত্র সেই রমণী তাহাকে গোপজ্ঞানে আলিঙ্গন করিলে রুদ্রসোম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! কেবলমাত্র নিকটে অবস্থান করিতেছে, এই নিমিত্ত দুষ্টা নারীগণ সমীপস্থ হীন পুরুষের প্রতিও প্রেমাসক্ত হয়, এই গোপ নিকটের পুরুষ বলিয়া আমার ভার্যা ইহার প্রতি আসক্ত হইয়াছে।' স্খলিত বচনে দুই, চারটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া সে বিরক্ত হইয়া ধনদেবের নিকট গমন করিল।

স্বগৃহের বৃত্তান্ত ধনদেবের নিকট নিবেদনান্তে রুদ্রসোম বণিককে বলিল, 'আমার পরিবার ধ্বংস হউক, আমিও তোমার সহিত অরণ্যে প্রস্থান করিব।' এই প্রকারে রুদ্রসোম এবং বণিক ধনদেব একত্রে অরণ্যে যাত্রা করিল।

(১১২-১২৭)

শশী-ভার্যার কাহিনী

পথিমধ্যে ধনদেবের শশী নামক বন্ধু তাহাদের সহিত মিলিত হইল। কথা প্রসঙ্গে শশীকে তাহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে, ঈর্ষাকাতর শশী বিদেশে

বহুকাল অবস্থিতির পর তন্মুহূর্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যদিও স্ত্রীকে ভূগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তথাপি তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইল। শশী তাহাদের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে স্বগৃহ সমীপে আগমন করিয়া উহাদিগকে আপ্যায়িত করিবে মনস্থ করিল। কিন্তু তথায় সে কুষ্ঠ রোগে হস্তপদ গলিত অবস্থায় দুর্গন্ধযুক্ত এক পুরুষকে প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় গান করিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদ্র, তুমি কে? তোমাকে এত হৃষ্ট দেখাইতেছে কেন?' কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি বলিল, 'আমি কামদেব।' শশী প্রত্যুত্তর করিল, 'তাহাতে কোন ভুল নাই। তোমার বরতনুই তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে।' তখন কুষ্ঠরোগী বলিতে লাগিল, 'অবধান কর, তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। শশী নামক একটি ধূর্ত ব্যক্তি ঈর্ষাপরবশ হইয়া স্বীয় পত্নীকে ভূগৃহে একটি মাত্র পরিচারিকা সহ আবদ্ধ করিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছে। কিন্তু তাহার ভার্যা আমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অবিলম্বে প্রেমাসক্ত হইয়া আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহার দাসী আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যায় এবং আমি তথায় শশীপত্নীর সহিত রজনী যাপন করি। এখন বল আমি কামদেব কি না? শশীর সুন্দরী পত্নীর প্রেমিক কি আর অন্য কোনও রমণীর প্রতি আসক্ত হইতে পারে?' শশী কুষ্ঠরোগীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঝঞ্ঝাবাত্যার ন্যায় অসহ্য দুঃখ দমনপূর্বক সত্য বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার মানসে কুষ্ঠরোগীকে বলিল, 'তুমি বাস্তবিকই কন্দর্প-দেব। দেবের নিকট আমার একটি বর প্রার্থনীয় আছে। তোমার নিকট হইতে রমণীর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে। অদ্য রাত্রিতেই আমি তোমার বেশে তথায় গমন করিব। তোমার প্রার্থীর প্রতি তুমি সদয় হও। ইহাতে তোমার স্বল্পই ক্ষতি হইবে। প্রত্যহই তোমার ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।' শশী এই প্রকার অনুরোধ করিলে কুষ্ঠরোগী বলিল, 'তাহাই হউক। আমার পরিচ্ছদ গ্রহণ কর এবং তোমার পরিচ্ছদ আমাকে প্রদান কর। আমি যে প্রকার করিয়া থাকি দাসী অন্ধকার হইলে আগমন না করা পর্যন্ত তুমিও সেইপ্রকারে বস্ত্রদ্বারা হস্ত-পদাদি আবৃত করিয়া রাখিবে। সে তোমাকে আমি বলিয়া ভুল করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিবে। তুমি ঐ অবস্থায় গমন করিতে প্রস্তুত থাকিও কারণ কুষ্ঠ রোগহেতু হস্তপদাদি ব্যবহার করিতে অসমর্থ বিধায় আমাকে ঐ প্রকারে গমন করিতে হয়।' শশী কুষ্ঠরোগীর বেশ পরিধানপূর্বক

ঐ স্থানে রহিল এবং কুষ্ঠরোগী ও শশীর সহচরদ্বয় নাতিদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। (১২৮-১৪৪)

শশীর পত্নীর পরিচারিকা তথায় আগমনকরতঃ কুষ্ঠরোগীর বেশধারী উহাকে প্রকৃত কুষ্ঠরোগী মনে করিয়া বলিল, 'আইস' এবং এই কথা বলিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্বক রজনী যোগে কুষ্ঠ-উপপতির নিমিত্ত অপেক্ষারত ভূগৃহে তাহার পত্নীর নিকট লইয়া গেল। তথায় গমন করিয়া শশী অন্ধকারে অপেক্ষমানা নারী যে তাহার ভার্যা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হস্তস্পর্শদ্বারা এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানেই তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সেই রমণী নিদ্রিতা হইলে সে সকলের অলক্ষ্যে ধনদেব এবং রুদ্রসোমের নিকট গমন করিয়া স্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সখেদে বলিল, 'হায়! হায়! স্ত্রীলোক পর্বত-কন্দরে প্রবহমান স্রোতস্বিনীর ন্যায়। দূর হইতে দেখিতে মনোরম, সর্বদাই নিম্নগামিনী, হঠকারিণী এবং উহার বারি কলুষতা প্রাপ্ত হয়। ঐ বারি পান করা যেরূপ কষ্টসাধ্য, স্ত্রীলোকদিগকে সুরক্ষিত রাখাও তদ্রূপ ক্লেশকর। ভূগৃহে রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার পত্নী একটি কুষ্ঠরোগীর প্রতি আসক্ত হইল। সুতরাং আমার পক্ষে অরণ্যই সর্বোত্তম স্থান। পারিবারিক জীবন অধঃপাতে যাউক।' সম-দুঃখে দুঃখী বণিক এবং বিপ্রের সহিত সেই রজনী যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সকলে একত্রে অরণ্যের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সায়ংকালে পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষতলে উপনীত হইল। উহার পাদদেশে একটি তড়াগ ছিল। তথায় পানভোজনান্তে নিদ্রা লাভের নিমিত্ত তাহারা ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলে দেখিতে পাইল যে একটি পথিক ঐ বৃক্ষতলে আগমনকরতঃ তথায় শয়ন করিল। (১৪৫-১৫৩)

সর্পদেব ও তাহার ভার্যার কাহিনী

অচিরে তাহারা তড়াগ হইতে অন্য একটি পুরুষকে আবির্ভূত হইতে দেখিল। সে তাহার মুখ হইতে একটি পর্যঙ্ক এবং একটি নারী বাহির করিয়া পর্যঙ্কে সেই নারীর পার্শ্বে সুপ্ত হইলে সেই নারী পথিকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট গমনকরতঃ তাহাকে আলিঙ্গন করিল। সেই পথিক তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'ইনি সর্পদেবতা এবং আমি নাগকন্যা, ইহার পত্নী। কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইও না।

পথিকদিগের মধ্য হইতে আমি নব নব প্রেমিক সংগ্রহ করিয়াছি এবং তুমিই হইতেছ শততম।' সে যখন এই কথা বলিতেছিল তখন সর্পদেবতা জাগ্রত হইয়া উহাদের অবলোকন করিয়া মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণপূর্বক উহাদের উভয়কে ভস্মীভূত করিল।

সর্পদেবতা অন্তর্হিত হইলে বন্ধুত্রয় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'স্বীয় দেহমধ্যে পত্নীকে স্থাপন করিয়াও যদি তাহাকে রক্ষা করা সম্ভবপর না হয় তবে গৃহাভ্যন্তরে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া কি ফল লাভ করা যাইতে পারে? উহাদিগকে ধিক্, ধিক্।' সেই রজনী তথায় সুখে অতিবাহিত করিয়া পরদিবসে তাহারা অরণ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্বিধ ধ্যান-ধারণা দ্বারা সমাহিত চিত্ত হইয়া তাহারা সর্ব জীবে দয়াশীল হইল। ইহাতে তাহাদের মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইল না। তাহারা ধ্যান দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া নিরুপম পরানন্দ প্রাপ্ত হইল। কালক্রমে সেই ত্রয়ীর অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তাহাদের মোক্ষলাভ হইল। কিন্তু পাপের ফলে তাহাদের পত্নীগণ দুর্দশাগ্রস্তা হইয়া ইহকালে এবং পরকালে ভ্রষ্ট হইল।

অতএব নারীদিগের প্রতি আসক্তি পুরুষদিগের দুঃখ আনয়ন করে এবং তাহাদিগের প্রতি অনাসক্তি মোক্ষলাভের কারণ হয়।

শক্তিযশের সহিত মিলনার্থী বৎসরাজপুত্র গোমুখ-বর্ণিত এই চিত্তবিনোদিনী কাহিনী ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইল। (১৫৪-১৬৪)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের অষ্টম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৬৪
ক্রমিক সংখ্যা—১২,৩৪৯

নবম তরঙ্গ

পরদিবস সায়ংকালে গোমুখ পূর্বের ন্যায় নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদনার্থ বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিল—

অকৃতজ্ঞ ভার্যার কাহিনী

কোনও নগরীতে একজন ধনী বণিকের বোধিসত্ত্বাংশজাত এক পুত্র ছিল। তাহার মাতার মৃত্যু হইলে পিতা অন্য পত্নীতে আসক্ত হইয়া পুত্রকে পিতৃগৃহচ্যুত করিলে সে পত্নীর সহিত অরণ্যে বাস করিতে প্রস্থান করিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাও পিতা কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া তাহার সহিত গমন করিল, কিন্তু সে অশান্ত চিত্ত হওয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গ পরিহার করিয়া অন্য পথে গমন করিল। সে পর্যটন করিতে করিতে একটি মরুপ্রদেশে উপস্থিত হইল। তথায় বারি, তৃণ অথবা বৃক্ষ ছিল না। প্রখর আতপ-তাপে তাপিত হইয়া তাহাদের পাথেয় নিঃশেষ হইয়া গেলে সে তাহার ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত পত্নীকে সপ্তাহকাল স্বীয় মাংস ও রুধির দ্বারা জীবিত রাখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। তাহার পত্নী উহার মাংস ও রক্ত ভক্ষণ করিত। অষ্টম দিবসে সে বীচি-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিনী সমন্বিত, ফলভারাবনত ছায়া তরু ও স্নিগ্ধ শাদ্বলযুক্ত এক গিরিকাননে উপনীত হইল। তথায় পত্নীকে জল ও ফল দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সে কল্লোলিনী গিরি-নদীতে স্নানার্থ অবতরণ করিলে দেখিতে পাইল যে হস্তদ্বয় এবং পাদদ্বয় ছিন্ন অবস্থায় সাহায্যপ্রার্থী এক ব্যক্তি স্রোততাড়িত হইয়া নীত হইতেছে। দীর্ঘ উপবাসে শ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সাহসী পুরুষ নদীতে প্রবেশপূর্বক ঐ ব্যক্তিটিকে উদ্ধার করিল। করুণাময় পুরুষটি উহাকে নদীতীরে আনয়নপূর্বক শুধাইল, 'ভ্রাতঃ, তোমার এই অবস্থা কে করিয়াছে?' তখন ঐ কবন্ধ প্রত্যুত্তর করিল, 'শত্রুগণ আমার হস্ত ও চরণ কর্তিত করিয়া আমাকে ক্লেশকর মৃত্যু বরণ করিবার নিমিত্ত নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু তুমি আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছে।' কবন্ধ তাহাকে এই কথা বলিলে উহার আহত স্থানসমূহ পটিকাবন্ধকরতঃ তাহাকে আহার্য প্রদান করিয়া ঐ মহান ব্যক্তি স্নানান্তে

ভোজন সমাধা করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্বাংশজাত ঐ বণিকপুত্র ভার্যার সহিত ফলমূলাদি আহারকরতঃ ঐ অরণ্যে তপশ্চর্যা সাধন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। (১-১৪)

ঐ কবন্ধের আহত স্থান নিরাময় হইলে একদা বণিকপুত্র যখন ফলমূল অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল, তখন ঐ পাপীয়সী রমণী কবন্ধটির প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া উহার সহায়তায় পতিকে হত্যা করিবার কৌশল উদ্ভাবনকরতঃ পীড়িত হইবার ছল করিল। তথায় দুরধিগম্য পর্বত কন্দরে যেথায় নদী পার হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল, তথায় জাত একটি ওষধিগুল্ম দেখাইয়া তাহার পতিকে বলিল, 'ঐ মহৌষধিটি আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান করিলে আমার হয়ত জীবন রক্ষা হইবে। স্বপ্নে দেবতা আমাকে উহার অবস্থান সম্বন্ধে এই প্রকার নির্দেশই প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া আমি কৃতনিশ্চয়।' সে সম্মত হইয়া সেই মহৌষধি সংগ্রহার্থ তৃণ নির্মিত রজ্জু দ্বারা বৃক্ষে আবদ্ধ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলে তাহার পত্নী ঐ রজ্জু উন্মোচন করিল এবং সে নদীতে পতিত হইয়া প্রবল স্রোতে চালিত হইয়া বহুদূরে একটি নগরীর সমীপস্থ তটে নীত হইল। তাহার সুকৃতিই তাহার জীবনরক্ষা করিল। অতঃপর দৃঢ় ভূমিতে আরোহণপূর্বক সে তরুতলে নদীতে মজ্জমানজনিত ক্লান্তি অপনোদনার্থ বিশ্রাম করিতে করিতে স্বীয় অসতী ভার্যার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। সে সময়ে নগরাধিপতির মৃত্যু হইলে ঐ রাজ্যের প্রাচীন রীতি অনুসারে একটি মঙ্গল গজ জনগণ কর্তৃক চালিত হইত এবং ঐ হস্তী শুণ্ড দ্বারা যে ব্যক্তিকে পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করিত তাহাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করা হইত। ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে ঐ ধৈর্যশীল গজ যেন বিধাতার ন্যায় বণিকপুত্রের সমীপে আগমনকরতঃ উহাকে উত্তোলিত করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠে স্থাপিত করিল। তখন সেই বোধিসত্ত্বাংশজাত বণিক-পুত্রকে জনগণ নগর মধ্যে আনয়নপূর্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিল। রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া সে চপলা পাপীয়সী রমণীগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া দয়াকারুণ্যযুক্ত ব্যক্তিগণের সাহচর্যে ধৈর্য ধারণপূর্বক সানন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। (১৫-২৭)

স্বামী নদীতে নিমজ্জিত হইয়াছে মনে করিয়া নির্ভয়ে তাহার পত্নী কবন্ধ উপপতিকে পৃষ্ঠে করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে সে এই বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল, 'শত্রুরা আমার এই পতির হস্ত এবং পদ ছেদন করিয়াছে। তাহার

সাধ্বী পত্নী আমি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছি। তোমরা আমাকে ভিক্ষা দাও।' অবশেষে তাহার পতি যে নগরীর অধিপতি হইয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া অনুরূপভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলে পৌরবাসিগণ তাহাকে সতীসাধ্বী বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল এবং যথাকালে নৃপতির কর্ণে তাহার সতীত্বের কাহিনী প্রবেশ করিলে নৃপতি তাহাকে আহ্বান করিল এবং সে যখন কবন্ধকে পৃষ্ঠে করিয়া ভূপতি সমীপে উপনীত হইল, রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, 'তুমিই কি সেই সতী সাধ্বী?' রাজকীয় মর্যাদায় বেষ্টিত থাকাতে স্বীয় পতিকে চিনিতে না পারিয়া সেই দুষ্টা বলিল, 'মহারাজ, আমিই সেই সতী।' তখন সেই বোধিসত্ত্বাংশের অবতার সহাস্যে বলিল, 'তোমার পাতিব্রত্যের পরিচয় আমিও হাড়ে হাড়ে অবগত হইয়াছিলাম। তোমার নিজের স্বামী, আমি, হস্তপাদাদি সংযুক্ত হইয়া এবং স্বীয় মাংস এবং রুধির যাহা তুমি মনুষ্যাকৃতি রাক্ষসীর ন্যায় ভোজন করিতে তাহা প্রদান করিয়াও তোমাকে বশ করিতে পারি নাই। আর এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গহীন কবন্ধ তোমাকে বশ করিয়া কি প্রকারে তোমাকে তাহার ভারবাহী করিতে সমর্থ হইয়াছে? তোমার নিষ্পাপ পতিকে যখন নদী-নীরে নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন কি তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে? সেই পাপের ফলে এখন তোমাকে এই কবন্ধকে বহন ও পোষণ করিতে হইতেছে।' তাহার পতি এইরূপ বাক্য দ্বারা তাহার পূর্বকৃত কর্ম এবং স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিলে সেই রমণী তাহাকে চিনিতে পারিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইয়া অংকিত চিত্রের ন্যায় অথবা মৃতা নারীবৎ প্রতীয়মানা হইতে লাগিল। মন্ত্রীরা কুতূহলবশতঃ শুধাইল, 'দেব, ইহার কি তাৎপর্য, আমাদিগকে বলুন।' তখন নরপতি তাহাদিগের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে, পতির জীবন লইয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছিল জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রিগণ তাহার নাসিকা এবং কর্ণ ছেদন করিয়া দেহ চিহ্নিতপূর্বক ঐ কবন্ধ সহ উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিল। এই ব্যাপারে বিধাতা যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্য পাত্রীর মিলন ঘটাইয়াছিলেন—নাসাকর্ণবিহীন নারীর সহিত কবন্ধের এবং বোধিসত্ত্বাংশের সহিত রাজকীয় ঐশ্বর্যের। ঘৃণাপূর্ণ নিম্নগামী নারীদিগের চিত্তের গতি দুর্জ্ঞেয়।

জিত ক্রোধ, ন্যায় পথ হইতে অবিচলিত মহৎ ব্যক্তিদিগের নিকট সৌভাগ্য স্বয়ং অচিন্তিতভাবে আগমন করে। এই আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়া গোমুখ বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল (২৮-৪৪)—

কৃতজ্ঞ প্রাণিবর্গ এবং অকৃতজ্ঞ নারীর কাহিনী

বোধিসত্ত্বাংশের অবতার করুণার্দ্র হৃদয় এক মহাসত্ত্ব অরণ্যে কুটির নির্মাণ করিয়া তথায় তপস্যায় কাল যাপন করিত। তথায় বাসকালে স্বীয় শক্তি প্রভাবে সে বিপন্ন জন্তু এবং পিশাচদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিত এবং কাহাকেও বা জল এবং রত্ন প্রদান করিয়া তুষ্ট করিত। একদা অন্যকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি বিরাট কূপ দেখিতে পাইয়া উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কূপ-মধ্য হইতে একটি নারী চিৎকার করিয়া বলিল, 'মহাত্মন্, হেথায় আমরা চারিজন অবস্থান করিতেছি। একটি নারী, একটি সিংহ, একটি স্বর্ণচূড় পক্ষী এবং একটি সর্প। রজনীতে আমরা এই কূপাভ্যন্তরে পতিত হইয়াছি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'তোমরা তিনজন অন্ধকারে পথ দেখিতে অসমর্থ হইয়া কূপে পতিত হইয়াছে, ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু এই পক্ষী কি প্রকারে কূপে পতিত হইল?' নারী উত্তর করিল, 'ব্যাধের জালে ধৃত হইয়া পক্ষীটি পতিত হইয়াছে।' তখন স্বীয় তপঃশক্তিবলে উহাদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলে সে সমর্থ হইল না, বরঞ্চ তাহার তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হইল। তখন সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই রমণী নিশ্চয়ই নষ্টা। উহার সহিত কথোপকথন করাতে আমার তপঃশক্তি নষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।' তখন সে তৃণ দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া ঐ চারিজনকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে উহারা তাহার স্তুতিবাদ করিল। সে সবিস্ময়ে সিংহ, পক্ষী এবং ভুজঙ্গকে বলিল, 'তোমরা কি প্রকারে কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছ এবং তোমাদের পরিচয় কি আমাকে বল।' তখন সিংহ বলিল, 'আমরা কথা বলিতে সমর্থ, জাতিস্মর এবং পরস্পরের শত্রু। আমাদের বৃত্তান্ত একে একে শ্রবণ কর।' তখন সিংহ তাহার নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল—

সিংহের কাহিনী

হিমালয়ে বৈদূর্যশৃঙ্গ নামক সমৃদ্ধ নগরীতে পদ্মবেগ নামক বিদ্যাধরপতির বজ্রবেগ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বীয় শৌর্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই অহংকারী বজ্রবেগ বিদ্যাধর রাজ্যে বাসকালে সকলের সহিত

কলহ করিত। (৪১-৫৯) পিতার বারণ সত্ত্বেও সে তাহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তাহার পিতা তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল, 'তুই মর্ত্যলোকে পতিত হইবি।' তখন অহঙ্কার মুক্ত হইয়া তাহার বুদ্ধি জাগ্রত হইলে সে অভিশপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে পিতাকে 'কখন তাহার শাপমুক্তি হইবে?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার পিতা পদ্মবেগ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া অবিলম্বে বলিল, 'তুমি পৃথিবীতে বিপ্রসুত হইয়া জন্মগ্রহণ-পূর্বক পুনর্বার এই প্রকার অহংভাব প্রদর্শন করিলে পিতৃশাপে সিংহরূপ ধারণপূর্বক একটি কূপে পতিত হইবে এবং একজন মহাসত্ত্ববান পুরুষ তোমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে তুমি তাহাকে বিপদে সাহায্য করিয়া শাপমুক্ত হইবে।'

অতঃপর বজ্রবেগ মালবদেশে দ্বিজ হরিঘোষের পুত্র দেবঘোষ নামে জন্মগ্রহণ করিল। সেই জন্মেও সে স্বীয় শৌর্যে মত্ত হইয়া বহু লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে তাহার পিতা তাহাকে বলিল, 'লোকজনের সহিত এই প্রকার কলহে মত্ত হইও না।' কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করিলে সে তাহাকে অভিশাপ দিল, 'রে, শৌর্যাভিমানি, তুই অচিরাৎ সিংহত্ব প্রাপ্ত হ।' পিতার এই বাক্যে সেই বিদ্যাধরাবতার দেবঘোষ সিংহরূপে এই অরণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

আমাকেই সেই সিংহ বলিয়া জানিবে। রজনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে আমি দৈবাৎ বিধিবশে কূপে পতিত হইলে, হে মহাত্মন্, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। এখন আমি প্রস্থান করিব। যদি তুমি কোন বিপদে পতিত হও, আমাকে স্মরণ করিবে, যাহাতে সৎকার্য সম্পাদন করিয়া আমি শাপমুক্ত হইতে পারি। এই কথা বলিয়া সিংহ প্রস্থান করিলে সেই বোধিসত্ত্ব কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া স্বর্ণচূড় পক্ষী তাহার কাহিনী বলিতে লাগিল (৬০-৭১)—

স্বর্ণচূড় পক্ষীর কাহিনী

হিমালয়ে বজ্রদংষ্ট্র নামক বিদ্যাধরপতি বাস করে। তাহার রাজ্ঞী পরপর পঞ্চকন্যা প্রসব করিলে বহু কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক শিবার্চনা করিয়া তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রজতদংষ্ট্র নামক পুত্রলাভ হইয়াছিল। বাল্যাবস্থাতেই পুত্রস্নেহবশতঃ তাহার পিতা তাহাকে সর্বশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছিল এবং

সে আত্মীয়স্বজনদিগের নয়নের আনন্দ বর্ধন করিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

একদা সে তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী সোমপ্রভাকে একটি পিঞ্জর লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বালচাপল্যবশতঃ ঐ পিঞ্জরটি প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমিও উহা লইয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি।' তাহার ভগিনী তাহাকে উহা দিতে অস্বীকার করিলে সে চাপল্যবশতঃ উহা কাড়িয়া লইয়া পক্ষী রূপে নভোদেশে উড্ডীন হইল। তখন তাহার ভগিনী তাহাকে শাপ প্রদান করিল, 'আমার পিঞ্জর বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া উড্ডীয়মান হইয়াছিস্ বলিয়া তুই একটি স্বর্ণচূড় পক্ষীতে রূপান্তরিত হইবি।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রজতদংষ্ট্র তাহার ভগিনীর পদতলে পতিত হইয়া তাহার শাপমুক্তির সময় নির্ধারণ করিতে বলিলে, সে কহিল, 'রে মূর্খ বালক, পক্ষী রূপে তুই একটি অন্ধকূপে পতিত হইলে এবং কোন দয়ালু ব্যক্তি তোকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে তুই যদি প্রতিদান স্বরূপ তাহার কোনও উপকার করিস্ তবে তুই শাপমুক্ত হইবি।' তাহার ভ্রাতাকে এই কথা বলিলে সে স্বর্ণচূড় পক্ষীরূপে জন্মগ্রহণ করিল।

আমিই সেই স্বর্ণচূড়পক্ষী, রজনীতে কূপমধ্যে পতিত হইলে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। এখন আমি প্রস্থান করিব। কোনও বিপদে পতিত হইলেই আমাকে স্মরণ করিবে। আমি প্রতিদানে তোমার উপকার করিয়া শাপমুক্ত হইব।' এই কথা বলিয়া পক্ষী প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সর্প সেই মহাসত্ত্ববান পুরুষকে তাহার কাহিনী বলিল (৭২-৮৪)—

সর্পের কাহিনী

পূর্বে আমি কশ্যপাশ্রমে কোন মুনির তনয় ছিলাম। তথায় অন্য এক মুনি-পুত্র আমার বয়স্য ছিল। একদা আমার মিত্র স্নানের নিমিত্ত হ্রদে অবতরণ করিলে আমি নদীতটে অবস্থানপূর্বক একটি ত্রিফণাযুক্ত সর্পকে আগমন করিতে দেখিলাম। সখাকে সন্ত্রস্ত করিবার নিমিত্ত আমি ক্রীড়াচ্ছলে মন্ত্রদ্বারা ঐ সর্পকে মোহিত করিয়া আমার বয়স্য যেস্থানে ছিল তাহার বিপরীত দিকে উহাকে স্থানচ্যুত করিয়া স্থাপন করিলাম। আমার বয়স্য অবিলম্বে স্নান সমাপন করিয়া তীরে আগমনকরতঃ অকস্মাৎ ঐ মহানাগকে

দর্শন করিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইল। কিয়ৎকাল পরে আমি তাহার মূর্ছা অপনোদন করিলে আমার সখা, 'আমি ঐ কার্য করিয়াছি' ধ্যান দ্বারা অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং আমাকে এই কথা বলিয়া অভিশপ্ত করিল, 'তুইও ঐ প্রকার ত্রিফণাবিশিষ্ট সর্প হইবি।' আমার শাপমুক্তির কাল নিরূপণ করিবার নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিলে সে কহিল, 'সর্পরূপে কূপে পতিত হইলে তোর প্রাণ রক্ষাকর্তার বিপদ-সময়ে উপকার করিলে তুই শাপমুক্ত হইবি।'

সে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে আমি সর্পে পরিণত হইলাম। তুমি আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এখন আমি প্রস্থান করিব। আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব এবং তোমার কোন উপকার করিয়া শাপমুক্ত হইব।

সর্প এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে সেই রমণী তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল (৮৫-৯৩)—

রমণীর কাহিনী

আমি রাজকার্যে নিযুক্ত এক বীর, দানী, সুরূপ, উচ্চমনা তরুণ যুবকের পত্নী। তৎসত্ত্বেও আমি অন্য একটি পুরুষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলাম। আমার স্বামী উহা জ্ঞাত হইয়া আমাকে শাস্তি প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলে আমি উহা সখী মুখে শুনিবামাত্র এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কূপমধ্যে পতিত হইলে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ।

তোমার দয়ায় আমি এখন কোথাও গমন করিয়া জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করিব এবং আশাকরি এমন দিন আগত হইবে যখন তোমার উপকারের প্রতিদান করিতে সমর্থ হইব।

বোধিসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া সেই দুষ্টা নারী গোত্রবর্ধন নামক জনৈক নরপতির নগরীতে উপস্থিত হইয়া নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রধানা মহিষীর দাসী হইয়া পরিজনদিগের সহিত অবস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব সেই রমণীর সহিত বাক্যালাপ করাতে শক্তিভ্রষ্ট হইয়া ফলমূলাদি সংগ্রহ করিতে অপারগ হইল এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আর্ত হইয়া প্রথমে সিংহকে স্মরণ করিল। তাহার কথা স্মরণ করিতেই সে আগমন করিল এবং মৃগ-মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ভোজন করাইলে সে তাহার পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। তখন সিংহ বলিল, 'আমার শাপান্ত হইয়াছে,

আমি এখন প্রস্থান করিব।' এই কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বের অনুমতি গ্রহণ-পূর্বক সিংহ বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বলোকে প্রস্থান করিল। (৯৪-১০৩)

সেই বোধিসত্ত্বাংশের অবতার পুনরায় খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া স্বর্ণচূড়-পক্ষীর কথা স্মরণ করিলে সে তথায় আগমন করিল এবং তাহাকে স্বীয় কষ্টের কথা নিবেদন করিলে সেই পক্ষী তাহাকে একটি রত্ন-ভরা সাজি প্রদান করিয়া বলিল, 'এই বিত্ত তোমাকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিবে। আমার এখন শাপমুক্তি হইয়াছে, আমি প্রস্থান করিব। তুমি সুখসমৃদ্ধি ভোগ কর।' এই কথা বলিয়া সে তরুণ বিদ্যাধর রাজকুমারে রূপান্তরিত হইয়া নভোমার্গে স্বলোকে প্রস্থানপূর্বক পিতার নিকট হইতে রাজ্যপ্রাপ্ত হইল। বোধিসত্ত্ব রত্নরাজি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে কূপ হইতে সে যে রমণীকে উদ্ধার করিয়াছিল, সে যে নগরীতে বাস করিত, তথায় উপনীত হইল। এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বিজনগৃহে সেই রত্নসমূহ রাখিয়া বিপণিতে গমন করিবার সময় কূপ হইতে সে যে রমণীটিকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকেই তাহার দিকে আগমন করিতে দেখিল এবং সেই রমণীও তাহাকে দেখিতে পাইল। দুইজনে আলাপরত হইলে সেই নারী তাহাকে বলিল যে সে রাজ্ঞীর দাসী নিযুক্ত হইয়াছে। সেই স্ত্রীলোকটি তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে চাহিলে সে স্বর্ণচূড় পক্ষীর নিকট হইতে রত্নপ্রাপ্তির কথা তাহাকে বলিল। সে তাহাকে বৃদ্ধার গৃহে আনয়নপূর্বক রত্নরাজি তাহাকে দেখাইল এবং দুষ্টা নারী তাহার কর্ত্রী রাজ্ঞী সমীপে উহা নিবেদন করিল। সেই স্বর্ণচূড় পক্ষী রাজ্ঞীর সমক্ষেই রাজপ্রাসাদাভ্যন্তর হইতে রাজ্ঞীর রত্নপূর্ণ সাজি সুকৌশলে অপহরণ করিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞা দাসী রমণীর মুখ হইতে সেই সাজি নগরীতে আনীত হইয়াছে এইকথা জ্ঞাত হইয়া রাজ্ঞী রাজাকে জানাইল। সেই দুষ্টা রমণী বোধিসত্ত্বকে দেখাইয়া দিলে নৃপতি ভৃত্যগণ কর্তৃক তাহাকে বন্দী করিয়া ব্রাহ্মণীর গৃহ হইতে রত্নরাজিসহ স্বসমীপে আনয়নকরতঃ তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যদিও তাহার কথা বিশ্বাস করিল, তথাপি সেই রত্নসমূহ তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হইল না, তাহাকেও কারাগৃহে নিক্ষেপ করিল। (১০৪-১১৭)

তখন বোধিসত্ত্ব কারাগারে নীত হওয়াতে ভীত হইয়া মুনিপুত্রের অবতার সেই সর্পকে স্মরণ করিলে সে তথায় উপস্থিত হইল। সর্প সেই সাধুপুরুষের কি প্রয়োজন তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিল, 'আমি মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত নৃপতির সমস্ত দেহ বেষ্টন করিব

এবং তুমি না বলা পর্যন্ত আমি তাহাকে মুক্ত করিব না। তুমি এই কারাগৃহ হইতেই বলিবে, আমি সর্প হইতে ভূপতিকে মুক্ত করিব, তুমি তথায় গমনপূর্বক আমাকে আদেশ করিলে আমি নৃপতিকে মুক্ত করিব এবং সে তোমাকে তাহার রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করিবে।' এই কথা বলিয়া ভুজঙ্গ নৃপতিকে আবেষ্টনপূর্বক উহার মস্তকের উপর ফণাত্রয় স্থাপন করিলে জনগণ চিৎকার করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! আমাদের ভূপতি সর্প কর্তৃক দষ্ট হইয়াছেন।' তখন বোধিসত্ত্ব বলিল, 'আমি রাজাকে সর্প বন্ধন হইতে মুক্ত করিব।' নৃপতির পরিচারকবৃন্দ তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার নিকট তাহা নিবেদন করিলে সর্পাক্রান্ত নৃপতি তাহাকে আহবান করিয়া বলিল, 'যদি আমাকে এই ভুজঙ্গ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হও তবে আমি তোমাকে আমার রাজ্যের অর্ধাংশ প্রদান করিব। আমি যে আমার বাক্যানুসারে কার্য করিব সে বিষয়ে আমার এই মন্ত্রিগণ প্রতিভূ রহিল।' নৃপতি এই কথা বলিতে মন্ত্রিগণ বলিল, 'তাহাই হইবে' এবং বোধিসত্ত্ব সর্পকে বলিল, 'রাজাকে অবিলম্বে মুক্ত কর।' সর্প নৃপতিকে মুক্ত করিলে নৃপতি বোধিসত্ত্বকে তাহার রাজ্যের অর্ধাংশে প্রদান করিয়া তাহাকে অচিরে বিত্তশালী করিল। নাগও শাপমুক্ত হইয়া মুনি যুবকে রূপান্তরিত হইয়া রাজসভাসমক্ষে স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিয়া স্বীয় তপোবনে প্রস্থান করিল।

অতএব দেখিতে পাইতেছেন যে শুভাত্মাদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে এবং বাক্য লংঘন করিলে মহৎদিগকেও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোক-দিগের চিত্তবৃত্তি পরিমাপ করা যায় না। প্রাণদান করিলেও তাহাদের হৃদয় যখন স্পর্শ করা যায় না তখন কোন্ উপকার সাধন করিলে তাহাদিগকে বিচলিত করা যায়? গোমুখ বৎসরাজপুত্রকে এই কথা বলিয়া কহিল, 'এখন আমি কতিপয় মূর্খের কাহিনী বর্ণনা করিব, অবধান করুন (১১৮-১৩১)—

কুক্কুর কর্তৃক দষ্ট শ্রমণের কাহিনী

কোন বৌদ্ধবিহারে এক মূর্খ শ্রমণ বাস করিত। একদা রাজপথে ভ্রমণকালে এক কুক্কুর তাহার জানুতে দংশন করিল। দষ্ট হইয়া সে বিহারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'একে একে সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমার জানুতে কি হইয়াছে? প্রত্যেককে কারণ বলিতে

হইলে আমার অনেক সময় নষ্ট হইবে। সকলে যাহাতে একই সঙ্গে কারণ জ্ঞাত হইতে পারে তন্নিমিত্ত আমি একটি কৌশল অবলম্বন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বিহারশীর্ষে আরোহণপূর্বক ঘণ্টামুষল গ্রহণ করিয়া ঘণ্টা নিনাদিত করিলে সকল শ্রমণেরা উহা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বহির্গত হইয়া সবিস্ময়ে তাহাকে বলিল, 'তুমি অসময়ে কেন বৃথা ঘণ্টা নিনাদ করিতেছ?' তাহার জানু প্রদর্শন করাইয়া সে ভিক্ষুদিগকে প্রত্যুত্তর করিল, 'প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, একটি কুকুর আমার জানু দংশন করিয়াছে এবং তোমাদের সকলকে পৃথক পৃথক ভাবে বলিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হইবে। এখন তোমরা সকলে এই বার্তা একসঙ্গে শ্রবণ করিয়া জানুর দিকে দৃষ্টিপাত কর।' তখন হাস্য করিতে করিতে সকল ভিক্ষুদিগের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইলে তাহারা বলিল, 'একটি ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া সে কি কাণ্ডটাই না করিল।'

মূর্খ শ্রমণের গল্প শ্রবণ করিয়াছেন, এখন একটি মূঢ় টক্কের কাহিনী শ্রবণ করুন। (টক্ক—বাহীক দেশবাসী)।

অতিথির সহিত আহারে অংশ গ্রহণ না করিয়া জীবিতাবস্থায় দগ্ধ হইতে ইচ্ছুক পুরুষের কাহিনী

কোনও স্থানে একটি ধনী অথচ কৃপণ টক্ক বাস করিত। সে এবং তাহার স্ত্রী সতত লবণবিহীন যবান্ন ভক্ষণ করিত। অন্য কোন আহার্যের স্বাদ সে জ্ঞাত ছিল না। বিধিবশে একদিন সে তাহার ভার্যাকে বলিল, 'আমার পরমান্ন ভোজন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অদ্যই তাহা প্রস্তুত কর।' তাহার ভার্যা 'তাহাই করিব' এই কথা বলিয়া পরমান্ন প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে দর্শন করিয়া কোন অতিথি আগমন করিতে পারে আশংকা করিয়া টক্ক গৃহাভ্যন্তরে শয্যায় শায়িত রহিল। (১৩২-১৪৩)

ইতোমধ্যে তাহার এক ধূর্ত টক্ক বন্ধু তথায় উপনীত হইয়া পত্নীকে তাহার পতি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া পতির নিকট গমনপূর্বক তাহার মিত্রের আগমনের সংবাদ প্রদান করিলে সে শয্যায় শায়িত অবস্থায় তাহাকে বলিল, 'তুমি হেথায় উপবেশনপূর্বক আমার পদযুগল ধৃত করিয়া বিলাপ করিতে থাক এবং আমার বন্ধুকে বলিবে, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। সে চলিয়া গেলে আমরা পরম

সুখে এই পরমান্ন উভয়ে ভোজন করিব। পতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহার পত্নী বিলাপ করিতে থাকিলে তাহার মিত্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শুধাইল, 'কি ঘটিয়াছে'? সে উত্তর করিল, 'এই যে দেখুন, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।' তখন সেই ধূর্ত চিন্তা করিতে লাগিল, 'কিয়ৎপূর্বেই ত উহাকে পুলকিত চিত্তে পরমান্ন প্রস্তুত করিতে দর্শন করিলাম। পীড়িত না হইয়াও উহার পতির কি প্রকারে মৃত্যু হইল? এই দুই ব্যাপারের কোন সামঞ্জস্য করা যাইতেছে না। নিশ্চয়ই আমাকে অতিথিরূপে আগমন করিতে দেখিয়া উহারা মিথ্যামিথ্যি এই কাহিনী রচনা করিয়াছে। সুতরাং আমি প্রস্থান করিব না। সেই ধূর্ত তখন উপবিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, 'হায়! আমার সুহৃদ! হায়! আমার সুহৃদ!' তখন তাহার আত্মীয়স্বজন বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মূঢ় টক্ককে শ্মশানে লইবার আয়োজন করিতে লাগিল। কারণ তখন পর্যন্তও টক্ক মৃত হইবার ভাণ করিয়াছিল। তাহার স্ত্রী তাহার নিকট আগমন করিয়া কানে কানে বলিল, 'তোমার বন্ধুরা তোমাকে চিতায় দগ্ধ করিবে, শীঘ্র উত্থান কর।' কিন্তু সেই মূঢ় ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার পত্নীকে প্রত্যুত্তর করিল, 'না, আমি কিছুতেই তাহা করিব না। এই ধূর্ত টক্ক আমার পরমান্ন ভোজন করিতে আগ্রহী। আমি গাত্রোত্থান করিব না, উহার আগমন করাতেই ত আমার মৃত্যু হইল। আমার মত লোকের নিকট অন্নমুষ্টি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর।' তখন তাহার ধূর্ত বন্ধু এবং স্বজনেরা তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেলে সে দগ্ধ হইবার সময় আমৃত্যু নিস্পন্দ ছিল। এই প্রকারে সেই মূর্খ ব্যক্তি পরমান্ন রক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃত্যুবরণ করিলে তাহার বহুকষ্টার্জিত ধন অন্যেরা সুখে ভোগ করিতে লাগিল।

কৃপণের গল্প শ্রবণ করিয়াছেন, এখন মূর্খ শিষ্য এবং মার্জারের কাহিনী শ্রবণ করুন—

মূর্খ গুরু, মূর্খ শিষ্য, মার্জার কথা

উজ্জয়িনী নগরীতে কোনও মঠে একটি মূর্খ গুরু বাস করিত (১৪৪-১৫৮)। রাত্রিতে মূষিকের উপদ্রবে তাহার নিদ্রা হইত না। এই অত্যাচারের সমস্ত কাহিনী সে তাহার এক ব্রাহ্মণ সুহৃদকে নিবেদন করিলে সে গুরুকে বলিল,

'তুমি একটি মার্জারের ব্যবস্থা কর। সে মূষিকগুলিকে ভক্ষণ করিবে।' তখন সেই উপাধ্যায় বলিল, 'মার্জার কি প্রকার জন্তু? উহা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমি কদাপি মার্জার দর্শন করি নাই।' উপাধ্যায়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মিত্র উত্তর করিল, 'উহার চক্ষু কাচের ন্যায়, উহার বর্ণ কপিল ধূসর, পৃষ্ঠে লোমশ চর্ম আছে এবং উহা পথোপরি গমনাগমন করে। সুতরাং সখে, এই অভিজ্ঞান দ্বারা সত্বর মার্জার সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর।' এই কথা বলিয়া তাহার মিত্র প্রস্থান করিলে সেই মূর্খ গুরু তাহার শিষ্যদিগকে বলিল, 'তোমরা সকলে ত উপস্থিত থাকিয়া মার্জারের অভিজ্ঞানের কথা শ্রবণ করিয়াছ। সুতরাং পথে উক্ত বর্ণনা মত একটি মার্জারের অন্বেষণ কর।' শিষ্যেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়াও কোনও মার্জারের সন্ধান প্রাপ্ত হইল না।

অবশেষে তাহারা পথমুখে একটি ব্রাহ্মণ বালককে আগমন করিতে দেখিল। তাহার চক্ষু ছিল কাচের ন্যায়, বর্ণ ছিল পিঙ্গল ধূসর এবং তাহার পৃষ্ঠোপরি একটি লোমশ হরিণ চর্ম ছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহারা বলিল, 'অভিজ্ঞান মত মার্জার প্রাপ্ত হওয়া গেল।' উহারা তাহাকে ধৃত করিয়া গুরু সমীপে আনয়ন করিলে মিত্রকথিত লক্ষণ মিলিয়া গিয়াছে দেখিয়া সে তাহাকে মঠাভ্যন্তরে আনয়ন করিল। মূর্খ শিষ্যেরা মার্জারের বর্ণনা করিলে ঐ মূর্খ বালকও নিজেকে মার্জার বলিয়া মনে করিল। ঘটনাচক্রে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, যে ব্রাহ্মণ সখ্যতাবশতঃ মার্জারের অভিজ্ঞান বর্ণনা করিয়াছিল এই বালক সেই ব্রাহ্মণের শিষ্য। সেই বিপ্র প্রাতঃকালে আগমনকরতঃ ঐ বালকটিকে মঠে দর্শন করিয়া ঐ মূর্খদিগকে বলিল, 'এই বালককে কে হেথায় আনয়ন করিয়াছে?' সেই উপাধ্যায় ও তাহার শিষ্যরা প্রত্যুত্তর করিল, 'আপনার নিকট হইতে মার্জারের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আমরা উহাকে মার্জারজ্ঞানে হেথায় আনয়ন করিয়াছি।' তখন ব্রাহ্মণ সহাস্যে বলিল, 'মূর্খ, নর এবং চতুষ্পদ পুচ্ছযুক্ত জীব মার্জারের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে।' মূর্খ শিষ্যগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ বালকটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'এখন মার্জারের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া গেল, চল, তদ্রূপ প্রাণী আবার আমরা অন্বেষণ করি।' জনগণ ঐ মূর্খদিগকে উপহাস করিতে লাগিল।

জড়বুদ্ধিকে সকলেই উপহাস করে। মূর্খ এবং মার্জারের কাহিনী শ্রবণ করা হইয়াছে এখন অন্য কতিপয় মূর্খের কাহিনী শ্রবণ করুন—

মূর্খবৃন্দ আর শিবের বৃষের কাহিনী

মূর্খপূর্ণ কোন মঠে একটি মূর্খ-প্রধান বাস করিত। (১৫৯-১৭৭) একদিন যখন ধর্মগ্রন্থ পঠিত হইতেছিল তখন সে শ্রবণ করিল যে তড়াগ খননকারী পরলোকে বহু পুণ্য অর্জন করে। বহু বিত্তশালী হওয়ায় সে স্বীয় মঠ হইতে নাতিদূরে বারিপূর্ণ একটি বিরাট তড়াগ খনন করাইল। একদা সেই মূর্খশিরোমণি তাহার তড়াগ দর্শন করিতে গমন করিয়া দেখিতে পাইল কোন জন্তু উহার বালুকা উৎখাত করিয়াছে। পরদিবসও আগমন করিয়া সে দেখিতে পাইল যে তড়াগের অন্যান্য স্থলের তীরদেশও খনিত হইয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া সে সবিস্ময়ে মনে মনে বলিল, আমি 'আগামীকল্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিবস এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখিব কোন জন্তু ইহা করিতেছে।' এইরূপে কৃতসংকল্প হইয়া সে পরদিবস প্রাতঃকালে তথায় আগমন করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। সে দেখিতে পাইল যে আকাশ হইতে একটি বৃষ অবতরণপূর্বক শৃঙ্গ দ্বারা তীরদেশ খনন করিতেছে। সে চিন্তা করিল, 'ইহা দিব্য বৃষ, ইহার সহিত আমি কেন স্বর্গে গমন করিব না?' সে বৃষভের নিকট গমন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা উহার পুচ্ছ ধৃত করিল। তখন সেই পবিত্র বৃষভ সজোরে পুচ্ছসংস্পৃষ্ট ঐ মূর্খ পুরুষকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে এক মুহূর্তে স্বীয় আলয় কৈলাস পর্বতে আনয়ন করিল। তথায় সেই মূর্খ বহুকাল আরামে দিব্য ভোজ্য মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া অবস্থান করিল। বৃষের গমন এবং প্রত্যাগমন লক্ষ্য করিয়া সেই মূর্খরাজ দৈব কর্তৃক মোহিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি বৃষের পুচ্ছ ধারণ করিয়া অধোদেশে অবতরণপূর্বক সুহৃদগণের দর্শনলাভকরতঃ তাহাদিগের নিকট আমার আশ্চর্য-জনক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পুনরায় একই উপায়ে প্রত্যাবর্তন করিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া ঐ মূর্খ একদিন বৃষভ যখন বহির্গমন করিতেছিল তখন তাহার পুচ্ছধারণপূর্বক ভূপৃষ্ঠে আগমন করিল। (১৭৮-১৮৯)

সে মঠে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তথাকার মূর্খবৃন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'সে কোথায় ছিল' জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ঐ মূর্খগণ তাহার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট সবিনয়ে নিবেদন করিল, 'অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকেও তথায় লইয়া গিয়া মোদকাদি ভোজন করাও।' সে সম্মত হইয়া ঐ কার্য সম্পাদনের উপায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া পরদিবস বৃষ আগমন করিলে উহাদিগকে

তড়াগের তটদেশে লইয়া গেল। প্রধান মূর্খ দুই হস্ত দ্বারা বৃষভের লাঙ্গুল ধৃত করিল, অন্য একজন তাহার পদদ্বয় ধৃত করিল এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের পদদ্বয় ধৃত করিল। এই প্রকারে তাহারা একে অন্যের পদদ্বয় ধৃত করিয়া মনুষ্য-শৃঙ্খল রচনা করিলে বৃষভ তাহার পুচ্ছধারী ঐ মূর্খদিগের সমভিব্যাহারে আকাশপথে দ্রুত গমন করিতে থাকিলে মূর্খদিগের মধ্যে একজন প্রধান মূর্খকে বলিল, 'আমাদিগের কুতূহল নিবারণার্থ বল স্বর্গে যথেষ্ট সুলভ্য যে মোদকগুলি তুমি ভক্ষণ করিয়াছ সেগুলি আকারে কত বড় ?' তখন সে প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দুই হস্ত পদ্মাকারে যুক্ত করিয়া বলিল, 'এত বড়।' ইহা করিবার সময় বৃষপুচ্ছ তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হওয়াতে সে এবং অন্যান্য সকলে আকাশ হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং বৃষ কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করিল। যাহারা ঐ দৃশ্য দর্শন করিল তাহারা হাস্য করিতে লাগিল।

মূর্খেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং চিন্তা না করিয়া উহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়া নিজেদের অমঙ্গল আনয়ন করে। আকাশগামী মূর্খদিগের কাহিনী শ্রবণ করিলেন, এখন অন্য আর একটি মূর্খের বৃত্তান্ত মনোযোগ-পূর্বক শ্রবণ করুন—

পল্লী পথানুসন্ধানকারী মূর্খের কাহিনী

কোন মূর্খ গ্রামান্তরে গমনকালে পথ ভুল করিয়াছিল। (১৯০-২০০) পথের কথা লোকদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা তাহাকে বলিল, 'নদীতীরে বৃক্ষ পর্যন্ত যে পথ বিস্তৃত হইয়াছে সেই পথে গমন কর।' তখন সেই মূর্খ বৃক্ষমূলে আগত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ঐ ব্যক্তিরাও আমাকে বলিয়াছিল যে এই বৃক্ষমূল পর্যন্ত আমার পথ বিস্তৃত রহিয়াছে।' তখন সে বৃক্ষারোহণপূর্বক একটি শাখা আশ্রয় করিয়া উহার উপর অবস্থান করিলে তাহার ভারে শাখা নমিত হইল এবং সে বহুকষ্টে উহা ধৃত করিয়া পতন নিবারণ করিল।

যখন সে ঐ প্রকারে শাখা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছিল তখন একটি হস্তী জলপান করিতে তথায় আগমন করিয়াছিল এবং উহার পৃষ্ঠে মাহুত উপবিষ্ট ছিল। শাখাবলম্বনকারী মূর্খ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মাহুতকে সবিনয়ে বলিল, 'মহাত্মন্, আমাকে নিম্নে অবতরণ করান।' মাহুত অঙ্কুশ পরিত্যাগপূর্বক উহাকে বৃক্ষ হইতে নিম্নে আনয়ন করিবার

নিমিত্ত দুই হস্তে উহার পদদ্বয় ধৃত করিল। ইতোমধ্যে হস্তী চলিতে থাকিলে মাহুত দেখিতে পাইল যে সে বৃক্ষশাখাগ্রধারী সেই মূর্খের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। তখন সেই মূর্খ মাহুতকে বলিল, 'যদি কোনও গান জানা থাকে তবে শীঘ্র গান গাহিতে আরম্ভ কর। ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া জনগণ এইস্থানে আগমনকরতঃ আমাদিগকে নিম্নে নামাইয়া লইবে, নতুবা নদীতে পতিত হইয়া আমরা ভাসিয়া যাইব।' এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া মাহুত এত সুন্দর গান করিল যে ঐ মূর্খ অতিশয় প্রীত হইল। তাহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দুই হস্তে তালি দিতে উদ্যত হইলে সে এবং মাহুত বৃক্ষচ্যুত হইয়া নদীগর্ভে পতিত হইল এবং সত্বর নিমজ্জিত হইল। মূর্খের সংসর্গে কেহ মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া গোমুখ হিরণ্যাক্ষের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল—(২০১-২১৩)

হিরণ্যাক্ষ-মৃগাঙ্কলেখা কথা

হিমালয়ের ক্রোড়দেশে পৃথিবীর শিরোমণিস্বরূপ বিদ্যা এবং ধর্মের আবাস-স্থল কাশ্মীর নামক দেশ আছে। তথায় হিরণ্যপুর নগরীতে কণকাক্ষ নামক নরপতি রাজত্ব করিত। শিবার্চনার ফলস্বরূপ রাজ্ঞী রত্নপ্রভার গর্ভে হিরণ্যাক্ষ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা গুলিকা লইয়া ক্রীড়া করিবার সময় সে স্বেচ্ছাপূর্বক সেই পথে গমনরতা এক তাপসীকে গুলিকাঘাত করিয়াছিল। সেই যোগেশ্বরী জিতক্রোধা তাপসী মুখ বিকৃত না করিয়া হিরণ্যাক্ষকে সহাস্যে বলিলেন, 'তোমার যৌবন ও গুণাবলী যদি তোমাকে এতদৃশ দর্পিত করিয়া থাকে তবে মৃগাঙ্কলেখাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলে তোমার যেন কি দশা হইবে।' রাজকুমার এইকথা শ্রবণ করিয়া তাপসী-চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'ভগবতি, এই মৃগাঙ্কলেখা কে আমাকে বলুন।' তিনি তখন তাঁহাকে বলিলেন, 'হিমালয়ে শশিতেজা নামক মহাযশঃশালী বিদ্যাধররাজ আছেন। তাহার মৃগাঙ্কলেখা নামক রূপবতী কন্যা আছে যাহার রূপের কথা চিন্তা করিয়া রজনীতে বিদ্যাধর রাজকুমারগণের নিদ্রা লোপ পায়। সে তোমার উপযুক্তা ভার্যা হইবে এবং তুমি তাহার উপযুক্ত পতি হইবে।' যোগেশ্বরী তাপসী তাহাকে এই কথা বলিলে হিরণ্যাক্ষ প্রত্যুত্তর করিল, 'কি প্রকারে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে,

ভগবতি, আমাকে বলুন।' তখন তিনি বলিলেন, 'তোমার কথা তাহাকে বলিয়া তোমার প্রতি তাহার কি মনোভাব তাহা জানিয়া আমি হেথায় আগমন করিয়া তথায় তোমাকে লইয়া যাইব। আমি প্রত্যহ অমরেশদেবকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন করি। আগামীকল্য এই দেবায়তনে তুমি আমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে।' এই কথা বলিয়া সেই যোগেশ্বরী তাপসী মন্ত্রবলে নভোমার্গে মৃগাংকলেখার দর্শনপ্রার্থী হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন। তথায় তিনি হিরণ্যাক্ষের গুণাবলীর এতই প্রশংসা করিলেন যে সেই দিব্যকন্যা হিরণ্যাক্ষের প্রতি অতিশয় প্রেমাসক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'ভগবতি, আমি যদি ঐ প্রকার ভর্তা প্রাপ্ত না হইতে পারি তবে আমার এই উদ্দেশ্যহীন জীবন বৃথা হইবে।' (২১৪-২২৯) মৃগাঙ্গলেখা কামার্তা হইয়া সেই দিবস তাপসীর সহিত হিরণ্যাক্ষের কথা আলোচনা করিয়া রজনী অতিবাহিত করিল। ইতোমধ্যে হিরণ্যাক্ষ সমস্ত দিবস মৃগাংকলেখার কথা চিন্তা করিয়া অতিকষ্টে রজনীতে নিদ্রিত হইল এবং যামিনীর অন্তিম যামে দেবী পার্বতী তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, 'তুমি বিদ্যাধর, কিন্তু কোনও মুনির শাপে তুমি নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। তাপসীর হস্তস্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া তুমি সত্বর মৃগাংকলেখার সহিত পরিণয় সূত্রে আবন্ধ হইবে। তুমি চিন্তা করিও না, পূর্বজন্মে সে তোমার পত্নী ছিল।' এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। প্রাতঃকালে রাজকুমার জাগ্রত হইয়া গাত্রোত্থানকরতঃ স্নানান্তে মঙ্গলকার্যাদি সমাপন করিল। অতঃপর সে অমরেশদেবের অর্চনা করিয়া তাপসী কর্তৃক নিরূপিত সেই সংকেতস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে মৃগাংকলেখা অতিকষ্টে স্বীয় প্রাসাদে নিদ্রিতা হইলে পার্বতী-দেবী তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'বিষাদগ্রস্ত হইও না। হিরণ্যাক্ষের শাপমুক্তির কাল আগত হইয়াছে। সে তাপসীর করস্পর্শে পুনরায় বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং আরেকবার উহাকে তোমার পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে।' এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলে প্রাতঃকালে মৃগাঙ্কলেখা জাগ্রত হইয়া তাপসীর নিকট তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই সিদ্ধা তাপসী বলিলেন, 'পুত্রি, বিদ্যাধরলোকে আগমন কর।' তাপসী এই কথা বলিলে সে তাহার পদে প্রণত হইল এবং তাপসী তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আকাশপথে স্বর্গে আগমন করিল। তখন হিরণ্যাক্ষের শাপক্ষয় হওয়াতে সে বিদ্যাধর রাজকুমার হইয়া পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া তাপসীকে বলিল, 'বজ্রকূট নগরীতে আমি অমিততেজা নামক বিদ্যাধরাধিপ

ছিলাম। কোনও মুনির প্রতি অশালীন আচরণ করায় আমি যে পর্যন্ত তোমার করস্পর্শ প্রাপ্ত হই নাই সে পর্যন্ত অভিশপ্ত হইয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমি অভিশপ্ত হইলে আমার পত্নী দেহত্যাগ করিয়াছিল। এখন আমার সেই পূর্ব প্রিয়া মৃগাংকলেখা নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখন তোমার করস্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া আমি পুনরায় তাহাকে প্রাপ্ত হইব।' বিদ্যাধর রাজকুমার অমিততেজা তাপসীর সহিত আকাশপথে হিমালয়ে গমন করিতে করিতে এই কথা বলিল। তথায় সে একটি উদ্যানে মৃগাংকলেখাকে দেখিতে পাইল এবং মৃগাংকলেখাও তাপসী বর্ণিত রূপে তাহাকে আগমন করিতে দেখিল। আশ্চর্যের বিষয়, পূর্বে ইহারা পরস্পরের কর্ণ দ্বারা পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় দৃষ্টিপথে তাহারা পরস্পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। (২৩০-২৪৮)

তখন প্রৌঢ়া তাপসী মৃগাংকলেখাকে বলিলেন, 'এখন বিবাহকার্য সম্পাদনার্থ পিতৃসকাশে সমস্ত নিবেদন কর।' তখন অবিলম্বে সে লজ্জানত মুখে সখী প্রমুখাৎ পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। ইতঃপূর্বে তাহার পিতাও অম্বিকাদেবী কর্তৃক তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি অমিততেজাকে সসম্মানে স্বীয় প্রাসাদে আনয়নপূর্বক মৃগাংকলেখার সহিত যথাবিধি বিবাহকার্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর অমিততেজা বজ্রকূটে গমন করিল। তথায় সে তাহার রাজ্য এবং ভার্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাপসী কর্তৃক তাহার নরদেহী পিতা কনকাক্ষকে তথায় আনয়ন করিল এবং তাহাকে দিব্য ভোগ্যাদি দ্বারা সম্বর্ধিত করিয়া পুনরায় ভূতলে প্রেরণকরতঃ মৃগাংকলেখার সহিত বহুকাল সমৃদ্ধি ভোগ করিল।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্বজন্মার্জিত সৌভাগ্য অসাধ্য প্রতীয়মান হইলেও প্রাণীদিগের নিকট পতিত হইয়া সহজলভ্য হয়। নরবাহনদত্ত গোমুখের নিকট হইতে এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া শক্তিযশের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া সেই রজনীতে নিদ্রা প্রাপ্ত হইল। (২৪৯-২৫৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—২৫৬
ক্রমিক সংখ্যা—১২, ৬০৫

দশম তরঙ্গ

পরদিবস রজনীতে নরবাহনদত্তের চিত্তবিনোদনার্থ গোমুখ বক্ষ্যমান কাহিনী বিবৃত করিল—

ধনেশ্বর নামক শিবপূত দেশে বহু পূর্বে এক মহামুনি বাস করিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল। একদিন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের জীবনে যদি কোন অদ্ভুত ঘটনা কিংবা অদ্ভুত কাহিনী প্রত্যক্ষ অথবা শ্রবণ করিয়া থাক তবে তাহা বর্ণনা কর।' মুনি এই কথা বলিলে তাহার একজন শিষ্য বলিল, 'আমি একদা একটি অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম, অবধান করুন—

কাশ্মীর হইতে পাটলিপুত্রে আগত প্রভাকরের কাহিনী

কাশ্মীরে বিজয় নামক একটি শৈবপূত মহাক্ষেত্র আছে। তথায় বিদ্যাভিমানী একজন প্রব্রাজক বাস করিতেন। তিনি শিবের উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতেন, 'আমি যেন তর্ক যুদ্ধে অপরাজেয় থাকি।' স্বীয় প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত তিনি পাটলিপুত্র যাত্রা করিলেন। পথে বহু অরণ্য, নদী এবং পর্বত অতিক্রম করিয়া তিনি একটি বনে উপনীত হইয়া শ্রান্তি অপনোদনার্থ একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তথায় সরোবরের শীতল বায়ুতে বিশ্রামকালে তিনি ধূলিধূসর দণ্ড এবং জলপাত্র হস্তে এক দূরাগত ধর্মশাস্ত্রবেত্তার দর্শন লাভ করিলেন। তিনি কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং কোথায় গমন করিতেছেন প্রব্রাজক তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ধার্মিক প্রত্যুত্তর করিলেন, 'আমি বিদ্যাক্ষেত্র পাটলিপুত্র হইতে আগমন করিয়া তর্ক-যুদ্ধে পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত কাশ্মীর দেশে গমন করিতেছি।' পরিব্রাজক ধর্মশাস্ত্রবিদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'পাটলিপুত্র হইতে আগত এক ব্যক্তিকে যদি আমি তর্কে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হই তবে তত্রস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কি প্রকারে পরাজিত করিব?'

এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি সেই ধার্মিককে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, 'তোমার এই বিপরীত আচরণ কেন? তুমি একই সময়ে মুমুক্ষু ধর্মশাস্ত্রবিদ্ এবং তর্ক করিবার নিমিত্ত উন্মাদ হইয়াছ কেন? (১-১৩) তর্কবিদ্যা-গর্বে বন্দী হইয়া তুমি মোক্ষপ্রাপ্তেচ্ছু হইতেছ কেন? তুমি

তাপদ্বারা বহ্নি নির্বাপিত করিতে ইচ্ছা কর এবং তুষার দ্বারা শৈত্য নিবারণ করিতে যাও। তুমি প্রস্তরযানে সমুদ্রলঙ্ঘনেচ্ছু এবং বাতাস করিয়া অগ্নি নির্বাপণ করিতে চেষ্টা করিতেছ। ধৈর্য ধারণ করা ব্রাহ্মণের ধর্ম, বিপন্নকে বিপদমুক্ত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, শমতা মুমুক্ষুর ধর্ম এবং কলহ রাক্ষসদিগের ধর্ম বলিয়া কথিত। মুমুক্ষু ব্যক্তি শম ও দম দ্বারা সংসার ক্লেশভয়ে দ্বন্দ্ব ও দুঃখ নিরাকরণ করিবে। অতএব শমরূপ কুঠার দ্বারা ভবপাদপ ছেদন কর, উহাতে হেতুবাদ বারি সিঞ্চন করিও না।' ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌কে এই কথা বলিলে সে প্রীত হইয়া তাহার নিকট সবিনয়ে প্রণত হইয়া 'আপনি আমার গুরু' এই কথা বলিয়া যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রস্থান করিল। তখন পরিব্রাজক সহাস্যে বৃক্ষমূলে অবস্থানকালে বৃক্ষাভ্যন্তর হইতে পত্নীর সহিত আলাপরত এক যক্ষের পরিহাস বাণী শ্রবণ করিলেন। প্রব্রাজক যখন তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন তখন যক্ষ ক্রীড়াচ্ছলে একটি পুষ্পমাল্য দ্বারা যক্ষিণীকে আঘাত করিলে সেই চতুরা মৃত্যুর ছল করিলেন এবং তাঁহার সহচরীরাও বিলাপধ্বনি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাঁহার প্রাণ যেন ফিরিয়া আসিয়াছে এমন ভাণ করিয়া তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। তখন তাঁহার পতি যক্ষ তাঁহাকে শুধাইল, 'তুমি কি দেখিতে পাইলে?' যক্ষিণী একটি মিথ্যা কাহিনী রচনা বলিল, 'যখন তুমি আমাকে মালা দ্বারা আঘাত করিলে তখন আমি পাশ হস্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষকে আগমন করিতে দেখিলাম। তাহার নেত্র প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং তাহার কেশরাশি খাড়া হইয়াছিল। স্বীয় ছায়াদ্বারা সেই পুরুষ দিঙ্‌মণ্ডল মলিন করিয়াছিল। সেই দুষ্ট আমাকে যমালয়ে লইয়া গেলে যমের কর্মচারিবৃন্দ তাহাকে ফিরাইয়া দিলে সে আমাকে মুক্ত করিল।' যক্ষিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যক্ষ সহাস্যে বলিল, 'স্ত্রীলোক প্রতারণা না করিয়া কোন কার্যই সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। পুষ্পাঘাতে কাহারও কি কখনও মৃত্যু হইয়াছে? যমালয় হইতে কখনও কি কেহ প্রত্যাবর্তন করিয়াছে? মূঢ়ে, তুমি পাটলিপুত্রের নারীদিগের হালচাল অনুকরণ করিতেছ।' (১৪-২৮)

নৃপতি সিংহাক্ষ, তাহার রাজ্ঞী এবং মুখ্যসচিবদিগের কাহিনী

সেই নগরীতে সিংহাক্ষ নামক নরপতি বাস করে। শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তাহার মহিষী, মন্ত্রিপত্নী, সেনাপতিপত্নী, পুরোহিতপত্নী এবং ভিষক্‌পত্নী

সহ নগরপালিকা সরস্বতীদেবীর মন্দিরে গমন করিলে তাহারা সকলে পথে কুব্জ, অন্ধ, খঞ্জ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের সাক্ষাৎ লাভ করা মাত্র উহারা তাঁহাদের নিকট কাতর অনুনয় করিতে লাগিল, 'রোগক্লিষ্ট আমাদিগকে দয়া করিয়া ঔষধ প্রদানকরতঃ নিরাময় করুন। এই পৃথিবী সমুদ্রতরঙ্গ এবং ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণস্থায়ী, ইহার সৌন্দর্য ধর্মোৎসবের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এই অসার সংসারে দীনের প্রতি দয়া এবং দরিদ্রকে দান করা প্রকৃত সারবস্তু। বলিতে গেলে ধার্মিক ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবন যাপন করেন! ধনীকে অথবা যাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে তাহাদিগকে দান করিবার কি প্রয়োজন? শীতার্ত ব্যক্তির চন্দনে কি প্রয়োজন? শীত ঋতুতে মেঘের কি কাজ? এই হতভাগাদিগকে বরং রোগ মুক্ত করুন।'

পীড়িত ব্যক্তিগণ রাজ্ঞী এবং তাঁহার অন্যান্য সহচরীদিগকে এই প্রকারে অনুরোধ করিলে তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'এই দরিদ্র পীড়িতগণ প্রকৃতপক্ষে সত্যই বলিতেছে, যথাসর্বস্ব দ্বারা উহাদিগের চিকিৎসা করা আমাদিগের কর্তব্য।' তখন তাঁহারা দেবী পুজা সম্পাদন করিয়া প্রত্যেকে উহাদের এক একজনকে স্বগৃহে লইয়া গিয়া নিজেদের নিকটে রাখিয়া স্বামীদিগের দ্বারা, মহাদেবীর মহৌষধ দ্বারা উহাদের চিকিৎসা করিলেন। সর্বদা উহাদের সহিত অবস্থান করিবার ফলে তাঁহারা উহাদিগের প্রতি এত আসক্ত হইলেন যে পৃথিবীর অন্য কিছুর কথা চিন্তা করিতেন না। নৃপতি ও তাঁহার মুখ্য সচিবদিগের সহিত ঐ রুগ্ন, পীড়িত ব্যক্তিদিগের যে কি পার্থক্য থাকিতে পারে তাহাদিগের প্রতি প্রেমান্ধ হইয়া সেকথাও কখন তাহারা চিন্তা করিতেন না। (২৯-৪১)

অতঃপর তাঁহাদের স্বামীরা রোগীদিগের সহিত বাসজনিত নখদন্তাঘাত চিহ্ন তাঁহাদের গাত্রে দেখিতে পাইয়া ভূপাল, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রমুখ সকলে পরস্পরের সহিত অবাধ আলোচনা করিতে লাগিলে নৃপতি অন্য সকলকে বলিল, 'তোমরা সম্প্রতি নীরব থাক, আমি আমার পত্নীকে সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করিব।' তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করিয়া নৃপতি প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক কৃত্রিম প্রেমের ছল করিয়া ভার্যাকে শুধাইল, 'তোমার অধর কে দংশন করিয়াছে? তোমার স্তনে নখরাঘাতের চিহ্ন কেন? যদি মঙ্গল চাও আমাকে সত্য কথা বল।' নৃপতি কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া রাজ্ঞী মিথ্যাভাষণ করিল, 'আমার দুর্ভাগ্য যে অকথ্য হইলেও সেই আশ্চর্যজনক বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে হইবে। প্রত্যহ রজনীতে গদাচক্রধারী

এক পুরুষ চিত্রিত প্রাচীর হইতে বহির্গত হইয়া আমার এই দশা করিয়া প্রাতঃকালে অন্তর্হিত হয়। চন্দ্রসূর্যও যে অঙ্গের দর্শন প্রাপ্ত হয় না, আমার স্বামী তুমি জীবিত থাকা সত্ত্বেও সে আমার দেহের এই অবস্থা করে।' মূর্খ নরপতি কৃত্রিম শোকাভিভূত রাজ্ঞীর এই কথা বিশ্বাস করিয়া মনে করিল যে উহা বিষ্ণুর মায়া। সে উহা তাহার মন্ত্রী এবং অন্যান্য অনুচরদিগের নিকট ব্যক্ত করিলে সেই জড়বুদ্ধিরাও তাহাদিগের পত্নীদিগকে বিষ্ণু দর্শন প্রদান করিয়াছেন মনে করিয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। (৪২-৫১)

এই প্রকারে শঠ, দুশ্চরিত্রা নারীগণ অসম্ভব মিথ্যা কাহিনী দ্বারা মূর্খদিগকে বঞ্চনা করে, কিন্তু আমি ত জড়বুদ্ধি সম্পন্ন নই যে প্রতারিত হইব।' এই কথা বলিয়া যক্ষ যক্ষিণীকে বিরত করিল। বৃক্ষমূলে অবস্থিত প্রব্রাজক সকল কথা শ্রবণ করিয়া জোড়হস্তে যক্ষকে নিবেদন করিলেন, 'ভগবন, আমি আপনার আশ্রমে আগমন করিয়াছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আপনাদের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আমার যে পাপ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন।' এইরূপ সত্য কথা বলিয়া তিনি যক্ষের প্রীতিবিধান করিলে যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি সর্বস্থানগত নামক যক্ষ। তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। একটি বর গ্রহণ কর।' তখন প্রব্রাজক যক্ষকে বলিলেন, 'আমি এই বর যাচঞা করি আপনি যেন আপনার পত্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হন।' তখন যক্ষ বলিলেন, 'আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ঐ বর ত প্রদান করিলামই এখন অন্য একটি বর প্রার্থনা কর।' তখন প্রব্রাজক বলিলেন, 'আমার দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে অদ্য হইতে আপনি এবং আপনার ভার্যা আমাকে আপনাদের পুত্রবৎ জ্ঞান করিবেন।' যক্ষ এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পত্নীসহ তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলেন, 'পুত্র আমি সম্মত আছি। অদ্য হইতে তোমাকে আমরা আমাদিগের পুত্র বলিয়া মনে করিব এবং আমাদের অনুগ্রহে তোমার কোনও বিপদ ঘটিবে না। তর্কে, কলহে, এবং দ্যূতক্রীড়ায় তুমি সর্বদা বিজয়ী হইবে।' (৫২-৬১) এই কথা বলিয়া যক্ষ অন্তর্হিত হইলে প্রব্রাজক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথায় রজনী যাপনান্তে পাটলিপুত্রে গমন করিলেন। তিনি প্রতিহার প্রমুখাৎ নৃপতি সিংহাক্ষের নিকট বার্তা প্রেরণ করিলেন যে তর্কযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি কাশ্মীর হইতে আগমন করিয়াছেন। নৃপতি তাঁহাকে সভাকক্ষে প্রবেশ করিবার অনুমতি

প্রদান করিয়া পণ্ডিতদিগকে তাঁহার সহিত তর্ক করিতে আহ্বান করিলেন। যক্ষের বরে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি নৃপতির সমক্ষে তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিলেন, 'গদাচক্রধারী জনৈক পুরুষ চিত্রিত প্রাচীর হইতে বহির্গত হইয়া আমার অধরোষ্ট দংশন করিয়া এবং আমার স্তনতট নখরাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া পুনরায় প্রাচীর অভ্যন্তরে প্রস্থান করিল। —এই বাক্যের তাৎপর্য তোমাদিগকে ব্যাখ্যা করিতে বলিতেছি।' পণ্ডিতেরা ইহার পরমার্থ জ্ঞাত না থাকায় পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। তখন নৃপতি সিংহাক্ষ স্বয়ং তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমাদিগের নিকট আপনি স্বয়ং ব্যাখ্যা করুন।' তখন প্রব্রাজক যক্ষের নিকট হইতে শ্রুত সিংহাক্ষের ভার্যার অসদাচরণের কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন পুরুষের কোন নারীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নহে, তাহাকে নারীজাতির অসদাচরণের কথাই কেবল শ্রবণ করিতে হইবে।' নৃপতি প্রব্রাজকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে উৎকট স্বদেশভক্ত প্রব্রাজক উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন নরপতি তাঁহাকে বহুমূল্য রত্নাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। সেই রত্ন গ্রহণপূর্বক প্রব্রাজক স্বদেশ কাশ্মীরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক যক্ষের অনুকম্পায় তথায় পরম সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

গোমুখ এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া বলিল, 'দুশ্চরিত্রা নারীদিগের কার্যাবলী এই প্রকার বিচিত্র। দেব, বিধাতার কার্যসমূহ এবং নারী-চরিত্রও উক্তরূপ বিস্ময়প্রদ। সম্প্রতি একাদশ নরঘাতী এক নারীর বিবরণ শ্রবণ করুন'—(৬২-৭৭)

জনৈকা রমণী এবং তাহার একাদশ পতির কাহিনী

মালবদেশে কোন গৃহস্থ একটি গ্রামে বাস করিত। তাহার একটি কন্যার জন্ম হইল যাহার দুইটি কি তিনটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। তাহার জন্ম হইবামাত্রই তাহার মাতার মৃত্যু হইল এবং কতিপয় দিবস গত হইলে সেই গৃহস্থের একটি পুত্র সন্তানেরও মৃত্যু হইল। তাহার ভ্রাতাও বৃষ কর্তৃক তাড়িত হইয়া শৃঙ্গাঘাতে নিহত হইল। গৃহস্থ তাহার কন্যার নাম রাখিল 'ত্রিমারিকা', কারণ সেই কুলক্ষণা কন্যার জন্মের পর তিনজনের মৃত্যু হইয়াছিল।

কালক্রমে সেই কন্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলে সেই গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তির পুত্র তাহার পাণিপ্রার্থী হইল এবং যথাবিধি উৎসবান্তে কন্যার পিতা উহার সহিত তাহার বিবাহ প্রদান করিল। কিছুকাল পতির সহিত বাস করিবার পর পতি মৃত হইলে সেই চপলা অন্য পতি গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই দ্বিতীয় পতিও স্বল্পকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে যৌবন-মদে মত্তা হইয়া তৃতীয় পতি গ্রহণ করিল এবং সেই স্বামীঘাতিনীর সেই তৃতীয় পতিও অন্যান্য স্বামীদিগের ন্যায় মৃত হইল। (পুস্তকান্তরে এই স্থানে অর্ধ শ্লোকে আছে, 'লোকেরা তাহাকে পতিভুক্ ডাকিনী বলিত।') এই প্রকারে সে পর পর দশটি স্বামী হারাইলে সকলে উহাকে উপহাস করিয়া তাহার নামকরণ করিল, 'দশমারিকা।' তাহার পিতা লজ্জিত হইয়া তাহাকে আর পতি গ্রহণ করিতে না দেওয়াতে সে লোকসমাজ হইতে দূরে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। একদা একজন তরুণ সৌম্যকান্তি যুবা সেই গৃহে প্রবেশ করিলে কন্যার পিতা তাহাকে একরাত্রির জন্য অতিথিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। দশমারিকা দর্শন মাত্রই তাহার প্রেমাসক্ত হইল এবং ঐ পান্থও সুন্দরী তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। প্রেম তাহার লজ্জা হরণ করিয়াছিল এবং সে পিতাকে বলিল, 'আমি এই পান্থকে আর একটি পতিরূপে শেষবারের মত বরণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহার মৃত্যু হইলে আমি ব্রতচারিণী হইব।' সেই পথিকের সম্মুখেই পিতাকে এই কথা বলিলে সে কন্যাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'এইরূপ চিন্তা করিও না। ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হইবে। তুমি দশবার পতিহারা হইয়াছ, ইহারও যদি মৃত্যু হয় তবে লোকেরা তোমাকে অতিশয় উপহাস করিবে।' পথিক এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত লজ্জা সরম পরিত্যাগ করিয়া বলিল, 'আমার মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পরপর আমার দশটি ভার্যার বিয়োগ হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা সমান সমান আছি। শিবের পাদ-স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, ঘটনাটি এই রূপই বটে।' পান্থ এই কথা বলিলে সকলে বিস্ময়াপ্লুত হইল এবং গ্রামবাসীরা একত্রিত হইয়া এক বাক্যে তাহাদের বিবাহ অনুমোদন করিলে দশমারিকা তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিল। কিয়ৎকাল তাহার সহিত বাস করিবার পর সে জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন তাহার নাম হইল 'একাদশমারিকা' এবং প্রস্তরও তাহাকে উপহাস না করিয়া পারিল না। সে অতঃপর শোকগ্রস্তা হইয়া গঙ্গাতীরে তাপসীর জীবন যাপন করিতে লাগিল।

গোমুখ এই চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করিয়া হাস্যরত বৎসরাজপুত্রকে বলিল, 'এখন একমাত্র বৃষবিত্তশালী ব্যক্তির কথা শ্রবণ করুন'—(৭৮-৯৮)

দুর্গাদেবীর প্রসাদে সতত এক বৃষের অধিকারী পুরুষের কাহিনী

কোনও গ্রামে একটি গৃহস্থ বাস করিত। তাহার একমাত্র বিত্ত ছিল একটি বলীবর্দ। সে এত লোভী ছিল যে কুটুম্বগণ এবং স্বয়ং খাদ্যাভাবে মৃতকল্প হইলেও ঐ বৃষটি বিক্রয় করিতে চাহিল না। সে বিন্ধ্য পর্বতে গমনপূর্বক অনাহারে দর্ভ-শয্যায় শয়ন করিয়া বিত্ত লাভার্থ দুর্গাদেবীর মন্দিরে তপশ্চর্যা করিতে লাগিল। দেবী স্বপ্নে তাহাকে প্রত্যাদেশ করিলেন, 'বৎস, উত্থান কর। একটি বৃষ তুমি সর্বদা বিত্তস্বরূপ লাভ করিবে। উহা বিক্রয় করিয়া তুমি চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইবে।' পরদিবস প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক পারণ করিয়া সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। তথাপি সে বৃষটি বিক্রয় করিতে পারিল না, কারণ সে মনে করিল যে একটিমাত্র বৃষকে বিক্রয় করিলে তাহার আর জীবিকা উপার্জনের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। অনাহারে কৃশ হইয়া দেবীর আদেশ সহ তাহার স্বপ্নের বৃত্তান্ত এক বন্ধুকে বলিলে, সেই বুদ্ধিমান বন্ধু তাহাকে বলিল, 'দেবী তোমাকে বলিয়াছেন যে তোমার সর্বদা একটি বলীবর্দ থাকিবে এবং তুমি উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা উপার্জন করিবে। তুমি মূর্খের ন্যায় দেবীর আদেশ পালন করিতেছ না কেন? এই বৃষটি বিক্রয় করিয়া তোমার পরিবারের ভরণ পোষণ কর। এইটি বিক্রয় করিলে তুমি অপর একটি বৃষ প্রাপ্ত হইবে এবং সেইটি বিক্রয় করিলে অপর একটি বৃষ প্রাপ্ত হইবে, এইরূপই চলিতে থাকিবে।' গ্রামবাসী বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য করিলে, পরপর বৃষ প্রাপ্ত হইয়া সে উহা বিক্রয় করিয়া চিরকাল পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

এইপ্রকারে বিধি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সংকল্প মত ফল প্রদান করেন। কৃতসংকল্প হইতে হইবে। সৌভাগ্য সংকল্পহীন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে না। এখন ধূর্ত অলীক মন্ত্রীর কাহিনী শ্রবণ করুন—

নৃপতির সহিত বাক্যালাপ করিয়া ধনলাভকারী শঠের কাহিনী

দাক্ষিণাত্যের এক নগরীতে এক নৃপতি বাস করিতেন। (৯৯-১১০) সেই নগরীতে এক শঠ বাস করিত। সে অন্যকে বঞ্চনা করিয়া জীবিকা উপার্জন

করিত। অল্প লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া সে একদা মনে মনে চিন্তা করিল, 'কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করিবার মত বিত্ত লাভ করাতে আমার শঠতা স্বল্প ফলপ্রসূ হইয়াছে। উহাতে আর কি লাভ? প্রচুর সম্পদ লাভের উপযুক্ত কার্য কেন করিব না?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বণিকোচিত উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ-দ্বারে প্রতিহারের নিকট গমন করিলে নৃপতির সকাশে নীত হইল। রাজাকে উপহার প্রদান করিয়া সে বলিল, 'মহারাজের সহিত আমি নিভৃতে আলাপ করিতে ইচ্ছা করি।' নৃপতি তাহার বেশভূষায় আকৃষ্ট হইয়া এবং উপহার লাভ করিয়া প্রীত হইয়া তাঁহাকে নিভৃতে আলাপ করিবার সুযোগ প্রদান করিলে সেই ধূর্ত তাহাকে বলিল, 'প্রভো, আপনি আমাকে প্রত্যহ সভাগৃহে সকলের সমক্ষে ক্ষণকাল নিভৃতে লইয়া গিয়া একান্তে আলাপ করিবেন কি? এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি প্রত্যহ আপনাকে পঞ্চ শত দীনার প্রদান করিব। আমি উহার কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করি না।' নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিল, 'ইহাতে কি দোষ থাকিতে পারে? আমার নিকট হইতে সে কি গ্রহণ করিতেছে? অন্যদিকে প্রত্যহ সে আমাকে দীনার প্রদান করিতেছে। একজন সমৃদ্ধ বণিকের সহিত আলাপ করাতে কি দোষ হইতে পারে?' অতএব নৃপতি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সেই ধূর্ত প্রতিশ্রুতি মত দীনার প্রদান করিতে লাগিল এবং জনগণের ধারণা হইল যে উহাকে মহামন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। (১১১-১২০)

একদিন নৃপতির সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় বারংবার একজন কর্মচারীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সেই কর্মচারী তাহার প্রতি সে কেন বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই ধূর্ত মিথ্যা করিয়া বলিল, 'তুমি রাজ্য লুণ্ঠন করিতেছ মনে করিয়া রাজা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সেই জন্যই আমি তোমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি তাহার ক্রোধ নিবারিত করিব।' অলীক-মন্ত্রী এই কথা বলিলে সেই উদ্বিগ্ন কর্মচারী গৃহে গমন করিয়া তাহাকে দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিল। পরদিবস সেই শঠ নৃপতির সহিত তদনুরূপ বাক্যালাপ করিয়া বহির্গত হইয়া তাহার সমীপে আগমনোদ্যত সেই কর্মচারীকে বলিল 'কয়েকটি যুক্তি-পূর্ণ বাক্য দ্বারা আমি রাজার ক্রোধ অপনয়ন করিয়াছি। মনে সাহস আন। এখন তোমার সর্বপ্রকার বিপদে আমি তোমার সহায় থাকিব।' এই প্রকারে

সুকৌশলে তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিদায় করিলে সেই কর্মচারী তাহাকে নানা প্রকার পারিতোষিক প্রদান করিল।

এই প্রকারে সেই বুদ্ধিমান ধূর্ত সতত রাজার সহিত বাক্যালাপ করিয়া এবং অন্যান্য কৌশল অবলম্বনপূর্বক কর্মচারী, সামন্ত নৃপতি, রাজপুত এবং ভৃত্যাদিগের নিকট হইতে এত অর্থ সংগ্রহ করিল যে তাহার পরিমাণ পঞ্চকোটি সুবর্ণমুদ্রা হইল। তখন সেই ধূর্ত অলীক-মন্ত্রী রাজাকে গোপনে বলিল, 'যদিও আমি আপনাকে প্রত্যহ পঞ্চ শত দীনার প্রদান করিয়াছি তথাপি মহারাজের কৃপায় আমি পঞ্চ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব, অনুগ্রহপূর্বক ঐ স্বর্ণমুদ্রাসমূহ গ্রহণ করুন। আমি উহা দ্বারা কি করিব?' তখন সে নৃপতির নিকট তাহার কৌশলের কথা প্রকট করিলে অতি কষ্টে সে রাজাকে ঐ মুদ্রার অর্ধাংশ গ্রহণ করিতে সম্মত করিলে নৃপতি তাহাকে মহামন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিল এবং সেই ধূর্ত বিত্ত এবং সম্মানিত পদ লাভ করিয়া জনগণকে দানাদি দ্বারা সুখী করিতে লাগিল।

এই প্রকারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অতি মাত্রায় পাপ কার্য না করিয়া সুযোগ মত প্রচুর বিত্ত লাভ করিয়া কূপখননকারী ব্যক্তির ন্যায় দোষের প্রায়শ্চিত্ত করে, তখন বৎসরাজকুমারকে গোমুখ বলিল, 'আপনি আপনার আসন্ন উদ্বাহক্রিয়ার নিমিত্ত যদিও সমুৎসুক হইয়াছেন তথাপি আর একটি মাত্র কাহিনী শ্রবণ করুন'—(১২১-১৩৫)

রত্নরেখা-লক্ষ্মীসেন কথা

রত্নাকর নামক নগরীতে বুদ্ধিপ্রভ নামক নৃপতি বাস করিতেন। তিনি দুর্মদ গজোপম শত্রুদিগের নিকট সিংহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেন। তাঁহার পত্নী রত্নরেখার গর্ভে জগতে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী কন্যা হেমপ্রভার জন্ম হইয়াছিল। সে ছিল মর্ত্যে শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরী। পূর্বজন্মে নভোমার্গে বিহারের সুখস্মৃতিবশতঃ সে দোলায় দুলিতে অতিশয় ভালবাসিত। সে দোলা হইতে পতিত হইবে আশঙ্কা করিয়া পিতা তাহাকে দুলিতে বারণ করা সত্ত্বেও সে যখন বিরত হইল না তখন তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছিল। রাজকুমারী এই অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া অরণ্যে গমন করিবার উদ্দেশ্যে বিহার করিবার ছলে নগরীর বহির্দেশে একটি উদ্যানে গমন করিয়াছিল। ভৃত্যাদিগকে পানোন্মত্ত করিয়া

সে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বহু বৃক্ষসমন্বিত ঘন অরণ্যে দৃষ্টি বহির্ভূতা হইল। দূর বনপ্রদেশে গমন করিয়া একটি কুটির নির্মাণপূর্বক ফলমূলাদি আহার করিয়া সে তথায় শিবের আরাধনায় তৎপর হইল। কন্যা কোথাও পলায়ন করিয়াছে মনে করিয়া তাহার পিতা তাহাকে অন্বেষণ করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ লাভে অসমর্থ হইয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে শোকের কিঞ্চিৎ অপনোদন হইলে চিত্তবিক্ষেপের নিমিত্ত তিনি মৃগয়ায় গমন করিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার কন্যা যে দূর অরণ্যে তপস্যা করিতেছিল নৃপতি বৃদ্ধিপ্রভ সেই অরণ্যে গমনকরতঃ কন্যার কুটির দর্শন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং অচিন্তিতভাবে নিজের তপঃক্লিষ্টা কন্যার দর্শন লাভ করিল। সে নৃপতিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পদালিঙ্গন করিল এবং সাশ্রুনয়নে তাহার পিতা তাহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিলেন। বহুকাল বিরহের পর পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা এতাদৃশ বিলাপ করিল যে বনমৃগদিগের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল। অবশেষে নৃপতি কন্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'প্রাসাদের সুখ পরিত্যাগপূর্বক এইরূপ আচরণ করিতেছ কেন? অরণ্য পরিত্যাগপূর্বক মাতৃসকাশে আগমন কর।' তাহার পিতা তাহাকে এই কথা বলিলে হেমপ্রভা প্রত্যুত্তর করিল, 'দেবকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি এইরূপ করিতেছি। ইহার অন্যথা করিবার শক্তি আমার আর কি আছে? আমি তপশ্চর্যার সুখ পরিত্যাগপূর্বক সুখাভিলাষে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিব না।' কন্যা স্বীয় মত পরিবর্তন করিবে না, কন্যার বাক্যে তাহা বুঝিতে পারিয়া রাজা সেই অরণ্যেই তাহার জন্য একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি প্রত্যহ তাঁহার অতিথিসৎকারার্থে পক্কান্ন এবং বিত্ত প্রেরণ করিতেন। অতিথিদিগকে ধনরত্নাদি দ্বারা সেবাকরতঃ হেমপ্রভা স্বয়ং ফলমূলাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিত। (১৩৬-১৫৪)

একদা রাজকন্যার আশ্রমে জনৈকা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমানা আবাল্য ব্রহ্মচারিণী প্রব্রাজিকা আগমন করিলে হেমপ্রভা তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল এবং বাক্য প্রসঙ্গে তাহাকে প্রব্রজ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, "আমি যখন বালিকা ছিলাম একদা পিতার পাদ সংবাহন করিতে করিতে আমার নেত্র নিদ্রায় মুদ্রিত হইলে আমার হস্তদ্বয় নিম্নে পতিত হইল এবং পিতা আমাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, 'তুমি নিদ্রিত হইতেছ কেন?' আমি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গৃহ পরিত্যাগপূর্বক প্রব্রাজিকা

হইয়াছিলাম।" নিজের চরিত্রের সহিত, উহার চরিত্রের সামঞ্জস্য দর্শন করিয়া হেমপ্রভা ঐ প্রব্রাজিকার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া তাহাকে স্বীয় অরণ্যজীবনের অংশীদার করিল। একদিন প্রাতঃকালে সে তাহার সখীকে বলিল, 'সখি আমার স্মরণ হইতেছে যে আমি স্বপ্নে একটি বিপুলা নদী অতিক্রমকরতঃ শ্বেতহস্তী পৃষ্টে একটি পর্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম এবং তথায় একটি আশ্রমে অম্বিকাপতির দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর একটি বীণা গ্রহণ করিয়া উহা বাদনপূর্বক যখন তাহার সম্মুখে গান করিতেছিলাম তখন একজন দিব্যপুরুষকে তথায় আগমন করিতে দেখিলাম। তাহার দর্শন লাভ করিয়া আমি তোমার সহিত আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম নিশির অবসান হইয়াছে।' সখী এই কথা শ্রবণ করিয়া হেমপ্রভাকে বলিল, 'শুভে, তুমি নিশ্চয়ই কোন শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরকন্যা, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এই স্বপ্নের তাৎপর্য হইতেছে তোমার শাপমুক্তির কাল আগতপ্রায়।' সখীর এই বাক্যে রাজকুমারী প্রীত হইল। (১৫৫-১৬৫)

জগৎ-দীপ দিবাকর আকাশে উদিত হইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে আরোহণ করিলে অশ্বপৃষ্টে এক রাজকুমার তথায় আগমন করিল। হেমপ্রভাকে তাপসীর বেশে সন্দর্শন করিয়া সে অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। হেমপ্রভাও অতিথিসৎকার-পূর্বক তাহাকে আসন প্রদান করিয়া প্রেমাসক্ত হইয়া শুধাইল, 'মহাত্মন্, আপনি কে?' তখন রাজপুত্র বলিল, "ভদ্রে, প্রতাপশীল নামক একজন শুভশীল নরপতি আছেন। পুত্রার্থে তিনি মহাদেবের তপস্যায় রত হইলে সেই করুণাময় দেব তাহার নিকট অবিভূর্ত হইয়া বলিলেন, 'বিদ্যাধরের অবতার হইয়া তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। শাপমুক্ত হইয়া সে স্বলোকে গমন করিলে তোমার দ্বিতীয় পুত্র লাভ হইবে। সে তোমার বংশ রক্ষা করিয়া রাজত্ব করিবে।' মহাদেব এই কথা বলিলে তিনি উপবাস ভঙ্গকরতঃ হৃষ্ট চিত্তে পারণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার লক্ষ্মীসেন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল এবং কালক্রমে শূরসেন নামক দ্বিতীয় পুত্রেরও জন্ম হইল। বারাননে, আমিই সেই লক্ষ্মীসেন। অদ্য মৃগয়ায় গমন করিলে আমার বায়ুগতি অশ্ব আমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে।" তখন রাজপুত্র তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে, পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া সে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাহাকে বলিল, 'আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমার পূর্বজন্মের

কথা স্মরণপথে উদিত হইয়াছে এবং বিদ্যাধরীরূপে আমি যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম তাহাও মনে পড়িতেছে। আমি এবং আমার সখী উভয়েই বিদ্যাধরী এবং অভিশপ্তা হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমার পতি ছিলেন এবং আপনার মন্ত্রী আমার এই সখীর স্বামী ছিলেন। এখন আমার এবং আমার সখীর উভয়েরই শাপ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। পুনরায় বিদ্যাধরলোকে আমরা সকলে মিলিত হইব।' তখন সে ও তাহার সখী দিব্যদেহ ধারণপূর্বক আকাশমার্গে স্ব স্ব লোকে প্রয়াণ করিল। লক্ষ্মীসেন সবিস্ময়ে কিয়ৎকাল তথায় দণ্ডায়মান থাকিলে তাহার মন্ত্রী তাহার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক তথায় উপনীত হইল। রাজপুত্র যখন তাহার মন্ত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতেছিল তখন নৃপতি বুদ্ধিপ্রভ স্বীয় কন্যার দর্শন-মানসে ব্যাকুল চিত্তে তথায় আগমন করিয়া কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্মীসেনের দর্শন লাভ করিলেন। লক্ষ্মীসেনকে কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্তই সে তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। বুদ্ধিপ্রভ বিষাদগ্রস্ত হইলেন কিন্তু লক্ষ্মীসেন ও তাহার মন্ত্রী তাহাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিল, কারণ তাহাদের তখন শাপমুক্তি হইয়াছিল। তাহারা নভোমার্গে স্বলোকে প্রস্থান করিল। হেমপ্রভাকে ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীসেন তাহার সহিত মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করিল এবং বুদ্ধিপ্রভের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বনগরীতে প্রস্থান করিল। তাহার মন্ত্রীও তাহার স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মীসেন তাহার মন্ত্রীর সহিত তাহার পিতা প্রতাপসেনের নিকট সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলে তিনি জন্মগত অধিকারবশতঃ পুত্র লক্ষ্মীসেনকে স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীসেন অনুজ শূরসেনকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিদ্যাধরলোকে স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় পত্নী হেমপ্রভার সহিত মিলিত হইয়া সে মন্ত্রীর সহায়তায় বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যাধরদিগের উপর সুখে রাজত্ব করিয়াছিল। (১৬৬-১৮৭)

গোমুখের নিকট হইতে পর পর এই কাহিনীসমূহ শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্ত শক্তিযশাকে নবপত্নীরূপে লাভ করিবার সময় আসন্ন হওয়ায় সেই রজনী মুহূর্তবৎ জ্ঞান করিয়া যাপন করিল। বিবাহ-দিবস আগমন পর্যন্ত রাজপুত্র ঐ এক প্রকারেই দিবস যাপন করিতে লাগিল। যখন সে পিতা বৎসরাজের সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন সে অকস্মাৎ দেখিতে পাইল যে, সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান বিদ্যাধরবাহিনী আকাশ হইতে অবতরণ করিতেছে।

সে দেখিতে পাইল যে তাহাদের মধ্যে বিদ্যাধরাধিপ স্ফটিকযশঃ কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ রাজকুমারের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রিয় দুহিতার হস্তধারণপূর্বক আগত হইয়াছেন। পিতা বৎসরাজ প্রথমে অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি আপ্যায়ন করিলে নরবাহনদত্ত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিদ্যাধরপতি তাঁহার আগমনের বার্তা ব্যক্ত করিয়া অলৌকিক শক্তি ও তাহার উচ্চ পদোচিত দিব্য বৈভব দ্বারা বৎসরাজপুত্রকে পরিপূরিত করিয়া পূর্ব সংকল্পমত যথাবিধি কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। নলিনী রবিকর সংযোগে যেরূপ ভাস্বর হয় নরবাহনদত্তও বিদ্যাধররাজের কন্যা শক্তিযশাকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ দীপ্তিমান হইল। অতঃপর স্ফটিকযশঃ প্রস্থান করিলে ভ্রমর যেরূপ কমলে আসক্ত হয় বৎসরাজপুত্র, তদ্রূপ শক্তিযশার আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কৌশাম্বীতে বাস করিতে লাগিল। (১৮৮-১৯৩)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শক্তিযশঃ লম্বকের দশম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৯৩
ক্রমিক সংখ্যা—১২,৭৯৮

তৃতীয় খণ্ডের নির্ঘণ্ট
